জন রীড

জন রীড

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

ДЖОН РИД

«10 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР»

На языке бенгали

সূচি

ভ. ই. লেনিন
ও
ন. ক. ক্রুপস্কায়ার
মুখবন্ধ

মুখবন্ধ

জন রীডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বইটি আমি পড়েছি অসীম আগ্রহে ও অখণ্ড মনোযোগে। দুনিয়ার শ্রমিকদের কাছে আমি বইটির অকুণ্ঠ সুপারিশ করছি। আমি চাই বইটি কোটি কোটি সংখ্যায় ছেপে দুনিয়ার সব ভাষায় অনূদিত হোক। প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব আসলে কী জিনিস তা বোঝার পক্ষে অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলীর সত্যনিষ্ঠ, অতি জাজ্বল্যমান বর্ণনা আছে এতে। প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নিয়ে প্রচুর আলোচনা দেখা যায়, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ বা বর্জন করতে চাইলে আগে তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্তের পুরো তাৎপর্যটা জেনে রাখতে হবে। জন রীডের বইয়ে নিঃসন্দেহেই এ সমস্যার পরিচ্ছন্নতায় সাহায্য হবে আর সে সমস্যা হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের একটি মূল সমস্যা।

নিকোলাই লেনিন

(ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ)

রুশ সংস্করণের ভূমিকা

জন রীড তাঁর অপূর্ব বইটির নাম দিয়েছেন 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন'। অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিনগুলোর আশ্চর্য জীবন্ত ও বলিষ্ঠ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বইটিতে। শুধুই ঘটনার তালিকা বা দলিলের সংকলন এটি নয়, একের পর এক এমন এক সারি টিপিক্যাল জীবন্ত দৃশ্য এতে পাওয়া যাবে, যাতে বিপ্লবের যে কোনো অংশীরই স্বচক্ষে দেখা অনুরূপ ঘটনার কথা মনে পড়ে যাবে। আর আশ্চর্য যাথার্থ্যে এই সব জীবন্ত দৃশ্যে ফুটে উঠেছে জনগণের মনোভাব, মহা বিপ্লবের প্রতিটি ঘটনাই নির্ধারিত হয়েছে যে মনোভাবে।

এমন একটি বই কী ভাবে লেখা সম্ভব হল একজন বিদেশী, একজন আমেরিকানের পক্ষে যিনি দেশটার ভাষা বা রীতিনীতি কিছুই জানতেন না তা ভেবে প্রথমটা অবাক লাগতে পারে। মনে হতে পারে যে তিনি অসংখ্য ভুল করবেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ধরতে পারবেন না।

অধিকাংশ বিদেশীই রাশিয়ার কথা লেখেন অন্য ঢঙে। নিজেদের দেখা ঘটনাগুলোকে তাঁরা হয় একেবারেই বোঝেন না, নয়ত বিচ্ছিন্ন এমন কিছু তথ্য তাঁরা কুড়িয়ে নেন যা ঠিক টিপিক্যাল নয়, আর তা থেকেই ঢালাও সাধারণ সিদ্ধান্ত টানেন।

তবে বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী বিদেশীর সংখ্যা খুবই কম।

জন রীডের কৃতিত্বের কারণ এই যে তিনি উদাসীন দর্শক মাত্র নন, মনে প্রাণে তিনি এমন একজন বিপ্লবী কমিউনিস্ট যিনি ঘটনাগুলোর মানেটা, মহা সংগ্রামের মানেটা বোঝেন। এই বোধ থেকেই এসেছে তাঁর সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যা ছাড়া এমন বই লেখা অসম্ভব হত।

রুশেরাও কিন্তু বিপ্লবের কথা লেখেন অন্যভাবে: তাঁরা হয় সমগ্রভাবে তার খতিয়ান করেন, নয়ত নিজেরা যে সব ঘটনায় অংশ নিয়েছেন তার বর্ণনা দেন। রীডের বইয়ে পাওয়া যাবে সত্যকার একটি গণবিপ্লবের ব্যাপক চিত্র, তাই যারা তরুণ, যারা ভবিষ্যৎ পুরুষ, যাদের কাছে অক্টোবর বিপ্লব হয়ে দাঁড়াবে একটা অতীত ইতিহাস, তাদের কাছে বইটির একটি বিশেষ গুরুত্ব থাকবে। রীডের বইকে বলা যেতে পারে একধরনের মহাকাব্য।

রুশ বিপ্লবের সঙ্গে নিজের জীবন গেঁথে নিয়েছিলেন জন রীড। সোভিয়েত রাশিয়া তাঁর আপন হয়ে ওঠে। রাশিয়ায় টাইফাস রোগে মারা যান তিনি, সমাধি হয় রেড স্কোয়ারে ক্রেমলিন প্রাচীরের সামনে। জন রীডের মতো এমন কৃতিত্বের সঙ্গে যিনি বিপ্লবের নিহত শহীদদের শেষকৃত্যের বর্ণনা দিতে পেরেছেন, এই মহা সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।

নাদেজ্দা ক্রুপস্কায়া

জন রীড

দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন

ভূমিকা

বইটি হল ঘনীভূত ইতিহাসের একটা ফালি, — সে ইতিহাসকে আমি যেটুকু দেখেছি। বইটি আর কিছুই নয় নভেম্বর* বিপ্লবের একটা বিশদ বিবরণ, যখন শ্রমিক ও সৈনিকদের নেতৃত্বে বলশেভিকরা রাশিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সোভিয়েতগুলির হাতে তা অর্পণ করে।

স্বভাবতই এর বেশির ভাগটা 'লাল পেত্রগ্রাদ' নিয়ে, যা দেশের রাজধানী ও অভ্যুত্থানের হৃৎকেন্দ্র। তবে পাঠকদের মনে রাখা দরকার যে পেত্রগ্রাদে যা ঘটেছিল ন্যূনাধিক তীব্রভাবে বিভিন্ন সময়ে সারা রাশিয়া জুড়ে তার প্রায় একই রকম পুনরাবৃত্তি হয়।

পর পর কয়েকটি বই আমি লিখছি, তার প্রথম পুস্তক হিসাবে এই বইটিতে আমি শুধু নিজের দেখা ঘটনা ও অভিজ্ঞতা এবং প্রমাণসিদ্ধ তথ্যের বিবরণে সীমাবদ্ধ থাকব; প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে নভেম্বর বিপ্লবের পটভূমিকা ও কারণ নির্দেশ করেছি। আমি জানি যে এই পরিচ্ছেদ দুটি সুপাঠ্য নয়, কিন্তু পরের ঘটনাগুলো বোঝার জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন জাগবে। বলশেভিকবাদ কী? কী ধরনের শাসন-ব্যবস্থা বলশেভিকরা প্রতিষ্ঠা করে? নভেম্বর বিপ্লবের আগে বলশেভিকরা সংবিধান সভা সমর্থন করেছিল, তাহলে পরে অস্ত্রের জোরে সেটা তারা ভেঙে দিল কেন? অন্যদিকে বলশেভিকবাদের বিপদ স্পষ্ট হয়ে

---

* জন রীড সমস্ত তারিখ দিয়েছেন নতুন পঞ্জিকা অনুসারে। — সম্পাঃ

ওঠার আগে পর্যন্ত বুর্জোয়ারা সংবিধান সভার বিরুদ্ধতা করেছে, পরে তারা তার সমর্থক হয়ে দাঁড়াল কেন?

এই সব এবং আরো অনেক প্রশ্নের জবাব এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। 'কর্নিলভ থেকে ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক'* নামে আরেকটি খণ্ডে আমি জার্মান শান্তি পর্যন্ত বিপ্লবের গতিধারাটা অনুসরণ করছি। তাতে আমি বিপ্লবী সংগঠনগুলির উদ্ভব ও কাজ, জনগণের মনোভাবের বিবর্তন, সংবিধান সভার ভাঙন, সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাঠামো, এবং ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক আলাপ আলোচনার গতি ও পরিণতির ব্যাখ্যা দিয়েছি...

বলশেভিকদের অভ্যুদয় বুঝতে হলে মনে রাখা দরকার যে রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবন ও রুশ ফৌজ ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর নয়, ভেঙে পড়ে তার বহু মাস আগেই, ১৯১৫ সালেই যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার যুক্তিযুক্ত পরিণাম হিসেবে। জার দরবারের প্রতিপত্তিশালী দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা জার্মানির সঙ্গে আলাদা চুক্তি করার জন্য ইচ্ছে করেই রাশিয়া ধ্বংসের পথ নেয়। ফ্রন্টে অস্ত্রাভাব, যার ফলে শুরু হয় ১৯১৫ সালের গ্রীষ্মের প্রচণ্ড পশ্চাদপসরণ, সৈন্যবাহিনীতে ও বড়ো বড়ো নগরগুলিতে খাদ্যাভাব, ১৯১৬ সালে শিল্প ও পরিবহনের ভাঙন — এ সবই একটা বিরাট অন্তর্ঘাত অভিযানের অঙ্গ বলে আমরা এখন জেনেছি। যথাসময়ে সেটা থামে মার্চ বিপ্লবের ফলে।

মহান একটা বিপ্লবে যখন বিশ্বের সর্বাধিক প্রপীড়িত ষোলো কোটি লোক হঠাৎ স্বাধীনতা পাচ্ছে তখন যে বিশৃঙ্খলা স্বাভাবিক তা সত্ত্বেও নতুন আমলের প্রথম কয় মাসে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং ফৌজের সংগ্রাম সামর্থ্য উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়।

কিন্তু 'মধুচন্দ্র'টা টেকে অল্প দিন। শুধু একটা রাজনৈতিক বিপ্লব চেয়েছিল মালিক শ্রেণীরা, যাতে জারের হাত থেকে ক্ষমতা যাবে তাদের কাছে। তারা চেয়েছিল রাশিয়া হবে ফ্রান্স কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটা সংবিধানিক প্রজাতন্ত্র অথবা ইংলণ্ডের মতো একটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। অন্যদিকে জনগণ চেয়েছিল শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে সত্যকার গণতন্ত্র।

---

* বইটি বেরয় নি। তা শেষ না করে জন রীড মরে যান। — সম্পাঃ

উইলিয়ম ইংলিশ ওয়ালিং* তাঁর 'রাশিয়ার বাণী' ('Russia's Message') বইয়ে ১৯০৫ সালের বিপ্লবের একটি বিবরণ দিয়েছেন, তাতে রুশ শ্রমিকদের মনোভাবের বেশ ভালো ছবি আছে, পরে একবাক্যে এরা বলশেভিকবাদের সমর্থন করে:

এরা (শ্রমিক জনগণ) বুঝেছিল যে অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা পড়লে স্বাধীন সরকারের আমলেও তাদের অনশন দিতে হতে পারে...

রুশ শ্রমিক বিপ্লবী শ্রমিক, তাই বলে হিংস্র নয় সে, মতান্ধ নয়, মূর্খও নয়। ব্যারিকেডে যেতে সে রাজী, কিন্তু ব্যারিকেডকে তারা খতিয়ে দেখেছে, বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে একমাত্র তারাই বাস্তব অভিজ্ঞতায় ব্যারিকেডের জ্ঞান নিয়েছে। নিজের উৎপীড়ক পুঁজিবাদী শ্রেণীর সঙ্গে চরম লড়াইয়ে যেতে সে রাজী ও উৎসুক। কিন্তু অন্য শ্রেণীও যে আছে সেটা সে ভোলে না। সে শুধু চায় যে তীব্র যে সংঘাত কাছিয়ে আসছে তাতে অন্য শ্রেণীরাও একটা না একটা পক্ষ নিক...

তারা (শ্রমিকেরা) সবাই মানে যে আমাদের (আমেরিকান) রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের চেয়ে ভালো, কিন্তু এক স্বৈরাচারীর বদলে অন্য স্বৈরাচারী (পুঁজিবাদী শ্রেণী) স্থাপনে তাদের বিশেষ গরজ নেই...

রাশিয়ার মজুরেরা যে মস্কো, রিগা ও ওদেসায় শ'য়ে শ'য়ে গুলি খেয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, হাজারে হাজারে কারারুদ্ধ হয়েছে রাশিয়ার প্রতিটি জেলে, নির্বাসিত হয়েছে মরুভূমিতে ও মেরু অঞ্চলে, সেটা শুধু গোল্ডফিল্ডস ও ক্রীপ্‌ল-ক্রীক মজুরদের সন্দেহ ভাজন সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য নয়...

এইভাবেই রাশিয়ায় একটা বৈদেশিক যুদ্ধের মাঝখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের ওপর বিকশিত হয়ে উঠল একটি সামাজিক বিপ্লব, যার পরিণাম হল বলশেভিকবাদের বিজয়ে।

---

* উইলিয়ম ইংলিশ ওয়ালিং (১৮৭৭—১৯৩৬) — মার্কিন অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ; শ্রমিক আন্দোলন আর সমাজতন্ত্র নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন। 'রাশিয়ার বাণী' বইটি ১৯০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছাপা হয়। — সম্পাঃ

আমাদের দেশে সোভিয়েত সরকারের বিরোধী রুশ ইনফর্মেশন ব্যুরোর ডিরেক্টর মিঃ এ. জে. স্যাক তাঁর 'রুশ গণতন্ত্রের জন্ম' পুস্তকে লিখেছেন:

নিকোলাই লেনিনকে প্রধানমন্ত্রী এবং লেভ ত্রৎস্কিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী করে বলশেভিকরা তাদের নিজস্ব মন্ত্রিসভা গঠন করে। মার্চ বিপ্লবের প্রায় অব্যবহিত পরেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে তাদের ক্ষমতা লাভ অবধার্য। বিপ্লবের পর বলশেভিকদের ইতিহাস হল তাদের অব্যাহত বৃদ্ধি লাভের ইতিহাস...

বিদেশীরা বিশেষ করে আমেরিকানরা প্রায়ই রুশ মজুরের 'অজ্ঞতায়' জোর দেয়। পশ্চিমী জনগণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাদের যথেষ্ট ছিল না বটে, কিন্তু স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের অভিজ্ঞতা তাদের প্রচুর। ১৯১৭ সালে রুশ পরিভোগী সমবায় সমিতিগুলির সদস্য সংখ্যা ছিল এক কোটি কুড়ি লক্ষের বেশি। খোদ সোভিয়েতগুলিই তো তাদের সংগঠন প্রতিভার অপূর্ব এক নিদর্শন। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এত সুশিক্ষিত জাতি বোধ হয় দুনিয়ায় আর একটিও নেই।

উইলিয়ম ইংলিশ ওয়ালিং তাদের এই চরিত্রায়ন করেছেন:

রুশ শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশই লিখতে পড়তে জানে। বহু বছর ধরে দেশটা এমনই এক বিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় যে রুশ মজুরেরা শুধু তাদের নিজেদের মধ্যকার বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নেতৃত্বই লাভ করে নি, সমান বিপ্লবী শিক্ষিত শ্রেণীর বৃহৎ একটা অংশও রাশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক নবজাগৃতির ধ্যান ধারণা নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর দিকে ফেরে...

অনেক লেখক সোভিয়েত সরকারের প্রতি তাদের বিদ্বেষের এই কৈফিয়ৎ দেন যে রুশ বিপ্লবের শেষ পর্যায়টা আর কিছুই নয় বলশেভিকবাদের পাশবিক আক্রমণের বিরুদ্ধে 'সুশীল' ব্যক্তিদের সংগ্রাম। আসলে কিন্তু সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলিই বৈপ্লবিক জন-সংগঠনগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি টের পেয়ে সেগুলিকে ধ্বংস করে বিপ্লব প্রতিরোধের পথ নেয়। এই উদ্দেশ্যে সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কেরেনস্কি মন্ত্রিসভা ও সোভিয়েতগুলিকে ধ্বংস করার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা বানচাল করা হয়, উসকিয়ে তোলা হয় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। কারখানা কমিটিগুলিকে চূর্ণ

করার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় কলকারখানা, জ্বালানি ও কাঁচামাল সরিয়ে ফেলা হয়। ফ্রন্টে ফৌজ কমিটিগুলিকে দমনের জন্য মৃত্যুদণ্ড পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, উপেক্ষা করা হয় সামরিক পরাজয়।

বলশেভিক আগুনের পক্ষে এ সবই হল অতি উত্তম জ্বালানি। বলশেভিকরা এর জবাব দেয় শ্রেণী যুদ্ধের প্রচার চালিয়ে এবং সোভিয়েতগুলির প্রাধান্য দাবি করে।

কিছু কিছু গ্রুপ ও উপদলের পূর্ণ বা অপূর্ণ সমর্থনপুষ্ট এই দুই চরম প্রান্তের মাঝখানে ছিল তথাকথিত 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীরা — মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি এবং ছোটোখাটো কয়েকটা পার্টি। সম্পত্তিধর শ্রেণীরা এদেরও আক্রমণ করেছিল, কিন্তু এরা যে তত্ত্বে বিশ্বাস করত তাতে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষীণ না হয়ে পারে না।

মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা মোটের ওপর বিশ্বাস করত যে রাশিয়া অর্থনৈতিকভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য তৈরি নয়, শুধু একটি রাজনৈতিক বিপ্লবই সম্ভব। তাদের মতে, ক্ষমতা অধিকার করার মতো শিক্ষা রুশ জনগণের নেই; সেরকম কোনো চেষ্টা করতে গেলেই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ঘটবে এবং তার সুযোগে কোনো বেপরোয়া রাজনীতিক সাবেকী আমল ফিরিয়ে আনবে। ফলে 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীরা যখন ক্ষমতা গ্রহণ করতে বাধ্য হল, তখনো তারা সে ক্ষমতা ব্যবহারে ভয় পাচ্ছিল।

তাদের ধারণা ছিল, পশ্চিম ইউরোপে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ দেখা গেছে, রাশিয়াকে সে পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত বাকি বিশ্বের সঙ্গে একত্রে সমাজতন্ত্রে পোঁছতে হবে। তাই স্বভাবতই তারা সম্পত্তিধর শ্রেণীদের সঙ্গে এই একই মত পোষণ করত যে রাশিয়াকে প্রথমে হতে হবে একটা পার্লামেণ্টারী রাষ্ট্র — যদিও পশ্চিমী গণতন্ত্রের তুলনায় তা কিছুটা উন্নত হবে। সুতরাং সরকারে সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির সহযোগিতায় তারা জোর দিত।

এ থেকে খুব সহজ একটি পদক্ষেপেই তাদের সমর্থনে পোঁছনো সম্ভব। 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীদের কাছে বুর্জোয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বুর্জোয়ার কাছে 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। ফল দাঁড়াল এই যে একদিকে সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীরা একটু একটু করে তাদের গোটা কর্মসূচি ছেড়ে দিতে বাধ্য হল আর অন্যদিকে সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির চাপও ক্রমেই বাড়ল।

এবং পরিশেষে বলশেভিকরা যখন সমস্ত ফাঁকা আপোসটাকে গুঁড়িয়ে দিলে, তখন দেখা গেল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির পক্ষ নিয়েই লড়াই করছে... বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই আজ এই একই ব্যাপার দেখা যাচ্ছে।

বলশেভিকরা বিধ্বংসী শক্তি নয়, আমার মতে, রাশিয়ায় এরাই ছিল একমাত্র পার্টি যাদের একটা গঠনমূলক কর্মসূচি ছিল এবং দেশের ওপর তা চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা ধরত। যে সময় তারা সরকারে যায়, সেই মুহূর্তে তা না ঘটলে যে জার্মান সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী ডিসেম্বরে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয় এসে হাজির হত এবং পুনরায় এক জার এসে অধিষ্ঠিত হত রাশিয়ায়, এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই . .

আজ সোভিয়েত সরকারের পুরো এক বছর পরেও বলশেভিক অভ্যুত্থানকে 'হঠকারিতা' বলার ফ্যাশন যায় নি। হঠকারিতা তা সত্যি, এবং মানবজাতি যত হঠকারিতা করেছে তার মধ্যে সর্বাধিক চমকপ্রদ, মেহনতী মানুষদের নেতৃত্ব নিয়ে ঝঞ্ঝাবেগে তা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইতিহাসে, সে জনগণের বিপুল ও সরল আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সবকিছু বাজি ধরেছে। বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তিগুলির জমি কৃষকের মধ্যে বিতরণের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ইতি-মধ্যেই। শিল্পের ওপর শ্রমিক তদারকি প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল কারখানা কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়ন। প্রতিটি গ্রাম, শহর, মহানগর, জেলা ও প্রদেশে রয়েছে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েত, স্থানীয় শাসনের ভার নিতে তারা প্রস্তুত।

বলশেভিকবাদ সম্পর্কে যিনি যে মতই পোষণ করুন, এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে তা মানব ইতিহাসের এক মহা ঘটনা, বলশেভিকবাদের অভ্যুদয়ের তাৎপর্য বিশ্বব্যাপক। ঐতিহাসিকেরা যেমন প্যারিস কমিউনের প্রতিটি ছোটোখাটো ঘটনা নিয়েও আগ্রহী, তেমনি ১৯১৭ সালের নভেম্বরে কী ঘটেছিল পেত্রগ্রাদে, কোন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল জনগণ, কেমন চেহারা ছিল নেতাদের, কী তাঁরা বলেছিলেন, কী করেছিলেন, সে কথাও তাঁরা জানতে চাইবেন। সেই উদ্দেশ্যেই বইটি লেখা।

এ সংগ্রামে আমার মনোভাব নিরপেক্ষ ছিল না। কিন্তু মহান এই দিনগুলোর কাহিনী বলার সময় আমি বিবেকবান রিপোর্টারের চোখ দিয়েই ঘটনাগুলোকে দেখার চেষ্টা করেছি, সত্য কখনেই যে আগ্রহী।

নিউ-ইয়র্ক, ১লা জানুয়ারি, ১৯১৯ জন রীড

টীকা ও ব্যাখ্যা*

অসংখ্য রুশ সংগঠন রাজনৈতিক গ্রুপ, নানা কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি, সোভিয়েত, দুমা, ইউনিয়ন প্রভৃতির উল্লেখে সাধারণ পাঠক বিব্রত বোধ করতে পারেন। এই কিছু সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়ে রাখছি।

রাজনৈতিক পার্টি

সংবিধান সভার নির্বাচনে পেত্রগ্রাদে প্রার্থী ছিল উনিশটি দল, কোনো কোনো মফস্বল শহরে আবার চল্লিশটি পর্যন্ত। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির লক্ষ্য ও সংবিন্যাসের এই বিবরণ শুধু পুস্তকে উল্লিখিত গ্রুপ ও উপদলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের কর্মসূচির মূলকথা এবং যাদের ওপর পার্টিগুলির ভিত্তি তাদের সাধারণ চরিত্র কেবল এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা সম্ভব...

১। **অক্টোরিস্ট** প্রভৃতি নানা ধরনের **রাজতন্ত্রী**। একদা এরা বেশ প্রবল ছিল, কিন্তু তারা আর প্রকাশ্যে কাজ করত না; হয় তারা কাজ চালাত গোপনে,

---

* কিছু কিছু অযাথার্থ্য সত্ত্বেও জন রীডের 'টীকা ও ব্যাখ্যা' খুবই আগ্রহোদ্দীপক। প্রাক-অক্টোবর পর্বে রাশিয়ার রাজনৈতিক সম্পর্ক যা গড়ে উঠেছিল সেটা তিনি যে কী খুঁটিয়ে বিচার করেছিলেন সেটা এ থেকে দেখা যাবে, তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা, লেখকের রাজনৈতিক সহানুভূতি ও বিরাগ, পরস্পর সংগ্রামী পার্টি ও গ্রুপ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়নও এ থেকে প্রকাশ পাবে। — সম্পাঃ

নতুবা তাদের সদস্যরা যোগ দিত কাদেত পার্টিতে, কেননা কাদেতরা ক্রমশ তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিই মেনে নেয়। এ বইয়ে এদের প্রতিনিধি: রদজিয়াঙ্কো, শূলগিন।

২। **কাদেত**। নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক পার্টি, নামের আদ্যক্ষর নিয়ে রুশ উচ্চারণে দাঁড়ায় কাদেত। সরকারী নাম হল 'জন স্বাধীনতার পার্টি'। জার আমলে সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির মধ্যস্থ উদারনীতিকদের নিয়ে এই পার্টিটি ছিল রাজনৈতিক সংস্কারের পক্ষপাতী এক বৃহৎ পার্টি, মোটামুটি আমেরিকার প্রগ্রেসিভ পার্টির মতো। ১৯১৭ সালের মার্চে বিপ্লব শুরু হলে কাদেতরাই প্রথম সাময়িক সরকার গঠন করে। কাদেত মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ হয় এপ্রিল মাসে, কারণ মিত্রশক্তির সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য তথা জার সরকারের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য সমর্থন করে তা। বিপ্লবটা ক্রমশই সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপ্লব হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাদেতরা ক্রমশই রক্ষণশীল হয়ে দাঁড়ায়। এ বইয়ে এ পার্টির প্রতিনিধি হলেন: মিলিউকভ, ভিনাভের, শাৎস্কি।

২(ক)। **সমাজকর্মী গ্রুপ**। কর্নিলভ প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় কাদেতরা জনগণের কাছে বিরাগভাজন হয়ে পড়ার পর মস্কোয় গঠিত হয় সমাজকর্মী গ্রুপ। কেরেনস্কির শেষ মন্ত্রিসভায় সমাজকর্মী গ্রুপের প্রতিনিধিরা মন্ত্রিপদ পায়, গ্রুপ নিজেদের নিরপেক্ষ ঘোষণা করে যদিও তাদের তাত্ত্বিক নেতারা ছিলেন রদজিয়াঙ্কো, শূলগিনের মতো ব্যক্তিরা। এ গ্রুপে যোগ দেয় অপেক্ষাকৃত 'আধুনিক মনোভাবাপন্ন' ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী ও কলওয়ালারা। এরা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে তাদেরই নিজস্ব অস্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংগঠন দিয়ে। এই গ্রুপের টিপিক্যাল প্রতিনিধি: লিয়ানোজভ, কনোভালভ।

৩। **জন-সমাজতন্ত্রী** বা **ত্রুদোভিক** (মেহনতী গ্রুপ)। সভ্য সংখ্যায় পার্টিটি ছোটো, সাবধানী বুদ্ধিজীবী, সমবায় সমিতিগুলির কর্তা ও রক্ষণশীল কৃষকদের নিয়ে গড়া। নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করলেও জন-সমাজতন্ত্রীরা আসলে পেটি বুর্জোয়াদের — কেরানি, দোকানদার প্রভৃতিদের স্বার্থ দেখত। সরাসরি বিবর্তনে এরা আসে সম্রাটের চতুর্থ দুমার মেহনতী গ্রুপের আপোসপ্রবণতার ঐতিহ্য বহন করে — তখন এ গ্রুপ ছিল

প্রধানত কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে। ১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব যখন শুরু হয়, তখন কেরেনস্কি ছিলেন সাম্রাটের দুমায় ত্রুদোভিকদের নেতা। **জন-সমাজতন্ত্রীরা** হল জাতীয়তাবাদী পার্টি। এ বইয়ে তাদের প্রতিনিধি: পেশেখোনভ, চাইকোভস্কি।

৪। **রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি**। প্রথমে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রী। ১৯০৩ সালের পার্টি কংগ্রেসে রণকৌশলের প্রশ্নে দুটি উপদলে ভেঙে যায়: সংখ্যাগুরু (বলশিনস্তভো) এবং সংখ্যালঘু (মেনশিনস্তভো) — তাই থেকে যারা সংখ্যাগুরুদের দলভুক্ত তাদের 'বলশেভিক' ও যারা সংখ্যালঘুদের অন্তর্বর্তী তাদের 'মেনশেভিক' নাম হয়। পরে দুই উপদল দুটি পৃথক পার্টিতে পরিণত হয় এবং উভয়েই নিজেদের রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি ও মার্কসবাদী বলে দাবি করে। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর বলশেভিকরা আসলে সংখ্যালঘু হয়ে দাঁড়ায় এবং পুনরায় সংখ্যাধিক্য অর্জন করে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে।

ক। **মেনশেভিক**। নানা ধরনের যে সব সমাজতন্ত্রীর অভিমত ছিল যে সমাজতন্ত্রের দিকে স্বাভাবিক বিবর্তনের পথে সমাজকে এগুতে হবে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে প্রথমে রাজনৈতিক ক্ষমতায় যেতে হবে তারা এই দলের অন্তর্গত। এরাও জাতীয়তাবাদী পার্টি। এটা ছিল সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের পার্টি। তার অর্থ, শিক্ষার সমস্ত উপায় সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির হাতে থাকায় বুদ্ধিজীবীরা সহজাত প্রবৃত্তিতেই সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির তালিম অনুসারে চলত ও তাদেরই পক্ষ নিত। এ বইয়ে তাদের প্রতিনিধি: দান, লিবের, সেরেতেলি।

খ। **আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিক**। মেনশেভিকদের র‍্যাডিক্যাল অংশ, এরা ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির সঙ্গে যে কোনো কোয়ালিশনের বিরোধী। অথচ সেই সঙ্গে রক্ষণশীল মেনশেভিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগে অনিচ্ছুক এবং বলশেভিকদের প্রচারিত প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বিরোধী। ত্রৎস্কি বহু দিন এই গ্রুপের সদস্য ছিলেন। এদের নেতাদের মধ্যে মার্তভ, মার্তিনভ অন্যতম।

গ। **বলশেভিক**। মেনশেভিকদের মধ্যে এবং সমস্ত দেশের তথাকথিত সংখ্যাগুরু সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে যে 'নরমপন্থী' বা 'পার্লামেন্টারী'

সমাজতন্ত্রের প্রাধান্য রয়েছে সে ঐতিহ্য থেকে নিজেদের পূর্ণ বিচ্ছেদে জোর দেওয়ার জন্য এরা এখন নিজেদের **কমিউনিস্ট পার্টি** বলে। জোর করে শিল্প, ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করে সমাজতন্ত্রের আগমন ত্বরান্বিত করার জন্য অবিলম্বে প্রলেতারীয় বিপ্লব ও সরকারী ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাব করে **বলশেভিকরা**। এ পার্টি প্রকাশ করে প্রধানত কারখানা শ্রমিকদের এবং সেই সঙ্গে গরিব চাষীদের এক বিপুল অংশের অভিপ্রায়। 'বলশেভিক' নামটাকে 'ম্যাক্সিমালিস্ট' বলে অনুবাদ করা ঠিক নয়। ম্যাক্সিমালিস্টরা একটা আলাদা গ্রুপ (৫.খ দ্রষ্টব্য)।

ঘ। **সম্মিলিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাট — আন্তর্জাতিকতাবাদী**। এদের অতি প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'নভায়া জিজন' (নবজীবন) নাম থেকে **নভায়া জিজন** গ্রুপ বলেও তারা অভিহিত হয়। অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গ্রুপটি গড়া, গ্রুপের নেতা মাক্সিম গোর্কির ব্যক্তিগত অনুগামীদের বাদ দিলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এদের অনুরাগী সংখ্যা কম। তারা বুদ্ধিজীবী, তাদের কর্মসূচি **আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকদেরই** অনুরূপ, শুধু **নভায়া জিজন** গ্রুপ বৃহৎ দুই উপদলের কোনোটার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকতে চাইত না। বলশেভিক রণকৌশলের বিরোধী ছিল, কিন্তু সোভিয়েত সংগঠনগুলিকে ত্যাগ করে নি। এই বইয়ে গ্রুপের অন্যান্য প্রতিনিধি: আভিলভ, ক্রামারভ।

ঙ। **ইয়েদিনস্তভো**। অতি ছোটো ক্ষীয়মান একটি গ্রুপ, প্রধানত প্লেখানভের ব্যক্তিগত অনুরাগীদের নিয়ে গড়া; ৮০-র দশকে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের ইনি অন্যতম পুরোধা এবং তার সর্বাগ্রগণ্য তত্ত্বকার। কিন্তু এখন বৃদ্ধ বয়সে প্লেখানভ অতি মাত্রায় দেশাত্মবাদী, এমনকি মেনশেভিকদের কাছেও অতি রক্ষণশীল। বলশেভিক কুদেতার পর **ইয়েদিনস্তভো** অদৃশ্য হয়।

৫। **সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টি**। নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে এদের **এসেরও** বলা হয়। আদিতে ছিল কৃষকদের বিপ্লবী পার্টি, 'জঙ্গী সংগঠনের', সন্ত্রাসবাদীদের পার্টি। মার্চ বিপ্লবের পর এতে এমন বহু লোক যোগ দেয় যারা কখনো সমাজতন্ত্রী ছিল না। তখন তারা ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ সমর্থন করত কেবল ভূমির ক্ষেত্রে, মালিকদের কোনো না কোনো ভাবে

ক্ষতিপূরণ দেবার পক্ষে ছিল। শেষের দিকে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী মনোভাবে তারা 'ক্ষতিপূরণের' সর্ত নাকচ করে এবং পার্টির তরুণতর ও উগ্র বুদ্ধিজীবীরা মূল পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯১৭ সালের শরতে একটি নতুন পার্টি, **বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টি** গঠন করে। আদি পার্টিটিকে র‍্যাডিক্যালরা **দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি** গ্রুপ বলে অভিহিত করে। এরা মেনশেভিকদের রাজনৈতিক লাইনই গ্রহণ করে ও তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করে। শেষ পর্যন্ত এরা ধনী চাষী, বুদ্ধিজীবী ও দূর মফস্বল এলাকার যে সব লোক রাজনীতিতে অশিক্ষিত তাদের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতামতে এদের ভেতরে মেনশেভিকদের চেয়েও অনেক বেশি তারতম্য বর্তমান ছিল। এ বইয়ে এদের নেতাদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে: আভক্সেন্তিয়েভ, গোৎস, কেরেনস্কি, চের্নভ, 'বাবুশকা' ব্রেশকোভস্কায়া।

ক। **বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি**। তত্ত্বগতভাবে বলশেভিকদের প্রস্তাবিত শ্রমিক একনায়কত্ব মানলেও প্রথম দিকে বলশেভিকদের নির্মম রণকৌশল গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল। তাহলেও **বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা** সোভিয়েত সরকারে অংশ নেয়। মন্ত্রিপদ, বিশেষ করে কৃষি মন্ত্রিপদ গ্রহণ করে। সরকার তারা একাধিক বার পরিত্যাগ করে কিন্তু প্রতিবারই ফিরে আসে। কৃষকেরা **সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টি** ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ত্যাগ করে **বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি** পার্টিতে যোগ দেয় এবং এ পার্টিটি হয়ে দাঁড়ায় কৃষকদের এক বিরাট পার্টি, সোভিয়েত সরকারকে সমর্থন করে তারা, বিনা ক্ষতিপূরণে বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তির বাজেয়াপ্তি এবং খোদ কৃষকগণ কর্তৃক তার বিলিব্যবস্থার পক্ষ নেয়। নেতাদের মধ্যে: স্পিরিদনোভা, কারেলিন, কামকভ, কলেগায়েভ।

খ। **ম্যাক্সিমালিস্ট**। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় এরা **সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টি** থেকে ভেঙে আসে। তখন এরা ছিল একটা প্রবল কৃষক আন্দোলনের প্রতিনিধি এবং সর্বাধিক মাত্রার (ম্যাক্সিমাম) সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির আশু প্রয়োগ দাবি করে। এখন এরা কৃষক নৈরাজ্যবাদীদের একটি অকিঞ্চিৎকর গোষ্ঠী।

সভা পদ্ধতি

রাশিয়ায় সভা ও সম্মেলনগুলি চলে ঠিক আমাদের মতো নয়, বরং ইউরোপীয় ধরনে। সাধারণত প্রথমেই **সভাপতিমণ্ডলী** ও কার্যনির্বাহকদের নির্বাচিত করা হয়।

সভাপতিমণ্ডলী গড়া হয় সাধারণত সভায় উপস্থিত গ্রুপ ও রাজনৈতিক উপদলগুলির সভ্য সংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধি নিয়ে। **সভাপতিমণ্ডলী** সভার কাজ চালায় এবং সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি সদস্যদের পালা করে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার নির্দেশ দিতে পারেন।

প্রতিটি প্রশ্ন (**ভপ্রস**) নিয়ে প্রথমে সাধারণ রিপোর্ট পেশ করা হয় ও তারপর বিতর্ক চলে। বিতর্কের শেষে বিভিন্ন দল তাদের প্রস্তাব পেশ করে ও আলাদাভাবে তার ওপর ভোট নেওয়া হয়। আলোচ্য সূচি প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যেই জলাঞ্জলি দেওয়া সম্ভব ও প্রায়ই দেওয়া হয়। 'অতি জরুরী' এই দাবিতে সভা কক্ষের যে কেউ উঠে দাঁড়িয়ে যে কোনো বিষয় নিয়ে বলতে পারে ও জনতা সাধারণত সেটা মঞ্জুর করে। আসলেই জনতাই সভাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সভাপতির কাজ দাঁড়ায় শুধু ছোট্ট একটা ঘণ্টা বাজিয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও বক্তাদের নাম উল্লেখ করা। অধিবেশনের আসল কাজ প্রায় সবটাই চলে বিভিন্ন গ্রুপ ও রাজনৈতিক উপদলের রুদ্ধকক্ষ বৈঠকে, এরা প্রায় দল বেঁধে ভোট দেয় ও প্রতিনিধিত্বের কাজ চলে নিজ নিজ নেতা মারফত। তার ফলে নতুন,কোনো সমস্যা বা ভোটের প্রশ্ন দেখা দিলে বিভিন্ন গ্রুপ ও উপদলের রুদ্ধকক্ষ বৈঠকের জন্য অধিবেশনে বিরতি ঘোষণা করা হয়।

সভায় খুবই গোলমাল করে জনতা, বক্তাদের বাহবা দেয় বা হেনস্থা করে, **সভাপতিমণ্ডলীর** পরিকল্পনা বদলে দেয়। সাধারণ ধ্বনি হল: '**প্রসিম**! শুনতে চাই!' '**প্রাভিলনো**! বা **এতো ভের্নো**! ঠিক কথা! সত্যি কথা!' '**দভোলনো**! খুব হয়েছে, থামুন!' '**দলোই**! মুর্দাবাদ!' '**পজোর**! ধিক, ধিক!' এবং '**তিশে**! আস্তে!'

জন সংগঠন

১। **সোভিয়েত**। **সোভিয়েত** কথার অর্থ 'পরিষদ'। জারের আমলে সম্রাটের রাষ্ট্রীয় পরিষদের নাম ছিল **গোসুদার্স্তভেন্নি সোভিয়েত**। বিপ্লবের পর থেকে অবশ্য **সোভিয়েত** কথাটিঃ সাধারণঃ ধরা হয় এক ধরনের পার্লামেন্ট, বা নির্বাচিত করে মেহনতী উৎপাদক যৌথের সদস্যরা যেমন শ্রমিক অথবা সৈনিক অথবা কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। **সোভিয়েত** কথাটি আমি তাই এই সংগঠনগুলির ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছি, অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি তার অনুবাদ করেছি 'পরিষদ'।

রাশিয়ার প্রতিটি শহর, নগর ও গ্রাম থেকে নির্বাচিত **স্থানীয় সোভিয়েতগুলি** এবং বড়ো বড়ো শহরে জেলা (রায়োনি) **সোভিয়েতগুলি** ছাড়াও আছে **ওবলাস্তনই** বা **গুবের্নস্কি** (আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক) **সোভিয়েত**, এবং রাজধানীতে সারা রুশ **সোভিয়েতগুলির** কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, যার আদ্যক্ষর নিয়ে সংক্ষেপে বলা হয় **ৎসে-ই-কা** (নিম্নে 'কেন্দ্রীয় কমিটিগুলি' দ্রষ্টব্য)।

মার্চ বিপ্লবের পর প্রায় সর্বত্রই শ্রমিক প্রতিনিধি **সোভিয়েত** ও সৈনিক প্রতিনিধি **সোভিয়েতগুলি** দ্রুত সম্মিলিত হয়ে যায়। নিজেদের বিশেষ কোনো ব্যাপারের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও সৈনিক **সোভিয়েতগুলি** আলাদাভাবেই কাজ চালাত। বলশেভিক অভ্যুত্থানের আগে কৃষক প্রতিনিধি **সোভিয়েতগুলি** অন্য দুটির সঙ্গে যোগ দেয় নি। কৃষক **সোভিয়েতগুলির** সংগঠনও শ্রমিক ও সৈনিক **সোভিয়েতের** মতোই ছিল, রাজধানীতে ছিল সারা রুশ কৃষক **সোভিয়েতগুলির** একটি কার্যকরী কমিটি।

২। **ট্রেড ইউনিয়ন**। রাশিয়ার শ্রমিক ইউনিয়নগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্প কারখানার ভিত্তিতেই গড়া হলেও তখনো তাদের নাম ছিল ট্রেড ইউনিয়ন (বৃত্তি সংঘ) এবং বলশেভিক বিপ্লবের সময় তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ। এই ইউনিয়নগুলিরও একটি সারা রুশ সংস্থা ছিল, যাকে বলা যায় এক ধরনের রুশ শ্রমিক ফেডারেশন, তার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ছিল রাজধানীতে।

৩। **কারখানা কমিটি**। বিপ্লবের পর পরিচালন-ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ার সুযোগ নিয়ে শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রমিকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কারখানায়

কারখানায় এই কমিটিগুলি গড়ে তোলে। এদের কাজ ছিল বিপ্লবী উপায়ে কারখানাগুলি দখল করে চালানো। কারখানা কমিটিগুলিরও একটি সারা রুশ সংগঠন এবং পেত্রগ্রাদে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল, ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে তা কাজ চালাত।

৪। দুমা। দুমা কথাটার মোটামুটি অর্থ হল 'আলোচনা সংস্থা'। সম্রাটের আমলকার সাবেকী দুমা বিপ্লবের পরও গণতান্ত্রিক অদলবদল সহ টিকে থাকে ছয় মাস পর্যন্ত, ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে তার স্বাভাবিক মরণ হয়। এ বইয়ে উল্লিখিত নগর দুমা হল পুনর্গঠিত মিউনিসিপ্যাল পরিষদ, মাঝে মাঝে তাকে বলা হত 'স্বশাসন পরিষদ'। এটি নির্বাচিত হয়েছিল প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে, বলশেভিক বিপ্লবের সময় এটি যে জনগণকে আয়ত্তে রাখতে পারে নি তার একমাত্র কারণ এই যে অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের ভিত্তিতে গঠিত সংগঠনগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধির সামনে সবধরনের বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সাধারণভাবে ক্ষয় পায়।

৫। জেমস্তভো। মোটামুটি অনুবাদ হতে পারে 'গ্রাম পঞ্চায়েৎ'। জার আমলে এগুলি ছিল আধা-রাজনৈতিক, আধা-সামাজিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক ক্ষমতা বিশেষ কিছুই ছিল না, ভূম্যধিকারী শ্রেণীগুলির মধ্যস্থ উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীরাই প্রধানত এগুলিকে বিকশিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এদের সবচেয়ে বড়ো কাজ ছিল কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামাজিক দিকগুলির দেখা শোনা করা। যুদ্ধের সময় এরা ক্রমশ গোটা রুশ ফৌজের খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহের ভার নেয়। বিদেশ থেকে কেনাকাটার কাজটাও এরাই চালায়। সৈনিকদের মধ্যে এদের কাজটা ছিল প্রায় আমেরিকান ওয়াই-এম-সি-এ'র মতো। মার্চ বিপ্লবের পর জেমস্তভোর সংগঠন গণতান্ত্রিক করে তোলা হয়, লক্ষ্য ছিল এগুলিই হবে গ্রামাঞ্চলে স্বশাসনের সংস্থা। কিন্তু নগর দুমাগুলির মতো এরাও সোভিয়েত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না।

৬। সমবায়। এগুলি হল শ্রমিক ও কৃষকদের পরিভোগী সমবায় সমিতি, বিপ্লবের আগে সারা রাশিয়ায় এদের কয়েক অযুত সদস্য ছিল। উদারনীতিক ও 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীদের প্রতিষ্ঠিত এই সমবায় আন্দোলনকে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলি সমর্থন করত না, কারণ এতে উৎপাদন ও

বিতরণের সমস্ত উপায় শ্রমিকদের নিকট হস্তান্তরের দাবিটা চাপা পড়ত। মার্চ বিপ্লবের পর **সমবায়গুলি** দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তাতে প্রাধান্য করত জন-সমাজতন্ত্রী, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা। বলশেভিক বিপ্লব পর্যন্ত এরা এক রক্ষণশীল ভূমিকা নেয়। তাহলেও বাণিজ্য ও পরিবহনের পুরনো ব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ে, তখন **সমবায়গুলিই** রাশিয়াকে খাদ্য জোগায়।

৭। **ফৌজ কমিটি**। সাবেকী আমলের অফিসারদের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ফ্রন্টের সৈন্যরা **ফৌজ কমিটি** গড়ে। প্রতিটি কম্পানি, রেজিমেন্ট, ব্রিগেড, ডিবিসন ও কোরের নিজ নিজ কমিটি ছিল, তাদের সবার ওপর নির্বাচিত হত **ফৌজ কমিটি**। **কেন্দ্রীয় ফৌজ কমিটি** জেনারেল স্টাফের সঙ্গে সহযোগিতা করত। বিপ্লবের ফলে ফৌজের প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় কোয়ার্টারমাস্টার বিভাগের প্রায় সমস্ত কাজ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনকি সৈন্য পরিচালনার কাজও **ফৌজ কমিটির** হাতে এসে পড়ে।

৮। **নৌবহর কমিটি**। নৌবহরের ক্ষেত্রে একই রকম কমিটি।

কেন্দ্রীয় কমিটিগুলি

১৯১৭ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে পেত্রগ্রাদে নানা ধরনের সংগঠনের সারা রুশ সম্মেলন হতে থাকে। হয় শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের কংগ্রেস, ট্রেড ইউনিয়নের কংগ্রেস, কারখানা কমিটির কংগ্রেস, ফৌজ ও নৌবহর কমিটির কংগ্রেস (সামরিক ও নৌ সৈন্যের আলাদা আলাদা শাখায় কংগ্রেস ছাড়া), সমবায়, জাতিসত্তা প্রভৃতিদের কংগ্রেস। এই প্রতিটি সম্মেলন থেকে নির্বাচিত হয় এক একটি কেন্দ্রীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা। সাময়িক সরকার দুর্বল হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটিগুলিও ক্রমশই বেশি করে প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণ করতে থাকে।

এই বইয়ে উল্লিখিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় কমিটি হল:

ইউনিয়ন সঙ্ঘ। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় প্রফেসর মিলিউকভ প্রমুখ উদারনীতিকরা ডাক্তার, আইনজীবী প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের ইউনিয়ন

প্রতিষ্ঠা **করেন**। এগ্‌লিকে সম্মিলিত করা হয় **ইউনিয়ন সঙ্ঘ** নামক একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনে। ১৯০৫ সালে **ইউনিয়ন সঙ্ঘ** বিপ্লবী গণতন্ত্রের সঙ্গেই একত্রে এগোয়। ১৯১৭ সালে কিন্তু **ইউনিয়ন সঙ্ঘ** বলশেভিক অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করে ও সরকারী কর্মচারীদের সম্মিলিত করে, এরা সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে ধর্মঘট চালায়।

ৎসে-ই-কা। শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি। **ৎসে-ই-কা** কথাটি তার নামের আদ্যক্ষর নিয়ে গড়া।

ৎসেন্ত্রোফ্লোৎ। নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটি।

ভিকজেল। রেল শ্রমিক ইউনিয়নের সারা রুশ কার্যকরী কমিটি। আখ্যাটা নামের আদ্যক্ষর নিয়ে।

অন্যান্য সংগঠন

লালরক্ষী। রাশিয়ার সশস্ত্র কারখানা শ্রমিক। **লালরক্ষী** প্রথম গড়ে উঠেছিল ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়, ১৯১৭ সালের মার্চের দিনগুলিতে যখন শহরে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন আবার পুনর্জন্ম হয় তাদের। সেই সময় সশস্ত্র হয়ে ওঠে তারা এবং সাময়িক সরকারের পক্ষ থেকে তাদের নিরস্ত্র করার সমস্ত চেষ্টা মোটের ওপর ব্যর্থ হয়। বিপ্লবের বড়ো বড়ো প্রতিটি সংকটের সময় **লালরক্ষীরা** রাস্তায় নামত, তালিম ও শৃঙ্খলা তাদের বিশেষ ছিল না, কিন্তু বৈপ্লবিক উদ্দীপনা ছিল অসীম।

শ্বেতরক্ষী। বুর্জোয়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, বলশেভিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যক্তিমালিকানা রক্ষার জন্য তাদের উদয় হয় বিপ্লবের শেষ পর্যায়ে। এদের অনেকেই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

তেকিনৎসি। মধ্য এশিয়ায় ব্যক্তিগতভাবে জেনারেল কর্নিলভের প্রতি বিশ্বস্ত মুসলমান উপজাতিদের নিয়ে গড়া 'বন্য বাহিনী'। **তেকিনৎসির** বৈশিষ্ট্য ছিল অন্ধ আনুগত্য ও যুদ্ধে বর্বর নিষ্ঠুরতা।

মৃত্যু ব্যাটালিয়ন বা শক ব্যাটালিয়ন। মেয়েদের **মৃত্যু ব্যাটালিয়ন** বাইরে সুবিদিত, কিন্তু পুরুষদেরও অনেক **মৃত্যু ব্যাটালিয়ন** ছিল। বীরোচিত দৃষ্টান্তের জোরে সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা ও রণক্ষমতা বাড়াবার জন্য

১৯১৭ সালের গ্রীষ্মে এগুলি গঠন করেন কেরেনস্কি। এগুলি গড়ে উঠত অধিকাংশই উগ্রজাতীয়তাবাদী তরুণদের নিয়ে। এরা আসত প্রধানত সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি থেকে।

অফিসার ইউনিয়ন। ফৌজ কমিটিগুলির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল অফিসারদের সংগঠন।

গেওর্গি বাহাদুর। যুদ্ধে বীরত্বের জন্য গেওর্গি ক্রস* দেওয়া হত। ক্রসপ্রাপ্তরা হত **'গেওর্গি বাহাদুর'**। **গেওর্গি বাহাদুরদের** সংগঠনের মধ্যে প্রধান প্রভাব ছিল সমরচক্রের।

কৃষক সমিতি। ১৯০৫ সালে **কৃষক সমিতি ছিল** বিপ্লবী কৃষকদের সংগঠন। ১৯১৭ সালে কিন্তু এটি হয়ে দাঁড়ায় ধনী কৃষকদের রাজনৈতিক স্বার্থের অভিব্যক্তি, সংগ্রাম চালায় কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের বর্ধমান প্রতিপত্তি ও বৈপ্লবিক লক্ষ্যের বিরুদ্ধে।

কালপঞ্জী ও বানান

এই বইয়ে পুরনো রুশ পঞ্জিকার বদলে আমি আমাদের পঞ্জিকা অনুসরণ করেছি। পুরনো রুশ পঞ্জিকা আমাদের তুলনায় তের দিন পেছিয়ে থাকত।

রুশ নাম ও শব্দের বানানে আমি কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করি নি, শুধু ইংরেজী পাঠকদের কাছে যেটা সহজে রুশ উচ্চারণের কাছাকাছি শোনাবে সেইটে দিয়েছি।

উৎস

এ বইয়ে অধিকাংশ মালমসলাই আমার নিজের নোট থেকে। তবে যে সময়কার কথা বর্ণনা করেছি তখনকার প্রায় প্রতিটি তারিখের বাছাই করা কয়েক শত রুশ সংবাদপত্রের একটা পাঁচমিশেলী স্তূপ, *Russian Daily News* নামক ইংরেজী পত্রিকার ফাইল এবং *Journal de Russie* ও

---

* গেওর্গি ক্রস — যুদ্ধকীর্তি ও বহু বছর সেবার জন্য সেনাপতি ও অফিসারদের এই অর্ডার দেওয়ার রেওয়াজ হয় ১৭৬৯ সাল থেকে। — সম্পাঃ

Entente নামক দুটি ফরাসী পত্রিকার ওপরেও নির্ভর করেছি। তবে এদের চেয়েও অনেক মূল্যবান হল Bulletin de la Presse — পেত্রগ্রাদের ফরাসী ইনফর্মেশন ব্যুরো থেকে এটি রোজ প্রকাশিত হত এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ঘটনা, বক্তৃতা ও রুশ সংবাদপত্রের মন্তব্য স্থান পেত তাতে। ১৯১৭ সালের বসন্ত থেকে ১৯১৮ সালের জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রায় সম্পূর্ণ একটি ফাইল আমার আছে।

এ ছাড়া, ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাঝামাঝি থেকে ১৯১৮ সালের জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত পেত্রগ্রাদের দেয়ালে দেয়ালে যত ঘোষণা, ডিক্রি ও বিবৃতি সাঁটা হয়েছিল তার প্রায় প্রতিটি কপিই আমার হাতে আছে। সেই সঙ্গে আছে সমস্ত সরকারী ডিক্রি ও নির্দেশের সরকারী ভাষ্য এবং বলশেভিকরা যখন পররাষ্ট্র দপ্তর দখল করে তখন সেখানে আবিষ্কৃত গুপ্ত চুক্তি ও অন্যান্য যে সব দলিল সরকার থেকে প্রকাশ করা হয় তার বয়ান।

ভ. ই. লেনিন, ১৯১৭

দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন

প্রথম পরিচ্ছেদ

পটভূমি

১৯১৭ সালে সেপ্টেম্বরের শেষে পেত্রগ্রাদে আমার সঙ্গে দেখা করেন সমাজতত্ত্বের একজন বিদেশী অধ্যাপক। রাশিয়া সফর করছিলেন তিনি। ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে বলেছিল যে বিপ্লব থিতিয়ে আসছে। অধ্যাপক তাই নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন ও দেশটা ঘুরে দেখেন, কারখানা শহর ও কৃষক কমিটিতে যান, এবং সেখানে অবাক হয়ে লক্ষ করেন যেন বিপ্লবে তেজ ধরছে। মজুরি-শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের মধ্যে 'সব জমি চাই কৃষকদের হাতে, সব কারখানা মজুরদের হাতে' এ ধ্বনি তিনি প্রায়ই শুনেছেন। অধ্যাপক যদি ফ্রন্টে যেতেন তাহলে দেখতেন গোটা সৈন্যবাহিনীই শান্তির কথা বলছে...

অধ্যাপক খানিকটা গোলমালে পড়েন, তবে তার কারণ ছিল না; দুটি উক্তিই সত্যি। সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি ক্রমেই রক্ষণশীল হয়ে উঠছিল, জনগণ হয়ে উঠছিল ক্রমেই র‍্যাডিক্যাল।

ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের একটা সাধারণ ধারণা হয়েছিল যে বিপ্লব বড়ো বেশি এগিয়ে গেছে এবং বড়ো বেশি দিন ধরে চলছে; এবার শান্ত হয়ে যাওয়া দরকার। 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীদের প্রধান গোষ্ঠীগুলি ওবোরোনেৎস

মেনশেভিক (প্রতিরক্ষাবাদী মেনশেভিক)(১)* আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এই মনোভাব পোষণ করত, কেরেনস্কির সাময়িক সরকারকে সমর্থন করত তারা।

২৭শে অক্টোবর 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীদের সরকারী মুখপত্রে** বলা হয়:

বিপ্লবের নাটকে অঙ্ক আছে দুটি: সাবেকী আমলের ধ্বংস, নতুন আমলের সৃষ্টি। প্রথম অংকটা বেশ দীর্ঘ সময় নেয়। এবার দ্বিতীয় অঙ্কে যাবার সময় এবং সেটার অভিনয় হওয়া চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। একজন মহা বিপ্লবী যা বলেছিলেন, 'বিপ্লব সমাপ্তির জন্য তাড়া করুন বন্ধু। বিপ্লবকে যে অতি দীর্ঘায়িত করে, বিপ্লবের ফল সে ভোগ করতে পারবে না...'

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক জনগণের মধ্যে কিন্তু দৃঢ় ধারণা ছিল যে 'প্রথম অঙ্কটা' তখনো শেষ হয় নি। সৈন্যদের যারা মানুষ বলে দেখতে অভ্যস্ত হয় নি সেসব অফিসারদের সঙ্গে ফ্রন্টে ক্রমাগত সংঘাত বাধছিল ফৌজ কমিটির; পশ্চাদ্ভাগে কৃষকদের নির্বাচিত ভূমি কমিটিগুলি ভূমি বিষয়ে সরকারের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হচ্ছিল, কলকারখানার শ্রমিকদের(২) লড়াই করতে হচ্ছিল কালা তালিকা ও লক-আউটের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, দেশে ফিরে আসা রাজনৈতিক নির্বাসিতদের দেশবহির্ভূত করা হচ্ছিল 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তি হিসেবে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকে বিদেশ থেকে গাঁয়ে ফিরে দলিত ও কারারুদ্ধ হচ্ছিল ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত বৈপ্লবিক কর্মের অভিযোগে।

লোকের এই অসংখ্য অসন্তোষের বিরুদ্ধে 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীদের শুধু একটি জবাব ছিল: সংবিধান সভার জন্য অপেক্ষা করো, ডিসেম্বরে তা বসবে। লোকে কিন্তু তাতে তুষ্ট হতে পারছিল না। সংবিধান সভাটা ভালো কথাই, তবে রুশ বিপ্লব যে ঘটেছে কয়েকটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে,

---

* এই ক্রমিক সংখ্যাগুলি জন রীডের পরিশিষ্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রতি পরিচ্ছেদের জন্য জন রীড তাঁর পরিশিষ্টে নিজস্ব ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করেছেন। — সম্পাঃ

** মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের করতলগত 'ৎসে-ই-কার ইজ্ভেস্তিয়া'। — সম্পাঃ

যার জন্য মার্স প্রান্তরে* ভ্রাতৃসমাধিতে জীর্ণ হয়েছে বৈপ্লবিক শহীদেরা, সংবিধান সভা বসুক না বসুক তা কার্যকরী করতে হবে, যথা: শান্তি, ভূমি এবং শিল্পের ওপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ। সংবিধান সভার তারিখ এতদিন পর্যন্ত কেবল পিছিয়েই দেওয়া হয়েছে, জনগণ তাদের দাবি কমিয়ে এনে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তা সম্ভবত আবারো পেছানো হবে! অন্তত বিপ্লবের আট মাস কেটেছে, অথচ তার ফল দেখা গেছে খুবই কম...

ইতিমধ্যে স্রেফ বাহিনী ত্যাগ করেই শান্তি সমস্যার সমাধান শুরু করলে সৈনিকেরা, কৃষকেরা জমিদারদের কুঠি পুড়িয়ে দিয়ে বড়ো বড়ো মহাল দখল করতে লাগল, শ্রমিকেরা কারখানা বানচাল করে দিয়ে ধর্মঘট করলে... এবং বলাই বাহুল্য, কলমালিক, জমিদার আর সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা স্বভাবতই তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল যাতে জনগণের সঙ্গে কোনো গণতান্ত্রিক আপোস না হয়...

সাময়িক সরকার দোল খেতে লাগল কখনো অকেজো কিছু সংস্কার কখনো কঠোর দমননীতির মধ্যে। সমাজতন্ত্রী শ্রমমন্ত্রীর এক ফরমানে হুকুম দেওয়া হল সমস্ত শ্রমিক কমিটির বৈঠক হতে পারবে কেবল কাজের ঘণ্টা শেষ হলে। ফ্রন্টের সৈনাবাহিনীর মধ্যে গ্রেপ্তার করা হল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির 'আন্দোলকদের', র‍্যাডিক্যাল মতামতের কাগজগুলি বন্ধ হল, বিপ্লবী প্রচারকদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হল প্রাণদণ্ড। চেষ্টা হল লালরক্ষীদের নিরস্ত্র করার। প্রদেশগুলিতে শান্তি রক্ষার জন্য প্রেরিত হল কসাক বাহিনী...

'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রী ও মন্ত্রিসভায় তাদের নেতারা এসব ব্যবস্থার অনুমোদন জানাল, এরা ভাবলে সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। লোকেও দ্রুত তাদের পরিত্যাগ করতে লাগল, চলে গেল বলশেভিকদের পক্ষে, যাদের দাবি ছিল শান্তি, জমি, শিল্পের শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিক শ্রেণীর সরকার। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে সংকট পাকিয়ে উঠল। দেশের অধিকাংশের মনোভাবের বিরুদ্ধে কেরেনস্কি ও 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীরা সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে

---

* মার্স প্রান্তর — পেত্রোগ্রাদের (বর্তমানে লেনিনগ্রাদ) একটি স্কোয়ার, মার্চ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিনে স্বৈরক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যারা নিহত হয়, ৫ই এপ্রিল তাদের সমাধিস্থ করা হয় এখানে। — সম্পাঃ

বসল। ফলে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা চিরকালের মতোই জনগণের আস্থা হারাল।

'রাবোচি পুত' (শ্রমিক পথ) পত্রিকায় অক্টোবরের মাঝামাঝি 'সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীরা'(৩) নামে এক প্রবন্ধে 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জনগণের মনোভাব প্রকাশ পায়:

এদের কীর্তি তালিকা দেখুন:

সেরেতেলি — জেনারেল পলোভৎসেভের সহায়তায় শ্রমিকদের নিরস্ত্র করেছেন, বিপ্লবী সৈন্যদের অচল করে দিয়েছেন, সৈন্যবাহিনীতে প্রাণদণ্ড অনুমোদন করেছেন।

স্কবেলেভ — শুরু করেছিলেন পুঁজিপতিদের মুনাফার ওপর ১০০% ট্যাক্স বসাবার আয়োজন করে, আর শেষ করেছেন... কলঘর ও কারখানায় শ্রমিক কমিটিগুলিকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করে।

আভক্সেন্তিয়েভ — ভূমি কমিটিগুলির সদস্য কয়েক শত চাষীকে জেলে পাঠিয়েছেন, দমন করেছেন কয়েক ডজন শ্রমিক ও সৈনিকদের সংবাদপত্র।

চের্নভ — ফিনল্যান্ডের লোকসভা ভেঙে দেবার 'বাদশাহী' ফরমানে সই করেছেন।

সাভিনকভ — জেনারেল কর্নিলভের সঙ্গে প্রকাশ্য জোট বেঁধেছেন এবং এই 'স্বদেশ-ত্রাতার' কাছে পেত্রগ্রাদ যে আত্মসমর্পণ করে নি সেটা সাভিনকভের আয়ত্ত-বহির্ভূত কারণে।

জারুদনি — আলেক্সিনস্কি ও কেরেনস্কির অনুমোদনে বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ কিছু কর্মী, সৈনিক ও নাবিকদের কারারুদ্ধ করেছেন।

নিকিতিন — রেল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে জঘন্য এক পুলিসের ভূমিকা নিয়েছেন।

কেরেনস্কি — তাঁর সম্পর্কে কিছু না বলাই ভালো, খুবই লম্বা তাঁর কীর্তি তালিকা...

হেলসিংফোর্সে বাল্টিক নৌবহর প্রতিনিধিদের এক কংগ্রেসে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার শুরুটা এই রকম:

বুর্জোয়ার পক্ষ নিয়ে নির্লজ্জ রাজনৈতিক হুমকি চালিয়ে যে 'সমাজতন্ত্রী', রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী কেরেনস্কি মহান বিপ্লব ও সেই সঙ্গে

সমগ্র বিপ্লবী জনগণের মুখে চুনকালি দিচ্ছে ও তাদের ধ্বংস করছে, সাময়িক সরকার থেকে তার অবিলম্ব অপসারণ দাবি করছি আমরা...

এ সবের প্রত্যক্ষ পরিণাম হল বলশেভিকদের উত্থান...

১৯১৭ সালের মার্চ থেকে যখন তাউরিদ প্রাসাদে শ্রমিক ও সৈনিকদের সগর্জন প্রবাহের আঘাতে সম্রাটের অনিচ্ছুক দুমা রাশিয়ার সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তখন থেকেই বিপ্লবের গতিপথের প্রতিটি পরিবর্তনই ঘটিয়ে এসেছে জনগণই, ঘটিয়ে এসেছে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকেরা। তারাই পতন ঘটায় মিলিউকভ মন্ত্রিসভার; তাদেরই সোভিয়েত থেকে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করা হয় রাশিয়ার শান্তি সর্ত: 'কোনো রকম রাজ্যগ্রাস নয়, কোনো যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ নয়, চাই জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার'; তারপর পুনরায় জুলাই মাসে অসংগঠিত প্রলেতারিয়েতের স্বতঃস্ফূর্ত অভিযান ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে তাউরিদ প্রাসাদে, দাবি করে সোভিয়েতের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা।

বলশেভিকরা তখনো একটা ছোট্ট গোষ্ঠীমাত্র*, এ আন্দোলনের নেতৃত্ব নেয় তারা। অভ্যুত্থানের শোচনীয় ব্যর্থতায় জনমত তাদের বিপক্ষে যায় এবং নেতৃহীন জনতা ফিরে আসে তাদের ভিবর্গ মহল্লায়, পেত্রগ্রাদের সাঁ আঁতোয়া** এটি। তারপর শুরু হল বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বর্বর দমনাভিযান। শতে শতে তারা কারারুদ্ধ হয়, তাদের মধ্যে ছিলেন ত্রৎস্কি***, শ্রীমতী কল্লন্তাই**** এবং কামেনেভ, লেনিন ও

---

* ১৯১৭ সালের মার্চে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঠিক পর বলশেভিক পার্টি সবে গুপ্ত অবস্থা থেকে বেরিয়েছে, সদস্য সংখ্যা তাদের তখনও অপেক্ষাকৃত অল্প, গোষ্ঠী বলতে জন রীড এইটে বোঝাতে চেয়েছেন। — সম্পাঃ

** সাঁ আঁতোয়া — ১৮শ ও ১৯শ শতকে প্যারিসের একটি বিখ্যাত বিপ্লবী শ্রমিক মহল্লা। — সম্পাঃ

*** ত্রৎস্কি (ব্রনস্তেইন), ল দ — ১৮৯৭ সাল থেকে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সদস্য, মেনশেভিক। ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মে বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু বলশেভিকবাদ গ্রহণ করতে পারেন না, প্রকাশ্যে ও গোপনে লেনিনবাদের বিরুদ্ধে, পার্টির নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। এর জন্য ১৯২৭ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। — সম্পাঃ

**** কল্লন্তাই, আ. ম. (১৮৭২—১৯৫২) — ১৯১৫ সাল থেকে পার্টি সদস্য। অক্টোবর বিপ্লবের পর রাষ্ট্রীয় খয়রাতির জনকমিসার। ১৯২০ সালে রুশ কমিউনিস্ট

জিনোভিয়েভ* আত্মগোপন করেন; বলশেভিক সংবাদপত্রগুলি নিষিদ্ধ হয়। প্ররোচক ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা ধুয়া তোলে যে বলশেভিকরা জার্মান দালাল এবং সারা দুনিয়ায় লোকে তা বিশ্বাস করে বসে।

কিন্তু দেখা গেল এ অভিযোগ প্রমাণ করতে সাময়িক সরকার অক্ষম। জার্মান ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে যেসব দলিল হাজির করা হয় তা জাল বলে প্রমাণিত হল**, একের পর এক বিনা বিচারে প্রায় নামমাত্র জামীনে বা বিনা জামীনে ছাড়া পেল বলশেভিকরা, শেষ পর্যন্ত জেলে রইল শুধু ছয় জন। সদাপরিবর্তনশীল এই সাময়িক সরকারের অক্ষমতা ও অস্থির চিত্ততা সকলের কাছেই তর্কাতীত হয়ে উঠল। 'সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!' জনগণের এই প্রিয় ধ্বনিটি ফের চালু করল বলশেভিকরা — এবং সেটা শুধুই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, কেননা সে সময় সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাধিক্য ছিল তাদের চরম শত্রু 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীদের।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নারী বিভাগের কর্ত্রী। ১৯২১—১৯২২ সালে কমিন্টার্নের আন্তর্জাতিক নারী সেক্রেটারিয়েটের অন্যতম সেক্রেটারি। ১৯২৩ সাল থেকে দায়িত্বশীল কূটনৈতিক কাজে যোগ দেন। — সম্পাঃ

* জিনোভিয়েভ (রাদোমিসল্‌স্কি), গ ইয়ে — একাধিকবার বলশেভিকবাদ থেকে বিচ্যুত হন ও শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিসর্জন দেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে কামেনেভের সঙ্গে একত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্যুত্থান সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করেন মেনশেভিক পত্রিকা 'নভায়া জিজনে' এবং এর ফলে অভ্যুত্থান পরিকল্পনা শত্রুর কাছে ফাঁস করে দেন। বলশেভিক পার্টির সদস্যদের নিকট পত্রে লেনিন জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের এ আচরণকে ধর্মঘট-ভাঙ্গা দালালি বলে ধিক্কৃত করেন ও পার্টি থেকে তাদের বহিষ্কার দাবি করেন। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পর জিনোভিয়েভ মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও 'জন-সমাজতন্ত্রীদের' সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার সমর্থন করেন। ১৯২৭ সালে পার্টি বিরোধী উপদলীয় ক্রিয়াকলাপ বন্ধ না করার জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। — সম্পাঃ

** কুখ্যাত 'সিসন দলিলের' একাংশ।

সিসন — প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন সাংবাদিক, বলশেভিক নেতাদের অপদস্থ করার জন্য একটি মিথ্যা ও জাল দলিলের পুস্তিকা প্রচার করেন আমেরিকায়। — সম্পাঃ

কারখানা কমিটির পেত্রগ্রাদ সম্মেলন,
১২ই জুন — ১৬ই জুন, ১৯১৭

১৯১৭ সালের অক্টোবরে
গ্রেনেডিয়ার ব্যারাকে সৈনিকদের এক সভা।
বক্তৃতা দিচ্ছেন বল্টিক নৌবহরের এক নাবিক

কিন্তু এর চেয়েও ফলপ্রদ হয় আরেকটি জিনিস: শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের সরল ও স্থূল আকাঙ্ক্ষাগুলির ওপরেই তারা তাদের আশু কর্মসূচি গড়ে তোলে। তাই ওবোরোনেৎস মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা যে সময় বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোস চালায়, বলশেভিকরা সে সময় দ্রুত রুশ জনগণের মন জয় করতে থাকে। জুলাই মাসে তারা ছিল নিগৃহীত ও ধিক্কৃত। কিন্তু সেপ্টেম্বর নাগাদ রাজধানীর শ্রমিকেরা, বাল্টিক নৌবহরের নাবিকেরা এবং সৈনিকেরা প্রায় গোটাগুটি তাদের পক্ষে চলে যায়। বড়ো বড়ো শহরে সেপ্টেম্বরের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনগুলি(৪) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ: জুন মাসে নির্বাচিতদের মধ্যে শতকরা ৭০ জনই ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, এবার তারা নেমে যায় শতকরা আঠারোয়...

একটা ব্যাপারে বিদেশীরা খুবই বিভ্রান্ত বোধ করেন: সোভিয়েতগুলির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, ফৌজ ও নৌবহর কেন্দ্রীয় কমিটি* এবং ডাক-তার শ্রমিক ও রেল শ্রমিকদের মতো কিছু কিছু ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি বলশেভিকদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে কেন। এই কেন্দ্রীয় কমিটিগুলি সবই নির্বাচিত হয় গ্রীষ্মের মাঝামাঝি এমনকি তারও আগে, যখন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অনুগামী সংখ্যা ছিল বিপুল ও নতুন কোনো নির্বাচন তারা হতে দেয় না, বা পেছিয়ে দেয়। যেমন, শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের নিয়মাবলী অনুসারে সারা রুশ কংগ্রেস ডাকার কথা সেপ্টেম্বরে, কিন্তু ৎসে-ই-কা সে কংগ্রেস ডাকে না, অজুহাত দেয় আর দু' মাস পরেই তো সংবিধান সভা বসছে; তখন সাধারণভাবেই সোভিয়েতগুলির কাজ ফুরুবে, এই ছিল তাদের ইঙ্গিত। ওদিকে সারা দেশে একের পর এক স্থানীয় সোভিয়েতে, ইউনিয়নের শাখায় এবং সৈনিক ও নাবিকদের মধ্যে জয় হচ্ছিল বলশেভিকদের। কৃষক সোভিয়েতগুলি তখনো রক্ষণশীল হয়েই ছিল, কেননা ঢিমে-তাল মফস্বল এলাকায় রাজনৈতিক চেতনা বাড়ে ধীরে ধীরে, তাছাড়া প্রায় এক পুরুষ ধরে কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল প্রধানত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি... তা সত্ত্বেও কৃষকদের মধ্যেও একটা বিপ্লবী পক্ষ দানা বেঁধে উঠছিল। সেটা

---

* 'টীকা ও ব্যাখ্যা' দ্রষ্টব্য।

পরিষ্কার দেখা গেল অক্টোবরে, যখন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বামপন্থীরা দল ভেঙে গঠন করে একটি নতুন পার্টি — বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি।

সেই সঙ্গে সর্বত্রই এই লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল যে প্রতিক্রিয়ার আত্মবিশ্বাস বাড়ছে(৫)। যেমন, পেত্রগ্রাদের ত্রয়িৎস্কি থিয়েটারে 'জারের অপরাধ' নামে একটি প্রহসন চলছিল, একদল রাজতন্ত্রী সেটা থামিয়ে দিয়ে হুমকি দেয় 'সম্রাটের অপমান করলে' অভিনেতাদের লিঞ্চ করা হবে। কিছু কিছু সংবাদপত্রে 'রুশ নেপোলিয়নের' জন্য হাহুতাশ শুরু হয়। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মজুর প্রতিনিধিদের (রাবোচিখ দেপুতাতভ) সোভিয়েতকে বলা হত সোভিয়েত সবাচিখ দেপুতাতভ অর্থাৎ কুকুর প্রতিনিধিদের সোভিয়েত।

১৫ই অক্টোবর আমার সঙ্গে স্তেপান গেওর্গিয়েভিচ লিয়ানোজভ নামে একজন মস্ত রুশ পুঁজিপতির আলাপ হয়। এখানে এঁর নাম 'রুশী রকফেলার', রাজনৈতিক মতামতে ইনি কাদেত।

আমায় বলেন, 'বিপ্লব হল একটা ব্যাধি। আজ হোক কাল হোক বিদেশী রাষ্ট্ররা এখানে হস্তক্ষেপ করবে, শিশু রোগে ভুগলে যেমন লোকে হস্তক্ষেপ করে তাকে সারিয়ে তোলে, ঠিকমতো হাঁটতে শেখায়। সেটা অবশ্য ঠিক সঙ্গত নয়, কিন্তু নিজেদের দেশেই বলশেভিকবাদের বিপদ — 'প্রলেতারীয় একনায়কত্ব', 'বিশ্ব সামাজিক বিপ্লব' প্রভৃতি সংক্রামক ধারণার বিপদটা সব জাতির বোঝা দরকার... এ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে না, এমন সম্ভাবনা একটি আছে। পরিবহন ভেঙে পড়েছে, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে জার্মানরা এগিয়ে আসছে। অনশন আর পরাজয়ের ফলে হয়ত রুশ জনগণের চৈতন্য হবে...'

শ্রীযুত লিয়ানোজভ খুব জোর দিয়েই এই মত প্রকাশ করেন যে, যাই ঘটুক না কেন, মজুরদের কারখানা কমিটির অস্তিত্ব বরদাস্ত করা বা শিল্পের পরিচালনায় শ্রমিকদের কোনো অধিকার দেওয়া ব্যবসায়ী ও কল-মালিকদের পক্ষে অসম্ভব।

'বলশেভিকদের কথা যদি ধরি, তাদের খতম করা যায় দু'ভাবে। সরকার পেত্রগ্রাদ ছেড়ে উঠে যেতে পারে, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যায় পেত্রগ্রাদে, আইনী খুঁটিনাটির কোনো তোয়াক্কা না করে এলাকার জঙ্গী লাট

এই ভদ্রলোকদের শায়েস্তা করবেন... অথবা, সংবিধান সভা যদি কোনো ইউটোপীয় ঝোঁক দেখাতে শুরু করে, তাহলে অস্ত্রের জোরে তাকে ভেঙে দেওয়া যায়...'

শীত আসছিল, রাশিয়ার দুর্দান্ত শীত। তা নিয়ে ব্যবসায়ীদের এই রকম আলাপ কানে আসত: 'শীত — সর্বদাই রাশিয়ার সেরা দোস্ত। শীতই এবার হয়ত বিপ্লবের ভূত ভাগাবে।' তুহিন ফ্রন্টে নিরুৎসাহের মতো উপোস দিয়ে মরছিল সৈন্যরা। রেল ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, ঘাটতি পড়ছে খাদ্যে, বন্ধ হচ্ছে কলকারখানা। নিরুপায় জনগণ চিৎকার তুলল, বুর্জোয়ারা দেশের জীবনযাত্রা ইচ্ছে করে বানচাল করছে, পরাজয় ঘটাচ্ছে ফ্রন্টে। রিগা আত্মসমর্পণ করেছিল জেনারেল কর্নিলভের এই প্রকাশ্য উক্তির ঠিক পরেই: 'দেশের কর্তব্য বোধ জাগানোর মূল্য হিসাবে রিগা বিসর্জন দেওয়াই কি উচিত নয়?'

শ্রেণী যুদ্ধটা যে এমন মাত্রায় উঠতে পারে সেটা আমেরিকানদের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি উত্তর ফ্রন্টের এমন অফিসারদের জানি যারা সৈনিক কমিটিগুলির সঙ্গে সহযোগিতার বদলে বরং সামরিক বিপর্যয়কেই মেনে নেওয়া শ্রেয় জ্ঞান করত। কাদেত পার্টির পেত্রগ্রাদ শাখার সম্পাদক আমায় বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক এই ভাঙনটা হল বিপ্লবকে অপ্রিয় করারই একটা ফন্দি। মিত্রশক্তির একজন কূটনীতিক (তাঁর নাম প্রকাশ করব না বলে কথা দিয়েছি) এটা তার নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই সমর্থন করেন। খারকভের কাছে এমন কয়েকটা কয়লাখনির কথা আমি জানি যাতে তার মালিকেরাই আগুন লাগায় বা জলে ভাসিয়ে দেয়, মস্কোর কিছু সুতাকলের ইঞ্জিনিয়ররা মিল ছেড়ে যাবার সময় তার যন্ত্রপাতি বিকল করে দেয়, ইঞ্জিন অচল করতে গিয়ে মজুরদের কাছে রেল অফিসাররা হাতে নাতে ধরা পড়েছে, এমন ঘটনা জানি...

সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির একটা বড়ো অংশই বিপ্লবের চেয়ে এমনকি সামরিক সরকারের চেয়েও বরং জার্মান আগমনই কামনা করত এবং সেটা বলতে দ্বিধা করত না। যে রুশ সংসারটিতে আমি ঠাঁই নিয়েছিলাম সেখানে খাবার টেবিলের অনিবার্য আলাপ ছিল জার্মানদের আগমন নিয়ে, যারা 'আইন ও শৃঙ্খলা' প্রতিষ্ঠা করবে... মস্কোর এক কারবারীর ঘরে আমি এক সন্ধ্যা কাটাই। চা খাওয়ার সময় টেবিলের এগারো জন লোককেই আমরা

জিজ্ঞাসা করি কাকে তারা চায়, 'ভিলহেল্মকে নাকি বলশেভিকদের।' একজন বাদে দশটি ভোটই পড়ে ভিলহেল্মের পক্ষে...

এই সার্বজনীন বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে দু' হাতে টাকা লুটতে থাকে দাঁওবাজেরা, আর তা ওড়াতে থাকে উদ্দাম ফূর্তিতে নয়ত সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে। খাদ্য ও জ্বালানির চোরা মজুদ জমতে থাকে নয়ত গোপনে তা পাচার করা হয় সুইডেনে। যেমন, বিপ্লবের প্রথম চার মাসে পেত্রগ্রাদের মজুদ খাদ্য মিউনিসিপ্যাল গুদামগুলি থেকে প্রায় প্রকাশ্যেই লুঠ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত যাতে দু' বছর চলতে পারত, সে শস্যের মজুদ এমন মাত্রায় নেমে আসে যে তাতে শহরকে এক মাসও খাইয়ে রাখা অসম্ভব হল... সাময়িক সরকারের শেষ সরবরাহ মন্ত্রীর সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ভ্লাদিভস্তকে পাইকারী দরে কফি কেনা হত দু' রুবলে পাউন্ড, আর পেত্রগ্রাদের খুচরা খরিদ্দাররা দিত পাউন্ডে তের রুবল। বড়ো বড়ো শহরের সমস্ত দোকানেই টন টন খাদ্য ও বস্ত্র মজুদ ছিল, কিন্তু তা কিনতে পারত কেবল ধনীরাই।

একটি মফস্বল শহরে আমি একজন ব্যবসায়ী পরিবারকে জানতাম, যারা দাঁওবাজ হয়ে দাঁড়ায়, রুশীরা যাকে বলে মারোদিওর (দাঁওবাজ, ডাকাত)। তিনটে ছেলেই ঘুষ দিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যাবার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি পায়। একজন খাদ্য নিয়ে জুয়া খেলত। আরেকটি ছেলে লেনা খনির চোরা সোনা বেচত ফিনল্যান্ডের রহস্যজনক সব খরিদ্দারের কাছে। তৃতীয় ছেলেটির বেশ কর্তৃত্ব ছিল একটি চকোলেট কারখানায় — স্থানীয় সমবায় সমিতিগুলিকে চকোলেট সরবরাহ করত এই সর্তে যে তার যা দরকার সেটা সমবায় সমিতিগুলো তাকে দেবে। তাই ব্যাপক জনগণ যখন তাদের রুটির রেশন কার্ডে পেত মাত্র সিকি পাউন্ড কালো রুটি, তখন তার ঘরে শাদা রুটি, চিনি, চা, লজেন্স, কেক আর মাখনের ছড়াছড়ি যেত... অথচ শীত, ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে ফ্রন্টের সৈন্যরা যখন আর লড়তে পারছিল না, তখন কী সরোষেই না এ সংসারের লোকেরা চাঁচাত 'কাপুরুষ!', 'রুশ বলে' পরিচয় দিতে কী 'লজ্জাই' না তাদের হত... এবং শেষ পর্যন্ত বলশেভিকরা যখন তাদের বিপুল খাদ্য মজুদ আবিষ্কার করে রিকুইজিশন করে, তখন কী 'ডাকাতি'ই না তারা করে।

আর বাইরের এই পচনটার তলে তলে মাথা তুলছিল সাবেকী সেই

তামস শক্তিরা, দ্বিতীয় নিকোলাসের পতনের পরও যারা একটুও বদলায় নি, তখনো তারা গোপন কিন্তু অতি সক্রিয়। কুখ্যাত ওখরানার দালালরা তখনো কাজ করে যাচ্ছে জারের পক্ষে এবং বিপক্ষে, কেরেনস্কির পক্ষে এবং বিপক্ষে, যে টাকা দেবে... অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কোনো না কোনো রূপে প্রতিক্রিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে কৃষ্ণশতের মতো নানা ধরনের গুপ্ত সংগঠন।

এই সর্বব্যাপী দুর্নীতি ও পৈশাচিক অর্ধসত্যের আবহাওয়ায় শুধু দিনের পর দিন মন্দ্রিত হয়ে চলল একটি সুস্পষ্ট ধ্বনি, বলশেভিকদের সঘন কোরাস: 'সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে' সব ক্ষমতা চাই কোটি কোটি সাধারণ শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিদের হাতে। চাই জমি, রুটি, উন্মাদ যুদ্ধটার সমাপ্তি, গোপন কূটনীতি, চোরাবাজারি, বিশ্বাসঘাতকতার অবসান... বিপদ ঘনিয়েছে বিপ্লবের, সেই সঙ্গে সারা বিশ্বের সমস্ত জনগণের স্বার্থের!'

প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে বুর্জোয়ার, সোভিয়েতের সঙ্গে সরকারের যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল প্রথম মার্চ দিনগুলোয় তার পরিসমাপ্তি ঘনিয়ে এল। মধ্য যুগ থেকে এক লাফে বিশ শতকে পৌঁছে গিয়ে সচকিত বিশ্বের সামনে রাশিয়া হাজির করল রাজনৈতিক ও সামাজিক — দুই ধরনের বিপ্লবের এক আমৃত্যু সংঘাত।

এতগুলো মাসের অনশন ও মোহভঙ্গের পর কী প্রাণশক্তিই না প্রকাশ করল রুশ বিপ্লব! নিজেদের রাশিয়াকে আরো ভালো করে চিনতে পারা উচিত ছিল বুর্জোয়াদের। রাশিয়ার বিপ্লবের 'ব্যাধির' প্রকোপ আর বেশি দিনের জন্য নয়...

এখন পেছনে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় যেন নভেম্বর বিপ্লবের আগেকার রাশিয়া একেবারেই অন্য এক যুগের, প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের রক্ষণশীল সে। নতুনতর, দ্রুততর এক জীবনে আমরা কত চট করেই খাপ খাইয়ে নিয়েছি। রুশ রাজনীতি বামের দিকে এক নির্ভর বাঁক নিয়ে কাদেতদের 'জনশত্রু' বলে ঘোষণা করতেই দেখা গেল; কেরেনস্কি হয়ে দাঁড়িয়েছেন এক 'প্রতিবিপ্লবী'; সেরেতেলি, দান, লিবের, গোৎস, আভক্সেন্তিয়েভ প্রভৃতি 'নরমপন্থী' সমাজতান্ত্রিক নেতারা এতই রক্ষণশীল প্রতিভাত হলেন যে তাঁদের আর

অনুগামী রইল না, আর ভিক্তর চের্নভ এমনকি মাক্সিম গোর্কির মতো ব্যক্তিরাও হয়ে পড়লেন দক্ষিণপন্থী...

১৯১৭ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একদল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি নেতা বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার জর্জ ব্যুকানানের সঙ্গে গোপনে দেখা করেন। তাঁরা যে দেখা করেছেন সেটা তাঁরা গোপন রাখতে অনুরোধ করেন, কেননা তাঁদের তখন 'অতিশয় দক্ষিণপন্থী' বলে গণ্য করা হচ্ছিল।

'অথচ ভেবে দেখুন,' স্যার জর্জ বলেন, 'এক বছর আগেও আমার সরকার নির্দেশ পাঠায় যেন মিলিউকভের সঙ্গে দেখা না করি, কেননা তাঁকে সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক এক বামপন্থী বলে ধরা হত!..'

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর হল রাশিয়ায় বিশেষ করে পেত্রগ্রাদে বছরের সবচেয়ে অধম মাস। ছোটো হয়ে আসা দিনগুলোয় ছাই রঙা এক নির্জীব আকাশ থেকে অনবরত ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। পায়ের তলে ঘন পেছল এ'টেল কাদা, মোটা মোটা বুটজুতোয় লেপটে যাচ্ছে সর্বত্র, পৌর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ায় তা হয়ে উঠেছে সচরাচরের চেয়েও জঘন্য। ফিনল্যান্ড উপসাগর থেকে ধেয়ে আসছে কনকনে সোঁদা হাওয়া, রাস্তায় কুণ্ডলী পাকাচ্ছে তুহিন কুয়াশা। রাত্রে মিতব্যয়ের জন্য এবং 'জ্যাপলিনের' আশঙ্কায় রাস্তায় বাতি জ্বলে কম। বাসা বাড়িগুলিতে বিদ্যুত দেওয়া হত সন্ধে ছ'টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত, এক একটা মোমবাতির দাম চল্লিশ সেণ্ট*, কেরোসিন দুর্লভ। রাত তিনটে থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত সারা শহর অন্ধকার। চুরি ডাকাতি বেড়ে উঠেছে। বড়ো বড়ো ফ্ল্যাট বাড়িতে লোকে পালা করে গুলি-ভরা রাইফেল নিয়ে সারা রাত পাহারা দিচ্ছে। এই ছিল সাময়িক সরকারের আমলে অবস্থা।

দিনের পর দিন দুর্লভ হয়ে উঠল খাদ্য। রুটির দৈনিক কোটা দেড় পাউন্ড থেকে এক পাউন্ডে, তারপর পৌনে এক পাউন্ড, আধ-পাউন্ড ও শেষ পর্যন্ত সিকি পাউন্ডে নেমে এল। শেষের দিকে এক সপ্তাহ আদৌ কোনো রুটি মিলল না। চিনি মেলার কথা মাসে দু' পাউন্ড, তবে পাওয়া যেত কদাচিৎ। একটা চকোলেট বার কিংবা বিস্বাদ এক পাউন্ড লজেন্সের দাম সাত থেকে দশ রুবল — অন্তত ১ ডলার। দুধ যা মিলত তাতে শহরের প্রায়

---

* তখনকার দরে এক সেণ্ট হল তিন থেকে পাঁচ কোপেক। — সম্পাঃ

অর্ধেক শিশুর কুলতে পারত। অধিকাংশ হোটেল ও বাসা বাড়িতে তার দেখা মিলত না। তখন ফল ওঠার সময়, অথচ রাস্তায় আপেল বা ন্যাস্পাতি বিক্রি হত রুবলে একটা...

দুধ কি রুটি কি চিনি কি তামাকের জন্য কনকনে বৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিতে হত লোককে। রাত-ভোর মিটিঙের পর ফেরার সময় দেখেছি ভোরের আগেই খ্ভোস্ত (লেজ) বা লাইন দেওয়া শুরু হয়েছে। অধিকাংশই মেয়ে, অনেকের কোলে ছেলে... কার্লাইল তাঁর 'ফরাসী বিপ্লব' পুস্তকে বলেছেন যে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতায় বিশ্বে ফরাসীদের জুড়ি নেই। রাশিয়া কিন্তু এ রীতিটি অভ্যাস করে নিয়েছিল — এটা শুরু হয়েছিল 'আশিসধন্য' নিকোলাসের রাজত্বে, ১৯১৫ সালেই, এবং তদবধি থেকে থেকে চলে ১৯১৭ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত, যখন তা একটা নিয়মিত প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। ভেবে দেখুন রাশিয়ার শীতকালে পেত্রগ্রাদের তুহিন শাদা জমাট রাস্তার ওপর সারা দিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে স্বল্পবসন মানুষ! রুশ জনতার আশ্চর্য ভালোমানুষ মেজাজ সত্ত্বেও রুটির লাইনে লোকেদের অসন্তোষের ঝাঁঝালো মন্তব্য থেকে থেকে কানে এসেছে আমার ..

থিয়েটারগুলো অবশ্য চলছিল প্রতি রাত্রেই, রবিবারও বাদ যেত না। মারিনস্কি থিয়েটারে নতুন একটি ব্যালেতে নামলেন কার্সাভিনা, নৃত্যামোদী গোটা রাশিয়া ছুটল তাঁকে দেখতে। শালিয়াপিন গান গাইছিলেন। আলেক্সান্দ্রিনস্কি থিয়েটারে আলেক্সেই তলস্তয়ের 'করাল ইভানের মৃত্যু' নাটক নতুন করে শুরু হয়েছে মেইয়েরহোল্দের* প্রযোজনায়। মনে আছে এ অভিনয়ে বাদশাহী পেজ কোর-এর** একটি ছাত্রকে দেখেছিলাম, পরনে তার ড্রেস ইউনিফোর্ম, প্রতিটি অঙ্কের শেষে সে কেতামাফিক উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছিল বাদশাহী বক্স-আসনটির উদ্দেশ্যে, যদিও সে আসন তখন শূন্য, তার ঈগল প্রতীকগুলিও সব নিশ্চিহ্ন... 'ক্রিভোয়ে জেরকালো' থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল স্নিৎসলেরের*** 'ঘূর্ণি নৃত্যের' এক ফলাও অভিনয়।

---

* মেইয়েরহোল্দ, ভ. ইয়ে. (১৮৭৪—১৯৪০) — সোভিয়েত নাট্য প্রযোজক ও অভিনেতা। — সম্পাঃ

** জার রাশিয়ায় জেনারেল ও উচ্চপদস্থদের ছেলেদের জন্য বিশেষ সামরিক বিদ্যালয়। — সম্পাঃ

*** স্নিৎসলের, আর্তুর (১৮৬২—১৯৩১) — অস্ট্রীয় লেখক। — সম্পাঃ

হার্মিটাজ ও অন্যান্য চিত্র গ্যালারিগুলি মস্কোয় স্থানান্তরিত হলেও প্রতি সপ্তাহেই চিত্র প্রদর্শনী চলছিল। দলে দলে নারী বুদ্ধিজীবী এসে শিল্প, সাহিত্য ও সরল দর্শনের বক্তৃতা শুনত। বিশেষ করে থিয়োসফিস্টদের তখন প্রচুর নামডাক। স্যালভেশন আর্মি তখন প্রথম আমদানি হয়েছে রাশিয়ায়, দেয়ালে দেয়ালে বিজ্ঞপ্তি এঁটে রুশ শ্রোতাদের একাধারে আমোদিত ও স্তম্ভিত করে তারা তাদের বাইবেল প্রচারের সভা ডাকত...

এই রকম সব সময়ে যা হয় নগরের তুচ্ছ রীতিসিদ্ধ জীবন বিপ্লবকে যথাসাধ্য উপেক্ষা করেই বয়ে যাচ্ছিল। কবিতা লিখছিলেন কবিরা — কিন্তু বিপ্লব নিয়ে নয়। বাস্তববাদী শিল্পীরা রাশিয়ার মধ্য যুগের ইতিহাস থেকে দৃশ্য আঁকছিলেন, এবং যাই আঁকুন বিপ্লব আঁকছিলেন না। মফস্বল থেকে তরুণী মহিলারা পেত্রগ্রাদ শহরে আসছিলেন ফরাসী শিখতে ও সঙ্গীত চর্চা করতে, হোটেলের লবিতে ঘুরছিলেন সুদর্শন ফূর্তিবাজ তরুণ সব অফিসার, কাঁধে সোনালী-লাল বার্শালিক, কটিতে বাহারে ককেশীয় তলোয়ার। আর আমলাতন্ত্রে যারা একটু তলের দিকে তাদের বাড়ির গিন্নিরা অপরাহ্ণে চা-পানে জমায়েৎ হতেন, সঙ্গে নিজেদের সোনা, রুপো জড়োয়া বাঁধাই ছোট চিনিদানি নিতে ভুলতেন না, আধখানা রুটিও থাকত হাতে, এবং কামনা করতেন যেন জার ফিরে আসে, নয়ত আসুক জার্মানরা এবং এমন কিছু ঘটুক যাতে তাদের চাকর জোটানোর সমস্যার সমাধান হয়... আমার এক বন্ধুর মেয়ে একবার ক্ষেপে বাড়ি ফিরেছিলেন এই জন্য যে ট্রামের নারী কণ্ডাক্টর তাঁকে 'কমরেড' বলে ডেকেছিল!

আর এদের চারিপাশে মহা রাশিয়ায় তখন প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, জন্ম নিচ্ছে এক নতুন জগৎ। চাকরবাকরদের সঙ্গে একদা জানোয়ারের মতো ব্যবহার করা হত, মাইনে পেত নামমাত্র, তারা এখন স্বাধীন হয়ে উঠতে লাগল। এক জোড়া জুতোর দাম একশ রুবলের বেশি, অথচ মাইনে যেহেতু মিলত গড়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ রুবল, তাই লাইনে দাঁড়িয়ে জুতোর আয়ু ফুরাতে আপত্তি করছিল তারা। শুধু তাই নয়। নতুন রাশিয়ায় ভোট দেবার অধিকার ছিল প্রতিটি নরনারীর; ছিল শ্রমিকদের সংবাদপত্র, যাতে নতুন নতুন চমকপ্রদ সব কথা বলা হচ্ছে। ছিল সোভিয়েত, ছিল ইউনিয়ন। এমনকি ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানদেরও নিজস্ব ইউনিয়ন ছিল, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতে ছিল তাদেরও প্রতিনিধি। হোটেলের ওয়েটার ও চাকরবাকরও সংগঠিত, বখশিস

১৯১৭ সালের জ্লাই ঘটনাবলীর পর শেষ বারের মতো আত্মগোপন করে থাকার সময় মজ্র ক. প. ইভানভের নামে ইস্যু করা সনাক্ত-পত্রে ছদ্মবেশী লেনিনের ফোটোগ্রাফ

Ц. К. признает, что как международное положенiе русской революцiи (возстанiе во флотѣ в Германiи, как крайнее проявленiе нарастанiя+ всемiрной соцiалистической революцiи, затѣм угроза мира имперiалистов с цѣлью удушенiя революцiи в Россiи) — так и военное положенiе (несомнѣнное рѣшенiе русской буржуазiи и Керенскаго с К° сдать Питер нѣмцам), — так и прiобрѣтенiе большинства пролетарской партiей в Совѣтах, — все это в связи с крестьянским возстанiем и с поворотом народнаго

+во всей Европѣ

লেনিনের লেখা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে সিদ্ধান্ত ১৯১৭ সালের ২৩শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির ঐতিহাসিক বৈঠকে গৃহীত হয় তার প্রথম পৃষ্ঠা

নেওয়া থামিয়ে দিয়েছে তারা। রেস্তোরাঁর দেয়ালে তারা নোটিস টাঙালে: 'এখানে কোনো বখশিস নেওয়া হয় না' কিংবা 'রুজি রোজগারের জন্য লোককে খাবার পরিবেশন করতে হচ্ছে বলেই তাকে বখশিস ছুড়ে অপমান করার কোনো কারণ নেই!'

ফ্রন্টে লড়াই চলেছিল অফিসারদের সঙ্গে, সৈন্যরা নিজেদের কমিটি মারফত আত্মশাসন শিখছিল। কলকারখানায় সাবেকী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কারখানা কমিটিগুলির* মতো অদৃষ্টপূর্ব ওই রুশ সংস্থাগুলির অভিজ্ঞতা, শক্তি ও নিজেদের ঐতিহাসিক ব্রতের চেতনা বাড়ছিল। পড়তে শিখছিল সারা রাশিয়া আর পড়ছে তারা শুরু করলে রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস — কেননা জানতে চাইছিল লোকে... প্রতিটি মহা নগরে, ফ্রন্টের নিকটবর্তী অধিকাংশ শহরে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ছিল নিজ নিজ পত্রিকা, কখনো একাধিক পত্রিকা। লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা ছড়াত হাজার হাজার সংগঠন, সৈন্যবাহিনীতে, গ্রামে, কলকারখানায়, রাস্তায় এসে পৌঁছত তা। এতদিন পর্যন্ত যা ব্যাহত হয়েছে বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানতৃষ্ণা এবার ফেটে বেরুল এক উত্তাল উৎসারে। প্রথম ছয় মাসে একমাত্র স্মোলনি ইনস্টিটিউট থেকেই প্রতিদিন টন টন, গাড়ি-বোঝাই, ট্রেন-বোঝাই করে সাহিত্য যেত সারা দেশময়। তপ্ত বালির জল শোষণের মতো করে রাশিয়া শোষণ করতে থাকল সাহিত্য — আর সে সাহিত্য নেহাৎ চিত্তবিকারের কল্পকথা, মিথ্যা ইতিবৃত্ত, তরল ধর্মতত্ত্ব বা শস্তা উপন্যাস নয়, তা হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব, দর্শন, তলস্তয়, গোগল আর গোর্কির রচনা...

তাছাড়া ছিল কথা, যার কাছে কার্লাইলের 'ফরাসী বাণীর বন্যা' একটা ক্ষীণ স্রোত মাত্র। ভাষণ, বিতর্ক, বক্তৃতা — আর তা চলেছে থিয়েটারে, সার্কাসে, স্কুলে, ক্লাবে, সোভিয়েত বৈঠক ঘরে, ট্রেড ইউনিয়নের আপিসে, ব্যারাকে... মিটিং বসছে ফ্রন্টের ট্রেঞ্চে, গাঁয়ের চত্বরে, কারখানায়... পুতিলভস্কি জাভোদ (পুতিলভ কারখানা) থেকে বেরিয়ে আসছে তার চল্লিশ হাজার মজুর, শুনছে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি,

---

* টীকা ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬ই জুন কারখানা কমিটিগুলির যে পেত্রগ্রাদ সম্মেলন হয় তা বিপুল ভোটাধিক্যে (প্রতিনিধিদের তিন চতুর্থাংশ) বলশেভিকদের পক্ষ নেয়। — সম্পাঃ

নৈরাজ্যবাদী এবং যে কোনো ব্যক্তির কথা, যা তাদের বক্তব্য এবং যতক্ষণ ধরে তারা বলতে চায় — সত্যি সে কী অপূর্ব দৃশ্য! মাসের পর মাস পেত্রগ্রাদে এবং গোটা রাশিয়ায় প্রতিটি রাস্তার মোড়ই হয়ে ওঠে এক জনমঞ্চ। রেল ট্রেনে, ট্রামগাড়িতে সর্বদাই এবং সর্বত্রই জমে উঠছে স্বতঃস্ফূর্ত বিতর্ক...

আর চলেছে এশিয়া ইউরোপ দুই মহাদেশের লোকেদের টেনে এনে সারা রুশ সম্মেলন আর কংগ্রেস — সোভিয়েত কংগ্রেস, সমবায় সমিতি কংগ্রেস, জেমস্তভো* কংগ্রেস, জাতিসত্তা·কংগ্রেস, পুরোহিত কংগ্রেস, কৃষক কংগ্রেস, রাজনৈতিক পার্টিদের কংগ্রেস; চলেছে গণতান্ত্রিক সম্মেলন, মস্কো সম্মেলন, রুশ প্রজাতন্ত্রের পরিষদ সভা। অনবরত তিন চারটে করে সম্মেলন চলত পেত্রগ্রাদে। প্রতিটি সভাতেই বক্তার বলবার সময় সীমাবদ্ধ রাখার যে কোনো প্রচেষ্টাই ভোটে হেরে যেত। প্রাণ খুলে নিজের মনের কথা বলতে পারত লোকে...

রিগার পেছনে দ্বাদশ আর্মির ফ্রন্টে গিয়েছিলাম আমরা, মরীয়া সব ট্রেঞ্চের কাদার মধ্যে হাড় খোঁচা খালিপা লোকগুলোর দুর্দশার একশেষ। কিন্তু আমাদের দেখেই লাফিয়ে উঠল তারা, শিটিয়ে আসা মুখ, ছেঁড়া পোষাকের তল থেকে নীল হয়ে উঠেছে গায়ের মাংস, উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলে: 'পড়বার কিছু এনেছ?'

দিন বদলের দৃশ্যমান বাহ্য লক্ষণ ছিল অনেক, আলেক্সান্দ্রিনস্কি থিয়েটারের সামনে মহতী ক্যাথারিনের মূর্তির হাতে দেখা যেত একটা ছোট্ট লাল পতাকা, কিছুটা বিবর্ণ হলেও লাল পতাকা উড়ত প্রায় প্রতিটি সরকারী ভবনের মাথায়, সম্রাটের মনোগ্রাম ও ঈগল প্রতীকগুলো সবই উৎপাটিত অথবা আচ্ছাদিত, হিংস্র গরোদভোয়-এর বদলে (শহর পুলিশ) রাস্তায় টহল দিচ্ছে সৌম্য-দর্শন নিরস্ত্র নাগরিক মিলিশিয়া — তাহলেও কালব্যতিক্রম ছিল অনেক।

যেমন, মহান পিটার যে তাবেল ও রাঙ্গাখ বা পদ মর্যাদার ছক রাশিয়ার ওপর লৌহহস্তে গেঁথে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রতিপত্তি তখনো বহাল ছিল। স্কুলের ছাত্র থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ পঙক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট উর্দি পরত, তার বোতামে ও স্ট্রেপে থাকত

---

* 'টীকা ও ব্যাখ্যা' দ্রষ্টব্য।

সম্রাটের প্রতীক চিহ্ন। বিকালে গোটা পাঁচেকের সময় রাস্তা ভরে উঠত উর্দি পরা গোবেচারি সব বৃদ্ধ ভদ্রলোকে, হাতে তাদের পোর্টফোলিও, ব্যারাকের মতো দেখতে যত সরকারী দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে, হয়ত মনে মনে তখনো হিসাব করছে ওপরওয়ালাদের মধ্যে কী পরিমাণ মৃত্যুহার বাড়লে একদা কলেজিয়েট এসেসর বা প্রিভি কাউন্সিলারের বহু বাঞ্ছিত চিন-টি (পদ) লাভ করা যাবে, আশা থাকবে একটা মোটা পেনশন এবং সম্ভবত গলায় পুণ্যময়ী আন্নের ক্রস অর্জনের*..

সিনেটর সকোলভের একটা মজার কাহিনী আছে। বিপ্লবের পুরো জোয়ারের সময় একদিন ইনি সিনেটের বৈঠকে আসেন সাধারণ নাগরিক পোষাকে। বৈঠকে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয় না এই কারণে যে জার চাকুরেদের নির্দিষ্ট চোগাচাপকান তিনি পরেন নি!

গোটা একটা জাতির এই উৎসার ও স্খলনের পটভূমিতেই অবারিত হয়ে ওঠে রুশ জন-অভ্যুত্থানের মহা মিছিল...

---

* পুণ্যময়ী আন্নের ক্রস — জার রাশিয়ার একটি সম্মান ক্রস, ফিতেয় ঝুলিয়ে গলায় পড়া হত। — সম্পাঃ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আসন্ন ঝড়

সেপ্টেম্বরে জেনারেল কর্নিলভ রাশিয়ার সামরিক একনায়ক হয়ে বসার আকাঙ্ক্ষায় অভিযান করেন পেত্রগ্রাদে। তাঁর পেছনে হঠাৎ প্রকাশ পেল বুর্জোয়ার বর্ম মুষ্টি, বিপ্লব ধ্বংসের জন্য যা স্পর্ধিত। এর সঙ্গে কিছু কিছু সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীর যোগাযোগ ছিল। এমনকি কেরেনস্কির ওপরেও সন্দেহ পড়ল(১)। সাভিনকভকে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য তলব করে তাঁর পার্টি, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কেন্দ্রীয় কমিটি। সাভিনকভ কৈফিয়ৎ দিতে অস্বীকার করায় পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। সৈনিক কমিটিরা গ্রেপ্তার করে কর্নিলভকে। বরখাস্ত হল অনেক জেনারেল, মন্ত্রিদের দপ্তর গেল এবং পতন হল মন্ত্রিসভার।

বুর্জোয়াদের পার্টি -- কাদেতদের নিয়ে নতুন একটি সরকার গঠনের চেষ্টা করলেন কেরেনস্কি। তাঁর পার্টি — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি কাদেতদের বাদ দেবার জন্য নির্দেশ দিল। কেরেনস্কি নির্দেশ মানলেন না, সমাজতন্ত্রীরা পেড়াপীড়ি করলে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের হুমকি দিলেন তিনি। তবে জনমত তখন এতই উত্তেজিত যে তিনি তা অমান্যের সাহস পেলেন না এবং সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কেরেনস্কিকে মুখ্যমন্ত্রী করে পাঁচ জন পুরনো মন্ত্রীর একটি সামরিক পরিচালকমণ্ডলী* ক্ষমতা গ্রহণ করল।

---

* সামরিক পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন কেরেনস্কি, নিকিতিন, তেরেশ্চেঙ্কো, ভের্খোভস্কি, ভের্দেরেভস্কি। — সম্পাঃ

কর্নিলভ হাঙ্গামায় 'নরমপন্থী' ও বিপ্লবী সমস্ত সমাজতন্ত্রীই আত্মরক্ষার প্রবল তাগিদে একত্র হয়। কোনো কর্নিলভ আর নয়। নতুন সরকার গড়তে হবে যারা বিপ্লবের সমর্থকদের কাছে দায়ী থাকবে। সেইজন্য ৎসে-ই-কা জন-সংগঠনগুলিকে একটি গণতান্ত্রিক সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। ঠিক হল এ সম্মেলন পেত্রগ্রাদে বসবে সেপ্টেম্বর মাসেই।

ৎসে-ই-কাতে সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল তিনটি দল। বলশেভিকরা দাবি করল, সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস ডাকা হোক, তারা ক্ষমতা নিক। চের্নভের নেতৃত্বে 'মধ্যপন্থী' সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, কামকভ ও স্পিরিদনোভার নেতৃত্বাধীন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, মার্তভের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিক এবং 'মধ্যপন্থী' মেনশেভিকদের* প্রতিনিধি হিসাবে বগদানভ ও স্কবেলেভের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রিসভার দাবি জানাল। সেরেতেলি, দান ও লিবেরের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী মেনশেভিকরা এবং আভক্সেন্তিয়েভ ও গোৎসের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা জেদ ধরল যে নতুন সরকারে সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলিরও প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে।

বলশেভিকরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতে সংখ্যাধিক্য অর্জন করল; মস্কো, কিয়েভ, ওদেসা ও অন্যান্য শহরের সোভিয়েতগুলিও একই পথ নিল।

এতে ভয় পেয়ে ৎসে-ই-কার প্রতিপত্তিশালী মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা স্থির করে অন্তত লেনিনের চেয়ে কর্নিলভ কম বিপজ্জনক। গণতান্ত্রিক সম্মেলনে(২) প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা তারা বদলে দেয়, সমবায় সমিতি ও অন্যান্য রক্ষণশীল সংগঠন থেকে বেশি প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে। তাহলেও এই বাছাই করা সম্মেলনও প্রথমে কাদেতদের বাদ দিয়ে কোয়ালিশন সরকারের পক্ষে ভোট দেয়। শেষ পর্যন্ত কেরেনস্কির পদত্যাগের প্রকাশ্য হুমকি এবং 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীদের 'প্রজাতন্ত্র বিপন্ন' ধ্বনির ফলেই সম্মেলন অল্প ভোটাধিক্যে বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশনের পক্ষে মত দেয় এবং রুশ প্রজাতন্ত্রের সাময়িক পরিষদ নামে এক ধরনের পরামর্শ সভা প্রতিষ্ঠা মঞ্জুর করে, যার কোনো আইন রচনার ক্ষমতা থাকবে না। নতুন

* 'টীকা ও ব্যাখ্যা' দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রইল কার্যত সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির হাতে আর রুশ প্রজাতন্ত্রের পরিষদে অনুপাতাতিরিক্ত আসন লাভ করল তারা।

আসলে ৎসে-ই-কা তখন আর সোভিয়েতগুলির সাধারণ সভ্যদের প্রতিনিধিত্ব করছিল না, সেপ্টেম্বরে যে দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস ডাকার কথা সেটা তারা বেআইনীভাবে ডাকতে আপত্তি করে। সে কংগ্রেস ডাকা বা বসতে দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই তাদের ছিল না। এদের সরকারী মুখপত্র 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' (খবর) ইঙ্গিত দিতে শুরু করে যে সোভিয়েতগুলির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে(৩), শীগগিরই তাদের ভেঙে দেওয়া যেতে পারে... আর ঠিক এই সময়েই নতুন সরকার 'দায়িত্বহীন সংগঠন' অর্থাৎ সোভিয়েতগুলিকে ভেঙে দেবার নীতি ঘোষণা করে।

বলশেভিকরা তার জবাব দেয় পেত্রগ্রাদে সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস আহ্বান করে। ঠিক হয় তা বসবে ২রা নভেম্বর এবং রাশিয়ার শাসন ভার নেবে। সেই সঙ্গে তারা রুশ প্রজাতন্ত্রের পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে। বিবৃতি দেয় যে তারা 'জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সরকারে' অংশ নেবে না(৪)।

বলশেভিকরা চলে গেলেও কিন্তু দুর্ভাগা পরিষদে কোনো শান্তি এল না। সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি এখন ক্ষমতা পেয়ে উদ্ধত হয়ে উঠল। কাদেতরা ঘোষণা করলে যে রাশিয়াকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার কোনো আইনসঙ্গত অধিকার সরকারের নেই। সৈনিক ও নাবিক কমিটিগুলিকে চূর্ণ করার জন্য সৈন্যবাহিনী ও নৌবহরে কঠোর ব্যবস্থার দাবি করে তারা, সোভিয়েতগুলিকে আক্রমণ করে। এ কক্ষের অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা দাবি করে অবিলম্বে শান্তি, কৃষকদের হাতে জমি এবং শিল্পে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ — যা আসলে বলশেভিকদের কর্মসূচি।

কাদেতদের জবাবে মার্তভের বক্তৃতা আমি শুনি। ভয়ানক রুগ্ন লোক, বক্তার ডেস্কের ওপর কুঁজো হয়ে ঝুঁকে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ভাঙাভাঙা এমন একটা গলায় যে প্রায় শোনাই যায় না; দক্ষিণের বেঞ্চের দিকে আঙুল তুলে শাসিয়ে তিনি বলেন:

'আমাদের আপনারা বলেন পরাজয়বাদী, কিন্তু আসল পরাজয়বাদী হল তারা যারা শান্তি নিষ্পন্ন করার জন্য আরো অনুকূল মুহূর্তের অপেক্ষায়

আছে। শান্তিটা ক্রমাগত পেছিয়ে দেবার দাবি করছে তারা, পেছিয়ে দিতে চাইছে ততদিন পর্যন্ত যখন রুশ ফৌজের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, যতদিন না রাশিয়া হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে দরাদরির এক বস্তু... রুশ জনগণের ওপর আপনারা যে নীতি চাপিয়ে দিতে চাইছেন সেটা বুর্জোয়ার স্বার্থপ্রসূত। বিনা বিলম্বে শান্তির প্রশ্ন তুলতে হবে, তখন আপনারা দেখবেন যে যাদের আপনারা জার্মান দালাল বলেন, যে ৎসিমের্ভাল্দপন্থীরা* সমস্ত দেশে গণতান্ত্রিক জনগণের বিবেক উদ্রেকের আয়োজন করেছে তাদের কাজ বৃথা যায় নি...'

এই দুই প্রান্তের মধ্যে দোল খেতে থাকে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের চাপে তারা অনিবার্যই বামে সরতে বাধ্য হয়। গভীর শত্রুতায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে পরিষদ।

এই অবস্থায় প্যারিসে মিত্রশক্তি সম্মেলনের দীর্ঘ প্রত্যাশিত ঘোষণায় পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নটা তীব্র হয়ে উঠল

তত্ত্বের দিক থেকে রাশিয়ার সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টিই গণতান্ত্রিক সর্তে যথাসম্ভব সত্বর শান্তি স্থাপনের পক্ষে ছিল। ১৯১৭ সালের মে মাসেই মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নেতৃত্বাধীন তখনকার পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত সুবিদিত রুশ শান্তি সর্তের ঘোষণা জানায়। তারা দাবি করে যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য আলোচনার জন্য মিত্রশক্তিদের সম্মেলন ডাকা হোক। আগস্ট মাসে সে সম্মেলন ডাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়; তারপর সেটা পেছিয়ে যায় সেপ্টেম্বরে, তারপর অক্টোবরে এবং এবার তার তারিখ ধার্য হল ১০ই নভেম্বর**।

সাময়িক সরকার দুজন প্রতিনিধির প্রস্তাব করল: জেনারেল আলেক্সেয়েভ, সমর বিভাগের এক প্রতিক্রিয়াশীল কর্তা এবং তেরেশ্চেঙ্কো, পররাষ্ট্র মন্ত্রী। সোভিয়েতগুলির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে পেশ করা হল স্কবেলেভকে; একটি ঘোষণাপত্র, তথাকথিত নাকাজও তারা রচনা করলে ম্যান্ডেট হিসাবে (৫)। সাময়িক সরকার স্কবেলেভ ও নাকাজে আপত্তি করে;

---

* ইউরোপের সমাজতন্ত্রীদের বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী দলের সদস্য, ১৯১৫ সালে সুইজারল্যান্ডের ৎসিমের্ভাল্দে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য এই নামকরণ হয়।

** সাময়িক সরকারের পতনের ফলে এ সম্মেলন বসে নি। — সম্পাঃ

মিত্রশক্তির রাজদূতেরা প্রতিবাদ জানায়; শেষ পর্যন্ত বৃটিশ হাউস অব কমন্সে বোনার লো* একটি প্রশ্নের জবাবে ঠাণ্ডা গলায় জানিয়ে দিলেন, 'আমি যতদূর জানি, প্যারিস সম্মেলনে আদৌ যুদ্ধের লক্ষ্য নিয়ে নয়, আলোচনা হবে শুধু যুদ্ধ চালাবার পদ্ধতি নিয়ে...'

এতে রক্ষণশীল রুশ সংবাদপত্র আহ্লাদিত হয়ে উঠল। বলশেভিকরা চিৎকার করলে, 'দ্যাখো, মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা আপোসপন্থায় কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে!'

ওদিকে হাজার মাইল জোড়া ফ্রন্টে রুশ ফৌজের লক্ষ লক্ষ লোক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে এক উত্তাল সমুদ্রের মতো, রাজধানীতে পাঠাচ্ছে তাদের শত শত প্রতিনিধি, তারা দাবি করছে, 'শান্তি! শান্তি!'

সারা শহর জুড়ে সে সময় বড়ো বড়ো মিটিং চলছে প্রতি রাতেই, রোজই তাদের লোক সমানে বেড়ে উঠছে। এমনি একটি মিটিঙে আমি একবার যাই নদী পেরিয়ে সির্ক মডার্নে। ন্যাড়া ছমছমে সার্কাস হলটায় মাত্র পাঁচটি বাতি ঝুলছে সরু তারে। রঙ্গমঞ্চ থেকে শুরু করে একেবারে ছাদ পর্যন্ত সমস্ত গ্যালারি লোকে লোকারণ্য — সৈনিক, নাবিক, মজুর, নারী, উৎকর্ণ হয়ে সবাই শুনছে তাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন। বক্তৃতা দিচ্ছিল ৫৪৮ নং কোন এক ডিবিসনের এক সৈনা:

'কমরেড!' বিশীর্ণ তার মুখ আর মরীয়া হাবভাবের মধ্যে সত্যিকারের যন্ত্রণাই ফুটে উঠেছিল। 'ওপরতলার লোকেরা আমাদের কেবলিই বলছে আরো আত্মত্যাগ, আরো আত্মত্যাগ করো, অথচ যাদের সবই আছে তাদের গায়ে এতটুকু হাতও পড়ছে না।

'জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ চলছে আমাদের। সে অবস্থায় আমাদের স্টাফে কাজ করার জন্যে জার্মান জেনারেলদের নেমন্তন্ন করা চলে কি? অথচ দেখুন, পুঁজিপতিদের সঙ্গেও আমাদের যুদ্ধ, আর তাদেরই আমরা নেমন্তন্ন করছি আমাদের সরকারে...

'সৈন্যরা বলছে, 'কীসের জন্যে লড়ছি সেটা দেখাও। লড়ছি কি কনস্টান্টিনোপলের জন্যে, নাকি মুক্ত রাশিয়ার জন্যে? গণতন্ত্রের জন্যে নাকি

---

* এন্ড্রু বোনার লো (১৮৫৮—১৯২৩) — ইংরেজ রাজনীতিক, রক্ষণশীলদের নেতা, ১৯১৭ সালে লয়েড জর্জের কোয়ালিশন সরকারে অর্থমন্ত্রী এবং কমন্স সভার নীতার। — সম্পাঃ

পুঁজিবাদী লুটের জন্যে? যদি প্রমাণ করতে পারো যে আমি বিপ্লবকে রক্ষা করছি, তাহলে এগিয়ে গিয়েই লড়ব আমি, মৃত্যুদণ্ড জারি করার দরকার হবে না।'

'যদি জমি যায় কৃষকদের দখলে, কারখানা মজুরদের হাতে, ক্ষমতা পায় সোভিয়েত, তাহলে লড়বার একটা কারণ পাব আর সেই জন্যেই লড়ব।'

ব্যারাকে, কারখানায়, রাস্তার মোড়ে কেবলি দেখা যেত সৈনিক বক্তা, সবাই দাবি তুলছে যুদ্ধ শেষ করো; ঘোষণা করছে, সরকার যদি শান্তির জন্য তৎপর না হয় তাহলে ট্রেঞ্চ ফেলে বাড়ি ফিরে আসবে ফৌজ।

অষ্টম আর্মির প্রতিনিধি বললে:

'কমজোরী আমরা, প্রতি কম্পানিতে বাকি আছে কেবল গুটি কয়েক করে সৈন্য। খাবার, জুতো, গোলাবারুদ যদি আমাদের ওরা না পাঠায় তাহলে শীগগিরই পড়ে থাকবে কেবল ফাঁকা ট্রেঞ্চ। হয় শান্তি করো নয় রসদ জোগাও... সরকার হয় যুদ্ধ শেষ করুক নয় ফৌজের রসদ জোটাক...'

৪৬ নং সাইবেরীয় গোলন্দাজ বাহিনীর বক্তব্য:

'অফিসাররা আমাদের কমিটির সঙ্গে কাজ করবে না, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের তুলে দিচ্ছে শত্রুর হাতে, আমাদের আন্দোলকদের ওপর তারা মৃত্যুদণ্ড চাপাচ্ছে। আর প্রতিবিপ্লবী সরকার সমর্থন করছে তাদেরই। আমরা ভেবেছিলাম বিপ্লবে শান্তি আসবে। কিন্তু সরকার এখন সে সব কথা তোলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করছে। অথচ সেই সঙ্গে বেঁচে থাকার মতো খাদ্যও পাঠাচ্ছে না, লড়বার মতো গোলাবারুদও নেই...'

এই সময় রাশিয়ার ঘাড় ভেঙে শান্তি চুক্তির গুজব এল ইউরোপ থেকে (৬)...

ফ্রান্সে রুশ সৈন্যদের সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছিল তার খবরে অসন্তোষ বেড়ে উঠল। দেশে যা হচ্ছে সেইভাবে সেখানে অফিসারদের বদলে সৈনিক কমিটি স্থাপনের চেষ্টা করে প্রথম ব্রিগেড। এদের সালোনিকায় পাঠাবার হুকুম হয়। তাতে আপত্তি করে এরা রাশিয়ায় ফিরে যাবার দাবি করে। ফলে তাদের ঘেরাও করে, খাওয়া বন্ধ করে শেষ পর্যন্ত গোলা দাগা হয়েছে। মারা গেছে অনেকে (৭)...

২৯শে অক্টোবর আমি যাই মারিনস্কি প্রাসাদের মর্মর-রক্তিম প্রেক্ষাগৃহে, প্রজাতন্ত্র পরিষদের অধিবেশনে। তেরেশ্চেঙ্কো সেদিন সরকারের পররাষ্ট্র

নীতি ঘোষণা করবেন, যার জন্য শান্তি-তৃষিত অবসন্ন দেশটা অপেক্ষা করে আছে এমন প্রচণ্ড উদ্বেগে।

দেখলাম লম্বা একটি মানুষ, পরিপাটী পোষাক, চাঁছাছোলা মুখ, উঁচু উঁচু চিবুক, শান্ত গলায় পড়ে গেলেন তাঁর সযত্নে রচিত অনির্দিষ্ট বিবৃতি(৮)। কিছু নেই তাতে... শুধু মিত্রশক্তির সাহায্যে জার্মান সমরবাদকে চূর্ণ করার সেই মামুলী বুলি, রাশিয়ার 'রাষ্ট্রীয় স্বার্থ', স্কবেলেভের নাকাজের ফলে 'জটিলতা' বৃদ্ধির সেই পুরনো অজুহাত। শেষ করলেন এই মূল বক্তব্যে:

'রাশিয়া এক মহাশক্তি। যাই ঘটুক না কেন রাশিয়া মহাশক্তিই থাকবে। রাশিয়াকে রক্ষা করতে হবে আমাদের সবাইকে, দেখিয়ে দিতে হবে যে আমরা এক মহা আদর্শের রক্ষক, মহাশক্তির সন্তান।'

কেউ এতে তুষ্ট হল না। প্রতিক্রিয়াশীলেরা চাইছিল একটা 'কড়া' সাম্রাজ্যবাদী পলিসি; গণতান্ত্রিক পার্টিরা চাইছিল যে সরকার শান্তির জন্য চাপ দেবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক... বলশেভিক ভাবাপন্ন পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের মুখপত্র 'রাবোচি ই সলদাৎ' (শ্রমিক ও সৈনিক) থেকে একটি সম্পাদকীয় তুলে দিচ্ছি:

ত্রেশ্চের কাছে সরকারের জবাব:

আমাদের সবচেয়ে স্বল্পভাষী মন্ত্রী শ্রী তেরেশ্চেঙ্কো আসলে ত্রেশ্চকে এই কথা বলেছেন:

১। আমরা আমাদের মিত্রশক্তিদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। (জনগণের সঙ্গে নয়, সরকারদের সঙ্গে।)

২। শীতকালীন সমরাভিযানের সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতা আলোচনার জন্য গণতন্ত্রের প্রয়োজন নেই। সেটা ঠিক করে দেবে আমাদের মিত্রশক্তির সরকারেরা।

৩। ১লা জুলাইয়ের আক্রমণটা হিতকর ও ভারি সুখের ব্যাপার। (তার ফলাফল উল্লেখ করেন নি।)

৪। মিত্রশক্তির সরকারেরা আমাদের জন্য ভাবিত নয় এ কথা ঠিক নয়। মন্ত্রীর কাছে তাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি আছে। (বিবৃতি? কিন্তু কাজের

বেলায়? বৃটিশ নৌবহরের কীর্তিটা?(৯) নির্বাসিত প্রতিবিপ্লবী জেনারেল গুর্কোর সঙ্গে বৃটিশ রাজার আলাপটা? মন্ত্রী এ সবের উল্লেখ করেন নি।)

৫। স্কবেলেভের কাছে নাকাজ খারাপ জিনিস; মিত্রশক্তিরাও তা পছন্দ করেন না, রুশ কূটনীতিকরাও নয়। মিত্রশক্তি সম্মেলনে আমাদের 'এক ভাষায়' কথা কইতে হবে।

এই সব? হ্যাঁ, এইটুকুই। তাহলে উপায় কি? উপায় হল মিত্রশক্তি ও তেরেশ্চেঙ্কোর ওপর ভরসা। কখন শান্তি হবে? মিত্রশক্তির যখন অভিরুচি হবে।

শান্তির প্রশ্নে ত্রেগুের কাছে এই হল সরকারের জবাব।

আর এই সময় রুশ রাজনীতির পশ্চাৎপটে দেখা দিল এক অশুভ শক্তির আবছামূর্তি — কসাক। গোর্কির পত্রিকা 'নভায়া জিজন' (নবজীবন) তাদের ক্রিয়াকলাপের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করল:

বিপ্লবের শুরুতে কসাকেরা লোকের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। কর্নিলভ যখন পেত্রগ্রাদের দিকে অভিযান চালায় কসাকেরা তার অনুগমন করতে রাজী হয় না। বিপ্লবের প্রতি নিষ্ক্রিয় আনুগত্য থেকে কসাকেরা চলে গেছে সক্রিয় রাজনৈতিক আক্রমণে (বিপ্লবের বিরুদ্ধে)। বিপ্লবের পশ্চাৎপট থেকে হঠাৎ তারা আবির্ভূত হয়েছে মঞ্চের সম্মুখভাগে...

কর্নিলভ হাঙ্গামার সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে দন কসাকদের আতামান কালেদিনকে সাময়িক সরকার বরখাস্ত করে। কালেদিন পদত্যাগ করতে সোজাসুজি অস্বীকার করেন এবং তিনটি বিপুল কসাক ফৌজে পরিবেষ্টিত হয়ে ঘাঁটি গাড়েন নভোচের্কাস্কে, সেখানে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকেন ও আক্রমণের হুমকি দেন। এতই তাঁর শক্তি যে সরকার তাঁর অবাধ্যতা দেখেও না দেখার ভান করতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়, কসাক সৈন্যবাহিনীগুলির ইউনিয়ন পরিষদকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করতে সরকার বাধ্য হয় এবং সোভিয়েতগুলির সদ্যগঠিত কসাক শাখাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে...

অক্টোবরের প্রথমার্ধে কসাকদের একটি প্রতিনিধিদল কেরেনস্কির সঙ্গে

দেখা করে উদ্ধতভাবে দাবি করে যে কালেদিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে, সোভিয়েতের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য তারা ভর্ৎসনা করে মুখ্যমন্ত্রীকে। কেরেনস্কি কালেদিনকে অবাধে ছেড়ে রাখার কথা দেন এবং শোনা যায় নাকি মন্তব্য করেন, 'সোভিয়েত নেতাদের চোখে আমি একজন স্বৈরপ্রভু ও জালিম ... আর সাময়িক সরকারের কথা যদি ধরি, তাহলে বলব এ সরকার যে সোভিয়েতগুলির মুখাপেক্ষী নয়, তাই শুধু নয়, সোভিয়েতগুলো যে আদো টিকে আছে সেইটেই বরং তার কাছে আক্ষেপের কথা।'

একই সময়ে আরেকটি কসাক প্রতিনিধিদল যায় বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে এবং সদর্পেই নিজেদের 'স্বাধীন কসাক জনগণের' প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করে।

দন এলাকায় প্রায় কসাক প্রজাতন্ত্রের মতো একটা ব্যাপার গড়ে উঠেছিল। কুবান নিজেকে ঘোষণা করল এক স্বাধীন কসাক রাষ্ট্র বলে। সশস্ত্র কসাকেরা দন-তীরের রস্তভ এবং ইয়েকাতেরিনবার্গের সোভিয়েতকে বিধ্বস্ত করে ও খারকভে কয়লা খনিমজুর ইউনিয়নের সদর দপ্তরে হানা দেয়। কসাক আন্দোলন তার সমস্ত অভিব্যক্তিতেই হয়ে দাঁড়ায় সমাজতন্ত্র বিরোধী এবং সামরিকতাবাদী। এর নেতারা ছিল সবাই অভিজাত ও বড়ো বড়ো জমিদার, যেমন কালেদিন, কর্নিলভ, জেনারেলরা দুতোভ, কারাউলভ, বার্দিজে আর তাদের পেছনে ছিল মস্কোর প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারদের সমর্থন ...

পুরনো রাশিয়া দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। ইউক্রেনে, ফিনল্যান্ডে, পোল্যান্ডে, বেলোরুশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল ও স্পর্ধিত হয়ে উঠল। সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির কর্তৃত্বে স্থানীয় সরকারগুলি পেত্রগ্রাদের আদেশ মানতে অস্বীকার করে স্বায়ত্তশাসন দাবি করল। হেলসিংফোর্সে ফিনল্যান্ডের সিনেট সাময়িক সরকারকে ঋণ দিতে আপত্তি জানাল; ফিনল্যান্ডকে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে সেখান থেকে রুশ সৈন্যের অপসারণ দাবি করল। কিয়েভের বুর্জোয়া রাদা ইউক্রেনের সীমারেখা প্রায় উরাল পর্যন্ত বাড়িয়ে তুলে দক্ষিণ রাশিয়ার সমস্ত সমৃদ্ধ কৃষি এলাকা অন্তর্ভুক্ত করে নিলে ও একটি জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করতে শুরু করল। প্রধানমন্ত্রী ভিনিচেঙ্কো এমন ইঙ্গিতও দিলেন যে তাঁরা জার্মানির সঙ্গে আলাদাভাবে

শান্তি চুক্তি করবেন — নিরুপায় সাময়িক সরকারের কিছুই করবার রইল না। সাইবেরিয়া ও ককেশাস নিজেদের আলাদা সংবিধান সভা দাবি করল। এবং এই সমস্ত দেশেই স্থানীয় শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির সঙ্গে কর্তৃপক্ষের একটা তিক্ত সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল

দিনের পর দিন ক্রমেই বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল অবস্থা। হাজারে হাজারে সৈন্য ফ্রণ্ট ছেড়ে বিপুল লক্ষ্যহীন তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল সারা দেশে। তাম্বভ ও ত্ভের গুবের্নিয়ার চাষীরা জমি পাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সরকারের দমন ব্যবস্থায় উত্যক্ত হয়ে জমিদারদের কুঠি পুড়িয়ে খুন জখম শুরু করে দিলে। মস্কো ওদেসা আর দন এলাকার কয়লা খনিগুলো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল বিপুল সব ধর্মঘট আর লক-আউটে। অচল হয়ে ছিল পরিবহন, ফৌজ উপোসী, বিশৃঙ্খল, বড়ো বড়ো শহরে রুটি ছিল না।

গণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সরকার কিছুই করতে পারল না। বাধ্য হয়ে যদি কিছু করত, সেটা অনিবার্যই হত সম্পত্তিবান শ্রেণীদের স্বার্থেই। কৃষকদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্মঘট ভাঙার জন্য পাঠানো হল কসাকদের। তাশখন্দে সরকারী কর্তৃপক্ষ সেখানকার সোভিয়েতটিকে দমন করল। পেত্রোগ্রাদে দেশের বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের জন্য যে অর্থনৈতিক পরিষদ গঠিত হয়েছিল তা পুঁজি ও শ্রমের টানাপোড়েনে অচল হয়ে উঠল, কেরেনস্কি সেটিকে ভেঙে দিলেন। সাবেকী আমলের সমরকর্তারা ক্যাডেটদের সমর্থনে দাবি করল ফৌজ ও নৌবহরে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শ্রদ্ধাভাজন নৌমন্ত্রী আডমিরাল ভের্দেরেভস্কি আর যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল ভের্খোভস্কি বৃথাই দাবি করলেন যে সৈনিক ও নাবিক কমিটিগুলির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি নতুন স্বেচ্ছামূলক গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলাই কেবল ফৌজ ও নৌবাহিনীকে বাঁচাতে পারে। তাঁদের সুপারিশে কেউ কান দিল না।

জনগণের ক্রোধ প্ররোচিত করে তোলার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলেরা যেন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। কর্নিলভের মামলা চলছিল। বুর্জোয়া সংবাদপত্র ক্রমেই প্রকাশ্যে তাঁর পক্ষ নিতে লাগল, 'মহান রুশ দেশপ্রেমিক' বলে তাঁকে

অভিহিত করলে। বুর্ংসেভের* পত্রিকা 'ওবশ্চেয়ে দেলো' (সবাকার কাজ) কর্নিলভ, কালেদিন ও কেরেনস্কির সম্মিলিত একনায়কত্বের আহ্বান জানাল।

প্রজাতন্ত্র পরিষদের সাংবাদিক গ্যালারিতে একদিন বুর্ংসেভের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। বেঁটে কুঁজো একটা লোক, মুখখানা কুঁচকে এসেছে, মোটা চশমার পেছনে ক্ষীণদৃষ্টি দুটি চোখ, এলোমেলো চুল, দাড়িতে পাক ধরেছে।

বললেন, 'এই আপনাকে বলে রাখছি হে ছোকরা! রাশিয়ার দরকার একটা শক্ত লোকের। বিপ্লবের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে এখন জার্মানদের দিকে মন দিতে হবে। কর্নিলভকে হারানো একটা বোকামি, বোকামি, আর বোকাদের পেছনে আছে জার্মান দালাল। কর্নিলভের জেতা উচিত ছিল ...'

চরম দক্ষিণে প্রায় অনাবরণ রাজতন্ত্রীদের মুখপত্র, পুরিশকেভিচের 'নারোদনি ত্রিবুন' (জনমঞ্চ), 'নভায়া রুস' (নয়া রাশিয়া) এবং 'জিভয়ে স্লোভো' (তাজা কথা) খোলাখুলিই বিপ্লবী গণতন্ত্র উচ্ছেদের প্রচার চালাত ...

২৩শে অক্টোবর রিগা উপসাগরে একটি জার্মান স্কোয়াড্রনের সঙ্গে নৌযুদ্ধ হয়। পেত্রগ্রাদ বিপন্ন এই অজুহাতে সাময়িক সরকার রাজধানী পরিত্যাগ করে যাবার এক পরিকল্পনা নেয়। ঠিক হয় প্রথমে যাবে বড়ো বড়ো গোলাবারুদ কারখানা, সারা রাশিয়ায় তা দূরে দূরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তারপর সরকার নিজেই উঠে যাবে মস্কোয়। সঙ্গে সঙ্গেই বলশেভিকরা প্রচার করতে লাগল যে বিপ্লবকে দুর্বল করার জন্য সরকার লাল রাজধানীকে ছেড়ে দিচ্ছে। রিগা বেচে দেওয়া হয়েছে জার্মানদের কাছে, এবার বেইমানি করা হচ্ছে পেত্রগ্রাদের প্রতি!

ওদিকে উল্লাস জাগল বুর্জোয়া সংবাদপত্রে। কাদেত পত্রিকা 'রেচ' (বাণী) বললে, 'মস্কোয় সরকার তার কাজ চালাতে পারবে শান্তিতে, নৈরাজ্যবাদীদের পক্ষ থেকে ব্যাঘাত সইতে হবে না।' কাদেত পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশের নেতা

---

* বুর্ংসেভ, ভ. ল. — বুর্জোয়া-উদারনীতিক প্রকাশক। তাঁর পত্রিকা 'ওবশ্চেয়ে দেলো' (১৯১৭) বলশেভিকদের বিরুদ্ধতা করে। বিপ্লবের ঠিক পরেই তিনি প্যারিসে চলে যান, সেখান থেকে রাজতন্ত্রী মতের পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। — সম্পাঃ

রদজিয়াংকো 'উত্রো রসিয়ি' (রুশ প্রভাত) পত্রিকায় ঘোষণা করলেন যে জার্মানরা পেত্রগ্রাদ দখল করলে সেটা একটা আশীর্বাদই হবে, কেননা তাতে সোভিয়েতগুলো চূর্ণ হবে এবং বৈপ্লবিক বাল্টিক নৌবাহিনীর হাত থেকে বাঁচা যাবে.

পেত্রগ্রাদ বিপন্ন (তিনি লেখেন), আমি মনে মনে বলি, 'পেত্রগ্রাদকে ভগবানই দেখবেন।' বলা হয় পেত্রগ্রাদ গেলে কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক সংগঠনগুলো ধ্বংস হবে। আমি জবাব দেব যে এই সব সংগঠন ধ্বংস পেলেই আমি খুশি, কেননা এগুলো রাশিয়ায় বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই ঘটাবে না.

পেত্রগ্রাদ দখল হলে বাল্টিক নৌবহরও চূর্ণ হবে.. কিন্তু তাতে আফসোসের কারণ নেই; অধিকাংশ যুদ্ধ-জাহাজই একেবারে অধঃপাতে গেছে

জন-প্রতিবাদের প্রচন্ড ঝড়ে পেত্রগ্রাদ পরিত্যাগের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

ইতিমধ্যে বিদ্যুৎবিদ্ধ বজ্রগর্ভ মেঘের মতো সোভিয়েত কংগ্রেস ঘনিয়ে উঠল সারা রাশিয়ায়। শুধু সরকার নয়, সমস্ত 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীই ছিল তার বিরুদ্ধে। ফৌজ ও নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটি, কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি, কৃষক সোভিয়েত এবং সর্বোপরি খোদ ৎসে-ই-কা এ সভা বন্ধ করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নি। 'ইজ্ভেস্তিয়া' এবং 'গলোস সলদাতা' (সৈনিক কণ্ঠ) এ দুটি সংবাদপত্র পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করলেও তখন তারা ৎসে-ই-কার দখলে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা প্রচন্ড আক্রমণ চালাল, সমানে চলল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির সংবাদপত্র 'দেলো নারোদা' (জনস্বার্থ) এবং 'ভলিয়া নারোদার' (জনমর্জি) সমবেত গোলাবর্ষণ।

প্রতিনিধিরা ছুটল সারা দেশে, স্থানীয় সোভিয়েতগুলির কমিটি এবং ফৌজ কমিটিগুলির কাছে তারবার্তায় নির্দেশ গেল কংগ্রেসের নির্বাচন হয় বন্ধ নয় বিলম্বিত করতে হবে। শুরু হল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ফলাও সব সিদ্ধান্ত, সংবিধান সভা বসবার ঠিক আগেই এমন একটা সভা ডাকা গণতন্ত্রের বিরোধী বলে ঘোষিত হল, প্রতিবাদ করলে ফ্রন্টের প্রতিনিধিরা, জেমস্তভো

ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, কসাক ফৌজ সমিতি, অফিসার ইউনিয়ন, গেওর্গি বাহাদুরেরা, মৃত্যু ব্যাটালিয়ন*... রুশ প্রজাতন্ত্র পরিষদে ঐকতান ধিক্কার উঠল। মার্চের রুশ বিপ্লব যে সমস্ত সংস্থা গড়ে তুলেছিল তা একযোগে কংগ্রেস বন্ধের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠল. .

অন্যদিকে ছিল প্রলেতারিয়েতের— মজুর, সাধারণ সৈন্য, গরিব কৃষকদের নিরাকার অভিপ্রায়। বহু স্থানীয় সোভিয়েতই ইতিমধ্যে বলশেভিক হয়ে উঠেছিল; তাছাড়া ছিল শিল্প শ্রমিকদের সংগঠন **ফাব্রিচনো-জাভোদ্স্কিয়ে কমিতেতি** — কারখানা কমিটিরা; এবং ছিল অভ্যুত্থানী ফৌজী ও নৌবহর সংগঠন। কোনো কোনো জায়গায় নিয়মিত সোভিয়েত প্রতিনিধি নির্বাচনে বাধা পেয়ে লোকে নিজেদেরই কোনো একজনকে বাছাই করে পেত্রগ্রাদে পাঠায়। কোথাও কোথাও আবার তারা সাবেকী পথরোধী কমিটিগুলিকে চূর্ণ করে নতুন কমিটি গড়ে তোলে। এই কয়মাস ধরে বিপ্লবী আগুনের ওপরতলায় যে গাদ আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে উঠছিল তা ফেটে পড়ল ফুঁসে ওঠা অন্তর্বিদ্রোহের তরঙ্গে। সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস বসা সম্ভব ছিল কেবল এক স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনের জোয়ারেই...

দিনের পর দিন বলশেভিক বক্তারা ব্যারাকে ব্যারাকে কারখানায় কারখানায় 'গৃহযুদ্ধের এই সরকারকে' ধিক্কার দিয়ে অভিযান চালাল। প্রচণ্ড বোঝাই এক স্টীম ট্রামে কাদার সমুদ্র ভেঙে ম্যাড়মেড়ে কারখানা আর মস্ত মস্ত গির্জার মাঝখানে একবার **ওবুখোভস্কি জাভোদে** যাই আমরা, শ্লিসেলবুর্গ প্রস্পেক্টের কাছে এটি একটি সরকারী সামরিক কারখানা।

সভা হল এক মস্ত অসমাপ্ত দালানের ন্যাড়া দেয়ালের মাঝখানে। কালচে পোষাকের দশ হাজার নরনারী জমা হয়েছে এক লাল কাপড়ে ঢাকা মাচার চারপাশে, কাঠ আর ইঁটের গাদার ওপর স্তূপ বেঁধেছে লোকে, ছায়া ছায়া থামগুলোর ওপরে উঠে উৎকীর্ণ হয়ে আছে বজ্রকণ্ঠ মানুষ। ম্যাড়মেড়ে থমথমে আকাশ ফেটে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে সূর্য, জানলার কংকালগুলোর ভেতর দিয়ে লালচে রোদের বন্যা বইয়ে আলো করে তুলছে একরাশ সাধারণ মানুষের উত্তোলিত মুখ।

বক্তৃতা দিচ্ছিলেন লুনাচারস্কি, পাতলা চেহারা, ছাত্রের মতো দেখতে,

---

* 'টীকা ও ব্যাখ্যা' দ্রষ্টব্য।

মুখখানা শিল্পীর মতো সংবেদনশীল। বলছিলেন কেন ক্ষমতা নিতে হবে সোভিয়েতকে। বিপ্লবের শত্রুরা ইচ্ছে করেই ধ্বংস করছে দেশকে, ধ্বংস করছে ফৌজকে, নতুন এক কর্নিলভের জন্য সুযোগ করে দিচ্ছে এ শত্রুদের বিরুদ্ধে এ ছাড়া বিপ্লবকে বাঁচাবার আর কোনো উপায় নেই।

রুমানিয়ান ফ্রন্টের একটি সৈন্য, রোগা, হনো, হিংস্র তার চেহারা, চিৎকার করে বললে, 'কমরেড' ফ্রন্টে আমরা না খেয়ে মরছি, শীতে জমে যাচ্ছি। মরছি আমরা বিনা কারণে। আমেরিকান কমরেডদের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, আমেরিকায় এই কথা গিয়ে বলুন যে রুশীরা না মরা পর্যন্ত তাদের বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখবে। দুনিয়ার জনগণ যতদিন না উঠে দাঁড়াচ্ছে আর আমাদের সাহায্যে আসছে ততদিন প্রাণপণে আমরা কেল্লা রুখব' মার্কিন মজুরদের গিয়ে বলুন, উঠে দাঁড়াক ওরা, সামাজিক বিপ্লবের জন্যে লড়াই করুক'

তারপর এলে পেত্রভস্কি, শীর্ণ, ধীরকণ্ঠ, নির্মম·

'কথা ঢের হয়েছে, এবার কাজের সময়! অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ কিন্তু সেটা মেনে নিয়েই চলতে হবে আমাদের। না খাইয়ে শীতে জমিয়ে ওরা মারতে চাইছে আমাদের। ওরা আমাদের ওস্কাতে চাইছে। কিন্তু ওরা জেনে রাখুক, যত খুশি ওরা এগুতে পারে, কিন্তু প্রলেতারিয়েতের সংগঠনের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করলে আমরা তাদের আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে দূর করব!'

হঠাৎ প্রসারিত হয়ে উঠল বলশেভিক সংবাদপত্র। 'রাবোচি পুত' এবং 'সলদাৎ' (সৈনিক) এই দুটি পার্টি পত্রিকা ছাড়াও কৃষকদের জন্য নতুন একটি কাগজ 'দেরেভেনস্কায়া বেদনোতা' (গাঁয়ের গরিব) দৈনিক প্রকাশিত হতে থাকল ৫,০০,০০০ সংখ্যায়, এবং ১৭ই অক্টোবর বেরুল 'রাবোচি ই সলদাৎ'। তার প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেওয়া হল বলশেভিক বক্তব্যের সারার্থ:

চতুর্থ বছরের যুদ্ধাভিযানের অর্থ সৈন্যবাহিনী ও দেশের ধ্বংস... পেত্রগ্রাদের নিরাপত্তা বিপন্ন... লোকের দুর্ভাগ্যে উল্লাস করছে প্রতিবিপ্লব... মরীয়া হয়ে উঠে কৃষকেরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করছে; জমিদার ও সরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের খুন করছে পিটুনী বাহিনী পাঠিয়ে; কলকারখানা ও খনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শিয়রে তাদের অনশন... বুর্জোয়ারা এবং তাদের জেনারেলরা একটা 'যো হুকুম' শৃঙ্খলা ফেরাতে চাইছে সৈন্যবাহিনীতে... বুর্জোয়াদের

সমর্থন নিয়ে কর্নিলভপন্থীরা সংবিধান সভা ভেঙে দেবার জন্য প্রকাশ্যেই তৈরি হচ্ছে...

কেরেনস্কি সরকার জনবিরোধী। দেশকে তা ধ্বংস করবে। এ পত্রিক জনগণের জন্য ও জনগণের পত্রিকা — গরিব শ্রেণীদের, মজুরদের, সৈনিকদের, কৃষকদের পত্রিকা। জনগণকে বাঁচানো যায় কেবল বিপ্লবের পূর্ণতা ঘটিয়ে... আর সেজন্য পুরো ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে...

এ পত্রিকা দাবি করে:

রাজধানীতে এবং মফস্বলে সর্বত্রই সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতগুলির হাতে।

অবিলম্বে সমস্ত ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতি। সমস্ত জাতির মধ্যে অকপট শান্তি।

বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী জমি দিতে হবে কৃষকদের।

শিল্প উৎপাদনের ওপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ।

সত্যিকারের সাচ্চাভাবে নির্বাচিত সংবিধান সভা।

সারা দুনিয়ায় যারা জার্মান দালাল বলে এত সুবিদিত, সেই বলশেভিকদের এই মুখপত্র থেকে একটা অনুচ্ছেদ তুলে দিলে মন্দ হবে না:

লক্ষ লক্ষ নিহতের রক্তমাখা জার্মান কাইজার তাঁর সৈন্যবাহিনী চালাতে চান পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে। জার্মান যে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকেরা আমাদের মতোই শান্তি চান, তাদের আমরা ডাক দিয়ে বলি... এই অভিশপ্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান!

সেটা করা সম্ভব কেবল এক বিপ্লবী সরকারের পক্ষে যা সত্যি করেই রাশিয়ার শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের হয়ে কথা বলবে, কূটনীতিকদের উপেক্ষা করে সরাসরি আবেদন জানাবে জার্মান সৈন্যদের কাছে, জার্মান ভাষায় ছাপা প্রচারপত্রে জার্মান ট্রেঞ্চ ছেয়ে ফেলবে... আমাদের বৈমানিকেরা সে সব ঘোষণাপত্র ছড়িয়ে দেবে সারা জার্মানিতে...

অন্যদিকে প্রজাতন্ত্র পরিষদে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যবধান দিনের পর দিন গভীর হয়ে চলল।

বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের পক্ষ থেকে কারেলিন বললেন,

'সম্পত্তিধর শ্রেণীরা রাশিয়াকে মিত্রশক্তির রণরথে বেঁধে দেবার জন্যে ব্যবহার করতে চাইছে রাষ্ট্রের বিপ্লবী যন্ত্রটাকে! বিপ্লবী পার্টিরা এ নীতির একান্ত বিরোধী...'

জন-সমাজতন্ত্রীদের প্রতিনিধিত্ব করে বৃদ্ধ নিকোলাই চাইকোভস্কি কৃষকদের জমি দেবার বিরুদ্ধতা করে কাদেতদের পক্ষ নিলেন।

'অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীতে আমাদের কড়া শৃঙ্খলা দরকার .. যুদ্ধের গোড়া থেকে আমি এই দাবি করতে কখনো ক্ষান্ত হই নি যে যুদ্ধের সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার ঘটাতে যাওয়া অপরাধ। সে অপরাধ আমরা করছি যদিও এ সব সংস্কারের বিরোধী আমি নই, কেননা আমি সমাজতন্ত্রী।'

বাম দিক থেকে চিৎকার উঠল, 'বাজে কথা!' আর প্রচণ্ড করতালি উঠল ডান থেকে...

কাদেতদের পক্ষ থেকে আজেমভ ঘোষণা করলেন যে কীসের জন্য লড়াই হচ্ছে সেটা সৈন্যবাহিনীকে বলবার দরকারই করে না, কেননা প্রত্যেক সৈনিকের বোঝা উচিত যে রুশ ভূখণ্ড থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করাই তার প্রাথমিক কর্তব্য।

কেরেনস্কি নিজেই দু' বার উঠে দাঁড়িয়ে জাতীয় ঐক্যের জন্য আবেগভরে আবেদন জানালেন, একবার তো বক্তৃতার শেষে কেঁদেই ফেললেন। লোকসভার কিন্তু কোনো ভাবান্তর হল না, বরং ব্যঙ্গ মন্তব্যে বাধাই দিলে তাঁকে।

ৎসে-ই-কা ও পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সদরদপ্তর স্মোলনি ইনস্টিটিউট — বাড়িটা বেশ কয়েক মাইল দূরে শহরের প্রান্তে, প্রশস্ত নেভা নদীর পাশে। কাদাটে রাস্তা দিয়ে আর্তনাদ তোলা এক লোকে লোকারণ্য ট্রামগাড়ি করে শম্বুক গতিতে সেখানে গিয়ে পৌঁছই। লাইনের শেষে দেখা গেল অনুজ্জ্বল সোনালী পাড় আঁকা স্মোলনি মঠের সুন্দর ধূম্র-নীল গম্বুজ, চমৎকার। তার পাশেই স্মোলনি ইনস্টিটিউটের প্রকাণ্ড ব্যারাক-সদৃশ সম্মুখপট, দু' শ গজ লম্বা, তিন তলা এবং বেশ উঁচু, মাথায় পাথরে উৎকীর্ণ বাদশাহী প্রতীকচিহ্ন তখনো সিংহদরজায় স্পর্ধিত...

সাবেকী আমলে এটি ছিল স্বয়ং জার মহিষীর পৃষ্ঠপোষকতায় রুশ অভিজাত কন্যাদের একটি বিখ্যাত মঠবিদ্যামন্দির, এখন তা শ্রমিক সৈনিকদের বিপ্লবী সংগঠনের হাতে গেছে। ভেতরে শতাধিক বড়ো বড়ো কক্ষ, সবই

শাদা, ফাঁকা, দরজায় ইনেম্যাল করা ফলকে এখনো অভ্যাগতদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে কক্ষটা ছিল 'মহিলাদের ৪ নং পাঠকক্ষ' অথবা 'শিক্ষক ব্যুরো'; কিন্তু ওগুলোর ওপরেই অদ্ভুত অক্ষরে লেখা বড় বড় নোটিশ আছে, নতুন আমলের প্রাণশক্তির সাক্ষ্য: 'পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কমিটি', 'ৎসে-ই-কা', 'পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো', 'সমাজতান্ত্রিক সৈনিকদের ইউনিয়ন', 'সারা রুশ ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি', 'কারখানা কমিটিরা', 'কেন্দ্রীয় ফৌজ কমিটি' এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর ও ঘরোয়া বৈঠকের ঘর...

খিলান-তোলা লম্বা লম্বা করিডর, বিরল কয়েকটি বিজলী বাতি, ব্যস্তগতি শ্রমিক আর সৈনিকে গিজগিজ করছে, কেউ কেউ বাণ্ডিল বাণ্ডিল খবরের কাগজ, ঘোষণা ও নানা ধরনের প্রচারপত্রের ভারে নুয়ে পড়েছে। কাঠের মেঝের ওপর তাদের ভারি ভারি বুটের ঘর্ষণে গর্জন উঠছে অবিরাম... সর্বত্রই নোটিশ: 'কমরেড! আপনাদের স্বাস্থ্যের জন্যই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন!' প্রত্যেক তলাতেই সিঁড়ির মুখে, সিঁড়ির চাতালে লম্বা লম্বা টেবিল, তার ওপর বিক্রির জন্য স্তূপাকৃত হয়ে আছে নানান রাজনৈতিক পার্টির বই আর পুস্তিকা...

নিচের তলায়, নিচু ছাদওয়ালা চওড়া সাবেকী খাবার ঘরখানা এখনো ভোজনালয় হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দু' রুবল দিয়ে ডিনারের টিকিট কিনলাম, হাজারখানেক লোকের সঙ্গে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হল, পরিবেশনের লম্বা টেবিলটায় জনকুড়ি নরনারী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডেকচি থেকে বাঁধাকপির সুপ, মাংসের চাঙ, গাদাখানেক কাশা আর কালো রুটি এগিয়ে দিচ্ছে। টিনের পেয়ালায় চা মিলবে পাঁচ কোপেকে। ঝুড়ি ভরা কাঠের চামচে, চর্বি-মাখা... কাঠের টেবিল বরাবর বেঞ্চিগুলো ক্ষুধার্ত মজুরে ভরা, গোগ্রাসে খাচ্ছে, সলাপরামর্শ করছে, বেয়াড়া রসিকতা করছে ঘর ফাটিয়ে...

ওপরতলায় আরেকটা খাবার জায়গা ছিল ৎসে-ই-কার জন্য সংরক্ষিত, তবে যেত সবাই। মোটা করে মাখন দেওয়া রুটি পাওয়া যেত এখানে আর যত ইচ্ছে চা...

দো তলায় দক্ষিণ ভাগে বিরাট সভাঘর, আগে এখানে বলনাচের আসর জমত। ঝকঝকে শাদা উঁচু ঘরখানা, শত শত অলঙ্কৃত্ বিজলী বাতির ঝাড়লণ্ঠনে আলোকিত, দু' দিকে দু' সারি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম; হলের

শেষে একটা মঞ্চ, দু' পাশে উঁচু ঝাড়লণ্ঠন। পেছনে একটা সোনালী ফ্রেম, সম্রাটের প্রতিকৃতিটা তুলে ফেলা হয়েছে সেখান থেকে। রাজরাণীদের জলসায় ঝলমলে সামরিক উর্দি আর জমকালো যাজক আলখাল্লায় গমগম করত এই জায়গাটা।

হলের বাইরে ঠিক উল্টোদিকে সোভিয়েত কংগ্রেসের ক্রিডেন্শিয়াল কমিটির অফিস। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম নতুন প্রতিনিধিরা আসছেন — গাট্টাগোট্টা দাড়িওয়ালা সৈনিক, কালো কোর্তা পরা মজুর, লম্বা চুলওয়ালা কিছু চাষী। তত্ত্বাবধান করছিল প্লেখানভের **ইয়েদিনস্তভো*** গ্রুপের একটি মেয়ে। ঘেন্নার হাসি ফুটছিল তার মুখে। বললে, 'প্রথম **সিয়েজদে** (কংগ্রেসে) যে সব প্রতিনিধি এসেছিল এরা তাদের থেকে একেবারেই আলাদা। দেখুন না কী রকম চাষাড়ে নির্বোধ চেহারা! অশিক্ষিতের দল ...' সে কথা সত্য। আমূল আলোড়িত হয়ে উঠেছে রাশিয়া, একেবারে তলটাই এবার ওপরে উঠে আসছে। ক্রিডেন্শিয়াল কমিটিটা পুরনো **ৎসে-ই-কার** অধীনে, প্রতিনিধির পর প্রতিনিধিকে তারা ফিরিয়ে দিচ্ছিল এই অজুহাতে যে তাদের নির্বাচন নাকি আইন মেনে হয় নি। বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কারাখান তাতে শুধু হাসলেন। বললেন, 'ভাবনা নেই, বসুক না কংগ্রেস, আপনাদের বসতে দেওয়াবার ব্যবস্থা আমরা করব ...'

'রাবোচি ই সলদাৎ' লিখলে :

নতুন সারা রুশ কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই দিকে যে কংগ্রেস বসবে না, প্রতিনিধিরা বরং পেত্রগ্রাদ ত্যাগ করুক এই কথা রটিয়ে সংগঠন কমিটির কিছু কিছু সদস্য কংগ্রেস ভেঙে দেবার চেষ্টা করছে ... এই সব মিথ্যা কথায় কান দেবেন না . মহাদিন আসন্ন .

বোঝা গেল ২রা নভেম্বরের মধ্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম প্রতিনিধি সংখ্যা পাওয়া যাবে না, তাই কংগ্রেস পেছিয়ে দেওয়া হল ৭ই নভেম্বর। কিন্তু গোটা দেশ তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা টের পেল তাদের হার হয়েছে, তাই হঠাৎ কৌশল বদলালে তারা। যত পারা যায়

---

* টীকা ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীদের নির্বাচন করার জন্য নিজেদের প্রাদেশিক কমিটিগুলোকে পাগলের মতো টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগল তারা। সেই সঙ্গে কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি একটি জরুরী কৃষক কংগ্রেস ডাকল ১৩ই ডিসেম্বরে, উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক সৈনিকেরা যে সিদ্ধান্তই নিক, কৃষক কংগ্রেস থেকে তা বানচাল করা হবে...

কী করবে বলশেভিকরা? শহরে গুজব ছড়াল যে শ্রমিক সৈনিকদের একটা সশস্ত্র ডিমন্স্ট্রেশন বা মিছিল 'বেরুবে'। বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল খবরের কাগজে ভবিষ্যদ্বাণী করা হল অভ্যুত্থান হবে, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতকে গ্রেপ্তার করা অন্তত কংগ্রেস বসতে না দেবার জন্য দাবি করা হল সরকারের কাছে। 'নভায়া রুসের' মতো কাগজে বলশেভিক সংহারের আহ্বান জানান হল।

গোর্কির কাগজ 'নভায়া জিজন' বলশেভিকদের এই মতে সায় দিলে যে প্রতিক্রিয়াশীলেরা বিপ্লব ধ্বংসের চেষ্টা করছে এবং প্রয়োজন হলে অস্ত্রহাতে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে. কিন্তু সেই সঙ্গে প্রস্তাব করলে বিপ্লবী গণতন্ত্রের সমস্ত পার্টিরই একটা সম্মিলিত ফ্রন্ট চাই

গণতন্ত্র যতদিন না তার মূল শক্তিগুলোকে সংগঠিত করতে পারছে, তার প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যতদিন প্রবল থাকছে, ততদিন আক্রমণে গিয়ে লাভ নেই। কিন্তু শত্রুপক্ষীয়রা যদি বলপ্রয়োগ করতে যায়, তাহলে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে বিপ্লবী গণতন্ত্রকে, জনগণের ব্যাপক স্তর তা সমর্থন করবে...

গোর্কি বললেন যে প্রতিক্রিয়াশীল ও সরকারী পত্রিকা সবাই বলশেভিকদের বলপ্রয়োগের দিকে প্ররোচিত করছে। কিন্তু অভ্যুত্থানে নতুন কর্নিলভের পথ প্রশস্ত হবে। গুজব অস্বীকার করার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন বলশেভিকদের। মেনশেভিকদের 'দিয়েন' (দিন) পত্রিকায় পত্রেসভ মানচিত্র সমেত এক চাঞ্চল্যকর বৃত্তান্ত ছাপালে এই মর্মে যে বলশেভিকদের গোপন অভ্যুত্থান পরিকল্পনা নাকি তাঁর হাতে এসেছে।

হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্রে পেত্রগ্রাদের দেয়ালগুলো 'নরমপন্থী' ও রক্ষণশীল পার্টিগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটি আর ওসে-ই-কার হুঁশিয়ারি, ঘোষণাপত্র ও

আবেদনে (১০) ছেয়ে গেল. যে কোনো শোভাযাত্রারই নিন্দা করে আন্দোলকদের কথায় কান না দেবার জন্য আবেদন করা হল শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছে। যেমন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির সামরিক বিভাগ থেকে বলা হল:

পুনরায় একটি অভ্যুত্থানের গুজব ছড়াচ্ছে শহরে। এ গুজবের উৎসটা কী? এই যে প্রচারকেরা অভ্যুত্থানের প্রচার করছে তাদের মজুর করছে কোন সংগঠন? ৎসে-ই-কায় একটি প্রশ্নের জবাবে বলশেভিকরা জানিয়েছে যে এর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই.. তাহলেও এ গুজবের মধ্যে এক মহা বিপদের বীজ আছে। অধিকাংশ শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকের মনোভাবের পরোয়া না করে কিছু উগ্রচণ্ডী লোক শ্রমিক ও কৃষকদের একাংশকে রাস্তায় নামার ডাক দিতে পারে, অভ্যুত্থান উসকিয়ে তুলতে পারে যে ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী রাশিয়া এখন যাচ্ছে তাতে অভ্যুত্থান সহজেই গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে পারে, আর তার ফলে এত পরিশ্রমে প্রলেতারিয়েতের যত সংগঠন গড়ে উঠেছে তা সবই ধ্বংস পেতে পারে. প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রীরা ফন্দি আঁটছে এই অভ্যুত্থানের সুযোগ নিয়ে ধ্বংস করবে বিপ্লবকে, ফ্রন্ট খুলে দেবে ভিলহেল্মের জন্য, চূর্ণ করবে সংবিধান সভা .. নিজের নিজের কাজে লেগে থাকুন! রাস্তায় নামবেন না!

২৮শে অক্টোবর স্মোলনির বারান্দায় কামেনেভের সঙ্গে আমি কথা বলি। ছোটখাটো চেহারার একটি লোক, লালচে-বাদামী ছুঁচলো দাড়ি, সজীব ভাবভঙ্গি। যথেষ্ট প্রতিনিধি এসে পৌঁছবে কিনা সে বিষয়ে তিনি আদৌ নিঃসন্দেহ ছিলেন না। বললেন, 'যদি কংগ্রেস বসে, তাহলে জনগণের অধিকাংশের মনোভাবই তাতে প্রকাশ পাবে। আর অধিকাংশ প্রতিনিধি যদি বলশেভিক হয়, যা হবে বলে আমার ধারণা, তাহলে আমরা দাবি করব সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে, সাময়িক সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে...'

লম্বা, রুগ্ন চেহারার ফ্যাকাশে একটি ছেলে ভলোদার্স্কি, চোখে চশমা, অনেক সুনির্দিষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন, ''লিবের-দান'* ও অন্যান্য

* লিবের এবং দান। — সম্পাঃ

আপোসপন্থীরা কংগ্রেস বানচাল করতে চাইছে। যদি তারা কংগ্রেস বসা আটকাতে পারে, তাহলে আমরাও নিশ্চয় ওরই ভরসায় বসে থাকব না, — সেটুকু বাস্তববোধ আমাদের আছে!'

২৯শে অক্টোবর তারিখের নিচে আমার নোট-বইয়ে খবরের কাগজ থেকে নিম্নোক্ত খবরগুলো টুকে রেখেছিলাম:

মগিলিওভ (সর্বোচ্চ কম্যান্ডারের হেডকোয়ার্টার্স)। বিশ্বস্ত গার্ড রেজিমেন্ট, বন্য রেজিমেন্ট, কসাক বাহিনী ও মৃত্যু ব্যাটালিয়ন জমা হয়েছে এখানে।

পাভলভ্স্ক, ৎসারস্কোয়ে সেলো এবং পিটারহফের অফিসার তালিম বিদ্যালয়ের যুঙ্কাররা* পেত্রগ্রাদে আসার জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ পেয়েছে সরকারের কাছ থেকে। ওরানিয়েনবাউম যুঙ্কাররা শহরে এসে পেণছাচ্ছে।

পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের আর্মর্ড কার ডিভিসনের একাংশ বহাল হয়েছে শীত প্রাসাদে।

ত্রৎস্কির স্বাক্ষরিত নির্দেশে সেস্ত্ররেৎস্কের সরকারী অস্ত্র-কারখানা কয়েক হাজার রাইফেল দিয়েছে পেত্রগ্রাদ শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের।

নিজ্নেলিতেইনি জেলার নগর মিলিশিয়ার এক সভায় সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেবার দাবি করা হয়েছে।

এটা শুধু সেই উত্তেজিত দিনগুলোর গোলমেলে ঘটনাবর্তের খানিকটা নমুনা। কিছু একটা যে হতে চলেছে সেটা সবাই জানত, কিন্তু কেউ জানত না ঠিক কী ঘটবে।

সোভিয়েত নাকি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছে, বুর্জোয়া সংবাদপত্রের এই অভিযোগকে ৩০শে অক্টোবরের রাত্রে স্মোলনিতে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের এক অধিবেশনে ত্রৎস্কি সোভিয়েত কংগ্রেসকে অপদস্থ ও বানচাল করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের অপচেষ্টা বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন, 'পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত কোনো ভিস্তুপ্লেনিয়ের নির্দেশ দেয় নি। যদি

* সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, জারের সৈন্যবাহিনীর জন্য অভিজাতদের মধ্য থেকে অফিসার গড়া হত এদের নিয়ে। — সম্পাঃ

দরকার হয় তাহলে সে নির্দেশ আমরা দেব এবং পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন আমাদের সমর্থন করবে... ওরা (সরকার) প্রতিবিপ্লবের আয়োজন করছে, নির্মম ও মোক্ষম আক্রমণাভিযানে আমরা তার জবাব দেব।'

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত যে শোভাযাত্রার নির্দেশ দেয় নি তা সত্যি, কিন্তু বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অভ্যুত্থানের প্রশ্নটা আলোচিত হচ্ছিল। ২৩শে তারিখে সারা রাত ধরে তাদের বৈঠক চলে। হাজির থাকে পার্টির সমস্ত নেতা ও তাত্ত্বিকেরা এবং পেত্রগ্রাদের শ্রমিক ও গ্যারিসনের প্রতিনিধিরা। অভ্যুত্থানের পক্ষ নেন কেবল লেনিন ও ত্রৎস্কি। এমনকি সামরিক লোকেরাও তার বিরুদ্ধতা করেন। ভোট নেওয়া হল। পরাজিত হল অভ্যুত্থান প্রস্তাব!

তখন উঠে দাঁড়াল এক সাধারণ মজুর। মুখ তার রাগে লাল। রুক্ষ স্বরে সে বললে, 'আমি বলছি পেত্রগ্রাদ প্রলেতারিয়েতের তরফ থেকে। আমরা অভ্যুত্থানের পক্ষপাতী। যা ইচ্ছে আপনারা করতে পারেন, কিন্তু সোভিয়েতগুলোকে যদি আপনারা ধ্বংস হতে দেন, তাহলে আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চুকছে!' কিছু কিছু সৈনিক তাকে সমর্থন করে... এরপর ফের ভোট নেওয়া এবং অভ্যুত্থান প্রস্তাব জেতে...*

---

* ১৯১৭ সালের অক্টোবরে বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির যে ঐতিহাসিক অধিবেশনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্ন আলোচিত হয় এখানে তার বিবরণে ভুল আছে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৯১৭ সালের ২৩শে অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে, তাতে উপস্থিত ছিলেন লেনিন, বুবনভ, জের্জিন্স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, কল্লন্তাই, লমভ, সোকোলনিকভ, স্তালিন, ত্রৎস্কি, উরিৎস্কি। লেনিনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ। ৬ দিন পরে ২৯শে অক্টোবর বসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশন, তাতে হাজির থাকে পার্টির পেত্রগ্রাদ কমিটির কার্যকরী কমিশন, সামরিক সংগঠন, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন, কারখানা কমিটি, রেল শ্রমিক পার্টির পেত্রগ্রাদ অঞ্চল কমিটির প্রতিনিধি। এ অধিবেশনে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির বিগত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত পড়ে শোনান। বক্তৃতায় তিনি এই বলে জোর দেন যে রাশিয়া ও ইউরোপ উভয়েরই বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে অতি মোক্ষম ও অতি সক্রিয় একটা পলিসির প্রয়োজন হচ্ছে, এবং একমাত্র সশস্ত্র অভ্যুত্থানই হল সেই পলিসি। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তকে স্বাগত করে ও সমর্থন জানিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব করেন লেনিন। এ সিদ্ধান্তের পক্ষে পড়ে ১৯ ভোট, ২ জন বিপক্ষে এবং ৪ জন ভোটদানে বিরত থাকেন। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ এবারও বিরুদ্ধে ভোট দেন। — সম্পাঃ

তাহলেও রিয়াজানভ, কামেনেভ, জিনোভিয়েভের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী বলশেভিকরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে থাকে। ৩১শে অক্টোবরের* সকালে 'রাবোচি পুত' পত্রিকায় বেরয় লেনিনের 'কমরেডদের কাছে চিঠির' (১১) প্রথম কিস্তি। এত স্পর্ধিত রাজনৈতিক প্রচার দুনিয়ায় বোধ হয় আর কখনো দেখা যায় নি। কামেনেভ ও রিয়াজানভের যুক্তিগুলো সামনে রেখে লেনিন এতে অভ্যুত্থানের পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি লেখেন:

'হয় 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই' এই ধ্বনি বিসর্জন দিতে হবে, নয়ত অভ্যুত্থানে যেতে হবে। মাঝামাঝি কিছু নেই...'

সেই অপরাহ্নেই কাদেতদের নেতা পাভেল মিলিউকভ প্রজাতন্ত্র পরিষদে একটি শানিত বক্তৃতায় (১২) স্কবেলেভ নাকাজকে জার্মান পক্ষপাতী বলে অভিযুক্ত করেন, দাবি করেন যে 'বিপ্লবী গণতন্ত্রে' রাশিয়া ধ্বংস পাচ্ছে, তেরেশ্চেঙ্কোর উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গোক্তি ছোড়েন এবং প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে তিনি রুশ কূটনীতির চেয়ে বরং জার্মান কূটনীতিকেই পছন্দ করেন... বামের আসনগুলি থেকে ওঠে প্রচণ্ড কোলাহল...

বলশেভিক প্রচারের সাফল্যের মানেটা কী দাঁড়াবে সেটা হিসাবে না নিয়ে সরকার পারে নি। ২৯শে তারিখে সরকার ও প্রজাতন্ত্র পরিষদের একটি যুক্ত কমিশন থেকে তাড়াহুড়ো করে দুটি আইনের খসড়া করা হয় — একটিতে সাময়িকভাবে জমি দেওয়া হয় চাষীদের, অন্যটিতে শান্তি স্থাপনের মতো বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের কথা থাকে। পরের দিন সৈন্যবাহিনীতে প্রাণদণ্ডের প্রথা নাকচ করলেন কেরেনস্কি। সেই অপরাহ্নেই সাড়ম্বরে উদ্বোধন হল 'প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি এবং নৈরাজ্য ও প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের' এক নতুন 'কমিশনের' অধিবেশন, ইতিহাসে যার আর কোনো চিহ্নই পরে দেখা যায় নি... পরের দিন সকালে আরো দুজন সাংবাদিক সমেত আমরা কেরেনস্কির সঙ্গে দেখা করি (১৩) — সাংবাদিকদের সঙ্গে এই তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার।

তিক্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'রুশ জনগণ ভুগছে অর্থনৈতিক ভাঙনে এবং মিত্রশক্তিদের সম্পর্কে তাদের মোহ ভেঙে যাচ্ছে! সারা দুনিয়ার ধারণা রুশ বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে। সে ভুল করবেন না। রুশ বিপ্লব সবে

---

* তারিখটা ঠিক নয়। এ সংখ্যাটা বেরয় ১লা নভেম্বর। — সম্পাঃ

শুরু হতে চলেছে...' হয়ত পুরো না বুঝেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি।

৩০শে অক্টোবর পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সারা রাতের বৈঠকটাও হয়েছিল উত্তাল। আমি হাজির ছিলাম তাতে। 'নরমপন্থী' সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী, অফিসার, ফৌজ কমিটির সদস্য, ৎসে-ই-কা, সবাই সদলবলে হাজির থাকে সেখানে। তাদের বিরুদ্ধে উঠেছে সাধারণ মজুর, চাষী, সৈনিক -- আবেগে দৃপ্ত, বক্তব্যে সহজ।

তুভের এলাকায় বিশৃঙ্খলার কথা শোনালে একজন চাষী, বললে ভূমি কমিটিগুলিকে গ্রেপ্তার করার ফলেই এই অবস্থা। চিৎকার করলে, 'কেরেনস্কি কেবল পমেশ্চিকদের (জমিদারদের) রক্ষা করছে। ওরা জানে যে সংবিধান সভায় যে করেই হোক জমি আমরা আদায় করব, তাই সংবিধান সভা ধ্বংসের চেষ্টা করছে ওরা!'

পুতিলভ কারখানার একজন মেশিনিস্ট বললে, জ্বালানি বা কাঁচামাল নেই এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষ বিভাগের পর বিভাগ বন্ধ করে দিচ্ছে। অথচ কারখানা কমিটি প্রচুর পরিমাণ গোপন মজুদ সেখানে আবিষ্কার করেছে।

বললে, 'এ হল প্রভোকাৎসিয়া (প্ররোচনা), ওরা আমাদের না খাইয়ে মারতে নয়ত হাঙ্গামায় ওসকাতে চায়!'

সৈন্যদের মধ্যে একজন শুরু করলে, 'কমরেড, আমি আপনাদের জন্যে অভিনন্দন এনেছি যে জায়গাটা থেকে সেখানে লোকে নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে আর সে কবরের নাম ট্রেঞ্চ!'

এরপর উঠল রোগা ঢ্যাঙা এক জোয়ান সৈনিক, দু' চোখ তার জ্বলছে। ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠল করতালির অভিনন্দন। নাম তার চুদনোভস্কি, জুলাইয়ের লড়াইয়ের সময় নিহত বলে গুজব রটেছিল, এখন উঠে দাঁড়িয়েছে মৃতের মধ্য থেকে।

'সৈনিকেরা আর তাদের অফিসারদের বিশ্বাস করে না। আমাদের সোভিয়েতের সভা ডাকতে অস্বীকার করে ফৌজ কমিটি পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে... সৈনিক জনগণ দাবি করে যে সংবিধান সভাকে ঠিক সময়মতই বসতে হবে, যারা তা পেছিয়ে দেবার স্পর্ধা করবে, অভিশাপ নামবে তাদের ওপর আর সে অভিশাপ নেহাৎ মৌখিক নয়, কেননা সৈন্যদের হাতে বন্দুকও আছে...'

'পঞ্চম আর্মিতে সংবিধান সভায় নির্বাচনের যে অভিযান চলছিল সে কথা বললে সে। 'অফিসাররা, বিশেষ করে মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ইচ্ছে করেই বলশেভিকদের দাবাতে চাইছে। ট্রেঞ্চে আমাদের পত্রিকার প্রচার নিষিদ্ধ। গ্রেপ্তার করা হচ্ছে আমাদের বক্তাদের...'

'রুটি নেই, সে কথা বলছেন না কেন?' চিৎকার করলে একজন সৈনিক।

'শুধু রুটি খেয়েই মানুষ বাঁচে না...' কঠোর স্বরে জবাব দিলে চুদনোভস্কি।

তারপর উঠল একজন অফিসার, ভিতেব্স্ক সোভিয়েতের প্রতিনিধি, মেনশেভিক ওবোরোনেৎস। 'কার হাতে ক্ষমতা রয়েছে সেটা প্রশ্ন নয়। সমস্যাটা সরকারকে নিয়ে নয়, যুদ্ধ নিয়ে... যুদ্ধটা জিততে হবে আগে, অদলবদলের কথা পরে...' অমনি শুরু হয়ে গেল তুমুল হল্লা, শ্লেষাত্মক বাহবা। 'এই বলশেভিক প্রচারকেরাই হল ভণ্ড!' হাসিতে ফেটে পড়ল কক্ষ। 'অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা ভুলে যান...' কিন্তু আর এগুনো অসম্ভব হল। কে একজন চিৎকার করলে, 'সে আর আপনাকে ভুলতে হবে না!'

পেত্রগ্রাদে তখন সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কারখানায় কারখানায় কমিটির আপিসগুলো গাদি গাদি রাইফেলে ভরা, কেবলি খবর নিয়ে লোক আসছে আর যাচ্ছে, কুচকাওয়াজ করছে লালরক্ষী*... প্রতিটি সৈন্য ব্যারাকে চলছে রাতভোর মিটিং আর সারা দিন ধরে তুমুল তর্কাতর্কি। সন্ধ্যায় আঁধার নামতেই রাস্তায় রাস্তায় ঘন হয়ে উঠত ভিড়, ধীর কলকণ্ঠ তরঙ্গে নেভস্কি সড়কের এ-মাথা ও-মাথা জুড়ে যেত, লোকে কাড়াকাড়ি করত খবরের কাগজের জন্য... লুটপাট বেড়ে উঠল, রাতে গলি দিয়ে হাঁটা হয়ে উঠল বিপজ্জনক... সাদোভায়ার একদিন বিকেলে দেখলাম কয়েক শত লোকের এক জনতা পিটিয়ে মারল এক সৈনিককে, চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল সে... রুটি আর দুধের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘ লাইন দিয়ে যে সব নারীরা শীতে কাঁপত, তাদের মধ্যে রহস্যজনক সব লোকের উদয় হতে লাগল, ফিসফিসিয়ে গুজব রটাতে লাগল তারা, বলত সমস্ত খাদ্যের স্টক লুকিয়ে ফেলেছে

---

* 'টীকা ও ব্যাখ্যা' দ্রষ্টব্য।

ইহুদীরা, লোকে উপোস দিচ্ছে আর সোভিয়েতের সদস্যরা বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাচ্ছে...

স্মোলনি দরজায় এবং বাইরের ফটকগুলোয় কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল, প্রত্যেকের কাছ থেকেই ছাড়পত্র দাবি করত তারা। সারা দিন সারা রাত ধরে গমগম করত কমিটি ঘরগুলো, শ'য়ে শ'য়ে সৈন্য আর মজুর মেঝের ওপরেই যেখানে ঠাঁই হত শুয়ে পড়ত। ওপরতলায় প্রকাণ্ড হলটায় পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের উত্তাল অধিবেশনগুলোয় ভিড় জমাত হাজারো লোক...

সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত জুয়াক্লাবগুলোয় চলছে পাগলার মতো জুয়া খেলা, বান ডাকছে শ্যাম্পেনে, এক একবারে কুড়ি হাজার বাজি। শহরের কেন্দ্রটায় দামী ফার আর জড়োয়ায় গা ঢেকে গণিকাদের পায়চারি, আসর জমছে কাফেতে...

রাজতন্ত্রী ষড়যন্ত্র, জার্মান গোয়েন্দা, চোরাবাজারীদের আড্ডা...

আর বৃষ্টির মধ্যে, কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে ধূসর আকাশের তলে স্পন্দমান মহানগর মহাবেগে ধাবিত হচ্ছে... কোন দিকে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাক্কালে

দুর্বল এক সরকার এবং বিদ্রোহীভাবাপন্ন জনগণের সম্পর্ক একসময় এমন একটা পর্যায়ে যায় যখন কর্তৃপক্ষ যাকিছুই করে, তাতে জনগণের ক্রোধই বাড়ে এবং যাকিছু না করে তাতে বাড়ে তাদের অশ্রদ্ধা...

পেত্রগ্রাদ পরিত্যাগ করার প্রস্তাবে তুমুল ঝড় উঠেছিল; কিন্তু সরকারের তেমন কোনো অভিসন্ধি নেই কেরেনস্কির এই প্রকাশ্য বিবৃতিতে টিটকারিতে আকাশ ফাটল।

বিপ্লবের চাপে কোণঠাসা হয়ে (বললে 'রাবোচি পুত') সাময়িক বুর্জোয়াদের সরকার এই মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে পার পেতে চাইছে যে তারা নাকি কখনোই পেত্রগ্রাদ পরিত্যাগের কথা ভাবে নি এবং রাজধানী সমর্পণের ইচ্ছে তাদের নেই।

খারকভে* তিরিশ হাজার কয়লা-খনি শ্রমিক সংগঠিত হয়ে গ্রহণ করল 'বিশ্ব শিল্প শ্রমিক'এর** সংবিধানের এই সর্ত: 'শ্রমিক শ্রেণী এবং

---

* লেখক স্পষ্টতই দনেৎস কয়লা অঞ্চলের কথা বলতে চাইছেন। — সম্পাঃ

** 'বিশ্ব শিল্প শ্রমিক' হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিপ্লবী গণ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। সৃষ্টি হয় ১৯০৫ সালে রাশিয়ার বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর প্রভাবে। তিরিশের দশকে তার অস্তিত্ব কার্যত লুপ্ত হয়, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে তা পরিণত হয় এক সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীতে। 'বিশ্ব শিল্প শ্রমিক'এর উদয় লগ্নে জন রীড তার কাজকর্মে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। — সম্পাঃ

নিয়োগকর্তা শ্রেণীর মধ্যে মিল কিছু নেই।' কসাকরা তাদের ছত্রভঙ্গ করে, কিছু কারারুদ্ধ হয় এবং বাকিরা ঘোষণা করে সাধারণ ধর্মঘট। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী কনোভালভ তাঁর সহকারী ওর্লভকে হাঙ্গামা মেটাবার জন্য ক্ষমতা দিয়ে পাঠান। খনি শ্রমিকেরা ওর্লভকে দেখতে পারত না। কিন্তু ৎসে-ই-কা শুধু তার নিয়োগ সমর্থন করল তাই নয়, দনেৎস বেসিন থেকে কসাকদের সরিয়ে আনার দাবি করতেও অস্বীকৃত হল ..

এরপরেই কালুগার সোভিয়েতটিকে ভেঙে দেওয়া হল। এ সোভিয়েতে সংখ্যাধিক্য অর্জন করে বলশেভিকরা, কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেয়। সরকারী কমিশারের অনুমোদন নিয়ে নগরের দুমা মিনস্ক থেকে সৈন্য আমদানি করে এবং সোভিয়েত দপ্তরে গোলা দাগে। বলশেভিকরা আত্মসমর্পণ করে কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় কসাকরা তাদের আক্রমণ করে এবং চ্যাঁচায়: 'মস্কো ও পেত্রগ্রাদের সোভিয়েত সমেত সমস্ত বলশেভিক সোভিয়েতের এই হাল করব আমরা!' এ ঘটনায় সারা রাশিয়া জুড়ে আতঙ্কিত ক্রোধের এক তরঙ্গ ছড়াল ...

পেত্রগ্রাদে উত্তরাঞ্চল সোভিয়েতসমূহের একটি আঞ্চলিক কংগ্রেস তখন শেষ হচ্ছিল, তার সভাপতি ছিলেন বলশেভিক ক্রিলেংকো। বিপুল সংখ্যাধিক্যে তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে; উপসংহারে কংগ্রেস কারারুদ্ধ বলশেভিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলে তারা এবার আনন্দ করতে পারে কেননা তাদের মুক্তির মুহূর্ত সমাগত। একই সময়ে কারখানা কমিটিগুলির প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস (১) সোভিয়েতের পক্ষ নেয় এবং এক অর্থপূর্ণ সিদ্ধান্তে বলে:

জারতন্ত্র থেকে রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের পর শ্রমিক শ্রেণী দেখতে চায় যেন উৎপাদন ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক রাজ বিজয়ী হয়। এ আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে উত্তম অভিব্যক্তি হল শিল্পোৎপাদনের উপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ, অধিপতি শ্রেণীগুলির অপরাধী নীতির ফলে যে অর্থনৈতিক ভাঙন দেখা দেয় সে পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই এর উদয় ঘটেছে ...

পথ ও যোগাযোগ মন্ত্রী লিভেরোভস্কির পদত্যাগ দাবি করছিল রেল শ্রমিক ইউনিয়ন ...

এসে-ই-কার পক্ষ থেকে স্কবেলেভ জিদ ধরলেন যে মিত্রশক্তি সম্মেলনে নাকাজ পেশ করতে হবে এবং তেরেশ্চেঙ্কোকে প্যারিসে পাঠানোর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানালেন। তেরেশ্চেঙ্কো পদত্যাগ করতে চাইলেন...

ফৌজের পুনর্গঠন করতে না পেরে জেনারেল ভের্খোভস্কি মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগ দিতে লাগলেন কচিৎ কদাচিৎ...

৩রা নভেম্বর বুর্ৎসেভের 'ওবশ্চেয়ে দেলো' পত্রিকায় প্রকাণ্ড শিরোনামায় ছাপা হল:

নাগরিকগণ! পিতৃভূমিকে বাঁচান!

এই মাত্র আমি জানতে পারলাম যে জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিশনের এক সভায় কর্নিলভের পতনের জন্য যিনি প্রধানত দায়ী সেই যুদ্ধ মন্ত্রী জেনারেল ভের্খোভস্কি মিত্রশক্তিদের বাদ দিয়ে জার্মানির সঙ্গে পৃথক শান্তির প্রস্তাব করেছেন।

এটা হল রাশিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা!

তেরেশ্চেঙ্কো ঘোষণা করেন যে সাময়িক সরকার প্রস্তাব আলোচনা করেও দেখে নি।

তেরেশ্চেঙ্কো বলেন, 'এ যেন একটা পাগলাগারদ!'

জেনারেলের কথায় কমিশন সভ্যরা স্তম্ভিত হয়ে যান।

জেনারেল আলেক্সেয়েভ কেঁদে ফেলেন।

না! এটা পাগলামি নয়! তার চেয়েও খারাপ! এ হল রাশিয়ার প্রতি সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা!

ভের্খোভস্কির উক্তির জন্য কেরেনস্কি, তেরেশ্চেঙ্কো এবং নেক্রাসভকে অবিলম্বে জবাব দিতে হবে আমাদের কাছে।

নাগরিকেরা, উঠে দাঁড়ান!

বেচে দেওয়া হচ্ছে রাশিয়াকে!

তাকে বাঁচান!

আসলে কিন্তু ভের্খোভস্কি শুধু এইটুকু বলেছিলেন যে শান্তি প্রস্তাব দেবার জন্য চাপ দিতে হবে মিত্রশক্তিকে কেননা রুশ ফৌজ আর লড়াই চালাতে পারছিল না...

রাশিয়ায় এবং বিদেশে এতে তুমুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। 'অস্বাস্থ্যের কারণে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ছুটি' দেওয়া হয় ভের্খোভস্কিকে, এবং সরকার ছেড়ে যান তিনি। দমিত হল 'ওবশ্চেয়ে দেলো ...'

৪ঠা নভেম্বর পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত দিবস হিসাবে ধার্য হয়. সারা শহরে সেদিন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জন সভার পরিকল্পনা হয়, তার বাইরের উদ্দেশ্য ছিল সংগঠন ও সংবাদপত্রের জন্য টাকা তোলা, আসল উদ্দেশ্য শক্তি প্রদর্শন। হঠাৎ ঘোষণা করা হল ওই তারিখেই কসাকরা একটি ক্রেস্তনি খোদ বা ক্রস মিছিলের আয়োজন করছে এক অলৌকিক ইকনের সম্মানে, যার কল্যাণে ১৮১২ সালে নেপোলিয়ন নাকি মস্কো থেকে বিতাড়িত হন। একেবারে বিদ্যুৎগর্ভ আবহাওয়া; একটি ফুলকিতেই গৃহযুদ্ধ জ্বলে উঠতে পারে। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলে 'কসাক ভাইয়েরা!':

তোমাদের ওসকানো হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে, মজুর আর সৈনিকদের বিরুদ্ধে। এই পৈশাচিক ফন্দিটা চালু করছে আমাদের সাধারণ শত্রু, উৎপীড়কেরা, সুবিধাধারী শ্রেণীরা — জেনারেল, ব্যাঙ্কার, জমিদার, পুরনো রাজ কর্মচারী, জারের পুরনো সেবকেরা... ধনী, রাজাবাহাদুর, অভিজাত এবং তোমাদের কসাক জেনারেল সমেত সমস্ত লুঠেরারা আমাদের ঘৃণা করে। যে কোনো মুহূর্তে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত ধ্বংস করে বিপ্লব চূর্ণ করতে তারা প্রস্তুত ...

৪ঠা নভেম্বর কে যেন এক কসাক ধর্মীয় মিছিল ডেকেছে। এ মিছিলে কেউ যোগ দেবে কি দেবে না সেটা প্রত্যেকের স্বাধীন বিবেকের ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করি না, কাউকেও বাধাও দিই না... কিন্তু তোমাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি কসাকেরা! সাবধান, ক্রেস্তনি খোদের সুযোগ নিয়ে তোমাদের কালেদিনরা যেন তোমাদের মজুরদের বিরুদ্ধে, সৈনিকদের বিরুদ্ধে না ওসকায় ...

তাড়াতাড়ি করে মিছিল প্রত্যাহার করে নেওয়া হল ...

শহরের সৈন্য ব্যারাকে ও মজুর মহল্লায় বলশেভিকরা প্রচার করছিল 'সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!' আর অন্ধশক্তির দালালেরা ওসকাচ্ছিল ইহুদী, দোকানদার আর সমাজতান্ত্রিক নেতাদের হত্যা করার জন্য ...

একদিকে রাজতন্ত্রী সংবাদপত্রে রক্তাক্ত দমননীতির প্ররোচনা, অন্যদিকে লেনিনের মহাকণ্ঠের গর্জন: 'অভ্যুত্থান!.. আর দেরি করা চলে না!'

এমনকি বুর্জোয়া সংবাদপত্রও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল (২)। 'বির্ঝেভিয়ে ভেদোমস্তি' (শেয়ারবাজার সংবাদ) বলশেভিক প্রচারকে 'সমাজের প্রাথমিক নীতি, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধার' বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে অভিহিত করল।

তবে 'নরমপন্থী' সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র ছিল সবচেয়ে বিরোধী (৩)। 'বিপ্লবের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু হল বলশেভিকরা,' ঘোষণা করলে 'দেলো নারোদা'। মেনশেভিক 'দিয়েন' বললে, 'সরকারের উচিত আত্মরক্ষা করা এবং আমাদের রক্ষা করা।' প্লেখানভের কাগজ 'ইয়েদিনস্তভো' (ঐক্য) (৪) সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে যে পেত্রগ্রাদ শ্রমিকেরা সশস্ত্র হচ্ছে, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দিনের পর দিন সরকার যেন ক্রমেই অসহায় হয়ে উঠতে লাগল। এমনকি পৌর ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ল। অতি বেপরোয়া খুন জখম ডাকাতির খবরে ভরে উঠল প্রভাতী সংবাদপত্র, অপরাধীদের গায়ে হাত পড়ল না।

অন্যদিকে সশস্ত্র মজুরেরা রাত্রে টহল দিতে লাগল রাস্তায়, লুঠেরাদের সঙ্গে লড়াই করে অস্ত্র পেলেই বাজেয়াপ্ত করতে শুরু করলে।

১লা নভেম্বর পেত্রগ্রাদের সামরিক কম্যান্ডার কর্নেল পলকোভনিকভ ঘোষণা জারী করলেন:

যে দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে দেশ চলেছে তা সত্ত্বেও সারা পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র শোভাযাত্রা ও হত্যাকাণ্ডের ডাক ছড়াচ্ছে, দিনের পর দিন লুঠতরাজ ও বিশৃঙ্খলা বাড়ছে।

এর ফলে নাগরিকদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে, সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে।

আমার দায়িত্ব এবং দেশের প্রতি আমার কর্তব্যের পূর্ণ চেতনায় আমি আদেশ দিচ্ছি:

১। বিশেষ নির্দেশনামা অনুসারে এবং নিজ নিজ গ্যারিসনের এক্তিয়ার-ভুক্ত এলাকায় প্রতিটি সামরিক ইউনিট সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষার জন্য পৌরসভা, কমিশার ও মিলিশিয়াকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

২। জেলা কম্যান্ডার এবং নগর মিলিশিয়ার প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় টহল দেওয়া এবং দুর্বৃত্ত ও দলত্যাগীদের গ্রেপ্তারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। সৈন্য ব্যারাকে যারা প্রবেশ করে শোভাযাত্রা ও খুন জখমের প্ররোচনা দেবে তাদের গ্রেপ্তার করে তুলে দিতে হবে নগরের দ্বিতীয় কম্যান্ডারের সদরদপ্তরে।

৪। সশস্ত্র শোভাযাত্রা বা হাঙ্গামাকে তার শুরুতেই আয়ত্তাধীন সমস্ত শক্তি দিয়ে দমন করতে হবে।

৫। অহেতুক গৃহতল্লাসি ও অহেতুক গ্রেপ্তার বন্ধ করার জন্য সাহায্য করতে হবে কমিশারদের।

৬। এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় যাকিছু ঘটছে তা অবিলম্বে পেত্রগ্রাদ সামরিক এলাকার সদরদপ্তরে জানাতে হবে।

সমস্ত ফৌজ কমিটি ও সংগঠনকে অনুরোধ করছি অর্পিত দায়িত্ব পালনে কম্যান্ডারদের যেন তারা সাহায্য করে।

প্রজাতন্ত্র পরিষদে কেরেনস্কি ঘোষণা করলেন যে সরকার বলশেভিক প্রস্তুতির পুরো খবর রাখে এবং যে কোনো শোভাযাত্রা সামলাবার মতো যথেষ্ট শক্তি ধরে(৫)। 'নভায়া রুস' এবং 'রাবোচি পুত' দুটি কাগজের বিরুদ্ধেই তিনি একই রকম নাশকতামূলক কাজের অভিযোগ আনলেন। বললেন, 'কিন্তু সংবাদপত্রের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার জন্যে মুদ্রিত মিথ্যা দমন করতে সরকার অক্ষম...'* তিনি ঘোষণা করেন যে ওটা হল একই প্রচারের দুই মুখ, যার লক্ষ্য তামস শক্তির একান্ত বাঞ্ছিত প্রতিবিপ্লব এবং বলেন:

'আমি তো মরেই আছি, আমার নিজের কী হবে তাতে কিছু এসে যায় না, তাই এ কথা ঘোষণার স্পর্ধা আমি রাখি যে শহরে বলশেভিকদের পক্ষ থেকে অবিশ্বাস্য এক প্ররোচনাই হল ঘটনাবলীর সমগ্র প্রহেলিকাটার কারণ!'

২রা নভেম্বর নাগাদ সোভিয়েত কংগ্রেসের মাত্র ১৫ জন প্রতিনিধি শহরে এসে পৌঁছেছিল। পরের দিন এল একশ, তার পরের দিন একশ পঁচাত্তর,

---

* এ বিবৃতি ঠিক অকপট নয়। আগেও, জুলাই মাসে সামরিক সরকার বলশেভিক পত্রিকা দমন করেছে এবং ফের সেই পরিকল্পনা নিচ্ছিল।

যার মধ্যে একশ তিন জনই বলশেভিক... কংগ্রেসের বৈধতার জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম চারশ জন প্রতিনিধি, অথচ কংগ্রেস বসতে মাত্র তিন দিন বাকি...

অনেক সময় আমি কাটাই স্মোলনিতে। ভেতরে ঢোকা তখন আর সহজ ছিল না, দু' সারি সান্ত্রী বসেছিল বাইরের গেটগুলোয় এবং সদর দরজা পেরবার পর লোকে লম্বা লাইন দিয়ে ভেতরে ঢোকার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। ঢুকতে হত চার জন করে, প্রতিটি লোকের আত্মপরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য নিয়ে জেরা করা হত। পাস দেওয়া হত, তবে কয়েক ঘণ্টা পরে পরেই ছাড়-পত্রের পদ্ধতি বদলে যেত, কেননা অনবরত ভেতরে সেঁধত গুপ্তচরেরা...

একবার স্মোলনি ইনস্টিটিউটের বাইরের ফটকের কাছে দেখি সামনে সস্ত্রীক ত্রংস্কি। একজন সৈন্য তাঁদের আটকেছে। ত্রংস্কি তাঁর পকেট খুঁজে দেখলেন কিন্তু পাসটা মিলল না।

শেষ পর্যন্ত বললেন, 'যাক গে, আপনি তো আমায় চেনেন। আমার নাম ত্রংস্কি।'

সৈনিক কিন্তু অটল, 'আপনার পাস নেই, ভেতরে যাওয়া চলবে না। নাম ফাম বুঝি না।'

'কিন্তু আমি যে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সভাপতি।'

'অতই যখন ভারিক্কী লোক তখন সঙ্গে অন্তত এক টুকরো চিট থাকা উচিত ছিল।'

খুবই ধৈর্য ধরে বোঝালেন ত্রংস্কি। বললেন, 'কম্যান্ডান্টকে ডেকে দিন।' লোকটা ইতস্তত করলে, যে কেউ এলেই অমনি কম্যান্ডান্টকে ব্যস্ত করা উচিত নয় এই ধরনের কিছু একটা বিড়বিড় করলে, তারপর শেষ পর্যন্ত ইশারা করলে প্রহরীদের নায়ককে। ত্রংস্কি ফের বললেন, 'আমার নাম ত্রংস্কি।'

'ত্রংস্কি?' মাথা চুলকালে লোকটা, 'নামটা যেন শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। যাক গে, ভেতরে যেতে পারেন কমরেড...'

করিডরে বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কারাখানের* সঙ্গে দেখা হল। তিনি ব্যাখ্যা করলেন নতুন সরকার কী ধরনের হবে:

'একটা সাবলীল সংগঠন, সোভিয়েত মারফত অভিব্যক্ত জন অভিপ্রায়ে যা চট করে সাড়া দেবে, স্থানীয় শক্তিগুলো প্রচুর তৎপরতা দেখাতে পারবে।

---

* কারাখান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন না। — সম্পাঃ

Военно-Революцiон.
Комитетъ
при
ПЕТР. С. Р. и С. Д.
Комендантскiй отдѣлъ.
16 ноября 1917 г.
№ 955
Смольный институтъ.

Пропускъ.

Дано. сiе Джону Риду
Корресп. амер. соц. газ.
срокомъ по 1 декабря
на право свободнаго входа въ Смольный Институтъ.

Комендантъ Ф. Дзержинскiй
Дѣлопроизводитель

জন রীডকে প্রদত্ত স্মোলনিতে প্রবেশের পাস

বর্তমানে সাময়িক সরকার ঠিক জার সরকারের মতোই স্থানীয় গণতান্ত্রিক অভিপ্রায়কে উপেক্ষা করছে.. নতুন সমাজের উদ্যোগ আসবে নিচে থেকে... সরকারের কাঠামোটা হবে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কাঠামোর ধরনে। ঘন ঘন বসবে সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস এবং তার কাছে দায়িত্বশীল নতুন ৎসে-ই-কা পার্লামেন্টের কাজ করবে; বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তর চালাবে মন্ত্রীরা নয়, কলেগিয়া বা কমিটি এবং সরাসরি সোভিয়েতের কাছে দায়ী থাকবে...'

আগেই ঠিক হয়েছিল, সেই অনুসারে ৩০শে অক্টোবর স্মোলনির ওপর তলায় ছোট্ট ন্যাড়া একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম ত্রৎস্কির সঙ্গে কথা কইতে। শূন্য একটা টেবলের সামনে আটপৌরে এক চেয়ারে তিনি বসে আছেন ঘরের মাঝখানটায়। বেশি প্রশ্নের প্রয়োজন হয় নি। অনর্গল কথা বললেন তিনি প্রায় এক ঘণ্টার বেশি। তাঁর নিজের ভাষায় তাঁর বক্তব্যটা এখানে তুলে দিচ্ছি:

'সাময়িক সরকার একেবারেই ক্ষমতাহীন, বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখলে রেখেছে, কিন্তু সেটা ঢাকা আছে ওবোরোনৎসি পার্টিদের সঙ্গে কোয়ালিশনের আড়ালে। এখন এই বিপ্লবের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে বিদ্রোহ করছে চাষীরা,

প্রতিশ্রুত জমি পাবার আশায় অপেক্ষা করে তারা মরীয়া হয়ে উঠেছে, এবং সারা দেশ জুড়ে সমস্ত মেহনতী শ্রেণীর মধ্যেই এই একই বিতৃষ্ণা প্রকাশ পাচ্ছে। বুর্জোয়াদের এই আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব কেবল গৃহযুদ্ধ মারফত। কর্নিলভ পদ্ধতিই হল বুর্জোয়াদের ক্ষমতা বজায় রাখার একমাত্র উপায় কিন্তু বল নেই তাদের... সৈন্যবাহিনী আমাদের পক্ষে। আপোসকামী ও স্বার্থান্বেষীরা, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের সমস্ত প্রভাব গেছে, কেননা জমিদার-চাষী, মজুর-মালিক, সৈন্য-অফিসারদের মধ্যে সংগ্রাম হয়ে উঠেছে অনেক তীব্র, আপোসহীন। বিপ্লব ঘটতে পারে এবং জনগণকে বাঁচানো যায় কেবল জনগণের ঐক্যবদ্ধ তৎপরতায়, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বিজয়ে...

'সোভিয়েতগুলোই হল জনগণের সবচেয়ে নিখুঁত প্রতিনিধি — তাদের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা, তাদের ভাবাদর্শ ও লক্ষ্যের দিক থেকে নিখুঁত। ট্রেঞ্চের সৈন্য, কারখানার মজুর আর ক্ষেতের চাষীদের ওপর সরাসরি ভর করায় সোভিয়েতগুলোই হল বিপ্লবের মেরুদণ্ড।

'চেষ্টা হয়েছিল সোভিয়েতগুলোকে বাদ দিয়ে একটা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার, প্রতিষ্ঠা হল কেবল ক্ষমতাহীনতার। রুশ প্রজাতন্ত্র পরিষদের করিডরে এখন প্রতিবিপ্লবীদের যত রাজ্যের চক্রান্ত চলছে। কাদেত পার্টি হল প্রতিবিপ্লবের জঙ্গী প্রতিনিধি। অন্যদিকে সোভিয়েতগুলো জনস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই দুই শিবিরের মতো গুরুত্বধারী আর কোনো গোষ্ঠী নেই। এবার lutte finale -- শেষ চূড়ান্ত লড়াই। বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লব তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করছে, আক্রমণের জন্য শুধু তার অনুকূল মুহূর্তটির অপেক্ষা। তার মোক্ষম জবাব দেব আমরা। মার্চে যে কাজ সবে শুরু হয়েছিল, কর্নিলভ হাঙ্গামার ফলে যা এগিয়ে এসেছে, সেটা সমাপ্ত করব আমরা...'

নতুন সরকারের পররাষ্ট্র নীতির কথা বললেন তিনি:

'সমস্ত ফ্রন্টেই অবিলম্ব যুদ্ধ বিরতি এবং গণতান্ত্রিক শান্তি সর্ত আলোচনার জন্য জাতিসমূহের এক সম্মেলনের জন্য আবেদনই হবে আমাদের প্রথম কাজ। শান্তির মীমাংসায় কী পরিমাণ গণতন্ত্র জারী করা যাবে সেটা নির্ভর করছে ইউরোপে কী পরিমাণ গণতান্ত্রিক সাড়া মিলবে তার ওপর। এখানে যদি আমরা একটা সোভিয়েত সরকার গড়ি তাতে অবিলম্বে ইউরোপে শান্তি স্থাপনের পক্ষে অনেক কাজ হবে, কেননা সে সরকার সরকারগুলোকে

ডিঙিয়ে অবিলম্বেই ও সোজাসুজি আবেদন জানাবে সমস্ত জনগণের কাছে এবং যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেবে। শান্তি চুক্তির সম্পাদনের সময়ে রুশ বিপ্লব চাপ দেবে 'রাজ্যগ্রাস নয়, যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ নয়, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ' অধিকারের পক্ষে এবং ফেডারেটেড ইউরোপীয় প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্যে...

'আমি দেখছি যুদ্ধের শেষে ইউরোপ পুনর্গঠিত হবে তবে সেটা ঘটাবে কূটনীতিকরা নয়, প্রলেতারিয়েত। ফেডারেটেড ইউরোপীয় প্রজাতন্ত্র বা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র -- এটা হতেই হবে। জাতীয় স্বায়ত্তশাসন আর যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক বিবর্তনে আজ জাতীয় সীমান্ত বিলোপের আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছে। ইউরোপ যদি জাতিতে জাতিতে বিভক্ত হয়ে থাকে, তাহলে ফের সাম্রাজ্যবাদ তার কাজ শুরু করবে। দুনিয়ায় শান্তি এনে দিতে পারে কেবল এক ফেডারেটেড ইউরোপীয় প্রজাতন্ত্র।' হাসলেন ত্রৎস্কি -- তাঁর সেই স্বকীয়, মার্জিত, ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি। 'তবে ইউরোপীয় জনগণের সংগ্রাম ছাড়া এ লক্ষ্যগুলো এক্ষুণি সফল হবে না ..'

এবং সবাই যখন অপেক্ষা করছে বলশেভিকরা এই বুঝি একদিন রাস্তায় নেমে ভদ্র পোষাকের লোক দেখলেই গুলি করতে থাকবে, তখন আসল অভ্যুত্থান কিন্তু তার গতি নিল বেশ স্বাভাবিকভাবেই এবং প্রকাশ্যেই।

সাময়িক সরকার ঠিক করলে পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনকে ফ্রন্টে পাঠাবে।

পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনে সৈন্য সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার, বিপ্লবে তারা খুবই বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। মার্চের মহা দিনগুলোয় এরাই ঘটনার বাঁক ফেরায়, সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করে এবং এরাই পেত্রগ্রাদের দ্বারদেশে প্রতিহত করে কর্নিলভকে।

এদের অনেকেই ছিল বলশেভিক। সাময়িক সরকার যখন শহর পরিত্যাগের কথা বলছিল তখন পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনই জবাব দেয়, 'রাজধানী রক্ষা করতে যদি না পারো তাহলে শান্তি চুক্তি করো, শান্তি চুক্তি যদি না করতে পারো, তাহলে ভাগো, জায়গা ছাড়ো জনগণের সরকারকে, তারা ও দুটোই করবে...'

স্পষ্টতই বিপ্লবের যে কোনো প্রচেষ্টা নির্ভর করছিল পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের ওপর। সরকারের মতলব ছিল এদের জায়গায় 'নির্ভরযোগ্য' সৈন্য — কসাক এবং মৃত্যু ব্যাটালিয়নদের এনে বসাবে। ফৌজ কমিটি,

'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রী এবং ৎসে-ই-কা সরকারকে সমর্থন করলে। ফ্রন্টে এবং পেত্রগ্রাদে ব্যাপক প্রচার চলল যে আট মাস ধরে পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন শহরের ব্যারাকে আরামে দিন কাটাচ্ছে অথচ ট্রেঞ্চে তাদের অবসন্ন সাথীরা মারা পড়ছে না খেয়ে।

স্বভাবতই এখানকার আপেক্ষিক আরামের বদলে একটা শীত অভিযানের ক্লেশ বরণ করতে যে গ্যারিসন রেজিমেণ্টগুলোর আগ্রহ ছিল না, এ অভিযোগ কিছুটা সত্যি। কিন্তু যেতে না চাওয়ার অন্য কারণও তাদের ছিল। সরকারের মতলবে সন্দিহান ছিল পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত আর ফ্রন্ট থেকে সাধারণ সৈন্যদের নির্বাচিত শত শত প্রতিনিধি আসছিল এই অনুরোধ নিয়ে, 'আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করা দরকার তা সত্যি, তবে তার চেয়েও বড়ো কথা, পেত্রগ্রাদ এবং বিপ্লব যে সুরক্ষিত এই নিশ্চিতি আমরা চাই... পশ্চাদ্ভাগটা তোমরা ধরে রাখো কমরেড, ফ্রন্টটা আমরা রুখব!'

২৫শে অক্টোবর রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কমিটি এ সমস্যার সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একটি বিশেষ সামরিক কমিটি গঠন নিয়ে আলোচনা করে। পরের দিন পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সৈনিক বিভাগ কমিটি নির্বাচন করে, কমিটিও সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া সংবাদপত্র বয়কটের আহ্বান জানায় এবং সোভিয়েত কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য ৎসে-ই-কার নিন্দা করে। ২৯শে তারিখে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের প্রকাশ্য অধিবেশনে ত্রৎস্কি প্রস্তাব করলেন যে সোভিয়েতের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক বিপ্লবী কমিটিকে মঞ্জুর করা হোক। 'যুদ্ধ যাত্রা ও প্রয়োজন হলে মৃত্যু বরণের জন্যে একটা বিশেষ সংগঠন আমাদের গড়তে হবে...' বললেন তিনি। ঠিক হল সোভিয়েতের পক্ষ থেকে এবং গ্যারিসনের পক্ষ থেকে দুটি প্রতিনিধিদল ফ্রন্টে গিয়ে সৈনিক কমিটি ও জেনারেল স্টাফের সঙ্গে আলোচনা করবে।

পস্কভে উত্তর ফ্রন্টের কম্যাণ্ডার চেরেমিসভ সোভিয়েত প্রতিনিধিকে কড়া করে জানিয়ে দিলেন যে পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনকে ট্রেঞ্চে যাবার হুকুম দিয়েছেন তিনি, তার নড়চড় নেই। কিন্তু গ্যারিসন কমিটিকে পেত্রগ্রাদ ছেড়ে যেতে দেওয়া হল না...

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সৈনিক শাখার প্রতিনিধিদল অনুরোধ করে যে পেত্রগ্রাদ এলাকার স্টাফে তাদের একজন প্রতিনিধি থাকুক। না মঞ্জুর।

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত দাবি করল তাদের সৈনিক শাখার অনুমোদন ছাড়া যেন কোনো হুকুম জারি না হয়। না মঞ্জুর। প্রতিনিধিদের উদ্ধত স্বরে বলা হল, 'আমরা শুধু ৎসে-ই-কাকে মানি। তোমাদের মানি না। কোনো রকম আইন ভাঙলে তোমাদের গ্রেপ্তার করা হবে।'

৩০শে অক্টোবর* পেত্রগ্রাদের সমস্ত রেজিমেন্টের প্রতিনিধিদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল: **'পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন সামরিক সরকারকে আর স্বীকার করে না। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতই আমাদের সরকার। একমাত্র সামরিক বিপ্লবী কমিটি মারফত পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের হুকুমই আমরা মান্য করব।'** স্থানীয় সামরিক বাহিনীগুলিকে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সৈনিক শাখার আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হল।

পরের দিন প্রধানত অফিসারদের নিয়ে **ৎসে-ই-কা** তার নিজস্ব মিটিং ডাকল, গড়া হল স্টাফের সঙ্গে সহযোগিতার এক কমিটি এবং শহরের সমস্ত এলাকায় কমিশার নিযুক্ত হল।

৩রা তারিখে স্মোলনিতে সৈনিকদের এক বিরাট সভায় সিদ্ধান্ত হল:

সামরিক বিপ্লবী কমিটির গঠনে অভিনন্দন জানিয়ে পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন ফ্রন্ট ও পশ্চাদ্ভাগকে আরো নিবিড়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে সামরিক বিপ্লবী কমিটির সমস্ত কাজে পরিপূর্ণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

গ্যারিসন আরো ঘোষণা করছে যে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে একত্রে তারা পেত্রগ্রাদে বিপ্লবী শৃংখলা রক্ষার নিশ্চিতি দিচ্ছে। কর্নিলভপন্থী অথবা বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে প্ররোচনার যে কোনো প্রচেষ্টাই নির্মম প্রতিঘাত পাবে।

নিজ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সামরিক বিপ্লবী কমিটি এবার সোজাসুজি হুকুম দিলে পেত্রগ্রাদ স্টাফকে সামরিক বিপ্লবী কমিটির আজ্ঞাধীন হতে হবে। সমস্ত ছাপাখানায় হুকুম গেল, কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোনো ঘোষণা বা আবেদন ছাপানো চলবে না। সশস্ত্র কমিশাররা ক্রনভের্ক

---

* সভাটা আসলে হয়েছিল ৩১শে অক্টোবর। — সম্পাঃ

অস্ত্রাগারে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করলে; দশ হাজার বেওনেটের একটা চালান যাচ্ছিল কালেদিনের সদরদপ্তর নভোচের্কাস্কে, সেটা আটকানো হল...

হঠাৎ বিপদ টের পেয়ে সরকার প্রস্তাব দিলে কমিটি যদি নিজেদের ভেঙে দেয় তাহলে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু ততদিনে বড়োই দেরি হয়ে গেছে। ৫ই নভেম্বরের মাঝরাতে স্বয়ং কেরেনস্কি মালেভস্কিকে পাঠালেন এই প্রস্তাব দিয়ে যে স্টাফে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের প্রতিনিধিত্ব দিতে তিনি রাজী। সামরিক বিপ্লবী কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করল। এক ঘণ্টা বাদেই অস্থায়ী যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল মানিকোভস্কি প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন...

৬ই নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে শহরে সোরগোল পড়ে গেল একটি ইশতেহারে, তলে লেখা· 'শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সামরিক বিপ্লবী কমিটি।'

পেত্রগ্রাদবাসীদের প্রতি। নাগরিকগন!

প্রতিবিপ্লব তার দুর্বৃত্ত মাথা তুলেছে। সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসকে ধ্বংস ও সংবিধান সভা চূর্ণ করার জন্য কর্নিলভপন্থীরা তাদের শক্তি সংহত করছে। সেই সঙ্গে দাঙ্গাকারীরা পেত্রগ্রাদে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তপাত ঘটাবার চেষ্টা করতে পারে। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত প্রতিবিপ্লবী ও দাঙ্গাবাজদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শহরে বিপ্লবী শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভার নিচ্ছে।

পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন কোনো জবরদস্তি ও বিশৃঙ্খলা সহ্য করবে না। গুণ্ডা ও কৃষ্ণশত উস্কানিদাতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য জনগণকে ডাক দেওয়া হচ্ছে, কাছাকাছি ব্যারাকের সোভিয়েত কমিশারের কাছে যেন তারা তাদের নিয়ে যায়। ছোরাছুরি বা গোলাগুলি যাই হোক তামস শক্তির পক্ষ থেকে পেত্রগ্রাদের রাস্তায় লুঠতরাজ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টাতেই দুর্বৃত্তদের খতম করে দেওয়া হবে!

নাগরিকগণ! পরিপূর্ণ স্থৈর্য ও প্রশান্তি বজায় রাখুন। শৃঙ্খলা ও বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষার ভার আছে বলিষ্ঠ হাতেই।

সেই সঙ্গেই সামরিক বিপ্লবী কমিটির কমিশাররা কোন কোন রেজিমেন্ট আছে তার এক তালিকা...

স্মোলনির প্রবেশদ্বার, লালরক্ষী ও সৈনারা পাহারা দিচ্ছে

স্মোলনিতে লালরক্ষীরা পাস পরীক্ষা করছে

৩রা নভেম্বর র্দ্ধদ্বার কক্ষে আরো একটি ঐতিহাসিক বৈঠক হয়েছিল বলশেভিক নেতাদের। জালকিন্দের* কাছে খবর পেয়ে আমি অপেক্ষা করি করিডরে, দরজার বাইরে। ভলোদার্স্কি বেরিয়ে আসতেই তাঁর কাছে শ্নলাম ভেতরে কী হচ্ছে।

লেনিন বক্তৃতা দেন, '৬ই নভেম্বর খ্বই আগে হয়ে যাবে। অভ্যুত্থানের জন্যে আমাদের দরকার একটা সারা র্শ ভিত্তি; অথচ ৬ই নভেম্বরের মধ্যে কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিনিধি এসে পৌছবে না। অন্যদিকে, ৮ই নভেম্বর খ্বই দেরি হয়ে যাবে। ততদিনে কংগ্রেস বসে যাবে এবং মস্ত একটা সংগঠিত সভার পক্ষে দ্রুত ও চ্ড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন। আমাদের ঘা মারতে হবে ৭ই তারিখেই, যেদিন কংগ্রেস শ্র্ হবে, যাতে কংগ্রেসকে আমরা বলতে পারি 'এই রইল ক্ষমতা! বল্ন কী করবেন?''

আর ওপর তলার কোন এক ঘরে বসে আছে লম্বাচুল একটি লোক, রোগা রোগা ম্খ — এককালে ছিলেন জার সৈন্যবাহিনীর অফিসার, পরে বিপ্লবী এবং নির্বাসিত, কোন এক ওভ্সেয়েঙ্কো, ওরফে আন্তোনভ, গণিতবিদ, দাবাড়ে; রাজধানী দখলের নিখ্ঁত পরিকল্পনা ছকছেন তিনি।

ওদিকে সরকারও চুপ করে ছিল না। ছাড়া ছাড়া নানা ডিবিসন থেকে একান্ত বিশ্বস্ত কিছ্ রেজিমেণ্টকে পেত্রগ্রাদে আনার হ্কুম হল। র্শকার গোলন্দাজবাহিনী স্থান নিয়েছে শীত প্রাসাদে। জ্লাই দিনগ্লোর পর রাস্তায় আবার দেখা দিতে লাগল কসাক পেট্রল। হ্কুমের পর হ্কুম জারি করে পলকোভনিকভ হ্মকি দিলেন সমস্ত অবাধ্যতা 'অতি প্রচণ্ডর্পে' দমন করা হবে। জন শিক্ষার মন্ত্রী কিশকিন, মন্ত্রিসভার মধ্যে সবচেয়ে ঘ্ণার্হদের যিনি একজন, তাঁকে নিয্ক্ত করা হল পেত্রগ্রাদে শ্ংখলা বজায়ের বিশেষ কমিশার। যে দ্জনকে তিনি সহকারী নিলেন তারাও কম ঘ্ণার্হ নয় — র্তেনবের্গ ও পালচিনস্কি। পেত্রগ্রাদ, ক্রনশ্তাদ্ত ও ফিনল্যাণ্ডে জর্রী অবস্থা ঘোষিত হল, ব্র্জোয়া 'নভোয়ে ভ্রেমিয়া' (নবয্গ) তাতে ব্যঙ্গ করে লিখলে:

---

* জালকিন্দ, ই আ — অক্টোবর বিপ্লবের সক্রিয় কর্মী, বলশেভিকদের পেত্রগ্রাদ সংগঠনের সভ্য। — সম্পাঃ

কেনই বা জরুরী অবস্থা? সরকারের আর কোনো ক্ষমতা নেই। নৈতিক কর্তৃত্বও তার নেই, বলপ্রয়োগের মতো যন্ত্রও তার নেই... সর্বোত্তম ক্ষেত্রে কেউ রাজী হলে তার সঙ্গে আলাপ চালাবার ক্ষমতাটুকুই তার বাকি আছে। এ ছাড়া আর কোনো ক্ষমতা তার নেই..

৫ই তারিখ সোমবার সকালে মারিনস্কি প্রাসাদে যাই প্রজাতন্ত্র পরিষদে কী হচ্ছে দেখবার জন্য। তেরেশ্চেংকোর পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক। বুর্ৎসেভ-ভের্খোভস্কি ব্যাপারটার জের চলছে। কূটনীতিকরা সবাই হাজির, কেবল ইতালির রাষ্ট্রদূত নেই, শুনলাম কার্সো বিপর্যয়টায় নাকি একেবারে ভেঙে পড়েছেন..

ভেতরে ঢুকতেই শুনলাম বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কারেলিন লন্ডন *Times* থেকে একটি সম্পাদকীয় পড়ে শোনাচ্ছেন, যাতে বলা হয়েছে, 'বলশেভিকবাদের প্রতিকার বুলেট!' কাদেতদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আর আপনারাও ঠিক তাই ভাবেন!'

দক্ষিণ থেকে চিৎকার, 'তাই বই কি!'

'হ্যাঁ, তা জানি,' উত্তেজিত জবাব দিলেন কারেলিন, 'তবে সে চেষ্টা করার সাহস আপনাদের নেই!'

তারপর উঠলেন স্কবেলেভ - নরম পাশুটে দাড়ি, ঢেউ খেলানো সোনালী চুল, সান্ধ্য আসরের রমণীমোহন মূর্তি, সোভিয়েত নাকাজের সমর্থন করলেন কেমন খানিকটা কাচুমাচু মুখেই। তারপর দাঁড়ালেন তেরেশ্চেংকো, বাম থেকে চিৎকার উঠল, 'পদত্যাগ করুন! পদত্যাগ করুন!' তিনি জেদ ধরলেন যে প্যারিসে সরকারের প্রতিনিধি এবং ৎসে-ই -কার প্রতিনিধি উভয়ের একই মত পোষণ করা উচিত — এবং সে মত হওয়া উচিত তিনি যেটা বলছেন সেইটে। ফৌজে শৃংখলা ফেরানো, বিজয় পর্যন্ত যুদ্ধ নিয়ে কয়েকটি কথা... অমনি হৈচৈ, বামপন্থীদের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে প্রজাতন্ত্র পরিষদ চলে গেল তার মামুলী আলোচ্য তালিকায়।

প্রজাতন্ত্র পরিষদ বসার প্রথম দিনেই বলশেভিকরা যে সভা কক্ষ ছেড়ে যায় তারপর থেকে তাদের সারি সারি আসনগুলো ফাঁকাই পড়ে আছে, এ সভার অনেকখানি আকর্ষণই তার ফলে নিষ্প্রভ। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মনে না হয়ে পারল না যে এত তিক্ত বাদানুবাদ সত্ত্বেও বাইরের আকাঁড়া

জগতের সত্যিকার কোনো কণ্ঠ এই উঁচু ঠাণ্ডা হলখানায় প্রবেশ করতে পারছে না এবং যুদ্ধ ও শান্তির যে পাথরে মিলিউকভ মন্ত্রিসভার ভরাডুবি হয়েছে, সাময়িক সরকারও তাতেই ডুবছে। আমার ওভারকোট দেবার সময় আর্দালি গজগজ করলে, 'অভাগা রাশিয়ার কী যে কপালে আছে কে জানে। কেবলি যত মেনশেভিক, বলশেভিক, ত্রুদোভিক... ইউক্রেন, ফিনল্যান্ড, জার্মান সাম্রাজ্যবাদ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হল, এত নানান কথা এই যা শুনছি তা জীবনেও শুনিনি।'

করিডরে দেখা হল প্রফেসর শাৎস্কির সঙ্গে, ছিমছাম ফ্রককোটে কেমন ইঁদুর মুখো একটি লোক, কাদেত পার্টিতে তার ভারি প্রভাব। জিজ্ঞেস করলাম বলশেভিক অভিযান নিয়ে এত যে কথা শুনছি তিনি সে সম্পর্কে কী ভাবেন। অবজ্ঞায় কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

বললেন, 'ইতর জানোয়ারের দল। ওদের সে সাহস হবে না। যদি চেষ্টা করতে যায় তাহলে মজা টের পাইয়ে ছাড়ব। আমাদের মতে সেটা খারাপ হবে না, কেননা এতে ওরা নিজেদের সর্বনাশই ঘটাবে, সংবিধান সভায় কোনো ক্ষমতা থাকবে না।

'তার চেয়ে মশাই কী ধরনের সরকার হবে সংবিধান সভার কাছে আমার সেই পরিকল্পনাটার কথা বলি শুনুন। জানেন তো সংবিধানের একটা ছক রচনার জন্যে সাময়িক সরকারের সঙ্গে একযোগে যে কমিশন নিযুক্ত হয়েছে আমি তার সভাপতি। দুই কক্ষের একটি আইন সভা থাকবে আমাদের, আপনাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন আছে। নিচের কক্ষ হবে আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের নিয়ে, ওপরের কক্ষে থাকবে বুদ্ধিজীবী, জেমস্তভো, সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়নদের প্রতিনিধি।'

বাইরে পশ্চিম থেকে বইছে বেশ ঠাণ্ডা সোঁদা বাতাস, রাস্তার ঠাণ্ডা কাদায় ভিজে উঠছে জুতো। যুঙ্কারদের দুই কম্পানি মর্স্কায়া রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল, লম্বা লম্বা ওভারকোটে আড়ষ্ট কদম ফেলছে, যে গানটা গাইছে সেটা সাবেক কালে জারের সৈনারা গাইত। প্রথম মোড়েই দেখলাম ঘোড়সওয়ার মিলিশিয়া, চকচকে নতুন খাপে তাদের রিভলবার ঝুলছে, ছোট্ট একটু ভিড় চুপচাপ চেয়ে আছে তাদের দিকে। নেভস্কির মোড়ে লেনিনের লেখা একটি পুস্তিকা কিনলাম: 'বলশেভিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি?' দাম দিলাম একটা কাগুজে স্ট্যাম্পে, তখন এই স্ট্যাম্পগুলোই খুচরো

পয়সার কাজ করত। বরাবরের মতো ঘড়ঘড়িয়ে যাচ্ছে ট্রামগাড়ি, লোকে জড়াজড়ি করে এমন ভাবে ঝুলছে যে দেখে থিয়োডোর শস্ত* হিংসের মরে যেতে' পারতেন... ফুটপাথে উর্দি-পরা দলত্যাগী কিছু সৈন্য সারি দিয়ে সিগারেট আর সূর্যমুখী ফুলের বিচি বিক্রি করছে...

নেভস্কি বরাবর ঝাপসা গোধূলিতে হুটোপুটি করছে লোকে সর্বশেষ খবরের কাগজের জন্য, দল বেঁধে দেয়ালে সাঁটা অসংখ্য আবেদন আর বিবৃতির (৬) মাথামুণ্ড বোঝার চেষ্টা করছে: ৎসে-ই-কা, কৃষক সোভিয়েত, 'নরমপন্থী' সোশ্যালিস্ট পার্টি, ফৌজ কমিটি, সবাই হুমকি দিচ্ছে, অভিশাপ দিচ্ছে, শ্রমিক সৈনিকদের কাছে মিনতি করছে ঘরে থাকতে, সরকারকে সমর্থন করতে...

আর্মর্ড একটা মোটর গাড়ি তীক্ষ্ম সাইরেন দিয়ে ধীরে ধীরে এমুড়ো-ওমুড়ো টহল দিচ্ছে। প্রতিটি চৌমাথায়, প্রতিটি খোলা জায়গায় ঝাঁক বেঁধেছে জনতা; তর্ক করছে সৈন্যে, ছাত্রে। দ্রুত রাত নেমে এল, রাস্তার দূর-দূর বাতিগুলো দপদপ করতে লাগল; আর লোকের স্রোত বইতে লাগল অবিশ্রান্ত... হাঙ্গামার আগে পেত্রগ্রাদে বরাবরই ঠিক এই রকমই হয়...

উদ্বিগ্ন হয়ে আছে নগর, জোর কোনো শব্দ হলেই চমকে উঠছে। অথচ বলশেভিকদের পক্ষ থেকে কোনো সাড়াই নেই। সৈন্যরা তাদের ব্যারাকেই আছে, মজুরেরা কারখানায়... কাজান ক্যাথেড্র্যালের কাছে একটি চলচ্চিত্র দেখতে গেলাম আমরা — রিপু ও চক্রান্তের একটি রক্তাক্ত ইতালীয় ছবি। সামনের সারিতে কিছু সৈনিক ও নাবিক পর্দার দিকে চেয়ে আছে ছেলেমানুষের মতো অবাক হয়ে, একেবারেই বুঝতে পারছে না অত প্রচণ্ড দৌড় ঝাঁপ ও নরহত্যার কারণটা কী...

সেখান থেকে তাড়াতাড়ি গেলাম স্মোলনিতে। ওপর তলার ১০ নং ঘরে সামরিক বিপ্লবী কমিটির অবিরাম অধিবেশন চলেছে। সভাপতি একজন আঠারো বছরের শণচুলো একটি ছেলে, নাম লাজিমির। পাশ দিয়ে যাবার সময় থেমে খানিক লাজুকভাবে করমর্দন করলে।

খুশির হাসি হেসে বললে, 'এই মাত্র পিটার-পল দুর্গ আমাদের দিকে চলে এসেছে। সরকার পেত্রগ্রাদে আসার হুকুম দিয়েছিল এমন একটি

---

* থিয়োডোর শস্ত — সে সময়কার বিখ্যাত একজন সার্কাস-খেলোয়াড়। — সম্পাঃ

রেজিমেণ্টের কাছ থেকে এই খানিক আগেই খবর পেলাম। সৈনদের সন্দেহ হয়, তাই গাৎচিনায় ট্রেন থামিয়ে তারা একদল প্রতিনিধি পাঠায় আমাদের কাছে। জিজ্ঞেস করছে, 'কী ব্যাপার? আপনাদের মত কী? 'সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা চাই' এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা...' সামরিক বিপ্লবী কমিটি খবর পাঠিয়েছে, 'ভাই সব, বিপ্লবের নামে তোমাদের অভিনন্দন জানাই। অন্য কোনো নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেখানে আছ সেখানেই থাকো!''

বললে, সমস্ত টেলিফোন যোগাযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কলকারখানা আর ব্যারাকগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে সামরিক টেলিফোনোগ্রাফ যন্ত্রে...

অব্যাহত স্রোতে আসছে যাচ্ছে কুরিয়ার আর কমিশাররা। দরজার বাইরে এক ডজন স্বেচ্ছাসেবক অপেক্ষা করছে, নগরের সুদূরতম প্রান্তে যে কোনো নির্দেশ পেশছে দেবার জন্য তারা তৈরি। এদের মধ্যে একজন মুখখানা বেদের মতো, পরনে লেফটন্যাণ্টের উর্দি, ফরাসীতে বললে, 'সব তৈরি শুধু বোতাম টেপার ওয়াস্তা...'

যেতে দেখলাম পদ্‌ভইস্কিকে — রোগা, দাড়িওয়ালা, বেসামরিক এই লোকটির মস্তিষ্কেই অভ্যুত্থানের রণকৌশল প্রসূত হয়; গেলেন আন্তোনভ — দাড়ি কামানো হয় নি, ময়লা কলার, ঘুমতে না পারার ফলে মাতালের মতো টলছেন; ক্রিলেঙ্কো — গাট্টাগোট্টা এক সৈন্য, চওড়া মুখে হাসি লেগেই আছে, প্রচণ্ড ভঙ্গি করে হড়বড়িয়ে কথা বলেন; দিবেঙ্কো — মহাদেহী, দাড়িওয়ালা এক নাবিক,- নিরুদ্বিগ্ন মুখ। এ'রাই হলেন সেই মুহূর্তের এবং আগামী আরো অনেক মুহূর্তের ভাগ্যবিধাতা।

নিচে কারখানা কমিটির আপিসে বসে আছেন সেরাতভ, সরকারী অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র দেবার হুকুমে সই দিচ্ছেন; প্রতিটি কারখানার জন্য দেড়শ' করে রাইফেল... লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে প্রতিনিধিরা, সংখ্যায় চল্লিশ...

হলঘরে ছোটোখাটো কিছু বলশেভিক নেতাদের সঙ্গে দেখা হল। একজন একটি রিভলবার দেখিয়ে বললে, মুখখানা ফ্যাকাশে, 'খেলা শুরু হয়ে গেছে। আমরা এগোই বা না এগোই, ও-পক্ষ ভালোই জানে যে আমাদের খতম না করলে ওরা নিজেরাই খতম হয়ে যাবে...'

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের অধিবেশন চলেছে দিন রাত। বিরাট হলঘরে যখন এলাম তখন ত্রৎস্কি তাঁর বক্তৃতা শেষ করছেন:

'আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় **ভিত্মুপ্রেনিয়ের** কোনো ইচ্ছে আমাদের আছে কিনা। এর একটা পরিষ্কার জবাব আমি দিতে পারি। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত মনে করে যে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা আসার মুহূর্তটি শেষ পর্যন্ত এসেছে। সারা রুশ কংগ্রেস থেকে এই ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। একটা সশস্ত্র অভিযানের দরকার হবে কিনা... তা নির্ভর করছে তাদের ওপর যারা সারা রুশ কংগ্রেসে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইছে...

'আমরা মনে করি যে সাময়িক মন্ত্রিসভার লোকগুলির হাতে এই যে সরকার তুলে দেওয়া হয়েছে, এ একটা করুণ, অসহায় সরকার, সত্যিকারের এক জনপ্রিয় সরকারের কাছে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে ইতিহাসের সম্মার্জণী তাড়নার অপেক্ষা করছে মাত্র। কিন্তু এখনো পর্যন্ত, আজো পর্যন্ত আমরা সংঘর্ষ এড়াবার চেষ্টা করছি। আমরা আশা করি যে জনগণের সংগঠিত স্বাধীনতার ওপর যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দণ্ডায়মান সেটা সারা রুশ কংগ্রেস স্বহস্তে গ্রহণ করবে। যে সামান্য সময়টুকু — চব্বিশ ঘণ্টা, আটচল্লিশ ঘণ্টা কি বাহাত্তর ঘণ্টার আয়ু সরকার আশা করতে পারে সেটা যদি তারা আমাদের আক্রমণ করার জন্যে ব্যবহার করতে চায় তাহলে তার জবাব আমরা দেব প্রত্যাক্রমণে, আঘাতের বদলে আঘাতে, লোহার বদলে ইস্পাতে!'

করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করলেন যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা সামরিক বিপ্লবী কমিটিতে প্রতিনিধি পাঠাতে রাজী হয়েছে...

ভোর তিনটের সময় যখন স্মোলনি থেকে বেরুই, দেখি দরজার দু' পাশে দুটি মেসিনগান বসানো হয়েছে, জোর পেট্রল চলেছে, রক্ষা করা হচ্ছে ফটক এবং আশেপাশের মোড়গুলো। বিল শাতোভ* ছুটে উঠছিলেন সিঁড়িতে। বললেন, 'লাগিয়ে দিয়েছি! আমাদের 'সলদাৎ' আর 'রাবোচি পুত' কাগজ

---

* ভ্লাদিমির সের্গেয়েভিচ শাতোভের কথা বলা হচ্ছে। ১৯১৭ সালের জুন মাসে ইনি আমেরিকা থেকে ফেরেন; 'বিশ্ব শিল্প শ্রমিক'এর একজন সংগঠক; পেত্রগ্রাদ সামরিক বিপ্লবী কমিটির সদস্য, কারখানা কমিটিগুলোর কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, পরে কমিউনিস্ট। — সম্পাঃ

দ্বটি বন্ধ করার জন্যে কেরেনস্কি য়্বঙ্কারদের পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা গিয়ে সরকারী সীল ভেঙে দেয়। এবার আমরা সৈন্য পাঠাচ্ছি বুর্জোয়া খবরের কাগজের দপ্তরগ্বলো বন্ধ করার জন্যে!' সোল্লাসে আমার কাঁধে চাপড় দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন তিনি...

৬ই তারিখে সকালে সেন্সরের সঙ্গে আমার কাজ ছিল, আপিসটা পররাষ্ট্র মন্ত্রিদপ্তরে। দেয়ালের সর্বত্রই লোককে 'শান্ত' থাকার জন্য ব্যাকুল আবেদন। প্রিকাজের (আদেশ) পর প্রিকাজ জারি করছেন পলকোর্ভনিকভ.

সামরিক এলাকার সদরদপ্তর থেকে নতুন কোনো হ্বকুম না পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত সামরিক ইউনিট ও ডিট্যাচমেণ্টকে ব্যারাকে থাকার হ্বকুম দিচ্ছি... ওপরওয়ালার হ্বকুম না নিয়ে কোনো অফিসার কিছ্ব করতে গেলে বিদ্রোহের জন্য তাদের কোর্টমার্শাল করা হবে।

অন্য কোনো সংগঠনের কোনো নির্দেশ পালন সৈনিকদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ...

সকালের কাগজে খবর বের্বল সরকার 'নভায়া র্বস', 'জিভোয়ে স্লোভো', 'রাবোচি প্বত' ও 'সলদাৎ' কাগজ বন্ধ করে দিয়েছে; পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের নেতাদের ও সামরিক বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তারের হ্বকুম হয়েছে...

প্রাসাদ স্কোয়ার যখন পেরচ্ছি, তখন য়্বঙ্কার গোলন্দাজদের কয়েকটা ব্যাটারি ঘর্ঘর শব্দ তুলে লাল তোরণ থেকে বেরিয়ে এসে প্রাসাদের সামনে ঘাঁটি নিল। জেনারেল স্টাফের মস্ত লাল বাড়িটা অস্বাভাবিক উত্তেজিত, বেশ কয়েকটা বর্মাব্বত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, অফিসারে ভর্তি মোটর আসছে আর যাচ্ছে... সেন্সর মশায়কে দেখলাম সার্কাসে আসা বাচ্চার মতো ভয়ানক উত্তেজিত। বললেন, প্রজাতন্ত্র পরিষদে পদত্যাগ প্রস্তাব দাখিলের জন্যে কেরেনস্কি এইমাত্র গেছেন। আমি ছ্বটলাম মারিনস্কি প্রাসাদে, যখন পেঁছলাম তখন কেরেনস্কির সেই আবেগাকুল ও প্রায় অসংলগ্ন বক্তৃতাটি শেষ হচ্ছে, প্রতিপক্ষের প্রতি তীব্র ধিক্কার ও নিজের অসীম আত্মসমর্থনে বোঁটি ভরা:

''রাবোচি প্বত'এ উলিয়ানভ-লেনিন নামে এক রাষ্ট্রাপরাধী, যে

আত্মগোপন করে আছে এবং যাকে আমরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি, তার লেখা কিস্তির পর কিস্তি প্রবন্ধ থেকে আমি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ কিছু পড়ে শোনাব... এই রাষ্ট্রাপরাধী প্রলেতারিয়েত ও পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনকে ১৬ই — ১৮ই জুলাইয়ের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির ডাক দিয়েছে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আশু প্রয়োজনীয়তায় জোর দিচ্ছে... এ ছাড়াও বহু সভায় অন্যান্য বলশেভিক নেতারাও উঠে দাঁড়িয়ে অবিলম্বে অভ্যুত্থানের আহ্বান জানিয়েছে। বিশেষ করে লক্ষ্যণীয় পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের বর্তমান সভাপতি ব্রনস্তেইন-ত্রৎস্কির কার্যকলাপ...

'এদিকেও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত যে... 'রাবোচি পুত' ও 'সলদাৎ'এর পুরো একগুচ্ছ প্রবন্ধের কথা ও সুর একেবারে ঠিক 'নভায়া রুস'এর মতো... অমুক অমুক রাজনৈতিক পার্টির আন্দোলন নিয়ে প্রশ্নটা তত নয়, ব্যাপারটা হল এই যে জনগণের একাংশের রাজনৈতিক অজ্ঞতা ও দুর্বৃত্ত মনোবৃত্তির সুযোগ নেওয়া হচ্ছে, ব্যাপারটা এমন ধরনের এক সংগঠন নিয়ে যার উদ্দেশ্য হল যে মূল্যাই দিতে হোক রাশিয়ায় ছারখার ও লুঠতরাজের এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন খুঁচিয়ে তোলা; কেননা জনগণের মানসিক অবস্থা এখন যা, তাতে পেত্রগ্রাদে যে কোনো আন্দোলনের পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর সব হত্যাকাণ্ড, মুক্ত রাশিয়ার নাম তাতে চিরকালের মতো ধিক্কৃত হবে।

'...উলিয়ানভ-লেনিনের নিজ স্বীকৃতি অনুসারেই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের চূড়ান্ত বামপন্থীদের পক্ষে অবস্থা খুবই অনুকূল।' (এইখানে কেরেনস্কি লেনিনের প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অংশটি পড়ে শোনান।):

ভেবে দেখুন!.. জার্মানরা রয়েছে এক পৈশাচিক রকমের দুরূহ অবস্থায়, তাদের আছে শুধু এক লিবক্নেখত (তাও কয়েদে), কাগজ নেই, সভার স্বাধীনতা নেই, সোভিয়েত নেই, শেষ সমৃদ্ধ কৃষকটি পর্যন্ত সমাজের প্রতিটি শ্রেণী আন্তর্জাতিকতার প্রতি অসম্ভব শত্রুভাবাপন্ন, সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট বুর্জোয়ারা অসম্ভব সংগঠিত, সেই অবস্থায় জার্মানরা অর্থাৎ জার্মান বিপ্লবী-আন্তর্জাতিকতাবাদীরা, নৌসৈন্যের উর্দি-পরা মজুরেরা, বিদ্রোহ করেছে নৌবহরে, জয়লাভের এক শতাংশ আশাও যেখানে আছে কিনা সন্দেহ।

আর আমরা, ডজন ডজন কাগজ আছে আমাদের, আছে সভার স্বাধীনতা, আছে সোভিয়েতে সংখ্যাধিক্য, সারা বিশ্বের প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা-বাদীদের তুলনায় যাদের পরিস্থিতি সবচেয়ে ভালো, সেই আমরা কিনা আমাদের বিদ্রোহ মারফত জার্মান বিপ্লবীদের সমর্থন করতে অস্বীকার করছি।

কেরেনস্কি তারপর বলেন:

'বিদ্রোহের সংগঠকেরা এইভাবে প্রকারান্তরে স্বীকার করছেন যে রাজনৈতিক পার্টির অবাধ ক্রিয়াকলাপের সর্বোত্তম পরিস্থিতি রয়েছে রাশিয়ায়, এমন এক সাময়িক সরকারের আমলে যার শীর্ষে রয়েছে, এই পার্টির মতে, 'এক জবরদখলী, বুর্জোয়ার কাছে আত্মবিক্রীত মুখ্যমন্ত্রী কেরেনস্কি...'

'...অভ্যুত্থানের সংগঠকেরা জার্মান প্রলেতারিয়েতের নয়, সাহায্য করতে যাচ্ছে জার্মান শাসক শ্রেণীদের, রুশ ফ্রন্টকে তারা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে ভিলহেল্ম ও তাঁর বন্ধুবর্গের বর্মমুষ্টির কাছে এই লোকগুলোর উদ্দেশ্য কী সেটা সাময়িক সরকারের কাছে ধর্তব্য নয়, এদের কাজটা সচেতন নাকি অচেতন তাতে কিছু এসে যায় না; অন্তত এই মঞ্চ থেকে আমার দায়িত্বের পূর্ণ চেতনায় আমি এই রুশ রাজনৈতিক পার্টির এই ধরনের ক্রিয়াকলাপকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহ বলে অভিহিত করব।

'...আইনের দৃষ্টি গ্রহণ করছি আমি এবং অবিলম্বে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় গ্রেপ্তারের প্রস্তাব দিচ্ছি।' (বাম থেকে হল্লা।) 'যা বলছি শুনুন!' প্রচণ্ড গলায় চিৎকার করলেন তিনি। 'সচেতন অথবা অচেতন দেশদ্রোহের ফলে রাষ্ট্র যখন বিপন্ন সে মুহূর্তে সাময়িক সরকার এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আমি রাশিয়ার জীবন, তার মর্যাদা, তার স্বাধীনতা বিসর্জন দেবার বদলে বরং মৃত্যুবরণ করব...'

এই মুহূর্তে কেরেনস্কির হাতে কী একটা কাগজ দেওয়া হল।

'রেজিমেন্টগুলোতে ওরা যে প্রচারপত্র ছড়াচ্ছে, সেটি এইমাত্র পেলাম। তার বক্তব্য শুনুন।' পড়তে লাগলেন:

'শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত বিপন্ন। রেজিমেন্টদের আমরা নির্দেশ দিচ্ছি, অবিলম্বে যুদ্ধের জন্য তৈরি থেকে নতুন হুকুমের

অপেক্ষা করুন। এ হুকুম পালনে বিলম্ব বা অস্বীকৃতি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হবে। সামরিক বিপ্লবী কমিটি। সভাপতির পক্ষে — পদ্‌ভইস্কি। সেক্রেটারি — আন্তোনভ।'

'বাস্তবপক্ষে এ হল চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছোটো লোকদের ক্ষেপিয়ে তোলা, সংবিধান সভা ভাঙা এবং ভিলহেল্মে সৈন্যদের বর্মমুষ্টির কাছে ফ্রন্ট খুলে দেবার অপচেষ্টা…

''ছোটো লোক' আমি ইচ্ছে করেই বলেছি, কেননা সচেতন গণতন্ত্র ও তার ৎসে-ই-কা, সমস্ত ফৌজ সংগঠন, মুক্ত রাশিয়া যাকিছু নিয়ে গর্ব করে সেই সর্বকিছুই, মহান রুশ গণতন্ত্রের শুভ বুদ্ধি, মর্যাদা ও বিবেক এর বিরুদ্ধে…

'কোনো প্রার্থনা নিয়ে আমি এখানে আসি নি, এসেছি আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস পেশ করতে যে এই মুহূর্তে আমাদের নবার্জিত মুক্তিকে যা রক্ষা করছে সেই সাময়িক সরকারকে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যার নির্বন্ধ সেই নতুন রুশ রাষ্ট্রকে সকলেই একবাক্যে সমর্থন করবে কেবল তারা বাদে, যারা সত্যের সম্মুখীন হতে কদাচ সাহস করে নি…

'…নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার ভোগের যে স্বাধীনতা আছে রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের তা কখনো সাময়িক সরকার লঙ্ঘন করে নি… কিন্তু এখন সাময়িক সরকার ঘোষণা করছে: এই মুহূর্তে রুশ জাতির মধ্যস্থ এই যেসব লোকেরা, এই যেসব গোষ্ঠী ও পার্টি রুশ জনগণের স্বাধীন অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে হাত তোলার স্পর্ধা করেছে, এবং সেই সঙ্গে জার্মানির কাছে ফ্রন্ট খুলে দেবার হুমকি দিচ্ছে, তাদের দৃঢ় হস্তে নিশ্চিহ্ন করতে হবে!..

'পেত্রগ্রাদের জনগণ জেনে রাখুক যে একটা দৃঢ় শক্তির সম্মুখীন হতে হবে তাদের এবং হয়ত শেষ মুহূর্তে শুভ বুদ্ধি, মর্যাদা ও বিবেকের জয় হবে তেমন সব হৃদয়ে যেখানে এখনো তা লুপ্ত হয় নি…'

বক্তৃতার এই সমস্ত সময়টা ধরে কানফাটা চিৎকার উঠছিল কক্ষে। ঘর্মাক্ত ফ্যাকাশে মুখে মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ থেকে নেমে তাঁর অফিসার দলের সঙ্গে চলে যেতেই বাম ও কেন্দ্র থেকে বক্তার পর বক্তা উঠে আক্রমণ করতে লাগল দক্ষিণকে, এক কণ্ঠে গর্জন করে উঠল ক্রোধ। এমনকি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরাও গোৎস মারফত:

'জনসাধারণের অসন্তোষ নিয়ে খেলা করার দিক থেকে বলশেভিকদের

নীতি বাগাড়ম্বর-প্রণোদিত এবং দুর্বৃত্তোচিত। কিন্তু জনসাধারণের পুরো একগুচ্ছ দাবির এখনো পর্যন্ত কোনো প্রতিকার হয় নি.. শান্তি, জমি ও ফৌজ গণতন্ত্রীকরণের প্রশ্নে এমন বিবৃতি দিতে হবে যাতে প্রতিটি সৈনিক, চাষী বা মজুর নিঃসন্দেহ হতে পারে যে সরকার সমস্যা সমাধানের জন্যে দৃঢ় ও অটলভাবেই সচেষ্ট ..

'আমরা এবং মেনশেভিকরা মন্ত্রিসভায় কোনো সংকট খুঁচিয়ে তুলতে চাই না, আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে, আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা সাময়িক সরকারকে সমর্থন করতে প্রস্তুত থাকব, যদি কেবল সাময়িক সরকার এই সমস্ত জরুরী প্রশ্নে লোকে এত অধৈর্যে যার প্রত্যাশা করে আছে সেই পরিষ্কার সুস্পষ্ট কথাগুলো বলেন '

তারপর মার্তভ, ক্ষেপে লাল

'বিপথ চালিত হলেও প্রশ্নটা যখন প্রলেতারিয়েত ও ফৌজের গুরুত্বপূর্ণ সব অংশের একটা আন্দোলন নিয়ে, সেই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী যখন 'ছোটো লোকের' আন্দোলনের কথা বলেন তখন সেটা গৃহযুদ্ধে উস্কানি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

বামপন্থীদের প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হল। কার্যত দাঁড়ায় যে এটি একটি অনাস্থা প্রস্তাব·

১। কিছু দিন যাবৎ যে সশস্ত্র অভিযানের আয়োজন চলছে তার উদ্দেশ্য হল কুদেতা, তাতে গৃহযুদ্ধ উস্কিয়ে তোলার বিপদ দেখা দিচ্ছে, এবং দাঙ্গা, প্রতিবিপ্লব তথা কৃষ্ণশতদের মতো প্রতিবিপ্লবী শক্তির সমাবেশ ঘটাবার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করছে, যার ফলে অনিবার্যই সংবিধান সভা বসা অসম্ভব হবে, সামরিক বিপর্যয় ও বিপ্লবের মৃত্যু ঘটবে, দেশের অর্থনৈতিক জীবন অচল ও রাশিয়ার ধ্বংস হবে;

২। এই আন্দোলনের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব এবং যুদ্ধ ও সাধারণ বিশৃঙ্খলার ফলে সৃষ্ট বাস্তব অবস্থায়। সবার আগে দরকার অবিলম্বে কৃষকদের ভূমি কমিটিগুলির নিকট জমি হস্তান্তরের ডিক্রি জারী করা এবং শান্তির সর্ত ঘোষণা করে শান্তি আলাপ শুরু করার জন্য মিত্রশক্তিদের কাছে প্রস্তাব পেশ করা মারফত বহির্নীতিতে বিশেষ তৎপর কার্যক্রম অনুসরণ করা;

৩। রাজতান্ত্রিক অভিব্যক্তি ও দাঙ্গাবাজ আন্দোলন শায়েস্তা করতে হলে

এই সব আন্দোলন দমনের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে পৌর প্রতিষ্ঠান ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংস্থা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে পেত্রগ্রাদে একটি জননিরাপত্তা কমিটি স্থাপন করতে হবে, যারা সাময়িক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করবে...

মজার ব্যাপার এই যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা সকলেই এই প্রস্তাবের পক্ষ নেয়.. কেরেনস্কি সেটা দেখে শীত প্রাসাদে আভক্সেন্তিয়েভকে বোঝাপড়ার জন্য ডেকে পাঠান। এর অর্থ যদি এই হয় যে এতে সাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ পাচ্ছে, তাহলে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তিনি অনুরোধ করছেন আভক্সেন্তিয়েভকে। 'আপোসপন্থীদের' নেতা দান, গোৎস এবং আভক্সেন্তিয়েভ তাঁদের শেষ আপোসটি করলেন... কেরেনস্কিকে তাঁরা বোঝালেন যে প্রস্তাবটায় সরকারের সমালোচনা বোঝাচ্ছে না!

মর্স্কায়া ও নেভস্কির মোড়ে বেঅনেট ধারী কয়েক দল সৈন্য সমস্ত প্রাইভেট গাড়ি থামিয়ে আরোহীদের নামিয়ে দিয়ে শীত প্রাসাদের দিকে যাবার হুকুম দিচ্ছিল। মস্ত একদল ভিড় জমেছে সেটা দেখবার জন্য। সৈন্যরা সরকারের নাকি সামরিক বিপ্লবী কমিটির সেটা কেউ জানে না। একই ব্যাপার ঘটছে কাজান ক্যাথেড্র্যালের সামনে, মোটর গাড়ি ফেরত পাঠানো হচ্ছে নেভস্কি দিয়ে। পাঁচ ছয় জন নাবিক এল রাইফেল হাতে, উত্তেজনায় হাসছে, আলাপ শুরু করলে দুজন সৈন্যের সঙ্গে। নাবিকদের টুপিতে লেখা ছিল **আভরোরা** এবং **জারিয়া স্ভোবোদি** — বল্টিক নৌবহরের প্রধান দুটি বলশেভিকবাদী যুদ্ধজাহাজের নাম। এদের একজন বললে, 'ক্রনশ্‌তাদ্‌ত আসছে হে!..' এ যেন ১৭৯২ সালে প্যারিসের রাস্তায় কাউকে বলতে শুনলাম, 'মার্সেল্‌স আসছে!' কেননা ক্রনশ্‌তাদ্‌তে ছিল পঁচিশ হাজার নাবিক, পাকা বলশেভিক সব, মরতে ভয় পায় না...

'রাবোচি ই সলদাৎ' সদ্য বেরিয়েছে, সামনের পুরো পাতাটা জুড়ে এক মস্ত ঘোষণা:

সৈনিকেরা! শ্রমিকেরা! নাগরিকেরা!

গত রাত থেকে জনশত্রুরা আক্রমণে নেমেছে। জেনারেল স্টাফের

কর্নিলভপন্থীরা উপকণ্ঠ* থেকে রুষ্কার ও স্বেচ্ছাসেবক ব্যাটালিয়ন আনার চেষ্টা করছে। ওরানিয়েনবাউম রুষ্কাররা ও ৎসারস্কোয়ে সেলোর স্বেচ্ছাসেবকেরা আসতে অস্বীকার করেছে। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক আঘাত হানার চক্রান্ত চলেছে... প্রতিবিপ্লবীদের এ অভিযান সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঠিক তার উদ্বোধনের আগেই, সংবিধান সভার বিরুদ্ধে, জনগণের বিরুদ্ধে। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত বিপ্লবকে রক্ষা করছে। চক্রান্তকারীদের আক্রমণ প্রতিহত করার নেতৃত্ব নিয়েছে সামরিক বিপ্লবী কমিটি। পেত্রগ্রাদের সমগ্র গ্যারিসন এবং প্রলেতারিয়েত জনশত্রুদের মোক্ষম আঘাত হানার জন্য তৈরি।

সামরিক বিপ্লবী কমিটি নির্দেশ দিচ্ছে:

১। রেজিমেণ্ট, ডিভিসন ও যুদ্ধজাহাজের সমস্ত কমিটি, সোভিয়েত কমিশার ও সমস্ত বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে একত্রে অবিরাম অধিবেশন চালাবে এবং চক্রান্তকারীদের পরিকল্পনা সম্পর্কে সমস্ত খবর স্বহস্তে কেন্দ্রীভূত করবে।

২। কমিটির অনুমতি ছাড়া কোনো সৈন্য তার ডিভিসন ছেড়ে যাবে না।

৩। অবিলম্বে প্রতিটি সামরিক ইউনিট থেকে দুজন করে এবং প্রতিটি জেলা সোভিয়েত থেকে পাঁচ জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে হবে স্মোলনিতে।

৪। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সমস্ত সভ্য এবং সারা রুশ কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিনিধিদের অবিলম্বে জরুরী বৈঠকের জন্য স্মোলনিতে আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রতিবিপ্লব তার দুর্বৃত্ত মাথা তুলেছে।

সৈনিক ও শ্রমিকদের সমস্ত বিজয় ও আশা এক মহা বিপদে বিপন্ন।

কিন্তু বিপ্লবের শক্তি শত্রুশক্তির চেয়ে অনেক বেশি।

বলিষ্ঠ হাতেই আছে জনগণের স্বার্থরক্ষার ভার। চূর্ণ হবে চক্রান্তকারীরা।

দ্বিধা নয়, সংশয় নয়! দৃঢ়তা, অটলতা, সহ্যশক্তি, সংকল্প!

বিপ্লব জিন্দাবাদ!

সামরিক বিপ্লবী কমিটি

*

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের অবিরাম অধিবেশন চলেছে ঝঞ্ঝা কেন্দ্র স্মোলনিতে, ঘুমে মেজের ওপরেই শুয়ে পড়ছে প্রতিনিধিরা, ফের উঠে অংশ নিচ্ছে বিতর্কে। ত্রৎস্কি, কামেনেভ, ভলোদারস্কি বক্তৃতা দিচ্ছেন দিনে ছয়, আট, বারো ঘণ্টা...

এক তলায় ১৮ নং ঘরে গিয়ে হাজির হলাম, বলশেভিক প্রতিনিধিদের ঘরোয়া বৈঠক চলছিল এখানে। ভিড়ে বক্তাকে দেখা গেল না, শুধু শোনা গেল এক রুক্ষ কণ্ঠের নির্ঘোষ: 'আপোসপন্থীরা বলে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। সে কথায় কান দেবেন না। একবার শুরু হয়ে গেলে তাদের আমাদের সঙ্গেই আসতে হবে, নয়ত নিজেদের অনুগামীদেরই তারা হারাবে...'

একটুকরো কাগজ তুলে ধরলেন তিনি। 'তাদের আমরা টেনেই আনছি' মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কাছ থেকে এইমাত্র একটা খবর এসেছে! তারা বলছে তারা আমাদের কাজের নিন্দা করে, কিন্তু সরকার যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে তারা প্রলেতারিয়েতের কর্মযজ্ঞের বিরোধিতা করবে না!' প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি...

রাত হতেই মস্ত হলঘরটা ভরে উঠল সৈনিক আর মজুরে, ... চোখে পড়ে কেবল কালচে-বাদামী ঘন একটা পুঞ্জ, সিগারেটের ঝাপসা নীল ধোঁয়ায় জলদমন্দ্র গুঞ্জন উঠছে। পুরনো **ৎসে-ই-কা** ঠিক করেছে অভিনন্দন জানাবে নতুন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের, যাতে হয়ত বা ধ্বংস পাবে তারাই এবং তাদের গড়া বিপ্লবী ব্যবস্থাটা। তবে এ সভায় শুধু **ৎসে-ই-কার** সদস্যরাই ভোট দেবার অধিকারী।

মাঝ রাতের পরে সভাপতিত্ব করলেন গোৎস এবং উৎকর্ণ একটা থমথমে নীরবতায় বক্তৃতা দিতে উঠলেন দান। সে নীরবতা আমার মনে হল প্রায় বিপজ্জনক।

বললেন, 'এই যে মুহূর্তটা আমরা পেরচ্ছি, সেটি অতি বিয়োগাত্মক রঙে রঞ্জিত। শত্রু পেত্রগ্রাদের দরজার কাছে, তাকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিরা, অথচ এদিকে রাজধানীর রাস্তায় রক্তপাত ঘনাচ্ছে এবং দুর্ভিক্ষে শুধু আমাদের সরকার নয় বিপ্লবটাই ধ্বংস পাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে...

'লোকে পীড়িত, অবসন্ন। বিপ্লবে তাদের আর কোনো আগ্রহ নেই। বলশেভিকরা যদি কিছু শুরু করে দেয়, তাহলে বিপ্লবই খতম হয়ে যাবে...'

(চিৎকার: 'মিথ্যা কথা!') 'দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করার জন্যে বলশেভিকদের অপেক্ষায় আছে প্রতিবিপ্লবীরা... যদি কোনো ভিজুর্গ্লেনিয়ে হয়, তাহলে সংবিধান সভার আশা নেই..' (চিৎকার: 'মিথ্যা কথা! ধিক! ধিক!')

'যুদ্ধ চলার একটা এলাকায় পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন জেনারেল স্টাফের হুকুম মানবে না এ চলতে পারে না .. জেনারেল স্টাফ এবং আপনাদের নির্বাচিত ৎসে-ই-কার হুকুম আপনাদের মেনে চলতেই হবে। সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা -- তার অর্থ মরণ! লুটপাট অগ্নিকাণ্ডের মুহূর্তটির জন্যে চোর ডাকাতে অপেক্ষা করে আছে যখন এমন ধ্বনি দেওয়া হয় 'ঘর ভেঙে ঢোকো, ছিনিয়ে নাও বুর্জোয়ার জামা জুতো ..' (হৈচৈ, চিৎকার 'মোটেই তেমন কোনো ধ্বনি দেওয়া হয় নি! মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!') 'তাতে কিছু যায় আসে না, শুরুটা যেভাবেই হোক, শেষটা এই-ই দাঁড়াবে!

'ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা আছে ৎসে-ই-কার, তাকে মানতে হবে... বেঅনেটের ভয় করি না আমরা নিজের দেহ দিয়ে ৎসে-ই-কা বিপ্লবকে বাঁচাবে .' (চিৎকার 'দেহটা অনেক আগেই মারা গেছে!')

প্রচণ্ড হৈচৈ চলল একনাগাড়ে, তার মধ্যেই টেবল চাপড়ে কাংস্য কণ্ঠে চিৎকার করে তিনি বললেন, 'এই দিকে যারা ঠেলতে চাইছে তারা অপরাধ করছে!'

সভার মধ্যে থেকে কেউ 'অপরাধ তোমরা করেছ অনেক আগেই যখন ক্ষমতা দখল করে সেটা তুলে দাও বুর্জোয়াদের হাতে!'

গোৎস (সভাপতির ঘণ্টি বাজিয়ে) 'চুপ! চুপ! নইলে বার করে দেব কিন্তু!'

সভার মধ্যে কেউ: 'চেষ্টা করে দেখুন না!' (হাততালি, শিস।)

'এবার শান্তি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য।' (হাস্য ধ্বনি) 'দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া রাশিয়া আর সমর্থন করতে পারে না। শান্তি হতে যাচ্ছে, তবে বরাবরের শান্তি নয়, গণতান্ত্রিক শান্তি নয় . রক্তপাত বন্ধের জন্যে আজ প্রজাতন্ত্র পরিষদে আমরা এক প্রস্তাব গ্রহণ করে ভূমি কমিটিদের নিকট জমি হস্তান্তর ও অবিলম্বে শান্তি আলাপের দাবি করেছি...' (হাসি, চিৎকার: 'বড়োই দেরি করে!')

এরপর বলশেভিকদের পক্ষ থেকে মঞ্চে উঠলেন ত্রৎস্কি, সঙ্গে সঙ্গে করতালির ঝড় উঠল, বজ্রগর্ভ অভিনন্দনে উঠে দাঁড়াল লোকে। রোগা

ছুঁচলো মুখখানার শাণিত বিদ্রুপে তাঁকে দেখাচ্ছিল ঠিক মেফিস্টোফিলিসের মতো।

'দান দেখাবার চেষ্টা করছেন যে জনগণ — অগণিত, ভোঁতা, নির্বিকার জনগণ পুরোপুরি তাঁর পক্ষেই!' (সভায় অট্টহাস্য।) নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন সভাপতির দিকে। 'আমরা যখন চাষীদের জমি দেবার কথা বলি, তখন আপনি ছিলেন তার বিপক্ষে। চাষীদের আমরা বলি, 'ওরা যদি জমি না দেয়, নিজেরাই নিয়ে নাও!' চাষীরা আমাদের পরামর্শই শুনেছে। আর আপনি আজ সেই কথা শোনাতে এসেছেন যা ছয় মাস আগেই আমরা বলেছি ..

'আমি বিশ্বাস করি না যে সৈন্যদলে মৃত্যুদন্ড স্থগিতের যে আদেশ কেরেনস্কি দিয়েছেন সেটা তাঁর আদর্শের প্রেরণায়। আমি এই কথাই মনে করি যে কেরেনস্কি সেটা করেছেন পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের চাপে, যারা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করে।

'আজ দান সম্পর্কে অভিযোগ করা হচ্ছে যে তিনি প্রজাতন্ত্র পরিষদে এমন একটি বক্তৃতা দিয়েছেন যাতে প্রমাণিত হচ্ছে যে তিনি এক গোপন বলশেভিক... সেদিনও দূরে নয় যখন দান বলতে শুরু করবেন যে ১৬ই ও ১৮ই জুলাইয়ের অভ্যুত্থানে বিপ্লবের সেরা লোকেরাই যোগ দিয়েছিল... প্রজাতন্ত্র পরিষদে আজ দানের প্রস্তাবে সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো উল্লেখই নেই, অথচ তাঁর পার্টির প্রচারে সেই কথাতেই জোর দেওয়া হয়...

'না, গত সাত মাসের ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে জনগণ মেনশেভিকদের ছেড়ে গেছে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা পরাস্ত করল কাদেতদের আর ক্ষমতা যখন পেল তখন সে ক্ষমতা তুলে দিল কাদেতদের হাতেই...

'দান আপনাদের বলছেন অভ্যুত্থানের কোনো অধিকার নেই আপনাদের। প্রতিটি বিপ্লবীই অভ্যুত্থানের অধিকারী! পদদলিত জনগণ যখন অভ্যুত্থান করে, তখন সর্বদাই সেটা অধিকারসঙ্গত...'

তারপর উঠলেন লম্বাটে-মুখ বিষাক্ত-কণ্ঠ লিবের, টিটকারি ও হাসি উঠল শ্রোতাদের মধ্যে।

'মার্কস ও এঙ্গেলস বলে গেছেন, প্রস্তুত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত ক্ষমতা গ্রহণের কোনো অধিকার প্রলেতারিয়েতের নেই। এই ধরনের একটা বুর্জোয়া বিপ্লবে... জনগণ ক্ষমতা দখল করার অর্থ বিপ্লবের শোচনীয় অবসান... ত্রৎস্কি এখন যেটা বলছেন, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক তাত্ত্বিক হিসাবে তিনি নিজেই তার বিরোধী ' (চিৎকার: 'খুব হয়েছে! থামুন' মুর্দাবাদ!')

মার্তভ বক্তৃতা দিলেন ক্রমাগত বাধা পেয়ে, 'আন্তর্জাতিকতাবাদীরা গণতন্ত্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধী নয়, কিন্তু বলশেভিকদের পদ্ধতি তারা অনুমোদন করে না। এটা ক্ষমতা দখলের সময় নয় ..'

আবার দান উঠলেন, প্রচণ্ড প্রতিবাদ করলেন সামরিক বিপ্লবী কমিটির কাজের, 'ইজ্‌ভেস্তিয়ার' আপিস দখল ও কাগজটি সেন্সর করার জন্য তারা নাকি একজন কমিশার পাঠিয়েছে। উদ্দাম কোলাহল শুরু হয়ে গেল। বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করলেন মার্তভ, কিন্তু কোনো কথাই শোনা গেল না। সারা হলঘর জুড়ে ফৌজ ও বল্টিক নৌবহরের প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়িয়েছে, চিৎকার করছে, সোভিয়েতই তাদের সরকার.

ভয়ঙ্কর হৈচৈয়ের মধ্যে এর্লিখ* যে প্রস্তাব দিলেন, তাতে শান্ত থাকতে, শোভাযাত্রার প্ররোচনায় সাড়া না দিতে অনুরোধ করা হল শ্রমিক সৈনিকদের, অবিলম্বে একটি জননিরাপত্তা কমিটি প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা দেখানো হল এবং অবিলম্বে চাষীদের কাছে জমি হস্তান্তর ও শান্তি আলাপ শুরু করার জন্য ডিক্রি জারি করার দাবি করা হল সাময়িক সরকারের কাছে...

তখন লাফিয়ে উঠলেন ভলোদারস্কি, রুক্ষ গলায় জানিয়ে দিলেন যে কংগ্রেসের ঠিক প্রাক্কালে কংগ্রেসের ক্ষমতা ধারণের কোনো অধিকার ৎসে-ই-কার নেই। ৎসে-ই-কা কার্যত একটা মৃত সংস্থা, প্রস্তাবটা কেবল তার ক্ষীয়মাণ ক্ষমতাকে চাঙ্গা করে তোলার চাল মাত্র...

'আমরা বলশেভিকরা এ প্রস্তাবের ওপর ভোট দেব না!' সমস্ত বলশেভিকরা এরপর হলঘর ছেড়ে যায় ও পাশ হয় প্রস্তাব...

সকাল চারটের সময় বাইরের হলে দেখা হল জোরিনের সঙ্গে, কাঁধে তার একটা রাইফেল।

---

* এর্লিখ — মেনশেভিকদের অন্যতম নেতা। — সম্পাঃ

'আমরা এগ্রুচ্ছি!'(৭) শান্তভাবেই বললেন, তবে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই। 'বিচারের উপমন্ত্রী আর ধর্ম-মন্ত্রীকে পাকড়াও করেছি। এখন তাঁরা নিচের তলকুঠরিতে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করার জন্যে মার্চ শ্রুর্ করেছে একটা রেজিমেণ্ট, আরেকটি রেজিমেণ্ট টেলিগ্রাফ এজেন্সি, আরেকটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক। রাস্তায় নেমেছে লালরক্ষীরা .'

স্মোলনির সি'ড়িতে তুহিন অন্ধকারে প্রথম লালরক্ষীদের দেখলাম আমরা — মজ্বরের পোষাক পরা একদল ছোকরা। বেঅনেট লাগানো বন্দ্বক কাঁধে, দল বে'ধে চঞ্চল আলাপ চালাচ্ছে।

পশ্চিমের নিঝুম ছাদগ্বলো পেরিয়ে অনেক দ্বর থেকে আসছে এলোমেলো গ্বলির শব্দ; য়্বংকাররা সেখানে নেভার ওপরকার সাঁকো খ্বলে ফেলার চেষ্টা করছে, নগরের কেন্দ্রাঞ্চলের সোভিয়েত শক্তির সঙ্গে যাতে ভিবর্গ মহল্লার মজ্বর আর সৈন্যেরা না মিলতে পারে, অন্যদিকে খোলা সাঁকো জোড়া দিচ্ছে ক্রনশ্তাদ্ত নাবিকেরা

পেছনে অতিকায় স্মোলনি, আলোয় ঝিকমিক করছে, গ্বনগ্বন করছে প্রকাণ্ড এক মৌচাকের মতো...

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাময়িক সরকারের পতন

৭ই নভেম্বর বুধবার ঘুম ভাঙল বেশ দেরি করে। নেভস্কি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পিটার-পল দুর্গে বারোটার তোপ পড়তে শুনলাম। ম্যাড়মেড়ে ঠাণ্ডা দিন। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সামনে বেঅনেট লাগানো বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিছু সৈন্য।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন পক্ষে তোমরা? সরকার পক্ষে?'

'সরকার আর নেই,' হেসে বললে একজন, 'স্লাভা বগু! জয় ভগবান!' এর বেশি আর কিছুই জানা গেল না তার কাছ থেকে...

ট্রাম চলেছে নেভস্কি দিয়ে। মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চা, যে যা পেয়েছে ধরে ঝুলছে। দোকানপত্র খোলা, রাস্তার লোকেদের মধ্যে চাঞ্চল্য যেন আগের দিনের চেয়ে কম। রাত্রের মধ্যেই দেয়াল জুড়ে নতুন এক পশলা আবেদন ফুটেছে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে — চাষীদের কাছে, ফ্রন্টের সৈন্যদের কাছে, পেত্রগ্রাদের মজুরদের কাছে আবেদন। তার একটা এই রকম

পেত্রগ্রাদ পৌরসভার পক্ষ থেকে

পৌরসভা নাগরিকদের জানাচ্ছে যে ৬ই নভেম্বরের জরুরী অধিবেশনে পৌরসভা একটি জননিরাপত্তা কমিটি গঠন করেছে, তাতে আছে কেন্দ্রীয় ও এলাকা পৌর কমিটিগুলির সদস্য এবং নিম্নলিখিত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক

সংগঠনের প্রতিনিধি: ৎসে-ই-কা, কৃষক প্রতিনিধিদের সারা রুশ কার্যকরী কমিটি, ফৌজ সংগঠন, ৎসেন্ত্রোফ্লোৎ, শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি।

জননিরাপত্তা কমিটির সভ্যরা পৌরসভা ভবনে ডিউটিতে থাকবেন। টেলিফোন ১৫-৪০, ২২৩-৭৭, ১৩৮-৩৬।

৭ই নভেম্বর, ১৯১৭

তখন আমি বুঝি নি যে এটা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পৌরসভার যুদ্ধ ঘোষণা।

এক কপি 'রাবোচি পুত' কিনলাম, মনে হল বিক্রি হচ্ছিল কেবল এই একটা কাগজই, এবং কিছু পরে একটি সৈনিককে পঞ্চাশ কোপেক দিয়ে জোগাড় করলাম 'দিয়েন' কাগজের একটি সেকেন্ড-হ্যান্ড সংখ্যা। বলশেভিক কাগজটি ছাপা হয়েছে 'রুস্কায়া ভলিয়ার' আপিস দখল করে, বড়ো আয়তনের কাগজে। প্রকান্ড হেডলাইন: 'শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক সোভিয়েতের হাতে চাই সমস্ত ক্ষমতা! শান্তি! রুটি! জমি!' প্রধান প্রবন্ধ বেরিয়েছে জিনোভিয়েভের স্বাক্ষরে*, ইনিও লেনিনের মতোই আত্মগোপন করে আছেন। শুরুটা এই রকম:

প্রতিটি সৈন্য, প্রতিটি মজুর, সত্যকারের প্রতিটি সমাজতন্ত্রী, অকপট প্রতিটি গণতন্ত্রীই বুঝতে পারছে যে বর্তমান পরিস্থিতির দুটি সমাধান সম্ভব।

হয় ক্ষমতা যাবে বুর্জোয়া-জমিদার চক্রের হাতে এবং তার অর্থ শ্রমিক সৈনিক কৃষকদের উপর যত কিছু নিপীড়ন, যুদ্ধের প্রলম্বন, অনিবার্য বুভুক্ষা ও মৃত্যু...

নয় ক্ষমতা যাবে বিপ্লবী শ্রমিক সৈনিক কৃষকদের হাতে; এবং তার অর্থ জমিদারী গোলামির পরিপূর্ণ অবসান, পুঁজিপতিদের অবিলম্বে শায়েস্তা, অবিলম্বে ন্যায্য শান্তির প্রস্তাব। সে ক্ষেত্রে জমি নিশ্চিত চাষীদের জন্য, শিল্প

---

* ঠিক নয়; ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধটি স্বাক্ষরহীন। লেখক কে তা আবিষ্কৃত হয় নি। — সম্পাঃ

নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত শ্রমিকদের জন্য, রুটি নিশ্চিত ক্ষুধার্তের জন্য, সে ক্ষেত্রে শেষ হবে এই অর্থহীন যুদ্ধ!..

'দিয়েন' পত্রিকায় বেরিয়েছে উত্তেজিত রাতটার এলোমেলো খবর। বলশেভিকদের দখলে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বাল্টিক স্টেশন, টেলিগ্রাফ এজেন্সি; পিটারহফ যুঙ্কাররা পেত্রগ্রাদে আসতে অসমর্থ, কসাকরা দ্বিধাগ্রস্ত, কিছু কিছু মন্ত্রী গ্রেপ্তার; নগর মিলিশিয়ার কর্তা মেইয়ের নিহত; গ্রেপ্তার; পাল্টা গ্রেপ্তার; সৈনিক, যুঙ্কার ও লালরক্ষীদের টহলদার দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ (১)।

মর্স্কায়ার মোড়ে দেখা হল ক্যাপটেন গোমবের্গের সঙ্গে, মেনশেভিক ওবোরোনেৎস, মেনশেভিক পার্টির সামরিক বিভাগের সেক্রেটারি। জিজ্ঞেস করলাম অভ্যুত্থান সত্যিই ঘটেছে কিনা। ক্লান্তভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'চোর্ৎ জ্নায়েৎ! শয়তানই জানে! তা বলশেভিকরা হয়ত ক্ষমতা দখল করতে পারে কিন্তু তিন দিনের বেশি তা ধরে রাখতে পারবে না। সরকার চালাবার মতো লোকই নেই ওদের। সম্ভবত ওদের একবার চেষ্টা করে দেখতে দেওয়াই ভালো – খতম হয়ে যাবে ওতেই'

সেন্ট ইসাক চকের মোড়ে সামরিক হোটেলটায় পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র নাবিক। ভেতরে চটপটে নবীন অফিসারদের অনেকেই এসে জুটেছে লবিতে, পায়চারি করছে, ফিসফাস করছে, নাবিকেরা ওদের আটকে রেখেছে, বেরুতে দেবে না..

হঠাৎ বাইরে রাইফেলের একটা প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল, তারপরেই শুরু হল এলোমেলো গুলি। ছুটে বেরলাম বাইরে। প্রজাতন্ত্র পরিষদের অধিবেশন হয় যেখানে সেই মারিনস্কি প্রাসাদের কাছে কিছু একটা গোলমাল চলেছে। চওড়া স্কোয়ারটার কর্ণ রেখা বরাবর দাঁড়িয়ে আছে এক সারি সৈন্য, রাইফেল তৈরি, তাকিয়ে আছে হোটেলের ছাতের দিকে।

'প্রভোকাৎসিয়া! উস্কানি! গুলি করেছে আমাদের দিকে!' চেঁচিয়ে বললে একজন। আরেক জন ছুটে গেল দরজার দিকে।

প্রাসাদের পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিরাট আর্মর্ড কার, পতপত করছে লাল ঝাণ্ডা, কার-এ টাটকা লাল রঙের কয়েকটা অক্ষর: 'স. র. স.দ.' (অর্থাৎ শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত)। তার সমস্ত মেসিনগানই সেণ্ট

ইসাকের দিকে তাক করা। নভায়া উলিৎসার মুখে বাক্স, পিপে, পুরোনো গদি এবং একটা গাড়ি স্তূপ করে ব্যারিকেড উঠেছে। এক রাশ কাঠ দিয়ে ময়কা তীরভূমির পথ বন্ধ। কাছের একটা কাঠগাদা থেকে ছোটো ছোটো কাঠ এনে বাড়ির সামনে ব্রেস্টওয়ার্ক উঠছে...

জিজ্ঞেস করলাম, 'লড়াই বাধবে নাকি?'

'এক্ষুণি! এক্ষুণি!' অস্থিরভাবে বললে একজন সৈন্য, 'চলে যাও কমরেড, গুলি লাগতে পারে। ওরা আসবে ওই দিক থেকে।' অ্যাড্মিরাল্টির দিকে দেখাল সে।

'কারা?'

'কারা যে আসবে ভায়া তা ঠিক বলতে পারি না,' জবাব দিয়ে থুতু ফেললে সে।

প্রাসাদের দরজার সামনে একদল সৈন্য আর নাবিক। রুশ প্রজাতন্ত্র পরিষদের পতন কাহিনী শোনাচ্ছিল একজন নাবিক। বললে, 'ভেতরে গিয়ে ঢুকি, প্রত্যেকটা দরজায় ঘাঁটি নিল কমরেডরা। প্রতিবিপ্লবী-কর্নিলভী যে লোকটা বসত সভাপতির চেয়ারে তার কাছে গিয়ে বললাম, 'পরিষদের খেল শেষ। এবার ঘরে যাও!''

হাসির আওয়াজ উঠল। আমার দলিল দস্তাবেজ যা ছিল সব দুলিয়ে দুলিয়ে কোনোক্রমে প্রেস গ্যালারির দরজার কাছে পৌঁছলাম। সেখানে এক প্রকাণ্ড নাবিক সহাস্য বদনে আমায় থামালে। আমার পাস দেখালাম, বললে, 'খোদ সাধু মিখাইল হলেও যাওয়া চলবে না, কমরেড!' দরজার শার্সি দিয়ে ভেতরে এক ফরাসী সাংবাদিকের বিকৃত মুখ ও প্রবল হাত নাড়া চোখে পড়ল...

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে গোঁপ পাকা একটি বেঁটে লোক, গায়ে জেনারেলের পোষাক, তাকে ঘিরে ধরেছে একদল সৈন্য। মুখখানা তার ভয়ানক লাল হয়ে উঠেছে।

চিৎকার করলে, 'আমি জেনারেল আলেক্সেয়েভ! তোমাদের ওপরওয়ালা অফিসার এবং প্রজাতন্ত্র পরিষদের সদস্য হিসাবে দাবি করছি ঢুকতে দাও আমায়!' রক্ষী অর্ম্বাস্তভরে অন্যদিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে লাগল; একজন অফিসার আসছিল এদিকে, শেষ পর্যন্ত তাকেই সে ডাকলে। ব্যক্তিটি কে দেখে ভয়ানক শশব্যস্ত হয়ে কী করছে না ভেবেই স্যালুট করে বসল সে।

'ডাশে ভিসকোপ্রেভোস্খাদিতেলস্তভো — হুজুর,' সাবেকী সম্বোধনই করল সে এবং থতমতভাবে বললে, 'প্রাসাদে ঢুকতে দেওয়া একেবারে বারণ, আমার কোনো ক্ষমতা নেই...'

মোটর গাড়ি এল একটা, দেখলাম ভেতরে বসে আছেন গোৎস, হাসছেন, বোঝা যায় ব্যাপার স্যাপার দেখে বেশ মজাই লাগছে তাঁর। কয়েক মিনিট পরে এল আরেকটি গাড়ি, সামনে সশস্ত্র সৈনিক, ভেতরে সাময়িক সরকারের ধৃত সদস্যরা। সামরিক বিপ্লবী কমিটির লাৎভীয় সদস্য পিটার্স আসছিল স্কোয়ার পেরিয়ে।

এদের দিকে দেখিয়ে বললাম, 'সে কী, এ সব ভদ্রলোকদের তো গত রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়ে গিয়েছিল বলে আমার ধারণা।'

হতাশ এক বালকের মতো মুখ করে বললেন, 'ওঃ, ধুত্তোর সব! এদের নিয়ে কী করা হবে ঠিক করতে না করতেই হাঁদাগুলো এদের বেশির ভাগকেই ছেড়ে দেয়...'

ভস্ক্রেসেনস্কি প্রস্পেক্টে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে বিরাট একদল নাবিক, তাদের পেছনে যত দূর চোখ যায় সৈন্যের পর সৈন্য আসছে মার্চ করে।

আদ্মিরাল্তেইস্কি সড়ক ধরে গেলাম শীত প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদ স্কোয়ারে ঢোকার সমস্ত ফটকই বন্ধ, সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে, পশ্চিম দিকটায় কর্ডন করেছে একদল সৈন্য, অস্থির একদল নাগরিকের ভিড় জমেছে সেখানে। দূরে দেখা যাচ্ছিল সৈন্যরা প্রাসাদের আঙিনা থেকে কাঠ বয়ে এনে প্রধান ফটকটার কাছে স্তূপ করছিল। এ ছাড়া সবই শান্ত।

সান্ত্রীরা সরকার পক্ষের নাকি সোভিয়েত পক্ষের সেটা বোঝা গেল না। তবে স্মোলনির দেওয়া পরিচয়-পত্রে কোনো কাজ হল না, তাই অন্য আরেক দিকে গিয়ে ভারিক্কী ভাব করে আমাদের মার্কিন পাসপোর্ট দেখালাম এবং 'সরকারী কাজ আছে!' বলে ঠেলে ঢুকে পড়লাম। প্রাসাদের ভেতরে লাল সোনালী কলার আর পেতলের বোতামওয়ালা নীল পোষাকের সেই সাবেকী চাপরাসীরাই সবিনয়ে আমাদের টুপি আর ওভারকোট নিলে, ওপরে উঠে গেলাম আমরা। অন্ধকার বিষণ্ণ বারান্দা, পর্দাগুলো নেই, ঘোরাঘুরি করছে কিছু পুরনো পেয়াদা। কেরেনস্কির দরজায় মোচ কামড়ে পায়চারি করছিল এক নবীন অফিসার। তাকে জিজ্ঞেস করলাম মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা চলবে কিনা। হিল ঠুকে সেলাম করে ফরাসিতে বললে:

'আজ্ঞে না, দ্বঃখিত। আলেক্সান্দ্র ফেওদোরভিচ এখন ভয়ানক ব্যস্ত...' তারপর কিছ্ক্ষণ চাইলে আমাদের ম্বখের দিকে। 'মানে, আসলে তিনি এখানে নেই...'

'কোথায় আছেন?'

'ফ্রন্টে গেছেন(২)। আর জানেন, মোটরে যে যাবেন, তেমন পেট্রলও ছিল না। ব্রটিশ হাসপাতালে লোক পাঠিয়ে কিছ্ব ধার করে আনতে হয়...'

'অন্য মন্ত্রীরা আছেন?'

'কোন একটা ঘরে তাঁরা বৈঠকে বসেছেন, আমি ঠিক জানি না।'

'বলশেভিকরা আসছে নাকি?'

'নিশ্চয়! আসছে বৈকি! ওদের আসার খবর দিয়ে যে কোনো ম্বহ্বর্তেই টেলিফোন বাজতে পারে। তবে আমরাও তৈরি! প্রাসাদের সামনে য্বঙ্কাররা আছে। ওই যে দরজাটা দেখা যাচ্ছে।'

'যেতে পারি ওখানে?'

'নিশ্চয় না। অন্বমতি নেই।' আচমকা সকলের সঙ্গে করমর্দন করে সে চলে গেল। একটা অস্থায়ী পার্টিশানে বসানো নিষিদ্ধ দরজাটির দিকে আমরা এগ্বলাম, বাইরে থেকে আটকানো। পার্টিশানের ওপাশে লোকের গলা শোনা যাচ্ছে। কে একজন হেসে উঠল। এ ছাড়া প্বরনো প্রাসাদটা আগাগোড়া সমাধির মতো স্তব্ধ। ব্বড়ো একজন চাপরাসী ছ্বটে এল আমাদের দিকে, 'না বারিন, ওদিকে যাবেন না।'

'দরজাটা আটকানো কেন?'

'সৈন্যরা যাতে না চলে যায়।' কয়েক মিনিট পরে চা খাব কিনা এই রকম কিছ্ব একটা বলে ফিরে চলে গেল সে। আমরা দরজা খ্বললাম।

ঠিক ঢুকতেই দ্বজন সৈন্য দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল, কিন্তু কিছ্বই বললে না তারা। করিডরের শেষ প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড অলঙ্কৃত কক্ষ, সোনালী কাজ করা কার্নিস, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, তারপরে ছোটো ছোটো আরো কতকগ্বলো ঘর, খয়েরী রঙের কাঠে বাঁধানো। কাঠের মেঝের দ্ব' পাশে সারি সারি নোংরা গদি আর কম্বল, কয়েকজন সৈন্য শ্বয়ে আছে তাতে; সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে সিগারেটের টুকরো, র্বটির খণ্ড, কাপড় চোপড় আর দামী ফরাসী লেবেল আঁটা শ্বন্য বোতল। য্বঙ্কার বিদ্যালয়ের লাল কাঁধপট্টি আঁটা গাদা গাদা সৈন্য ঘ্বরছে তামাকের ধোঁয়া আর অস্নাত মানব

দেহের কেমন একটা বাসি গন্ধের মধ্যে। একজনের হাতে দেখলাম এক বোতল শাদা বাগর্‌ন্ডি — বোঝাই যায় প্রাসাদের ভাঁড়ার থেকে মেরে দেওয়া। আমাদের দিকে অবাক হয়ে চাইলে ওরা। ঘরের পর ঘর পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত একসার বড়ো বড়ো সালোঁ ঘরে পেঁছিলাম, এদের লম্বা লম্বা নোংরা জানলাগুলো সব ঠিক স্কোয়ারের সামনেই, দেয়ালে দেয়ালে প্রকাণ্ড সোনালী ফ্রেমে মস্ত মস্ত তেল-রঙা ছবি — সবই ঐতিহাসিক যুদ্ধ দৃশ্য . '১২ই অক্টোবর ১৮১২', '৬ই নভেম্বর ১৮১২', '১৬ই - ১৮ই আগস্ট ১৮১৩'... একটা ছবির ডান দিকে ওপরটা ছেঁড়া।

জায়গাটা মস্ত এক সৈন্য ব্যারাকের মতো এবং মেঝে আর দেয়ালগুলোর অবস্থা দেখে বোঝা যায় ব্যারাকে পরিণত হয়েছে বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে। জানলার তাকে মেসিনগান বসানো, গদিগুলোর মধ্যে গাদি করা আছে রাইফেল।

ছবিগুলো দেখছি, এমন সময় আমার বাঁ দিকে এক ঝলক মদ-খাওয়া নিঃশ্বাসের ঝাপটা এল। ভারি গলায় সাবলীল ফরাসীতে কে যেন বললে, 'যে ভাবে ছবির তারিফ করছেন তাতে বোঝা যায় আপনারা বিদেশী।' দেখলাম একটা বেঁটে মুটকো লোক, টুপি খুলতেই টাক-পরা মাথাটা প্রকাশ পেল।

'আমেরিকান? তোফা। আমি হলাম স্টাব্‌স-ক্যাপটেন ভ্লাদিমির আলেসিবাশেভ। আপনাদের সেবার্থে হাজির।' আক্রমণ প্রতীক্ষু এক সৈন্যদলের রক্ষা ব্যূহের মধ্যে চারজন বিদেশী, তাতে একজন নারী, ঘুরে বেড়াচ্ছে এতে যেন তার কাছে কিছুই অস্বাভাবিক লাগছিল না। রাশিয়ার দুরবস্থা নিয়ে নালিশ শুরু করলে সে।

বললে, 'শুধুই কি আর বলশেভিক। রুশ ফৌজের ঐতিহ্যই চুরমার হয়ে গেছে। দেখুন না, এরা সব হল অফিসার তালিম স্কুলের ছাত্র। কিন্তু ভদ্রলোক বলবেন এদের? অফিসারদের স্কুল — কেরেনস্কি তার দরজা খুলে দিয়েছেন সাধারণ সৈন্যদের জন্যে, প্রবেশ পরীক্ষা পাশ করতে পারলেই হল। স্বভাবতই বিপ্লবের ছোঁয়াচ লাগা অনেকেই আছে এখানে..'

সঙ্গতির কোনো পরোয়া না করে প্রসঙ্গ পালটাচ্ছিল সে। 'রাশিয়া ছেড়ে চলে যাবার ভারি ইচ্ছে আমার। ঠিক করে ফেলেছি আমেরিকান সৈন্যদলে যোগ দেব। আপনি আপনাদের কন্সালের কাছে বলে একটা ব্যবস্থা করবেন? আমার ঠিকানা দিচ্ছি আপনাকে।' আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও সে একটা কাগজে

ঠিকানা লিখে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কিছুটা যেন সুস্থ বোধ করতে লাগল। ঠিকানাটা এখনো আমার কাছে আছে — 'দ্বিতীয় ওয়ানিয়েনবাউমস্কায়া স্কোলা প্রাপর্শির্চকভ, ম্যারি পিটারহফ।'

'আজ সকালে আমাদের একটা পরিদর্শন হয়,' ঘরের পর ঘরে সবকিছু ঘুরে দেখিয়ে বোঝাতে বোঝাতে বললে, 'নারী ব্যাটালিয়ন সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে ঠিক করেছে।'

'নারী সৈন্যরা কি প্রাসাদে আছে?'

'হ্যাঁ আছে, পেছন দিককার ঘরগুলোয়। হাঙ্গামা হলে সেখানে তাদের গায়ে লাগবে না,' নিঃশ্বাস ফেললে, 'দায়িত্ব তো কম নয়।'

কিছুক্ষণের জন্য জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম প্রাসাদের সামনেকার স্কোয়ারটার দিকে, লম্বা কোট পরা য়ুঙ্কারদের তিনটে কম্পানি সেখানে হাতিয়ার নিয়ে সার বেঁধেছে, হুকুম দিচ্ছে একটি লম্বা, তৎপর-দর্শন অফিসার। চিনতে পারলাম: ইনি হলেন স্তানকেভিচ, সাময়িক সরকারের প্রধান সামরিক কমিশার। কয়েক মিনিট পরে দুটি কম্পানি ঝনাৎ করে বন্দুক তুলল ঘাড়ে, তিনবার গর্জন করলে এবং তালে তালে কদম ফেলে স্কোয়ার পেরিয়ে লাল তোরণের মধ্য দিয়ে স্তব্ধ শহরে অদৃশ্য হল।

'ওরা যাচ্ছে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করতে,' বললে কে একজন। তিনজন শিক্ষার্থী অফিসার দাঁড়িয়ে ছিল পাশে, আলাপ শুরু করা গেল। ওরা জানালে অফিসার স্কুলে তারা ঢুকেছে সৈন্যদের মধ্য থেকে, নাম বললে রবার্ট ওলেভ, আলেক্সেই ভাসিলেঙ্কো আর এর্নি সাকস্ — এস্তোনিয়ান। কিন্তু এখন তারা আর অফিসার হতে চায় না, কারণ অফিসারদের কেউ দেখতে পারে না। আসলে মনে হল কী করবে সেটা ঠিক তারা বুঝে উঠতে পারছে না এবং বোঝাই যায় বিশেষ সুখী বোধ করছে না।

তবে শীগগিরই বড়াই শুরু করলে, 'বলশেভিকরা যদি আসে তাহলে কী করে লড়তে হয় দেখিয়ে দেব! লড়াই করার সাহস ওদের নেই, কাপুরুষ সব। আর যদি আমাদের কাবু করেই ফেলে, তো কী হয়েছে, নিজের জন্যে একটা করে বুলেট আমরা রেখে দিয়েছি...'

এই সময় অদূরেই এক ঝাঁক গুলির শব্দ শোনা গেল। ছুটোছুটি শুরু হল স্কোয়ারে, অনেকেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লে। কোণে কোণে যে সব ঘোড়া-গাড়িগুলো দাঁড়িয়েছিল, দিগ্বিদিকে ছুটে গেল তারা। ভেতরে শুরু

হল প্রচণ্ড হৈচৈ। ছুটে এসে বন্দুক টেনে নিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল সৈন্যরা, 'আসছে! আসছে!' তবে কয়েক মিনিট পরেই আবার শান্ত হয়ে গেল। ফিরে এল গাড়িগুলো, যারা শুয়ে পড়েছিল তারা উঠে দাঁড়াল, লাল তোরণের তলে দেখা গেল যুংকারদের, ঈষৎ বেতালা কদম ফেলছে, একজন আসছে দুজন সঙ্গীর গায়ে ভর দিয়ে।

প্রাসাদ যখন ছাড়লাম ততক্ষণে বেশ বেলা পড়ে এসেছিল। ফটকের সান্ত্রীরা সবাই অদৃশ্য হয়েছে। সরকারী ভবনগুলোর বিরাট অর্ধবৃত্তটাকে মনে হল জনহীন। ডিনার খেতে গেলাম Hôtel de France-এ। সুপটুকুও শেষ হয় নি এমন সময় ভয়ানক ফ্যাকাশে মুখে ওয়েটার এসে জেদ ধরলে যেন আমরা বাড়িটার পেছন দিকে প্রধান ডাইনিং রুমে উঠে যাই, কেননা কাফের আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে। বললে, 'গোলাগুলি চলবে!'

ফের যখন মর্স্কায়ায় এলাম, ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, রাস্তার শুধু একটি আলো টিমটিম করছে নেভস্কির মোড়ে। সেখানে মস্ত একটা আর্মর্ড কার দাঁড়িয়ে, গুঞ্জন করছে, তেল পোড়া ধোঁয়া বেরুচ্ছে ইঞ্জিনের। গাড়িটার পাশ বেয়ে উঠেছে একটা বাচ্চা ছেলে, তাকিয়ে দেখছে মেসিনগানের নলের ভেতরটায়। চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে সৈনিক আর নাবিকেরা, কিছুর একটা অপেক্ষা করছে বোঝা যায়। ফিরে এলাম লাল তোরণের কাছে, একদল সৈন্য জুটেছে সেখানে, আলোকোজ্জ্বল শীত প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে জটলা করছে।

একজন বলছিল, 'না কমরেড, গুলি করব কী করে? নারী ব্যাটালিয়ন রয়েছে যে! লোকে বলবে নারী হত্যা করেছি।'

ফের যখন নেভস্কিতে এলাম, তখন আরেকটি আর্মর্ড কার এসে দাঁড়াল। ভেতর থেকে মাথা তুললে কে একজন।

হাঁক দিলে, 'চলে এসো! গিয়ে আক্রমণ করা যাক!'

অন্য গাড়িটির ড্রাইভার কাছে এসে ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করলে, 'কমিটি বলেছে অপেক্ষা করতে। কাঠের গাদার পেছনে কামান বসিয়েছে ওরা...'

ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এখানে, লোক যাচ্ছে কচিৎ কদাচিৎ, কোনো আলো নেই। কিছুটা দূরেই দেখা যাচ্ছিল ট্রামগাড়ি, ভিড়, আলোজ্বলা দোকান, সিনেমার বিজলী-বিজ্ঞাপন, আগের মতোই সব চলছে। শহরের

সবকটি থিয়েটারই খোলা, মারিনস্কি থিয়েটারে ব্যালের টিকিট ছিল আমাদের, কিন্তু এই উত্তেজনা ছেড়ে কে যাবে সেখানে?..

অন্ধকারে কাঠের গাদায় ধাক্কা খেলাম, পুলিস ব্রিজের মুখ আটকে ব্যারিকেড উঠেছে সেখানে। স্ত্রগানভ প্রাসাদের সামনে দেখলাম জন কয়েক সৈন্য একটা তিন ইঞ্চি কামান ঠেলে আনল। রকমারি উর্দি-পরা সব সৈন্য উদ্দেশ্যহীনের মতো আসছে যাচ্ছে, আর প্রচুর কথা বলছে...

নেভস্কিতে মনে হল যেন গোটা শহর বেড়াতে বেরিয়েছে। প্রতিটি মোড়েই লোকে প্রচণ্ড ভিড় করে উত্তেজিত বিতর্ক শুনছে। বেঅনেট লাগানো বন্দুক নিয়ে মোড়ে মোড়ে পাহারা দিচ্ছে জন বারো সৈন্যের এক একটা দল, দামী ফার কোট-পরা লালমুখো বুড়োরা তাদের কিল তুলে শাসাচ্ছে, গালি বর্ষণ করছেন সুসজ্জিত মহিলারা, আর বিব্রতের মতো হেসে ক্ষীণ কৈফিয়ৎ দিচ্ছে সৈন্যগুলো... **ওলেগ, রিউরিক, স্ভিয়াতোস্লাভ** আদি এই সব জারদের নামাঙ্কিত রাস্তাগুলোয় যাতায়াত করছে আর্মর্ড কার, বড়ো বড়ো লাল অক্ষরে তাদের গায়ে লেখা 'র.স.দ.র.প.' (**রোসিইস্কায়া সোৎসিয়াল-দেমোক্রাতিচেস্কায়া রাবোচায়া পার্তিয়া**)*। এক বাণ্ডিল কাগজ বগল দাবা করে একজন কাগজওয়ালা মিথাইলভস্কিতে আসামাত্রই তাকে ছেঁকে ধরল সবাই, এক রুবল, পাঁচ রুবল, দশ রুবল দাম দিয়ে কাগজ কেনার জন্য উন্মাদ কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কাগজটা 'রাবোচি ই সলদাৎ', প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয় ঘোষিত হয়েছে তাতে, তখনো যে সব বলশেভিক জেলে ছিল তাদের মুক্ত করা হয়েছে, ফ্রন্ট ও পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যদের ডাক দেওয়া হচ্ছে সমর্থনের জন্য... মাত্র চার পাতার ছোট্ট একটা চিৎকৃত কাগজ বড়ো বড়ো হরফে গিজগিজ করছে, কিন্তু খবর কিছু নেই...

সাদোভায়ার মোড়ে প্রায় হাজার দুয়েক লোক জড়ো হয়ে তাকিয়ে আছে একটা উঁচু বাড়ির ছাদের দিকে, ছোট্ট একটা লাল ফুলকি সেখানে জ্বলছে আর নিভছে।

'দেখছ তো?' লম্বা এক চাষী সে দিকে দেখিয়ে বললে, 'উস্কানিদাতা আর কি। শীগগিরই গুলি চালাতে শুরু করবে লোকজনের উপর...' তবে গিয়ে তদন্ত করে দেখার কথা কারো মনে হল না।

---

* (রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি)।

* * *

আমরা যখন এসে পেঁছিলাম তখন আলোয় ঝকঝক করছে স্মোল্নি, প্রতিটি রাস্তা থেকে অন্ধকারে ত্রস্তগতি ঝাপসা সব মূর্তির স্রোত এসে মিলছে এখানে। আসছে যাচ্ছে মোটর আর মোটর সাইকেল; প্রকাণ্ড এক হাতি-রঙা আর্মর্ড গাড়ি মাথার দু' দিকে দুই লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে খনখনে সাইরেন বাড়িয়ে ছুটে গেল। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছিল, বাইরের ফটকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়েছে লালরক্ষীরা। ভেতরকার গেটের কাছেও আগুন জ্বলছিল, তার আভায় সান্ত্রীরা আমাদের ছাড়পত্রটা ধীরে ধীরে বানান করে পড়লে এবং আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখলে আমাদের। দরজার দু' পাশে চারটে মেসিনগানের ওপর থেকে ক্যানভাসের ঢাকনাগুলো খুলে ফেলা হয়েছে, গুলির বেলটগুলো ঝুলে আছে সাপের মতো। আঙিনায় গাছগুলোর নিচে দাঁড়িয়ে আছে এক পাল আর্মর্ড কার — গর্জন করছে তাদের ইঞ্জিন। লম্বা, নিরাভরণ, স্বল্পোজ্জ্বল হলগুলো হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি ও পদপাতের শব্দে মুখরিত… কেমন একটা বেপরোয়া আবহাওয়া চারিদিকে। সিঁড়ি বেয়ে নামল একদল লোক, কালো কোর্তা আর গোল গোল কালো লোমের টুপি-পরা মজুর, অনেকের কাঁধেই রাইফেল ঝুলছে, ছেয়ে রঙের ফার টুপি-পরা ধুলো রঙা কর্কশ ওভারকোটে সৈন্য, দু'একজন নেতা - লুনাচারস্কি, কামেনেভ* — একটা পেট-ফোলা পোর্টফোলিও বগল দাবা করে ব্যস্ত উদ্বিগ্ন মুখে চলেছেন একটা দলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে। দলের সকলেই কথা বলছে একসঙ্গে। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের জরুরী অধিবেশনটা শেষ হয়েছে তখন। কামেনেভকে থামালাম, চটপটে বেঁটে একটি লোক, জ্বলজ্বলে চওড়া মুখ

---

* কামেনেভ (রোজেনফেল্দ), ল ব — ১৯০১ সালে বলশেভিক পার্টিতে ঢোকেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর মস্কো সোভিয়েতের সভাপতি, জনকমিশার পরিষদের সহসভাপতি।

পার্টির লেনিনীয় নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান একাধিকবার; ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পার্টির সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ গ্রহণে আপত্তি তোলেন; ১৯১৭ সালের নভেম্বরে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন ও পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। — সম্পাঃ

প্রায় যেন কাঁধ থেকেই উঠেছে। কোনো ভূমিকা না করে তিনি সদ্য গৃহীত সিদ্ধান্তটা পড়ে শোনালেন দ্রুত ফরাসীতে:

পেত্রগ্রাদ প্রলেতারিয়েত ও গ্যারিসনের বিজয়ী বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত বিশেষ করে এ অভ্যুত্থানে জনগণ যে ঐক্য, সংগঠন, শৃঙ্খলা ও পরিপূর্ণ সহযোগিতা দেখিয়েছে তার ওপর জোর দিচ্ছে; এতো কম রক্তপাতে এতো চমৎকার সাফল্যের অভ্যুত্থান বিরল।

সোভিয়েত তার এই দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছে যে বিপ্লবের ফলে সোভিয়েত সরকার হিসাবে যে শ্রমিক কৃষক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শিল্প শ্রমিকদের জন্য সমগ্র গরিব কৃষক জনগণের সমর্থন যা নিশ্চিত করবে, সে সরকার দৃঢ় পদে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবে, শুধু এই পথেই দুঃখ, ক্লেশ ও যুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব বিভীষিকা থেকে দেশ বাঁচবে।

নতুন শ্রমিক-কৃষক সরকার সমস্ত যুধ্যমান দেশের কাছে অবিলম্বে একটি ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব দেবে।

এ সরকার অবিলম্বে বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তি উচ্ছেদ করে চাষীর হাতে জমি তুলে দেবে। শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর এ সরকার শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে এবং ব্যাঙ্কসমূহের ওপর একটি সাধারণ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করে তাকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়ায় পরিণত করবে।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত সর্বোদ্যোগে ও সর্বানুগত্যে প্রলেতারীয় বিপ্লব সমর্থনের জন্য রাশিয়ার শ্রমিক কৃষকদের আহ্বান করছে। সোভিয়েত এই আস্থা পোষণ করে যে, গরিব চাষীদের সহযোগী শহুরে শ্রমিকেরা সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য যা অত্যাবশ্যক সেই বিপ্লবী শৃঙ্খলা পরিপূর্ণ রূপে নিশ্চিত করবে। সোভিয়েতের দৃঢ় বিশ্বাস যে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির প্রলেতারিয়েত সমাজতন্ত্রের কর্মযজ্ঞের পরিপূর্ণ ও পাকাপাকি বিজয় সাধনে আমাদের সাহায্য করবে।

'বিপ্লব তাহলে জিতে গেছে বলে ভাবছেন?..'

কাঁধ নাড়ালেন তিনি। 'এখনো করবার আছে অনেক কিছু। খুবই বেশি। এতো সবে শুরু...'

সিঁড়িতে দেখা হল রিয়াজানভের সঙ্গে, ট্রেড ইউনিয়নের সহসভাপতি,

'ল্যাফটনাণ্ট শ্মিদ্তের' নামাংকিত আর্মর্ড কারে পুতিলভ কারখানার লালরক্ষীরা,
অক্টোবর, ১৯১৭

'নভি লেস্নর' কারখানার লালরক্ষীরা, পেত্রগ্রাদের ভিবর্গ এলাকা

মুখখানা তাঁর অন্ধকার, পাকা দাড়ি কামড়াচ্ছেন। চেঁচালেন, 'এ একেবারে পাগলামি! পাগলামি! ইউরোপের মজুর কিছু করবে না। সমস্ত রাশিয়া...' হতাশভাবে হাত নেড়ে ছুটে গেলেন তিনি। রিয়াজানভ এবং কামেনেভ দুজনেই অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেছিলেন এবং দুজনকেই লেনিনের করাল জিহ্বার কষাঘাত সইতে হয়েছে...

অধিবেশনটা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক বিপ্লবী কমিটির নামে ত্রৎস্কি ঘোষণা করেন যে সাময়িক সরকারের অস্তিত্ব আর নেই।

বলেন, 'বুর্জোয়া সরকারের বৈশিষ্ট্যই হল লোক ঠকানো। আমরা, শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতেরা বিশ্বে অভূতপূর্ব এক ব্যাপার করতে চলেছি; আমরা এমন এক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি, শ্রমিক সৈনিক ও কৃষকদের প্রয়োজন মেটানো ছাড়া যার অন্য কোনো লক্ষ্য নেই।'

এ সভায় লেনিন এসেছিলেন, প্রচণ্ড এক অভিনন্দনোচ্ছ্বাসে সম্বর্ধিত হন তিনি, বিশ্ব জোড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণী করে যান... আর জিনোভিয়েভ বলেন, 'আজ আমরা আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের ঋণ শুধেছি, ভয়ঙ্কর এক আঘাত হেনেছি যুদ্ধে, ভয়ঙ্কর এক আঘাত হেনেছি সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী এবং বিশেষ করে জল্লাদ ভিলহেল্মের বক্ষস্থলে...'

তারপর ত্রৎস্কি উঠলেন। জানালেন, বিজয়ী অভ্যুত্থানের খবর দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে ফ্রন্টে, কিন্তু এখনো কোনো উত্তর আসে নি। শোনা যাচ্ছে পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে নাকি সৈন্য মার্চ করছে। তাদের সত্য কথা বলার জন্য একটা প্রতিনিধিদল পাঠাতে হবে।

সভা থেকে চিৎকার: 'সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের অভিপ্রায়ের অপেক্ষা না করেই আপনারা সবকিছু ধার্য করছেন!'

ত্রৎস্কি, ঠাণ্ডা গলায়: 'পেত্রগ্রাদ শ্রমিক সৈনিকদের অভ্যুত্থানেই সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের অভিপ্রায় ধার্য হয়ে গেছে!'

দরজায় কোলাহলী জনতার ভেতর দিয়ে ধাক্কিয়ে পথ করে এসে দাঁড়ালাম বিরাট সভাকক্ষে। সাদা ঝাড়লণ্ঠনগুলোর নিচে সারি সারি আসনে, দু' পাশের যাবার পথ জুড়ে, প্রতিটি জানলার পৈঠা, এমনকি মঞ্চের ধার পর্যন্ত ঠাসাঠাসি করে সারা রাশিয়ার শ্রমিক সৈনিকদের প্রতিনিধিরা উৎকণ্ঠে নিঃশব্দে অথবা উদ্দাম উল্লাসে অপেক্ষা করছে সভাপতির ঘণ্টাধ্বনি। ঘরে তাপ ব্যবস্থা কিছু ছিল না, অস্নাত মানব দেহের শারীরিক উত্তাপেই গুমোট

গরম হয়ে উঠেছে কক্ষ। একাকার পিণ্ড থেকে সিগারেটের ধোঁয়া উঠে ভারি বাতাসে নোংরা একটা নীলাভ মেঘ রচনা করেছে। কর্তৃপক্ষীয়দের কেউ কেউ মাঝে মাঝে মঞ্চে এসে ধূমপান বন্ধের অনুরোধ জানাচ্ছেন। অমনি সবাই ধূমপায়ী অধূমপায়ী সকলেই চেঁচামেচি শুরু করে দিচ্ছে, 'সিগারেট খাবেন না কমরেড, সিগারেট খাবেন না!' এবং তারপর ফের অম্লানবদনেই ধূমপান চালাচ্ছে। ওবুখোভ কারখানার নৈরাজ্যবাদী প্রতিনিধি পেত্রভস্কি তাঁর পাশে আমার জন্য খানিকটা জায়গা করে দিলেন। দাড়ি কামানো হয় নি, গা-ময় নোংরা, সামরিক বিপ্লবী কমিটিতে তিন রাত বিনিদ্র খাটুনির পর টলছেন।

মঞ্চে বসে আছেন পুরনো ৎসে-ই-কার নেতারা, উদ্দাম সোভিয়েতগুলোর ওপর এই তাঁদের শেষ আধিপত্য, প্রথম দিন থেকেই কর্তৃত্ব চালিয়ে এলেও আজ তারা তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছে। রুশ বিপ্লবের যে প্রথম পর্বটা এ'রা অত সাবধানে চালাতে চেয়েছিলেন আজ তার সমাপ্তি... এ'দের সর্বপ্রধান তিনজন কিন্তু অনুপস্থিত: কেরেনস্কি এখন পালাচ্ছেন ফ্রন্টের দিকে আর যেসব মফস্বল শহর পেরিয়ে যাচ্ছেন, সবই উত্তাল হয়ে উঠছে; বুড়ো ঈগল চ্খেইদজে অসীম বিতৃষ্ণায় যিনি ফিরে গেছেন তাঁর জর্জীয় শৈল কোলে, ক্ষয়রোগে ভুগছেন; আর ছিলেন না উদাত্ত-চিত্ত সেরেতেলি, ইনিও ব্যাধি-ক্লিষ্ট, তাহলেও শেষ বারের মতো ফিরে এসে এক পরাভূত অভীষ্টের বেদীতলে তাঁর সুচারু বাগ্মিতা নিবেদন করে যাবেন। গোৎস বসেছিলেন সেখানে, দান, লিবের, বগদানভ, ব্রইদো, ফিলিপভস্কি, সকলেরই ফ্যাকাশে মুখ, ফাঁপা চোখ, ক্ষিপ্ত। এ'দের নিচে দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস ফুঁসছে, ফুটছে, আর তাদের সকলের মাথার ওপরে রুদ্র-তৎপরতায় কাজ চলছে সামরিক বিপ্লবী কমিটির — অভ্যুত্থানের সবকটি সূত্র তার হাতে, ঘা মারছে নিখুঁত... রাত তখন দশটা চল্লিশ।

ঘণ্টা দিচ্ছিলেন দান, নিরীহ মুখ, টেকো মাথা, পরনে এক মিলিটারি সার্জনের বেঢপ উর্দি। সঙ্গে সঙ্গেই স্তব্ধতা নামল, তীব্র স্তব্ধতা, যা ব্যাহত হচ্ছিল কেবল দোরগোড়ায় লোকের ঠেলাঠেলি ও তর্কাতর্কিতে...

'আমাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে,' সখেদে শুরু করলেন তিনি, এক মুহূর্ত ভাবলেন তারপর নিচু গলায় বলে চললেন, 'কমরেড, এমন অদ্ভুত অবস্থায় এবং এমন অস্বাভাবিক মুহূর্তে সোভিয়েত কংগ্রেস বসছে যে আপনারা বুঝতে পারছেন কেন একটা রাজনৈতিক বক্তৃতা পেশ করা ৎসে-ই-কা

নিষ্প্রয়োজন মনে করে। আপনাদের কাছে এটা আরো পরিষ্কার হবে যদি মনে করে দেখেন যে আমি একজন **ৎসে-ই-কার** সভ্য অথচ ঠিক এই মুহূর্তেই আমাদের পার্টি কমরেডরা শীত প্রাসাদে গোলাবর্ষণ সইছে এবং **ৎসে-ই-কা** তাঁদের ওপর যে কর্তব্য দিয়েছিল তা পালন করতে গিয়ে আত্মবিসর্জন দিচ্ছেন।' (গোলমেলে চিৎকার।)

'ঘোষণা করছি যে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন উন্মুক্ত হল!'

সভাপতিমণ্ডলীর নির্বাচন হল ছুটোছুটি ও সোরগোলের মধ্যে। আভানেসভ ঘোষণা করলেন যে বলশেভিক, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকদের মধ্যে সম্মতিক্রমে স্থির হয়েছে যে সভাপতিমণ্ডলী হবে আনুপাতিক ভিত্তিতে। জন কয়েক মেনশেভিক লাফিয়ে উঠল প্রতিবাদে। দাড়িওয়ালা এক সৈনিক তাদের জবাব দিয়ে চ্যাঁচাল, 'মনে রেখো **আমরা** বলশেভিকরা যখন সংখ্যালঘু ছিলাম তখন কী করেছিলে!' ফল দাঁড়াল ১৪ জন বলশেভিক, ৭ জন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, ৩ জন মেনশেভিক, ১ জন আন্তর্জাতিকতাবাদী (গোর্কির গ্রুপ)। দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষ থেকে হেন্দেলমান ঘোষণা করলেন যে তাঁরা সভাপতিমণ্ডলীতে অংশ নিতে অস্বীকার করছেন। একই কথা জানালেন মেনশেভিকদের পক্ষ থেকে খিনচুক। আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকরা জানাল যে কতকগুলি ব্যাপার পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তারাও সভাপতিমণ্ডলীতে বসতে অক্ষম। কিছু করতালি আর চিৎকার। একজন চ্যাঁচাল, 'আদর্শভ্রষ্ট! নিজেদের আবার বলেন সমাজতন্ত্রী!' ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে একটি আসন দাবি করল, মঞ্জুর। পুরনো **ৎসে-ই-কা** তখন নেমে এলেন মঞ্চ থেকে, তাঁদের জায়গায় দেখা দিলেন ত্রৎস্কি, কামেনেভ, লুনাচারস্কি, মাদাম কল্লন্তাই, নগিন... বজ্রনিনাদে উঠে দাঁড়াল সভা। চার মাস আগের ধিক্কৃত নিগৃহীত এক গোষ্ঠী* থেকে আজ এই সর্বোচ্চ মঞ্চে, অভ্যুত্থানের পূর্ণ জোয়ারে মহা রাশিয়ার নেতৃত্বে — বলশেভিকদের কী বিপুলই না এই ঊর্ধ্বযাত্রা!

কামেনেভ জানালেন আলোচ্য সূচি: প্রথম — ক্ষমতার সংগঠন; দ্বিতীয় — যুদ্ধ ও শান্তি; তৃতীয় — সংবিধান সভা। লজোভস্কি উঠে

* ৩৭ পৃষ্ঠার সম্পাদকের প্রথম টীকা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, সমস্ত দলীয় ব্যুরোর সম্মতিক্রমে প্রস্তাব করা হচ্ছে, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের রিপোর্ট শোনা ও আলোচনা করা হোক, তারপর বক্তৃতা দেবেন ৎসে-ই-কার সদস্যরা এবং বিভিন্ন পার্টি, তারপর আলোচ্য সূচিতে যাওয়া যাবে।

হঠাৎ এই সময় একটা নতুন ধ্বনি শোনা গেল, জন কোলাহলের চেয়ে তা অনেক বেশি জলদমন্দ্র, একরোখা, শঙ্কাজনক — কামানের গর্জন। উদ্বেগে লোকে চাইতে লাগল কুয়াসাচ্ছন্ন জানলার দিকে, ছড়িয়ে পড়ল কেমন একটা ক্ষিপ্ত উত্তেজনা। মার্তভ বক্তৃতা দেবার দাবি করে ভাঙা গলায় চ্যাঁচালেন, 'গৃহযুদ্ধ শুরু হচ্ছে, কমরেড! প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান। নীতিগতভাবে এবং পলিসির দিক থেকে গৃহযুদ্ধ পরিহারের উপায় নিয়ে আমাদের জরুরী আলোচনা করতে হবে। রাস্তায় গুলি খেয়ে মরছে আমাদের ভাইয়েরা! এই মুহূর্তে সোভিয়েত কংগ্রেস উদ্বোধনের আগে যখন ক্ষমতার প্রশ্নটার নিষ্পত্তি করা হচ্ছে একটি বিপ্লবী পার্টির আয়োজিত সামরিক চক্রান্ত মারফত. ' তুমুল কোলাহলে তাঁর কথাটা সব শোনা গেল না, 'সমস্ত বিপ্লবী পার্টিকেই বাস্তব ঘটনাটাকে চেয়ে দেখতে হবে! কংগ্রেসের সামনে প্রথম ভপ্রস (প্রশ্ন) হল ক্ষমতার প্রশ্ন, আর ইতিমধ্যেই অস্ত্রবলে সে সমস্যার নিষ্পত্তি করা হচ্ছে রাস্তায়!.. এমন একটা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমাদের যা সমগ্র গণতন্ত্রের কাছে স্বীকৃতি পাবে। কংগ্রেস যদি বিপ্লবী গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর হতে চায় তাহলে বর্ধমান গৃহযুদ্ধের সামনে হাত জোড় করে বসে থাকা তার চলবে না, এ গৃহযুদ্ধের ফলে প্রতিবিপ্লবের এক বিপজ্জনক বিস্ফোরণ দেখা দিতে পারে শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব একটি সম্মিলিত গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব গঠনে... অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক পার্টি ও সংগঠনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্যে একটা প্রতিনিধিদল নির্বাচন করা উচিত আমাদের...'

ওদিকে অনবরত জানলা দিয়ে আসছে কামান গর্জনের নিয়মিত ভাঙা ভাঙা আওয়াজ, পরস্পরকে শাসিয়ে চিৎকার করছে প্রতিনিধিরা.. কামান নির্ঘোষে, অন্ধকারে, বিদ্বেষে, আতঙ্কে, স্পর্ধায় জন্ম নিচ্ছে নতুন রাশিয়া।

বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এবং সংযুক্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা মার্তভের প্রস্তাব সমর্থন করল। গৃহীত হল প্রস্তাব। একজন সৈন্য ঘোষণা করলে যে সারা রুশ কৃষক সোভিয়েত এ কংগ্রেসে প্রতিনিধি

পাঠাতে অস্বীকার করেছে; তার প্রস্তাব, একটি আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ নিয়ে একটি কমিটি পাঠানো হোক তাদের কাছে। 'কৃষকদের কিছু প্রতিনিধি অবশ্য এখানে হাজির আছে, আমি প্রস্তাব করি তাদের ভোটাধিকার দেওয়া হোক।' মঞ্জুর।

ক্যাপটেনের উর্দি-পরা খারাশ উত্তেজিত হয়ে বক্তৃতা দেবার দাবি করলেন। বললেন, 'যে রাজনৈতিক বুজরুকেরা এ কংগ্রেস চালাচ্ছেন তাঁরা আমাদের বললেন যে ক্ষমতার প্রশ্ন আমাদের নিষ্পত্তি করতে হবে — অথচ সে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে আমাদের পেছনে, কংগ্রেস শুরু হবার আগেই! ঘা মারা হচ্ছে শীত প্রাসাদে আর সে ঘায়ে যারা এমন হঠকারিতার ঝুঁকি নিয়েছে সেই রাজনৈতিক পার্টিটিরই কফিনেই পেরেক গেঁথে বসছে!' হল্লা। তারপরে উঠলেন গারা*, 'এখানে আমরা যখন শান্তির প্রস্তাব আলোচনা করছি, ততক্ষণে লড়াই চলছে রাস্তায়... যা ঘটছে তাতে জড়িত হতে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা অস্বীকার করছে এবং ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা প্রতিরোধ করার জন্যে ডাক দিচ্ছে সমস্ত সামাজিক শক্তিকে.' ১২ নং আর্মি এবং ত্রুদোভিকদের প্রতিনিধি কুচিন, 'এখানে আমায় পাঠানো হয়েছিল কেবল খবরাখবরের জন্যে, এবার ফিরে চললাম ফ্রন্টে, সেখানে সমস্ত ফৌজ কমিটিই মনে করে যে সংবিধান সভা বসার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে সোভিয়েতগুলো ক্ষমতা দখল করলে সৈন্যবাহিনীর পিঠে ছুরি মারাই হবে, অপরাধ করা হবে জনগণের কাছে!..' চিৎকার: 'মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!..' ফের তাঁর কথা শোনা গেল: 'পেত্রগ্রাদে এই হঠকারিতার অবসান করুন! দেশ ও বিপ্লবকে বাঁচাবার জন্যে সমস্ত প্রতিনিধিদের আমি কক্ষ ত্যাগ করে যাবার আহ্বান জানাচ্ছি!' কান-ফাটা চিৎকারের মধ্যে তিনি নেমে আসতেই লোকে ছেঁকে ধরে শাসাতে লাগল... এরপর খিনচুক** অফিসার, ধূর্তানিতে ছুঁচলো বাদামী ছাগল-দাড়ি, বক্তৃতা দিলেন নরম গলায় যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'আমি বলছি ফ্রন্টের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে। এ কংগ্রেসে ফৌজের প্রতিনিধিত্বে গলদ আছে। তাছাড়া ঠিক এই সময়ে, সংবিধান সভা বসার মাত্র

---

* 'প্রাভদা'র রিপোর্ট অনুসারে এ কথাগুলো বলেছিলেন খারাশ। — সম্পাঃ

** বক্তৃতাটা জন রীড খিনচুকের নামে চাপিয়েছেন। পত্রিকার সমস্ত রিপোর্টেই কিন্তু দেখা যায় সেটা কুচিনের। — সম্পাঃ

তিন সপ্তাহ আগে সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রয়োজন নেই বলে ফৌজ মনে করে...' চেঁচামেচি, দাপাদাপি ক্রমেই প্রচণ্ড হয়ে উঠতে লাগল। 'ফৌজ মনে করে না যে সোভিয়েত কংগ্রেসের তেমন কোনো কর্তৃত্ব আছে...' সারা কক্ষেই উঠে দাঁড়াল সৈনিকেরা।

'কার হয়ে কথা বলছেন? কার প্রতিনিধি আপনি?'

'পঞ্চম আর্মি, দ্বিতীয় ফ -- রেজিমেণ্ট, প্রথম ন — রেজিমেণ্ট, তৃতীয় স -- রাইফেল্‌স সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রতিনিধি...'

'কবে নির্বাচন হয়েছিল? আপনি অফিসারদের প্রতিনিধি, সৈনিকদের নন! সৈনিকদের কী মত সেটা বলুন!' শ্লেষোক্তি, চিৎকার।

'আমরা ফ্রণ্ট গ্রুপ যা ঘটেছে এবং ঘটছে তার সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করছি এবং মনে করি বিপ্লবকে বাঁচাবার জন্যে সমস্ত আত্মসচেতন বিপ্লবী শক্তি সমবেত করা দরকার.. ফ্রণ্ট গ্রুপ কংগ্রেস ছেড়ে যাবে... লড়াইয়ের জায়গা এখানে নয়, রাস্তায়!'

ঘর-ফাটা চিৎকার: 'আপনি স্টাফের পক্ষ থেকে বলছেন, ফৌজের পক্ষ থেকে নয়!'

'এ কংগ্রেস পরিত্যাগ করার জন্যে আমি সমস্ত বিবেচক সৈন্যকে আহ্বান করছি!'

কক্ষ থেকে চিৎকার: 'কর্নিলভী, প্রতিবিপ্লবী, প্ররোচক!'

মেনশেভিকদের পক্ষ থেকে খিনচুক ঘোষণা করলেন যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার একমাত্র উপায় হল এমন একটি নতুন মন্ত্রিসভার জন্য সাময়িক সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা, যা সমাজের সর্বস্তরের সমর্থন পাবে। কয়েক মিনিট ধরে তিনি আর এগুতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত প্রাণপণে চিৎকার করে তিনি মেনশেভিক ঘোষণা পড়ে শোনালেন:

'বলশেভিকরা যেহেতু পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সাহায্যে অন্যান্য দল ও পার্টিদের না জানিয়ে একটি সামরিক চক্রান্ত করেছে, তাই কংগ্রেসে থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সুতরাং আমরা সভা ত্যাগ করছি ও আমাদের অনুসরণ করে পরিস্থিতি আলোচনার জন্যে অন্যান্য গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি!'

'দলত্যাগী!' প্রায় অবিরাম ব্যাঘাতের মধ্যে শীত প্রাসাদ গোলাবর্ষণের প্রতিবাদ করে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি হেন্দেলমান যে বক্তৃতা দিলেন

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর ভ. ই. লেনিনের লেখা 'রাশিয়ার অধিবাসীদের প্রতি' আবেদনের পাণ্ডুলিপি

Отъ Военно-Революціоннаго Комитета при Петроградскомъ Совѣтѣ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

Къ Гражданамъ Россіи.

Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла въ руки органа Петроградскаго Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ Военно-Революціоннаго Комитета, стоящаго во главѣ Петроградскаго пролетаріата и гарнизона.

Дѣло, за которое боролся народъ: немедленное предложеніе демократическаго мира, отмѣна помѣщичьей собственности на землю, рабочій контроль надъ производствомъ, созданіе Совѣтскаго Правительства — это дѣло обезпечено.

ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ РЕВОЛЮЦІЯ РАБОЧИХЪ, СОЛДАТЪ И КРЕСТЬЯНЪ!

Военно-Революціонный Комитетъ
при Петроградскомъ Совѣтѣ
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

25 октября 1917 г. 10 ч. утра.

তার ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু অংশই কেবল শোনা গেল, 'আমরা এই ধরনের নৈরাজ্যের বিরোধী...'

তিনি নেমে আসতে না আসতেই একটি তরুণ, রোগা-মুখ সৈনিক লাফিয়ে উঠল মঞ্চে। চোখ তার ধ্বকধ্বক করছে, নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুললে সে:

'কমরেড!' চিৎকার করতেই নীরবতা নেমে এল, 'আমার ফামিলিয়া (নাম) পিটার্সন, দ্বিতীয় লাতভীয় রাইফেলস্ বাহিনীর পক্ষ থেকে বলছি। ফৌজ কমিটির দুজন প্রতিনিধির বিবৃতি আপনারা শুনেছেন। সে বিবৃতির মূল্য থাকতে পারত যদি বক্তারা ফৌজের প্রতিনিধি হতেন..' উদ্দাম করতালি। 'কিন্তু সৈন্যদের প্রতিনিধি এ'রা নন!' ঘুষি তুলে। '১২ নং আর্মি বহুদিন থেকে মহা সোভিয়েত ও ফৌজ কমিটির পুনর্নির্বাচন দাবি করে আসছে, কিন্তু আপনাদের এই৺ৎসে-ই-কার মতো আমাদের কমিটিও সেপ্টেম্বর শেষ অবধি জনগণের প্রতিনিধিদের সভা ডাকতে অস্বীকার করে, মতলব ছিল এ কংগ্রেসে তাদের মিথ্যে প্রতিনিধিদের পাঠাবে। আমি আপনাদের বলছি, লাতভীয় সৈনিকেরা বার বার করে বলছে, 'প্রস্তাব যথেষ্ট হয়েছে! কথা যথেষ্ট হয়েছে! আমরা চাই কাজ। ক্ষমতা চাই আমাদের হাতে!' বুর্জরুক এই সব প্রতিনিধিরা ছেড়ে যান কংগ্রেস! ফৌজ তাদের সঙ্গে নেই!'

ঘর কেঁপে উঠল করতালিতে। অধিবেশনের প্রথম মুহূর্তগুলোয় ঘটনাচক্রের দ্রুততায় অভিভূত ও কামান গর্জনে সচকিত প্রতিনিধিদের মনে কিছুটা দ্বিধা জেগেছিল। কেননা এক ঘণ্টা ধরে মঞ্চ থেকে আঘাতের পর আঘাত নেমেছে তাদের ওপর, এতে তারা নিবিড় হয়েছে বটে, কিন্তু পর্যুদস্তও হয়েছে। তাহলে কি তারা একা? রাশিয়া কি তাদের বিরুদ্ধে নামছে? পেত্রগ্রাদের দিকে সৈন্যবাহিনী মার্চ শুরু করেছে সে কি সত্যি? তারপর বক্তৃতা দিলে এই স্বচ্ছ-চক্ষু নবীন সৈনিকটি আর এক মুহূর্তেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সত্য... এই হল সৈনিকের কথা, ফৌজী উর্দি-পরা লক্ষ লক্ষ উদ্বেলিত মজুর চাষী যে ঠিক তাদেরই সমভাবী, সমধর্মী...

আরো সৈন্য... গুজেলশ্চাক; ফ্রন্টের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে জানালেন যে ফ্রন্ট গ্রুপ কংগ্রেস পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিতান্তই যৎসামান্য ভোটাধিক্যে, তাও বলশেভিক সদস্যরা ভোটে অংশ নেয় নি, তারা দাবি করেছিল ভোট নেওয়া হোক গ্রুপ হিসাবে নয়, রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে।

ফ্রন্ট থেকে শত শত প্রতিনিধি নির্বাচন করা হচ্ছে সৈন্যদের অংশগ্রহণ ছাড়াই, ফৌজ কমিটিগুলো আর সাধারণ সৈন্যদের সত্যকার প্রতিনিধি নয়...' লুকিয়ানভ চিৎকার করে বললে যে খারাশ আর খিনচুক এ কংগ্রেসে ফৌজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না, তাঁরা শুধু হাই কম্যাণ্ডের প্রতিনিধি। 'ট্রেঞ্চের আসল লোকেরা মনেপ্রাণে সোভিয়েতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর চায়, তার কাছে অনেক তাদের প্রত্যাশা!'... স্রোত এবার বাঁক নিচ্ছে।

এরপর এলেন আব্রামোভিচ, ইহুদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সংস্থা বুন্দের পক্ষ থেকে, মোটা চশমার তলে চোখ জ্বলছে, রাগে কাঁপছেন*।

'পেত্রগ্রাদে এখন যা ঘটছে সেটা এক পৈশাচিক বিপর্যয়! বুন্দ গ্রুপ মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বিবৃতির সঙ্গে একমত, কংগ্রেস ছেড়ে যাবে তারা!' গলা এবং হাত দুই ওঠালেন তিনি, 'রুশ প্রলেতারিয়েতের প্রতি আমাদের যা কর্তব্য তাতে এখানে থেকে এই সব অপরাধের দায়িত্ব বহন করা আমাদের চলে না। শীত প্রাসাদের ওপর গোলাবর্ষণ যেহেতু বন্ধ হচ্ছে না, তাই মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে একত্রে পৌরসভা এবং কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি সাময়িক সরকারের সঙ্গে একত্রে মৃত্যু বরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে! অস্ত্রহীন আমরা, সন্ত্রাসবাদীদের মেসিনগানের সামনে বুক পেতে দেব... এ কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিনিধিদের আমরা আহ্বান করছি...' বাকিটা শোনা গেল না, পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি উঠে দাঁড়িয়ে সভা ত্যাগ করতেই চিৎকার, হুমকি আর অভিশাপের ঝড় উঠল এক নারকীয় মাত্রায়...

ঘণ্টি দিলেন কামেনেভ; বললেন, 'আসন ছেড়ে উঠবেন না, কাজ চালিয়ে যাব আমরা!' উঠে দাঁড়ালেন ত্রংস্কি, ফ্যাকাশে নিষ্ঠুর মুখ, নিরুত্তাপ তাচ্ছিল্যে গমগম করে উঠল তাঁর জমকালো গলা, 'তথাকথিত এই সব সমাজতন্ত্রী আপোসপন্থী, এই সব আতঙ্কিত মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর বুন্দপন্থী — যেতে চায় চলে যাক! এরা শুধুই আবর্জনা, যা নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে!'

মেনশেভিকদের পক্ষ থেকে রিয়াজানভ জানালেন যে পৌরসভার অনুরোধক্রমে সামরিক বিপ্লবী কমিটি শীত প্রাসাদে একটি প্রতিনিধিদল

---

* এরপর জন রীড স্পষ্টতই দুটি বক্তৃতা একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন — একটি আব্রামোভিচের, আরেকটি এর্লিখের। — সম্পাঃ

পাঠিয়েছে আলাপ আলোচনার জন্য। 'এইভাবে রক্তপাত নিবারণের জন্যে যথাসম্ভব সবকিছুই আমরা করেছি...'

এবার আমাদেরও উঠতে হয়। মুহূর্তের জন্য গিয়ে দাঁড়ালাম সামরিক বিপ্লবী কমিটির ঘরে — পূর্ণোদ্যমে কাজ চলছে সেখানে। হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে যাচ্ছে কুরিয়ার, জীবন মরণের ক্ষমতা দিয়ে কমিশার পাঠানো হচ্ছে শহরের প্রতিটি কোণে কোণে, ঝনঝন করে বাজছে টেলিফোনোগ্রাফ। দরজা খুলতেই এক ঝলক বাসি বাতাস আর সিগারেট ধোঁয়ার ঝাপটা এল, চোখে পড়ল শেড-দেওয়া বিজলী বাতির নিচে মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে আছে অগোছাল চেহারার কয়েকজন লোক... কমরেড ইয়োজেফভ-দুখভিনস্কি — হাস্যমুখ এক তরুণ, মাথায় এক গোছা ফ্যাকাশে-হলুদ চুল — পাস ইস্যু করলেন আমাদের জন্য।

কনকনে রাত্তিরে যখন বাইরে বেরলাম, স্মোলনির সামনের জায়গাটা তখন মোটর গাড়িতে ছেয়ে গেছে, কোনোটা আসছে, কোনোটা যাচ্ছে, তাদের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে কামানের দূরাগত ঢিলে তালের আওয়াজ। মস্ত একটা মোটর ট্রাক দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনের শব্দ তুলে থরথর করে কাঁপছিল। কী সব বাণ্ডিল বোঝাই দেওয়া হচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছে গাড়িটা?'

'শহরে, সবখানে!' জবাব দিলে বেঁটেখাটো একজন মজুর, হাসতে হাসতে উল্লাসিতভাবে হাত নাড়ল সে।

আমাদের পাস দেখাতে নেমন্তন্ন করলে, 'চলে আসুন! তবে গুলি চলতে পারে কিন্তু...' উঠে বসলাম আমরা, ঘটাং করে ঝাঁকানি দিয়ে এগুলো গাড়িটা, যারা উঠছিল তাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমরা। গাড়ি চলল ফটকের মস্ত অগ্নিকুণ্ডটা পেরিয়ে, তারপর বাইরের ফটকের আগুন, রাইফেল নিয়ে কিছু মজুর আগুন ঘিরে উবু হয়ে বসে আছে, মুখগুলোয় দপদপ করছে লালচে আভা। ঝাঁকুনি দিয়ে এপাশে ওপাশে হেলে সুভোরভস্কি প্রস্পেক্ট দিয়ে পুরোদমে ছুটল গাড়ি... একজন লোক বাণ্ডিলের মোড়ক ছিঁড়ে মুঠো মুঠো কাগজ ছুঁড়তে লাগল বাতাসে। দেখাদেখি আমরাও সে কাজে লেগে পড়লাম। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ছুটন্ত গাড়ির পেছনে শাদা প্রচারপত্রের একটা পুচ্ছ ভাসতে লাগল। রাতের পথচারীরা নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলে; অগ্নিকুণ্ডের পাশে পাহারাদার সৈন্যেরা দু'হাত তুলে ছুটে এল

লুফবার জন্য। মাঝে মাঝে সামনে দেখা দিচ্ছিল সশস্ত্র মানুষ, বন্দুক তুলে চিৎকার করছিল, 'স্তই!' কিন্তু আমাদের ড্রাইভার দুর্বোধ্য কী সব জবাব দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়েই চলল...

একটা প্রচারপত্র নিয়ে রাস্তার দপদপে আলোয় পড়লাম:

রাশিয়ার নাগরিকদের প্রতি!

সাময়িক সরকার ক্ষমতাচ্যুত। রাষ্ট্রক্ষমতা গেছে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সংস্থা -- সামরিক বিপ্লবী কমিটির হাতে, পেত্রগ্রাদ প্রলেতারিয়েত ও গ্যারিসনের নেতৃত্ব করছে এই কমিটি।

লোকে যে অভীষ্টের জন্য লড়েছিল অবিলম্বে গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব, জমির ওপর জমিদারী স্বত্বের অবসান, উৎপাদনের ওপর শ্রম নিয়ন্ত্রণ, সোভিয়েত সরকার গঠন, তার সিদ্ধি নিশ্চিত।

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের বিপ্লব জিন্দাবাদ!

সামরিক বিপ্লবী কমিটি
শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের
পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত

আমার পাশে বসেছিল বাঁকা-চোখ, মঙ্গোলীয় চেহারার একটি লোক, মাথায় ছাগলের চামড়ার ককেশীয় টুপি। চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবধান! এই জায়গায় জানলা থেকে গুলি চালায় উস্কানিদাতারা!' জ্নামেনস্কায়া স্কোয়ারে ঢুকলাম আমরা, অন্ধকার, জনহীন, ত্রুবেৎস্কয়-এর সেই কদর্য মূর্তিটাকে* পাক দিয়ে ঢুকলাম চওড়া নেভস্কিতে, আমাদের তিন জন রাইফেল নিয়ে তৈরি, কড়া চোখ রেখেছে জানলাগুলোর দিকে। পেছনে আমাদের গাড়ি মেরে ছুটন্ত লোকে রাস্তাটা চঞ্চল। কামানের আওয়াজ আর কানে আসছিল না, শীত প্রাসাদের দিকে যতই এগুচ্ছিলাম, রাস্তাগুলো ততই যেন শান্ত জনশূন্য।

---

* শিল্পী ত্রুবেৎস্কয়-এর গড়া জার তৃতীয় আলেক্সান্দরের স্মৃতিমূর্তির কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

পৌরসভা ভবন আলোয় জ্বলজ্বল করছে। তার ওপাশে চোখে পড়ল একদল লোকের কালো একটা দেয়াল, নাবিকদের একটা সারি, চিৎকার করে তারা আমাদের থামতে বললে। গতি কমে এল গাড়ির, আমরা নেমে পড়লাম।

সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। ইয়েকাতেরিনা ক্যানালের ঠিক মোড়ে আর্ক লাইট জ্বলছে, সশস্ত্র নাবিকদের একটা কর্ডন দাঁড়িয়ে আছে নেভস্কি বরাবর, পথ আটকে আছে একদল লোকের। সংখ্যায় তারা প্রায় তিনশ কি চারশ, চার জন করে সারি দিয়ে আছে, ফ্রককোট-পরা পুরুষ, সুবেশিনী মহিলা, অফিসার — নানা স্তরের, নানা ধরনের মানুষ। এদের মধ্যে কংগ্রেসের অনেক প্রতিনিধিকেও চিনতে পারলাম, আছেন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতারা; আছেন আভক্সেন্তিয়েভ — কৃষক সোভিয়েতের রোগা, লালচে-দাড়ি সভাপতি; সরোকিন — কেরেনস্কির দোসর; খিনচুক, আব্রামোভিচ; এবং সকলের সামনে সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো শ্রেইদের, পেত্রগ্রাদের মেয়র; আর প্রকোপভিচ, সাময়িক সরকারে সরবরাহ মন্ত্রী, সেই সকালেই গ্রেপ্তার হন ও ছাড়া পান। *Russian Daily News*-এর* রিপোর্টার মালকিনকে দেখলাম। ফূর্তি করে বললেন, 'শীত প্রাসাদে মৃত্যু বরণ করতে চলেছি!' মিছিল দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু সামনে জোর তর্ক চলছিল। শ্রেইদের এবং প্রকোপভিচ ধমক দিচ্ছিলেন বিরাট বপু নাবিকটিকে, যে সম্ভবত কম্যান্ডারের কাজ করছিল।

'যেতে দিতে হবে আমাদের! এই কমরেডরা এসেছেন সোভিয়েত কংগ্রেস থেকে! দেখুন এ'দের পরিচয়পত্র! শীত প্রাসাদে যাব আমরা!'

নাবিকটি স্পষ্টতই বিব্রত হয়ে পড়েছিল। ভুরু কুঁচকে প্রকান্ড হাতে মাথা চুলকালে সে। গজগজ করতে লাগল, 'কমিটি থেকে হুকুম আছে, শীত প্রাসাদে কাউকে ঢুকতে দেওয়া চলবে না। যাই হোক একজন কমরেডকে পাঠাচ্ছি স্মোলনিতে টেলিফোন করতে...'

'দিতেই হবে যেতে! নিরস্ত্র আমরা! অনুমতি দাও না দাও মার্চ করব!' ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করলেন বৃদ্ধ শ্রেইদের।

'হুকুম আছে আমার...' পুনরাবৃত্তি করলে গোমড়ামুখো নাবিকটি।

'ইচ্ছে হলে গুলি করতে পার! কিন্তু যাবই আমরা! চলো হে, এগোও!' চিৎকার উঠল চারিদিক থেকে, 'রুশী এবং কমরেডদের গুলি করতে যদি

---

* ১৯১৭ সালে পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত ইংরাজি ভাষার পত্রিকা। — সম্পাঃ

তোমাদের না বাধে তাহলে আমরা মরতে রাজী! বুক পেতে দিচ্ছি তোমাদের সামনে!'

'উঁহু, যেতে দিতে আমি পারি না,' গোঁয়ারের মতো বললে নাবিক।

'যদি এগোই কী করবে? গুলি করবে?'

'না, যাদের হাতিয়ার নেই তাদের আমরা গুলি করব না। নিরস্ত্র রুশীকে মারি না আমরা...'

'কিন্তু এগোব আমরা! কী করতে পারবে?'

'কিছু একটা করব!' জবাব দিলে নাবিকটি, বোঝা যায় বেশ ঝামেলায় পড়েছে সে। 'যেতে দিতে আমরা পারি না। কিছু একটা করব।'

'কী করবে? করবেটা কী?'

এবার ভয়ানক চটে এগিয়ে এল একটি নাবিক, 'পিটুনি দেব!' বললে বেশ জোর দিয়েই, 'দরকার হলে গুলিও করব। এখন বাড়ি যান, আমাদের শান্তিতে থাকতে দিন!'

এতে ভয়ানক বিক্ষোভ ও চিৎকার শুরু হল। প্রকোপভিচ কোনো একটা বাক্সের ওপর উঠে ছাতা দুলিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন।

বললেন, 'কমরেড ও নাগরিকেরা, আমাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে! কিন্তু আমাদের নিরপরাধ রক্তে এই নির্বোধ লোকগুলোর হাত রাঙা হবে, এটা হতে দেওয়া আমাদের চলে না! এইখানে রাস্তায় এই সব রেল-খালাসীদের হাতে গুলি খেয়ে মরা আমাদের মর্যাদার বাইরে...' ('রেল-খালাসী' বলতে কী বোঝাতে চাইছিলেন তা এখনো জানি না।) 'বরং পৌরসভায় ফিরে গিয়ে দেশ ও বিপ্লব বাঁচাবার সর্বোত্তম উপায় নিয়ে আলোচনা করা ভালো!'

এরপর নীরব মর্যাদায় মিছিল বাঁক নিয়ে ফিরে গেল নেভস্কি দিয়ে, চার জনের সারিটা ভাঙল না। আমরা বিক্ষিপ্ত মনোযোগের সুযোগ নিয়ে গার্ডদের চোখ এড়িয়ে এগুলাম শীত প্রাসাদের দিকে।

এ জায়গাটা একেবারে অন্ধকার, সবকিছু নিশ্চল, নড়তে দেখা যাচ্ছে শুধু সৈনিক আর লালরক্ষীদের পেট্রলগুলোকে, থমথমে উত্তেজিত। কাজান ক্যাথেড্রালের সামনে রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটা তিন ইঞ্চি ফিল্ড কামান ছাতগুলোর ওপারে তার শেষ গোলাবর্ষণের পিছু-ধাক্কায় খানিকটা পাশকে মেরে গেছে। প্রতিটি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সৈন্য, চাপা গলায় কথা

কইছে, তাকিয়ে দেখছে পুলিস ব্রিজটার দিকে। একজনকে বলতে শুনলাম, 'খুব সম্ভব হয়ত ভুলই করেছি...' মোড়গুলোতে পেট্রলরা সমস্ত পথচারীদের থামাচ্ছিল — ভারি মজার সব পেট্রল: নিয়মিত সৈন্যদের নেতৃত্ব করছে নির্ঘাত এক একজন লালরক্ষী... গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে।

মস্কায়াতে আসতেই শুনলাম কে যেন চিৎকার করছে, 'য়ুঙ্কাররা বলে পাঠিয়েছে আমরা যেন গিয়ে তাদের বার করে আনি!' কম্যান্ড দেবার হাঁক শোনা গেল, ঘন অন্ধকারের মধ্যে কোনোক্রমে নজরে পড়ল কালো একটা দেয়াল এগিয়ে চলেছে, পায়ের খসখস আর অস্ত্রের ঝিকঝিক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ছুটে গেলাম প্রথম সারির সঙ্গে।

গান গাইছে না কেউ, ধ্বনি দিচ্ছে না, গোটা রাস্তা জুড়ে কালো এক নদীর মতো আমরা হাজির হলাম লাল তোরণের তলে, ঠিক আমার সামনের লোকটি চাপা স্বরে বললে, 'সাবধান কমরেড! বিশ্বাস নেই ওদের, নিশ্চয় গুলি চালাবে।' খোলা জায়গাটায় গুঁড়ি মেরে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে ছুটতে লাগলাম আমরা, তারপর হঠাৎ আলেক্সান্দর স্তম্ভের পাদপীঠের পেছনে গিয়ে আটকে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের কত জন মারা পড়েছে?'

'ঠিক জানি না, জন দশেক হবে...'

কয়েক মিনিট এখানে অপেক্ষা করা হল, সংখ্যায় কয়েক শত লোক, মনে হল যেন ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে উঠেছে তারা, হঠাৎ কোনো হুকুমের তোয়াক্কা না করেই এগুতে লাগল সবাই। শীত প্রাসাদের সমস্ত জানলা থেকে যে আলো আসছিল তাতে এবার দেখতে পেলাম সামনের শ দুই তিন লোক প্রায় সবাই লালরক্ষী, সৈন্য যে কটি তাদের আঙুলে গোনা যায়। কাঠের ব্যারিকেড বেয়ে উঠে, জয়ধ্বনি দিয়ে লাফিয়ে পড়তে লাগলাম আমরা স্তুপাকৃতি রাইফেলের ওপর, এখানকার য়ুঙ্কাররা হাতিয়ার ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান ফটকের দু' পাশের সবকটি দরজা হাট করে খোলা, আলো আসছে সেখান থেকে, কিন্তু প্রকাণ্ড ভবনটার কোথা থেকেও এতটুকু শব্দ নেই।

উদ্‌গ্রীব লোকগুলোর তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে ঢুকে পড়লাম ডান দিকের দরজা দিয়ে খিলান-দেওয়া প্রকাণ্ড এক ন্যাড়া ঘরের মধ্যে, এটি হল পুব মহলার তলকুঠরি। সিঁড়ি আর করিডরের গোলক-ধাঁধা শুরু হয়েছে এখান থেকে। মস্ত মস্ত প্যাকিং বাক্স ছিল কয়েকটা, লালরক্ষী আর সৈন্যরা তাদের

বন্দুকের কুঁদোর বাড়িতে ভাঙতে লাগল, টেনে বার করতে লাগল যত গালিচা, পর্দা, কাপড়, চিনেমাটির প্লেট, কাচের বাসন... একজন ছুটতে লাগল কাঁধে একটি ব্রোঞ্জের ঘড়ি নিয়ে; আরেকজনকে দেখলাম কোথায় খানিকটা অস্ট্রিচের পালক পেয়ে সেটা টুপিতে গুঁজেছে। লুটপাট সবে শুরু হতে যাচ্ছিল এমন সময় এক একজন হাঁকলে, 'কমরেড! কেউ হাত দেবেন না! কিছু নেওয়া চলবে না! এ হল জনগণের সম্পত্তি!' সঙ্গে সঙ্গেই জনকুড়ি গলায় চেঁচামেচি শুরু হল, 'খবর্দার! যা যেখানে ছিল রেখে দাও! কিছু নেওয়া চলবে না! জনগণের সম্পত্তি!' গন্ডা গন্ডা হাতে টেনে আনা হল লুঠেরাদের। ছিনিয়ে নেওয়া হল জড়ি, পর্দা; দুজন লোক গিয়ে কেড়ে আনল ঘড়িটা। তাড়াহুড়ো করে জিনিসগুলো যেমন পারল ফের প্যাকিং বাক্সে পুরে পাহারায় দাঁড়িয়ে পড়ল স্বনিযুক্ত প্রহরী। ব্যাপারটা ঘটল একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। করিডর আর সিঁড়িগুলোর সবখান থেকে যতদূর কান যায় শোনা যেতে লাগল কেবল, 'বিপ্লবী শৃংখলা! জনগণের সম্পত্তি...'

আমরা এখান থেকে ফিরে গেলাম বাঁয়ের দরজায়, পশ্চিম মহলায়। এখানেও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 'প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাও!' ভেতরকার এক দরজা থেকে মুখ বার করে হাঁক দিলে এক লালরক্ষী, 'আসুন কমরেড, দেখিয়ে দিন যে আমরা চোর ডাকাত নই। ঠিকঠাক পাহারা না বসানো পর্যন্ত কমিশাররা ছাড়া আর সবাই বেরিয়ে যান।'

দুজন লালরক্ষী, একজন সৈন্য এবং একজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে রিভলবার হাতে। তাদের পেছনে একটি টেবিলে কাগজ কলম নিয়ে বসে আছে আরেকটি সৈন্য। চারিদিকে শোনা যাচ্ছে কেবল 'সবাই বেরিয়ে যান! সবাই সবাই বেরিয়ে যান!' ধাক্কাধাক্কি করে, গাঁইগুঁই করে তর্ক করতে করতে বেরতে লাগল সৈনারা। এক একজন বেরয় আর স্বনির্বাচিত এক কমিটি কোট জামা তল্লাস করে দেখে। যেটা স্পষ্টতই তার জিনিস নয় সেটা সঙ্গে সঙ্গেই বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে, টেবিলে বসা সৈন্যটি তা টুকে রাখছে এবং ছোটো একটা ঘরে মাল জমা করা হচ্ছে। আর অদ্ভুত রকমের রকমারি সে মাল: ছোটো মূর্তি, কালির বোতল, বাদশাহী প্রতীক আঁকা বিছানার চাদর, মোমবাতি, ছোট্ট একটা তৈলচিত্র, ব্লটিং প্যাড, সোনা বাঁধানো তলোয়ার, সাবান, নানা ধরনের পোষাক, কম্বল। একজন লালরক্ষীর কাছে তিনটে রাইফেল, দুটি সে কেড়ে নিয়েছে যুঙ্কারদের কাছ থেকে। আরেকজনের কাছে চারটে

পোর্টফোলিও, লিখিত নানা দলিলপত্রে ভরা। দোষীরা গোমড়া মুখে হয় মেনে নিচ্ছিল নয় ছেলেমানুষের মতো আবদার করছিল। আর কমিটির সবকটি লোক একই সঙ্গে কথা বলে বোঝাচ্ছিল যে চুরি করা জনযোদ্ধাদের সাজে না। অনেকেই ধরা পড়ার পর নিজেরাই আবার বাকি কমরেডদের তল্লাসিতে লেগে পড়ছিল (৩)।

তিন চার জনের এক একটা দলে এবার বেরিয়ে আসতে লাগল যুঙ্কাররা। এদের তল্লাসিতে কমিটির তৎপরতায় খুবই চাড় দেখা গেল। সেই সঙ্গে মন্তব্য হতে লাগল, 'ও হো, প্ররোচক! কর্নিলভী! প্রতিবিপ্লবী! জনগণের খুনে!' তবে মারধোর কিছু হল না যদিও আঁতকে ছিল যুঙ্কাররা। এদের পকেটও ছোটোখাটো লুটে ভর্তি। সযত্নে তার তালিকা করে জমা রাখা হল ছোট্ট ঘরটায়... অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল যুঙ্কারদের। 'কী, জনগণের বিরুদ্ধে আর হাতিয়ার ধরবে?' কলরব করে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল তাদের।

'না,' একের পর এক জবাব দিলে যুঙ্কাররা। তখন অবাধে যেতে দেওয়া হল তাদের।

জিজ্ঞেস করলাম আমরা ভেতরে ঢুকতে পারি কিনা। কমিটি দ্বিধায় পড়ল, কিন্তু দীর্ঘকায় লালরক্ষীটি কড়া করেই জানিয়ে দিলে নিষিদ্ধ। 'তাছাড়া কে আপনারা?' সে বললে, 'আপনারা সবাই যে কেরেনস্কির লোক নন তা জানব কী করে?' (সংখ্যায় আমরা ছিলাম পাঁচজন, দুজন মহিলা।)

'পজালুইস্তা, তভারিশ্চি! পথ দিন কমরেড!' দরজায় দেখা দিল একটি সৈনিক আর একজন লালরক্ষী, তাদের পেছনে বেঅনেট লাগানো বন্দুক নিয়ে আরো কিছু সান্ত্রী — সামনে থেকে লোক সরাচ্ছিল তারা। এদের পেছন পেছন এবার এল বেসামরিক পোষাকে এক একজনের সারিতে জন ছয়েক লোক — সাময়িক সরকারের সদস্য। প্রথমে এলেন কিশকিন, মুখ বসে গেছে, ফ্যাকাশে; তারপর রুতেনবের্গ, গোমড়া মুখে তাকিয়ে আছেন মেজের দিকে; এরপর তেরেশ্চেঙ্কো, কড়া চোখে চাইছেন চারিদিকে, আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ঠাণ্ডা স্থির দৃষ্টিতে... নীরবে চলে গেলেন এঁরা; বিজয়ী অভ্যুত্থানীরা ভিড় করে এল দেখতে, কিন্তু ক্রুদ্ধ মন্তব্য শোনা গেল কম। পরে শুনেছিলাম, রাস্তার লোকে তাঁদের খুন করতে চেয়েছিল, গুলিও চলে, কিন্তু নাবিকেরা তাঁদের নিরাপদে পিটার-পল দুর্গে পৌঁছে দেয়...

এই ফাঁকে কোনো রকম বাধা না পেয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম প্রাসাদের

ভেতরে। তখনো সেখানে প্রচুর আস। যাওয়া চলছে, বিরাট ভবনটার সদ্য-আবিষ্কৃত সব কক্ষ পরীক্ষা করা হচ্ছে, তল্লাস চলছে যুংকারদের লুকনো গ্যারিসন কিছু আছে কিনা। ওপরে গিয়ে আমরা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে লাগলাম। প্রাসাদের এই অংশটায় নেভার দিক থেকে অন্য বাহিনী এসে ঢুকেছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কক্ষগুলির তৈলচিত্র, মূর্তি, পর্দা, গালিচা সবই অক্ষত; অফিসগুলোয় কিন্তু প্রতিটি টেবিল আর দেরাজ তছনছ করা হয়েছে, মেজের ওপর ছড়িয়ে আছে কাগজপত্র; শোবার ঘরগুলোয় বিছানার চাদরপত্র কিছু নেই, পোষাকের আলমারি খোলা। সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত লুট হল পোষাক — মজুরদের যা ছিল না। আসবাবের এক গুদাম ঘরে দেখলাম দুজন সৈন্য চেয়ার থেকে বাহারে চামড়া বাঁধাই স্প্যানিশ গদি কাটছে। বললে, চামড়াটা দিয়ে জুতো হবে...

প্রাসাদের পুরনো চাকরবাকরেরা তাদের নীল-লাল-সোনালী উর্দি পরে বিচলিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে এবং অভ্যাসবশে তখনো বলে যাচ্ছে, 'ভেতরে যাবেন না, বারিন! নিষেধ আছে...' শেষ পর্যন্ত ঢোকা গেল সেই লাল মখমলের পর্দা-দেওয়া সোনালী সবুজ ঘরখানায় যেটাতে সেদিন দিনরাত বৈঠক চালিয়েছিলেন মন্ত্রীরা -- চাপরাসীরা বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাঁদের ধরিয়ে দেয় লালরক্ষীদের কাছে। মোটা সবুজ কাপড়ে ঢাকা লম্বা টেবিলটা তাঁরা গ্রেপ্তার হয়ে যাবার সময় যেভাবে রেখে গিয়েছিলেন ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি শূন্য আসনের সামনে কালি, কলম আর কাগজ; কাগজগুলোয় কোনোটায় প্রতিরোধ পরিকল্পনার খানিকটা ছক, কোনোটায় বিবৃতি বা ঘোষণার মোটা খসড়া। কিন্তু সেগুলোর বেশির ভাগই আবার কেটে দেওয়া হয়েছে, কেননা তার নিষ্ফলতা তখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। কাগজের বাকি ভাগটা অনামনস্ক কতকগুলো জ্যামিতিক রেখায় ভরা, বোঝা যায় একের পর এক মন্ত্রীর অলীক সব পরিকল্পনা শুনতে শুনতে বিষণ্ণ বৈঠকীদের কীর্তি এগুলি। একটা পাতা তুলে নিলাম, হাতের লেখাটা কনোভালভের। 'সাময়িক সরকারকে সমর্থনের জন্য সমস্ত শ্রেণীর কাছে সাময়িক সরকার আবেদন জানাচ্ছে...'

মনে রাখা দরকার, শীত প্রাসাদ ঘেরাও হয়ে থাকলেও ফ্রন্ট এবং মফস্বলের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ অক্ষুন্নই ছিল। ভোর বেলাতেই বলশেভিকরা সমর মন্ত্রিদপ্তর দখল করে বটে, কিন্তু ওপরে চিলেকোঠার মতো একটা জায়গায়

সামরিক টেলিগ্রাফের অস্তিত্ব এবং শীত প্রাসাদের সঙ্গে তার টেলিফোন সংযোগের কথা তারা কিছুই জানত না। এইখানে বসে বসে এক নবীন অফিসার সেদিন সারাটা সময় গোটা দেশ জুড়ে কেবল আবেদন আর ঘোষণার বন্যা ছড়িয়ে যান। যখন শুনলেন প্রাসাদের পতন হয়েছে, তখন শান্তভাবে মাথায় টুপি দিয়ে বেরিয়ে যান বাড়িটা থেকে...

ইতিমধ্যে চারিপাশের আকর্ষণে আমরা এতই আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম যে আমাদের আশেপাশের সৈনিক ও লালরক্ষীদের মেজাজ বদলাতে শুরু করেছে সেটা লক্ষই করি নি। যতক্ষণ ঘরের পর ঘর পেরুচ্ছিলাম, ছোট্ট একটা দল ততক্ষণ অনুসরণ করছিল আমাদের। বিকেলে যে ছবির হলটায় মুৎস্কারদের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতেই দেখি প্রায় শতখানেক লোক আমাদের পেছনে জুটে গেছে। প্রকাণ্ড এক সৈনিক আমাদের পথ আটকে দাঁড়াল, মুখখানা তার গোমড়া সন্দেহে অন্ধকার।

'কে আপনারা?' গর্জন করলে সে। 'কী করছেন এখানে?' অন্যরা আস্তে আস্তে ঘিরে ধরে দেখতে লাগল আমাদের, গজগজ করতে লাগল। কাকে যেন বলতে শুনলাম, 'প্ররোচক!' 'লুঠেরা!' সামরিক বিপ্লবী কমিটির পাস বার করে দেখালাম। ব্যাজার মুখে সেটা নিলে সৈনিকটা, উল্টো করে ধরে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইল। বোঝা গেল পড়তে জানে না। পাসগুলো ফিরিয়ে দিয়ে থুতু ফেললে মেজের ওপর। 'বুমাগি! কাগজ!' বললে বেশ অশ্রদ্ধার সুরেই। ভিড়টা ততক্ষণে ধীরে ধীরে এগুতে শুরু করেছে আমাদের দিকে, বুনো ঘোড়ার পাল যেভাবে ঘিরে ধরে মাটিতে দাঁড়ানো কাউবয়কে। এদের মাথার ওপর দিয়ে চোখে পড়ল একজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন অসহায়ের মতো। চিৎকার করে ডাকলাম তাঁকে। গুতোগুতি করে উনি এগিয়ে এলেন আমাদের কাছে।

বললেন, 'আমি কমিশার। আপনারা কে? ওটা কী?' ভিড়টা একটু থেমে দাঁড়াল। আমি পাসগুলো দেখালাম। 'আপনারা বিদেশী?' কমিশার জিজ্ঞেস করলেন ফরাসীতে, 'খুবই বিপজ্জনক কিন্তু ..' তারপর জনতার দিকে ফিরলেন উনি, আমাদের দলিলগুলো দেখিয়ে বললেন, 'কমরেড, এঁরা আমাদের বিদেশী কমরেড, আমেরিকা থেকে এসেছেন। প্রলেতারীয় আর্মির সাহস ও বিপ্লবী শৃঙ্খলার কথা তাঁরা দেশের লোককে জানাবেন!'

'কী করে জানলেন?' জবাব দিলে প্রকাণ্ড সৈনিকটি, 'বলে রাখছি আপনাকে, এরা হল প্ররোচক! বলে, প্রলেতারীয় ফৌজের বিপ্লবী শৃঙ্খলা দেখতে এসেছে। কিন্তু প্রাসাদে অবাধে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে। লুট করে পকেট যে ভরায় নি সেটা জানলেন কী করে?'

'প্রাভিলনো! ঠিক কথা!' চিৎকার করে ঠেলে এগিয়ে এল ভিড়টা।

'কমরেড! কমরেড!' আবেদন জানালেন অফিসার, কপালে তাঁর ঘাম ফুটে উঠেছে, 'আমি সামরিক বিপ্লবী কমিটির কমিশার। আমায় আপনারা বিশ্বাস করেন তো? আমি বলছি আপনাদের, আমার পাসে যাঁদের সই আছে, ঠিক তাঁদেরই সই রয়েছে এ'দের পাসেও!'

প্রাসাদ থেকে তিনি আমাদের বাইরে নিয়ে এলেন নেভা তীরের একটি দরজা দিয়ে, পকেট তল্লাসির অনিবার্য এক কমিটি এখানেও দাঁড়িয়ে আছে... মুখ মুছতে মুছতে কমিশার বলছিলেন, 'খুব বে'চে গেছেন এ যাত্রা .'

জিজ্ঞেস করলাম, 'নারী ব্যাটালিয়নের কী হল?'

'ওহ, মেয়েগুলোর কথা আর বলবেন না!' হাসলেন কমিশার, 'পেছনদিককার এক ঘরে সবাই গাদা হয়ে ছিল। ওদের নিয়ে কী করা হবে তা ঠিক করতে বেজায় ঝামেলা গেছে; অনেকে কে'দে কেটে একেবারে ক্ষেপে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ওদের ফিনল্যান্ড স্টেশনে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, লেভাশভোর একটা ট্রেনে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ওদের, সেখানে ওদের একটা ছাউনি আছে(৪)...'

বেরিয়ে এলাম আমরা বাইরে, তুহিন চঞ্চল রাত, আবছা সব সৈন্যদলের মার্চে মর্মরিত, পেট্রলের টহলে বৈদ্যুতিক। নদীর ওপারে যেখানে উ'চিয়ে আছে পিটার-পলের কৃষ্ণতর পিণ্ডটা, ভাঙা ভাঙা হল্লা আসছে সেখান থেকে... পায়ের তলের ফুটপাথে প্রাসাদের কার্নিস থেকে ভেঙে পড়া পলেস্তা ছড়ানো। আভরোরার* দুটি গোলা এসে লেগেছিল এইখানে; এ ছাড়া আর কোনো ক্ষতি কিছু হয় নি...

---

* লেখক এখানে একটু ভুল করেছেন। ১৯১৭ সালে ৭ই নভেম্বর রাত ৯টা ৪৫ মিনিট যুদ্ধজাহাজ আভরোরা থেকে কেবল একটা ফাঁকা তোপ দাগা হয় শীত প্রাসাদ আক্রমণের সঙ্কেত হিসাবে। রীড যে ক্ষতির কথা লিখছেন সেটা হয় পিটার-পল দুর্গ থেকে কামান দাগার ফলে। — সম্পাঃ
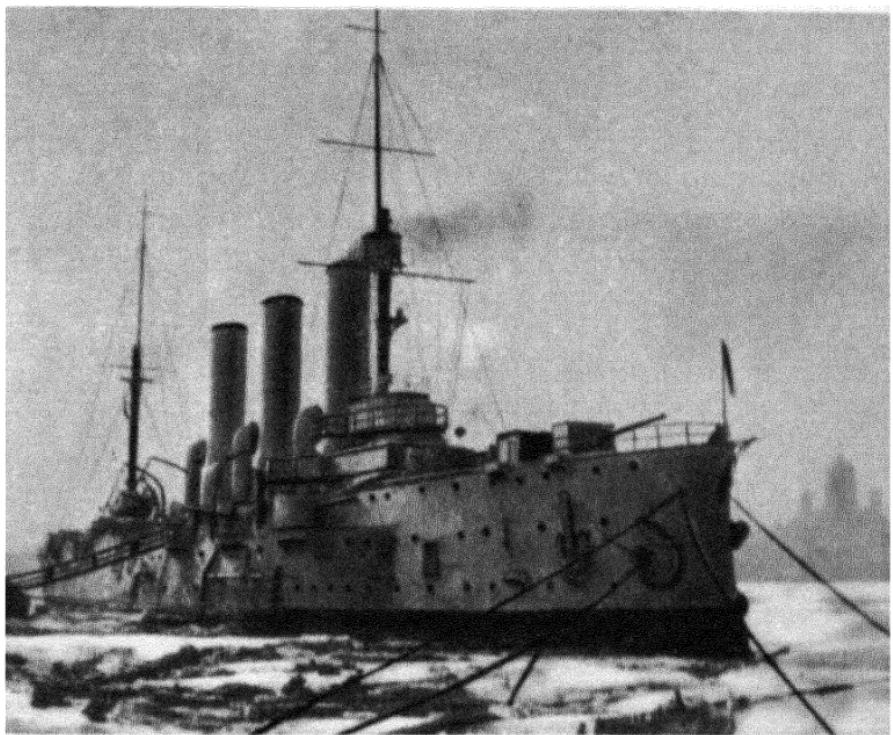
যুদ্ধজাহাজ 'আভরোরা', ১৯১৮
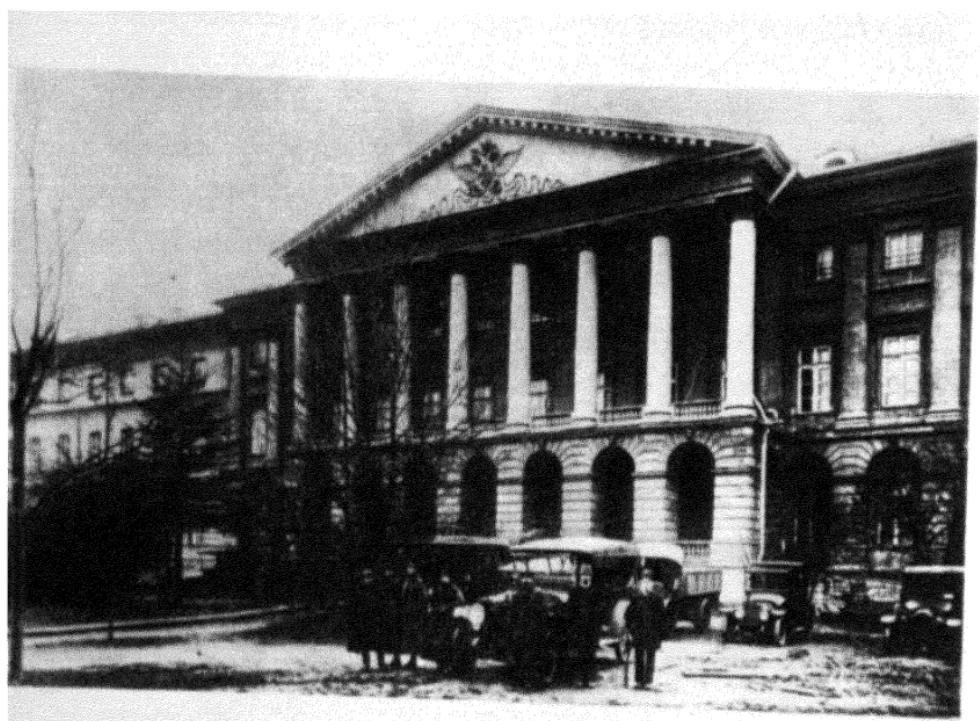
বিপ্লবের হেডকোয়ার্টার্স স্মোলনি

ততক্ষণে রাত তিনটে বেজে গেছে। ফের জ্বলে উঠেছে নেভস্কির সবকটি আলো, কামান নেই, অগ্নিকুন্ড ঘিরে উবু হয়ে বসা লালরক্ষী ও সৈনিকরা না থাকলে যুদ্ধের কোনো চিহ্নই চোখে পড়ত না। শান্ত হয়ে গেছে নগর -- এত শান্ত তাকে বোধ হয় তার জীবনেও কখনো দেখা যায় নি। একটি ছিনতাই, একটি ডাকাতিও হয় নি সে রাতে।

কিন্তু পৌরসভা ভবন আলোয় ভরা। জমকালো সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো লাল কাপড়ে ঢাকা সম্রাট চিত্রে সুশোভিত আলেক্সান্দর হলে উঠলাম আমরা। চারিদিকে গ্যালারি, মঞ্চের কাছে শতখানেক লোক জুটেছে, স্কবেলেভ বক্তৃতা দিচ্ছেন সেখানে। তিনি বললেন জননিরাপত্তা কমিটিকে প্রসারিত করে সমস্ত বলশেভিক বিরোধী শক্তিকে বিরাট এক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, তার নাম দেওয়া হোক দেশ ও বিপ্লব ত্রাণ কমিটি। আমাদের চোখের সামনে ত্রাণ কমিটি গড়া হয়ে গেল, সেই কমিটি যা পরে পরিণত হয় বলশেভিকদের সবচেয়ে প্রচন্ড শত্রুতে, পরের সপ্তাহে যা আবির্ভূত হতে থাকে কখনো তার স্বকীয় দলীয় নামে, কখনো বা নির্দলীয় জননিরাপত্তা কমিটি হিসেবে ..

দান, গোৎস, আভক্সেন্তিয়েভ আছেন সেখানে, ভেঙে আসা কিছু সোভিয়েত প্রতিনিধি, কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটির সভ্যরা, বৃদ্ধ প্রকোপভিচ, এমনকি প্রজাতন্ত্র পরিষদেরও কিছু সদস্য — ভিনাভের প্রমুখ কিছু কাদেত। লিবের দাবি করলেন যে সোভিয়েত কংগ্রেস কোনো বৈধ কংগ্রেস নয়, পুরনো ৎসে-ই-কা এখনো পর্যন্ত ক্ষমতাধারী .. দেশের প্রতি এক আবেদনের খসড়া করা হল।

একটা ছ্যাকরা গাড়ি ডাকলাম। 'কোথায় যাবেন?' যখন বললাম 'স্মোলনি', গাড়োয়ান মাথা নাড়লে, 'নিয়েৎ! ভূতের আড্ডা সেখানে...' বহু ঘোরাঘুরির পরই কেবল এমন একজন গাড়োয়ানকে পাওয়া গেল যে রাজী হল — তবে ভাড়া চাইলে তিরিশ রুবল এবং গাড়ি থামালে দুটো বাড়ির আগে।

স্মোলনির জানলাগুলোয় তখনো আলো জ্বলছে, আসছে যাচ্ছে মোটর, তখনো জ্বলন্ত আগুনগুলোর পাশে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসা সান্ত্রীরা সকলের কাছেই শেষ সংবাদ জিজ্ঞেস করছে উৎসুক হয়ে। করিডরগুলো দ্রুতগতি লোকে ভরা, খালে ঢোকা চোখ, নোংরা পোষাক। কিছু কিছু কমিটি ঘরে

লোকে ঘুমচ্ছে মেজের ওপর, পাশে বন্দুক। কিছু প্রতিনিধি সভা বর্জন করে গেলেও হলটা লোকে ভরা, গর্জন করছে সমুদ্রের মতো। আমরা যখন এলাম তখন কামেনেভ ধৃত মন্ত্রীদের তালিকা পড়ে শোনাচ্ছেন। তেরেশ্চেঙ্কোর নাম করতেই বজ্রগর্ভ করতালি ও তৃপ্তির ধ্বনি উঠল। রুতেনবের্গের নামে অতটা হল না। পালচিন্স্কির নাম করতেই চিৎকার, করতালি ও টিটকারির ঝড় উঠল... ঘোষিত হল যে চুদনোভস্কি শীত প্রাসাদের কমিশার নিযুক্ত হয়েছেন।

এই সময় একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। মস্ত এক দাড়িওয়ালা চাষী রাগে মুখ বিকৃত করে মঞ্চে উঠে ঘুষি মারলে সভাপতির টেবিলে।

'আমরা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা শীত প্রাসাদে ধৃত সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীদের অবিলম্বে মুক্তি দানের দাবি করছি! কমরেড, জানেন আপনারা, জার জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাঁরা নিজেদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পরোয়া করেন নি, এমন চারজন কমরেডকে পোরা হয়েছে পিটার-পল জেলে, স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক কবরখানায়?' হৈচৈয়ের মধ্যে ঘুষি মেরে চিৎকার করতে লাগল সে। আরেকজন প্রতিনিধি উঠে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সভাপতিমণ্ডলীর দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বললে:

'বলশেভিকদের ওখ্রানা যখন নেতাদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে তখন বিপ্লবী জনগণের প্রতিনিধিরা কি এখানে চুপচাপ বসে থাকবেন?'

চুপ করার জন্য হাত নাড়ছিলেন ত্রৎস্কি। 'ভাগ্যান্বেষী কেরেনস্কির সঙ্গে সোভিয়েত ধ্বংসের চক্রান্ত চালাতে গিয়ে এই সব 'কমরেডরা' এখন ধরা পড়েছে, ফুল চন্দন দিয়ে বরণ করতে হবে তাদের? ১৬ই আর ১৮ই জুলাইয়ের পর কই তারা তো আমাদের সঙ্গে বিশেষ ভদ্রতা করে নি!' জয়জয়ন্তী ঝঙ্কার উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে। 'ওবোরোনৎসি আর ভীরুরা এখন চলে গেছে, বিপ্লব রক্ষার পুরো দায়িত্ব এখন আমাদের কাঁধে। এখন দরকার কাজ, কাজ, কাজ! হাল ছেড়ে দেবার চেয়ে বরং মরব!'

এরপরে উঠলেন ৎসার্স্কোয়ে সেলোর একজন কমিশার, হাঁপাচ্ছেন, গায়ে রাস্তার কাদা। 'ৎসারস্কোয়ে সেলোর গ্যারিসন পাহারা দিচ্ছে পেত্রগ্রাদের দ্বারদেশ, সোভিয়েত ও সামরিক বিপ্লবী কমিটিকে রক্ষার জন্যে তারা প্রস্তুত!' উদ্দাম করতালি। 'ফ্রন্ট থেকে পাঠানো সাইকেল কোর ৎসারস্কোয়ে এসে পৌঁছেছে, সৈন্যরা এখন আমাদের পক্ষে। সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা, কৃষকদের

জমি এবং মজুরদের হাতে শিল্প নিয়ন্ত্রণের দাবি মানে তারা। ৎসারস্কোয়েতে ছাউনি ফেলা ৫ নং সাইকেল ব্যাটালিয়ন আমাদের পক্ষে...'

এরপর ৩ নং সাইকেল ব্যাটালিয়নের প্রতিনিধি। উন্মাদ উল্লাসের মধ্যে সে শোনালে কী ভাবে **তিন দিন আগেই** সাইকেল কোরকে হুকুম দেওয়া হয় দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্ট থেকে 'পেত্রগ্রাদ রক্ষায়' চলে আসতে। হুকুমের উদ্দেশ্য নিয়ে ওদের সন্দেহ হয়; পেরেদোলস্ক স্টেশনে তাদের সঙ্গে ৎসারস্কোয়ের ৫ নং ব্যাটালিয়নের প্রতিনিধিদের দেখা হয়। সম্মিলিত সভা বসে। দেখা যায় 'সাইক্লিস্টদের মধ্যে এমন একজন লোককেও পাওয়া গেল না যে তার ভাইয়ের রক্তপাত করতে বা বুর্জোয়া জমিদারদের সরকারকে সমর্থন করতে ইচ্ছুক!'

আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকদের পক্ষ থেকে কাপেলিনস্কি প্রস্তাব করলেন গৃহযুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য একটি বিশেষ কমিটি নির্বাচন করা হোক। 'শান্তিপূর্ণ সমাধান কিছু নেই!' গর্জন করলে জনতা। 'বিজয়ই একমাত্র সমাধান!' বিপুল সংখ্যাধিক্যে ভোট গেল বিপক্ষে, টিটকারির ঝড়ের মধ্যে প্রস্থান করলে আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকরা। প্রতিনিধিদের মধ্যে তখন আর লেশমাত্র উদ্বেগ ছিল না মঞ্চ থেকে কামেনেভ ওদের উদ্দেশ্যে তর্জন করলেন, ''শান্তিপূর্ণ সমাধানের' প্রশ্নটাকে 'সর্বাগ্রে আলোচনার' দাবি করেছিল আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকরা, অথচ যে সব উপদল কংগ্রেস ছেড়ে যেতে চাইছিল তাদের বিবৃতি দানের অনুকূলে এরা কেবলি আলোচ্য সূচি লঙ্ঘনের জন্যে ভোট দেয়। বোঝাই যায় এই সব ভ্রষ্টাচারীরা অনেক আগেই কংগ্রেস পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল।'

উপদলগুলির কংগ্রেস পরিত্যাগ উপেক্ষা করে সভা স্থির করলে রাশিয়ার শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের নিকট আবেদনটি বিবেচনা করা হোক:

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতি

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়েছে। এ কংগ্রেস অধিকাংশ সোভিয়েতেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। কিছু কিছু কৃষক প্রতিনিধিও এখানে উপস্থিত। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের বিপুল অধিকাংশের অভিপ্রায়ের ওপর দাঁড়িয়ে, পেত্রগ্রাদের শ্রমিক ও

সৈনিকদের বিজয়ী অভ্যুত্থানের ভিত্তিতে কংগ্রেস ক্ষমতা গ্রহণ করছে।

সাময়িক সরকার পদচ্যুত। সাময়িক সরকারের অধিকাংশ সদস্যই ধৃত।

সোভিয়েত রাজ অবিলম্বেই সমস্ত জাতির কাছে গণতান্ত্রিক শান্তি ও সমস্ত ফ্রণ্টে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেবে। ভূমি কমিটিগুলির নিকট জমিদারী, রাজকীয় ও মঠ জমির বিনামূল্যে হস্তান্তর নিশ্চিত করবে সোভিয়েত রাজ, ফৌজের পরিপূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ চালু করে সৈনিকদের অধিকার রক্ষা করবে, উৎপাদনের ওপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, যথানির্দিষ্ট তারিখে সংবিধান সভা বসার ব্যবস্থা করবে, শহরে খাদ্য এবং গ্রামাঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় মাল সরবরাহের ব্যবস্থা নেবে এবং রাশিয়ার অধিবাসী সমস্ত জাতিসত্তার জন্য সত্যকার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নিশ্চিত করবে।

কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিচ্ছে· সমস্ত স্থানীয় ক্ষমতা যাবে সেখানকার শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের হাতে, বিপ্লবী শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাদের।

হুঁশিয়ার ও অটল থাকার জন্য কংগ্রেস ট্রেঞ্চের সৈন্যদের ডাক দিচ্ছে। সোভিয়েত কংগ্রেসের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, নতুন সরকার সরাসরি সমস্ত জাতির কাছে গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব দিয়ে শান্তি চুক্তি নিষ্পন্ন করতে না পারা পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপ্লব কী ভাবে বাঁচাতে হবে সেটা বিপ্লবী ফৌজ জানে। সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির উপর রিকুইজিশন ও ট্যাক্স প্রবর্তনের দৃঢ়সংকল্প নীতি মারফত বিপ্লবী ফৌজের সবকিছু প্রয়োজন মেটানো এবং সৈনিক পরিবারদের অবস্থা উন্নত করার জন্য নতুন সরকার প্রয়োজনীয় সবকিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

কর্নিলভপন্থীরা -- কেরেনস্কি, কালেদিন প্রভৃতিরা পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনার চেষ্টা করছে। কেরেনস্কি যাদের ছলনা করে আনতে চেয়েছিল এমন কয়েকটি রেজিমেন্ট অভ্যুত্থানী জনগণের পক্ষ নিয়েছে।

সৈনিকগণ, কর্নিলভপন্থী কেরেনস্কির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ দিন! হুঁশিয়ার থাকুন!

রেল শ্রমিকগণ, পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে কেরেনস্কি যে সব সৈন্যবাহী ট্রেন পাঠাচ্ছেন তা থামিয়ে দিন!

শ্রমিক, সৈনিক ও কর্মচারীগণ, বিপ্লব এবং গণতান্ত্রিক শান্তির ভবিষ্যৎ আপনাদের হাতে!

বিপ্লব জিন্দাবাদ!

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের

সারা রুশ কংগ্রেস, কৃষক সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা*"

সকাল ঠিক ৫টা ১৭ মিনিটে ক্রিলেংকো হাতে একটি টেলিগ্রাম নিয়ে ক্লান্তিতে টলতে টলতে মঞ্চে উঠলেন।

'কমরেড, উত্তর ফ্রন্ট থেকে! ১২ নং ফৌজ সোভিয়েত কংগ্রেসকে স্বাগত করে জানাচ্ছে যে তারা সামরিক বিপ্লবী কমিটি গঠন করেছে, উত্তর ফ্রন্টের সেনাপত্য এ কমিটি গ্রহণ করেছে!' তান্ডব শুরু হয়ে গেল, লোকে কোলাকুলি করে উচ্ছ্বাসে কেঁদে ফেললে। 'জেনারেল চেরেমিসভ কমিটিকে স্বীকার করেছেন, সাময়িক সরকারের কমিশার ভইতিনস্কি পদত্যাগ করেছেন!'

ঘটল তাহলে...

অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লেনিন এবং পেত্রগ্রাদের মজুরেরা, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত সাময়িক সরকারকে উৎখাত করে সোভিয়েত কংগ্রেসের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে কুদেতা-র ঘটনাটা। এবার জয় করতে হবে মহা রাশিয়ার গোটাটা, তারপর বিশ্ব! রাশিয়া কি সাড়া দেবে, উঠে দাঁড়াবে? আর দুনিয়া? সাড়া দেবে কি সমস্ত জাতি, উথলে উঠবে এক রক্তিম বিশ্বব্যাপী জোয়ারে?

সকাল তখন ছ'টা, তাহলেও ভারি হয়ে লেপটে আছে ঠান্ডা রাত। শুধু একটা আবছা অপ্রাকৃত আভা চুপি চুপি উঁকি দিচ্ছে স্তব্ধ রাস্তাগুলোয়। ম্লান হয়ে উঠছে প্রহরীদের আগুন — ভয়ঙ্কর এক ধূসর উষার ছায়া জাগছে রাশিয়া জুড়ে...

---

* 'কৃষক সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা' এই স্বাক্ষর যোগ করা হয় কৃষক প্রতিনিধিদের সমর্থনসূচক বিবৃতির পর। — সম্পাঃ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সামনে ঝাঁপ

বৃহস্পতিবার, ৮ই নভেম্বর। উদ্দাম উত্তেজনার মধ্যে দিন ফুটল শহরে, ঝঞ্ঝার দীর্ঘশ্বসিত ঝাপটে ফুঁসে উঠছে একটা গোটা দেশ। বাইরে থেকে কিন্তু সবই বেশ শান্ত: লাখ লাখ লোকে যথাসময়েই শুয়েছে, সকালে শয্যাত্যাগ করে কাজে গেছে। ট্রাম চলছে পেত্রগ্রাদের রাস্তায়, দোকানপাট রেস্তোরাঁ খোলা, থিয়েটার চালু আছে, বিজ্ঞাপন ঝুলছে চিত্র প্রদর্শনীর... দৈনন্দিন জীবনের জটিল যে ছকটা এমনকি যুদ্ধের সময়ও গতানুগতিক ছন্দে চলতে থাকে, তার ব্যতিক্রম হয় নি। কী অদ্ভুত এই সমাজদেহের প্রাণশক্তি — সর্বাধিক দুর্যোগের সামনেও সে তার খাওয়া, পরা, উপভোগ ছাড়তে রাজী নয়...

নানা গুজব রটছে কেরেনস্কি সম্পর্কে, শোনা গেল তিনি নাকি ফ্রন্টকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন, রাজধানীর বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আসছেন। 'ভলিয়া নারোদায়' পুস্কভে দেওয়া তাঁর এক প্রিকাজ ছাপা হল:

বলশেভিকদের উন্মাদ অপচেষ্টায় যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে তাতে এক অতল গহ্বরের মুখে এসে পড়েছে দেশ। যে ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের পিতৃভূমি চলেছে তাতে উত্তীর্ণ হতে হলে দরকার আমাদের সমগ্র ইচ্ছাশক্তি, আমাদের পৌরুষ, আমাদের প্রতিটি লোকের আনুগত্য...

নতুন কোনো সরকার যদি আদৌ হয় তবে তার নাম ঘোষণা পর্যন্ত

প্রত্যেকের উচিত তাদের নিজ নিজ পদে থেকে রক্তস্রাবী রাশিয়ার প্রতি তার কর্তব্য পালন করে যাওয়া। মনে রাখা উচিত যে বর্তমান ফৌজ সংগঠনের ন্যূনতম বিশৃঙ্খলায় শত্রুর কাছে ফ্রণ্ট উন্মুক্ত হয়ে অপূরণীয় দুর্ভাগ্য ঘটতে পারে। সেইজন্য পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা বজায় রেখে ও নতুন ঝাঁকুনি থেকে ফৌজকে রক্ষা করে অফিসার ও অধস্তনদের মধ্যে চূড়ান্ত আস্থা স্থাপন মারফত যে কোনো মূল্যে সৈন্যদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখা একান্ত আবশ্যক। প্রজাতন্ত্রের সাময়িক সরকার তার অভিপ্রায় ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমি দেশের নিরাপত্তার নামে সমস্ত কর্তৃপক্ষ ও কমিশারদের স্বপদে বহাল থাকার নির্দেশ দিচ্ছি, এবং আমি নিজে সর্বাধিনায়কের পদ ধরে রাখছি...

এর জবাবে দেয়ালে দেয়ালে ঘোষণাপত্র:

সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে

'সামরিক বিপ্লবী কমিটি ভূতপূর্ব মন্ত্রী কনোভালভ, কিশকিন, তেরেশ্চেঙ্কো, মালিয়ান্তভিচ, নিকিতিন প্রভৃতিদের গ্রেপ্তার করেছে। কেরেনস্কি পালিয়েছেন। অবিলম্বে কেরেনস্কিকে গ্রেপ্তার করে রাজধানীতে পাঠানোর জন্য সমস্ত সামরিক সংগঠনকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

'কেরেনস্কিকে কোনো রকম সাহায্য করলে তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ হিসাবে দণ্ডনীয়।'

বাধাগুলো কেটে যাওয়ায় সামরিক বিপ্লবী কমিটি এখন সবেগে আবর্তিত হতে শুরু করেছে; আদেশ, নির্দেশ, আবেদন আর ডিক্রি ছড়াচ্ছে ফুলকির মতো(১)... হুকুম হল কর্নিলভকে পেত্রগ্রাদে নিয়ে আসতে হবে। কৃষক ভূমি কমিটির যে সব সদস্যকে সাময়িক সরকার গ্রেপ্তার করেছিল তাদের মুক্তি ঘোষিত হল। ফৌজে প্রাণদণ্ড নাকচ হল। সরকারী কর্মচারীদের কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হল, আপত্তি করলে কঠোর শাস্তির হুমকি রইল। মৃত্যুদণ্ডে নিষিদ্ধ করা হল লুটপাট, বিশৃঙ্খলা, চোরাবাজারি। বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তরের জন্য নিযুক্ত হল সামরিক কমিশার: পররাষ্ট্র দপ্তরে উরিৎস্কি ও ত্রৎস্কি; স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও বিচার — রিকভ; শ্রম — শ্লিয়াপনিকভ; অর্থ —

মেনজিনস্কি; জনকল্যাণ — শ্রীমতী কল্লন্তাই; বাণিজ্য, পথ ও যোগাযোগ — রিয়াজানভ; নৌবাহিনী — নাবিক কর্বির; ডাক-তার — স্পিরো; থিয়েটার — মুরাভিওভ; রাষ্ট্রীয় ছাপাখানা — দের্বিশেভ; পেত্রগ্রাদ নগরের জন্য — লেফটন্যান্ট নেস্তেরভ; উত্তর ফ্রন্টের জন্য — পোজের্ন*...

ফৌজের কাছে আবেদন: সামরিক বিপ্লবী কমিটি গড়ুন। রেল শ্রমিকদের কাছে: শহরে ও ফ্রন্টে খাদ্য চালানে দেরি করবেন না... এর বদলে পথ ও যোগাযোগ মন্ত্রিদপ্তরে তাদের প্রতিনিধি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

কসাক ভাই সব! (একটি আবেদনে বলা হল।) আপনাদের চালানো হচ্ছে পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে। রাজধানীর বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে আপনাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে যুদ্ধে। আমাদের সাধারণ শত্রু জমিদার আর পুঁজিপতিদের একটি কথাও বিশ্বাস করবেন না।

রাশিয়ার শ্রমিক, সৈনিক ও সচেতন কৃষকদের সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব আছে আমাদের কংগ্রেসে। মেহনতী কসাকদেরও স্বাগত করতে কংগ্রেস ইচ্ছুক। কৃষ্ণশত জেনারেলরা, জমিদারের ভৃত্যরা, শোণিতপিপাসু নিকোলাইয়ের ভৃত্যরা আমাদের দুশমন।

তারা বলে, সোভিয়েত কসাকদের জমি বাজেয়াপ্ত করতে চায়। এটা মিথ্যা কথা। বিপ্লব কেবলমাত্র বড়ো বড়ো কসাক জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে তা জনগণের হাতে তুলে দেবে।

কসাক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠন করুন! শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির সঙ্গে যোগ দিন!

কৃষ্ণশতদের দেখিয়ে দিন যে আপনারা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতক নন, সমগ্র বিপ্লবী রাশিয়ার অভিশাপ কুড়াতে আপনারা চান না!..

কসাক ভাই সব, জনশত্রুদের কোনো হুকুম তামিল করবেন না। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইবার জন্য পেত্রগ্রাদে আপনাদের প্রতিনিধি পাঠান...

---

* বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তরের জন্য নিযুক্ত সামরিক কমিশারদের তালিকায় খুঁত আছে। পররাষ্ট্র দপ্তরে নিযুক্ত হন একা উরিৎস্কি; নৌবাহিনী দপ্তরের ভার নেয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস থেকে সমস্ত নৌবহরের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্বাচিত সামরিক নৌবাহিনীর বিপ্লবী কমিটি। — সম্পাঃ

পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের কসাকরা জনশত্রুদের আশা পূর্ণ না করে সম্মান অর্জন করেছেন...

কসাক ভাই সব! সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস তাদের সৌভ্রাত্রের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আপনাদের দিকে। সারা রাশিয়ার সৈনিক, শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে কসাকদের ভ্রাতৃত্ব দীর্ঘজীবী হোক।*

অন্যদিকে কী ঝড়ই না তোলা হচ্ছিল দেয়ালে আঁটা নানা ঘোষণাপত্রে, সর্বত্র ছড়ানো ইশতেহারে, চিৎকার-করা অভিশাপ-হানা সর্বনাশের হুমকি-দেওয়া সব সংবাদপত্রে। এখন লড়াই কেবল ছাপাখানায় — অন্য সমস্ত হাতিয়ারই সোভিয়েতের হাতে।

সর্বাগ্রে দেশ ও বিপ্লব ত্রাণ কমিটির আবেদন — সারা রাশিয়া ও ইউরোপে তা ছড়ানো হয়:

রুশ প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের প্রতি!

বিপ্লবী জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ৭ই নভেম্বর পেত্রগ্রাদের বলশেভিকরা দুর্বৃত্তের মতো সাময়িক সরকারের একাংশকে গ্রেপ্তার করে, প্রজাতন্ত্র পরিষদ ভেঙে দেয় এবং এক অবৈধ ক্ষমতা জারী করে। বহিঃশত্রুর সর্বাধিক বিপদের মুহূর্তে বিপ্লবী রাশিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে এই বলপ্রয়োগ পিতৃভূমির প্রতি এক অবর্ণনীয় অপরাধ ছাড়া কিছু নয়।

বলশেভিকদের অভ্যুত্থানে জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থে মারাত্মক আঘাত হানা হচ্ছে এবং অতি বাঞ্ছিত শান্তির মুহূর্ত অপরিসীম পেছিয়ে যাচ্ছে।

বলশেভিকদের শুরু করা গৃহযুদ্ধে অরাজকতা ও প্রতিবিপ্লবের বিভীষিকায় দেশকে সঁপে দেবার বিপদ দেখা দিয়েছে, যে সংবিধান সভা থেকে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা মঞ্জুর ও জনগণের হাতে চিরকালের জন্য ভূমিস্বত্ব তুলে দেবার কথা, তা ব্যর্থ হবে।

একমাত্র বৈধ সরকারী ক্ষমতার ক্রমানুবর্তন হিসাবে ৭ই নভেম্বর রাত্রে যে দেশ ও বিপ্লব ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছে তা নতুন একটি সাময়িক সরকার

* আবেদনের নীচে স্বাক্ষর: 'শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের সারা রুশ কংগ্রেস'। — সম্পাঃ

গঠনের উদ্যোগ নিচ্ছে; গণতান্ত্রিক শক্তির উপর নির্ভর করে এ সরকার **দেশকে** সংবিধান সভা পর্যন্ত পরিচালিত করবে এবং অরাজকতা ও **প্রতিবিপ্লব** থেকে তাকে বাঁচাবে। নাগরিকগণ, জবরদস্তির ক্ষমতাকে অস্বীকার **করার জন্য** ত্রাণ কমিটি আপনাদের ডাক দিচ্ছে। এর হুকুম তামিল করবেন না!

দেশ ও বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য উঠে দাঁড়ান!

ত্রাণ কমিটিকে সমর্থন করুন!

স্বাক্ষর: রুশ প্রজাতন্ত্র পরিষদ, পেত্রগ্রাদ পৌরসভা, **ৎসে-ই-কা (প্রথম কংগ্রেসের)**, কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি এবং বর্তমান সোভিয়েত কংগ্রেসের ফ্রন্ট গ্রুপ, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, মেনশেভিক, জন-সমাজতন্ত্রী, সংযুক্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের দল এবং **ইয়েদিনস্তভো** গ্রুপ।

তারপর ফের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি, মেনশেভিক **ওবোরোনেৎস**, কৃষক সোভিয়েতের পোস্টার; কেন্দ্রীয় ফৌজ কমিটির, **ৎসেন্ত্রোফ্লোতের** পোস্টার...

...পেত্রগ্রাদ ধ্বংস হবে দুর্ভিক্ষে! (তাতে চিৎকার তোলা হচ্ছে।) জার্মান বাহিনী পদদলিত করবে আমাদের স্বাধীনতা। কৃষ্ণশত দাঙ্গা ছড়াবে সারা রাশিয়ায় যদি আমরা সবাই, সচেতন শ্রমিক, সৈনিক, নাগরিকরা ঐক্যবদ্ধ না হই...

বলশেভিকদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করবেন না! অবিলম্বে শান্তির প্রতিশ্রুতি একটা ধাপ্পা! রুটির প্রতিশ্রুতি ভুয়ো প্রতিশ্রুতি! জমির আশ্বাস একটা আষাঢ়ে গল্প!..

এদের সকলেরই একই ধুয়া।

কমরেডগণ, নৃশংস ও নিষ্ঠুরের মতো প্রতারণা করা হয়েছে আপনাদের! ক্ষমতা দখল করেছে কেবল একা বলশেভিকরা... সোভিয়েতের অন্তর্গত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক পার্টির কাছ থেকে তারা তাদের চক্রান্ত চেপে রেখেছিল...

জমি ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আপনাদের, কিন্তু বলশেভিকরা যে অরাজকতা জাগিয়ে তুলেছে তাতে প্রতিবিপ্লবেরই লাভ হবে, জমি ও স্বাধীনতা হারাবেন আপনারা...

খবরের কাগজগুলোও সমান হিংস্র।

আমাদের কর্তব্য হল (লিখলে 'দেলো নারোদা') শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি এই বেইমানদের স্বরূপ ফাঁস করা। আমাদের কর্তব্য হল সমস্ত শক্তি সংহত করে বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষা করা!..

'ইজ্‌ভেস্তিয়া', পুরনো **ৎসে-ই-কার** নামে শেষবারের মতো এক ভয়ংকর প্রতিশোধের হুমকি দিলে।

সোভিয়েত কংগ্রেসের কথা উঠলে আমরা জোর দিয়ে বলছি যে সোভিয়েতের কোনো কংগ্রেসই হয় নি! আমরা এই কথাই বলছি যে ওটা কেবল বলশেভিক দলের একটা ব্যক্তিগত বৈঠক! এবং সেক্ষেত্রে **ৎসে-ই-কার** ক্ষমতা নাকচ করার কোনো অধিকার নেই তাদের...

'নভায়া জিজ্‌ন', সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার মতো একটি নতুন সরকারের দাবি করলেও পত্রিকাটি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের কংগ্রেস পরিত্যাগের তীব্র সমালোচনা করে বললে যে, বলশেভিক অভ্যুত্থানে একটা জিনিস খুবই পরিষ্কার হয়ে গেছে: বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশনের সমস্ত মোহ ব্যর্থ...

'রাবোচি পুত' এবার দেখা দিল জুলাই মাসে নিষিদ্ধ লেনিনের 'প্রাভদা' পত্রিকা হিসাবে, তাল ঠুকে তা আসরে নামল:

শ্রমিক, সৈনিক, কৃষকেরা! মার্চে আপনারা অভিজাত চক্রের জোয়াল ভেঙেছিলেন। গতকাল আপনারা ভেঙেছেন বুর্জোয়া দঙ্গলের জোয়াল...

এবার প্রথম কর্তব্য পেত্রগ্রাদের দ্বারদেশ রক্ষা করা।

দ্বিতীয় কর্তব্য পেত্রগ্রাদের প্রতিবিপ্লবী লোকজনদের পুরোপুরি নিরস্ত্র করা।

তৃতীয় কর্তব্য বৈপ্লবিক ক্ষমতা পুরোপুরি সংগঠিত করে জন কর্মসূচির রূপায়ন নিশ্চিত করা...

অল্প যে কটি কাদেত পত্রিকা তখনো বের হচ্ছিল তারা এবং সাধারণভাবে বুর্জোয়ারা একটা উদাসীন শ্লেষের ভাব নিলে, অন্যান্য পার্টির প্রতি এক ধরনের 'আগেই বলেছিলাম' গোছের নাক-সেঁটকানি। প্রভাবশালী কিছু কাদেতকে অবিশ্যি পৌরসভা বা ত্রাণ কমিটির আশেপাশে ঘুরতে দেখা যেত। কিন্তু এ ছাড়া বুর্জোয়ারা চুপচাপই রইল সুযোগের অপেক্ষায়, যেটা শীগগিরই আসার কথা। আসলে বলশেভিকরা যে তিন দিনেরও বেশি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে — সেটা সম্ভবত লেনিন, ত্রৎস্কি ও পেত্রগ্রাদের মজুর আর সাধারণ সৈনিকেরা ছাড়া আর কেউ ভাবতেই পারে নি...

এই দিন অপরাহ্ণেই উঁচু গোলাকার নিকোলাই হলে পৌরসভার অধিবেশন দেখলাম — অবিরাম অধিবেশন, উত্তাল, বিরোধিতার সবকটি শক্তি সেখানে একত্র হচ্ছে। শ্বেত কেশ ও শ্বেত শ্মশ্রুতে মহীয়ান বৃদ্ধ মেয়র শ্রেইদের তাঁর গত রাত্রে স্মোলনি যাত্রার বিবরণ দিচ্ছিলেন, গিয়েছিলেন তিনি মিউনিসিপ্যাল স্বশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানাতে। ত্রৎস্কিকে তিনি বলেন, 'সমান, প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে নির্বাচিত পৌরসভাই এখন শহরের একমাত্র বৈধ কর্তৃপক্ষ, নতুন কোনো শক্তিকে তা স্বীকার করবে না।' ত্রৎস্কি জবাব দিয়েছেন, 'তার একটা নিয়মতান্ত্রিক সমাধান আছে। পৌরসভাকে ভেঙে দিয়ে পুনর্নির্বাচন করা যেতে পারে...' শুনে প্রচণ্ড ধিক্কার উঠল সভায়।

বৃদ্ধ বলে চললেন, 'বেঅনেটের সরকারকে যদি মানতে হয়, তবে তেমন সরকার মজুত; কিন্তু আমি শুধু সেই সরকারকেই বৈধ মনে করি যা জনগণের কাছে, জনগণের অধিকাংশের কাছে স্বীকৃত, সংখ্যাল্পের জবরদখলিতে সৃষ্ট সরকার নয়!' বলশেভিকদের বেঞ্চ ছাড়া সর্বত্রই তুমুল করতালি। পুনর্বার এক কোলাহলের মধ্যে মেয়র ঘোষণা করলেন যে বলশেভিকরা বহু বিভাগে কমিশার নিয়োগ করে পৌর স্বশাসনের নীতি লঙ্ঘন করছে।

কোলাহলের উপর চিৎকার করে বলশেভিক বক্তা বলে উঠলেন যে সোভিয়েত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের অর্থ সারা রাশিয়া বলশেভিকদের কাজকে সমর্থন করছে।

'আপনারা পেত্রগ্রাদবাসীদের আসল প্রতিনিধি নন!' চিৎকার: 'অপমান

করা হচ্ছে! অপমান!' বৃদ্ধ মেয়র সগাম্ভীর্যে জানিয়ে দিলেন যে পৌরসভা নির্বাচিত হয়েছিল যথাসম্ভব স্বাধীন জনভোটে। 'তা বটে,' বললেন বলশেভিক বক্তা, 'কিন্তু সেটা বহু দিন আগে, যেমন হয়েছিল ৎসে-ই-কা আর ফৌজ কমিটি।'

'নতুন কোনো সোভিয়েত কংগ্রেস আর হয় নি!' চিৎকার করলে তারা।

'প্রতিবিপ্লবের এই ঘাঁটিতে বসতে অস্বীকার করছে বলশেভিকরা...' কোলাহল। '...আমরা পৌরসভার পুনর্নির্বাচন দাবি করছি...' এই বলে কক্ষ ত্যাগ করল বলশেভিকরা, পেছনে চিৎকার উঠল, 'জার্মান দালাল! বেইমানরা ধ্বংস হোক!'

কাদেত পার্টির শিঙ্গারিওভ এরপর দাবি করলেন যে সামরিক বিপ্লবী কমিটির কমিশার হতে যারা সম্মত হয়েছে পৌরসভার তেমন সব কর্মকর্তাদের অবিলম্বে পদচ্যুত করে অভিযুক্ত করা হোক। শ্রেইদের দাঁড়ালেন, এই মর্মে প্রস্তাব আনলেন যে পৌরসভা ভেঙে দেবার জন্য বলশেভিক অপচেষ্টার প্রতিবাদ করছে পৌরসভা এবং জনগণের বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে তারা পদত্যাগে অস্বীকৃত হবে।

বাইরে, ত্রাণ কমিটির সভা উপলক্ষে আলেক্সান্দর হল লোকে ভরে উঠেছে, এ বারেও বক্তৃতা দিচ্ছেন স্কবেলেভ। বললেন, 'আর কখনো এত তীব্র হয় নি রাশিয়ার পরিস্থিতি, রুশ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিয়ে এত উদ্বেগ আর কখনো ঘনায় নি, রাশিয়া থাকবে নাকি থাকবে না — এই প্রশ্নটা এত রূঢ়ভাবে, এত সোজাসুজি আর কখনো হাজির করে নি ইতিহাসে! বিপ্লবকে বাঁচাবার মহামুহূর্ত সমাগত, সেই চেতনায় আমরা বিপ্লবী গণতন্ত্রের সমস্ত জীবন্ত শক্তির ঘনিষ্ঠ ঐক্য বজায় রাখছি, তাদের সংগঠিত অভিপ্রায়ে ইতিমধ্যেই দেশ ও বিপ্লব ত্রাণের একটি কেন্দ্র গঠিত হয়েছে...' এবং এই ধরনের অনেক কিছুই। 'আমাদের ঘাঁটি সমর্পণ করার চাইতে বরং মৃত্যু বরণ করব!'

প্রচণ্ড করতালির মধ্যে ঘোষিত হল যে রেল শ্রমিক ইউনিয়ন ত্রাণ কমিটিতে যোগ দিয়েছে। কয়েক মিনিট পরে এল ডাক-তার কর্মচারীরা। এরপর করতালির সঙ্গে এসে ঢুকল কিছু আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিক। রেলের লোকেরা বললে যে তারা বলশেভিকদের মানে না, রেলওয়ের গোটা যন্ত্রটা তারা স্বহস্তে নিয়েছে, জবরদখলী কোনো শক্তির হাতে তারা সেটা তুলে দিতে অস্বীকৃত। তার কর্মীরা বললে যে বলশেভিক কমিশার যতক্ষণ

পদত্যাগ না করছে ততক্ষণ যন্ত্র চালাতে সোজাসুজি অস্বীকার করেছে অপারেটররা। পিয়নরা স্মোলনি থেকে কোনো চিঠি নেবেও না, দেবেও না… স্মোলনির সমস্ত টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। প্রচণ্ড হর্ষের মধ্যে খবর এল যে উরিৎস্কি গোপন চুক্তিগুলো দেখবার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়েছিলেন এবং নেরাতভ* তাঁকে নাকি ভাগিয়ে দিয়েছেন। সরকারী কর্মচারীরা সবাই কাজ বন্ধ করছেন…

এ এক যুদ্ধ, ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে যুদ্ধ — এবং রুশী কায়দায়, ধর্মঘট ও অন্তর্ঘাত মারফত। নাম ও দায়িত্বের এক তালিকা পড়ে শোনালেন সভাপতি: অমুকে যাবেন মন্ত্রিদপ্তরগুলিতে; আরেকজন ব্যাঙ্কে; জন দশ বারো লোক যাবেন সৈন্য ব্যারাকে প্রচার করতে, সৈনাদের বুঝিয়ে নিরপেক্ষ করবেন, 'রুশ সৈনিক! ভ্রাতৃরক্ত পাত কোরো না!' একটি কমিটি যাবে কেরেনস্কির সঙ্গে আলাপ করতে; আরো অনেককে পাঠানো হয়েছে মফস্বল সহরগুলোয়, ত্রাণ কমিটির শাখা গঠন করবে তারা, বলশেভিক বিরোধীদের সংযুক্ত করবে।

ভয়ানক চাঙ্গা সবাই। 'বুদ্ধিজীবীদের ওপর হুকুম খাটাবে বলশেভিকরা? দেখিয়ে দেব ওদের!..' এই সভা আর সোভিয়েত কংগ্রেসের মধ্যে কী বিপুলই না পার্থক্য। জীর্ণাম্বর সৈনিক, তেলচিটে মজুর, চাষী, অস্তিত্বের পাশবিক সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত গরিবদের এক মহা জনতা সেখানে; এখানে মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি নেতারা — আভক্সেন্তিয়েভ, দান, লিবেররা; ভূতপূর্ব সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীরা — স্কবেলেভ, চের্নভরা, কাঁধ ঘসছেন পিচ্ছিল শাৎস্কি আর মসৃণ ভিনাভেরের মতো কাদেতদের সঙ্গে, প্রায় সর্ব শিবিরের সাংবাদিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। এ জনতা ভূরিভোজী, সুসজ্জিত। তিনটির বেশি প্রলেতারীয় দেখি নি এখানে…

খবর এল। কর্নিলভের অনুগত তেকিনৎসি** বিখভে তাঁর পাহারাদের খুন করেছে, কর্নিলভ পালিয়েছেন। কালেদিন অভিযান শুরু করেছেন উত্তর মুখে… মস্কো সোভিয়েত একটি সামরিক বিপ্লবী কমিটি গঠন করেছে,

---

* নেরাতভ — সামরিক সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে উপমন্ত্রী, প্রাক্তন জার কূটনীতিক। — সম্পাঃ

** 'টীকা ও ব্যাখ্যা' দ্রষ্টব্য।

শ্রমিকদের সশস্ত্র করার উদ্দেশ্যে তারা অস্ত্রাগার হাতে নেবার জন্য শহরের কম্যান্ডান্টের সঙ্গে আলাপ চালাচ্ছে।

এই সব তথ্যের সঙ্গে মিশে ছিল গুজব, বিকৃতি এবং স্রেফ মিথ্যের অদ্ভুত একরাশ জগাখিচুড়ি। যেমন বেশ বুদ্ধিমান একজন যুবক, কাদেত প্রথমে মিলিউকভ ও পরে তেরেশ্চেংকোর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি, তিনি আমাদের একটু দূরে ডেকে এনে শীত প্রাসাদ দখলের কাহিনী শোনালেন।

বললেন, 'বলশেভিকদের পরিচালনা করেছে জার্মান আর অস্ট্রিয়ান অফিসাররা।'

'তাই নাকি?' ভদ্রভাবে জবাব দিলাম আমরা, 'কী করে জানলেন?'

'আমার এক বন্ধু সেখানে ছিলেন, তিনি দেখেছেন।'

'কিন্তু তারা যে জার্মান অফিসার সেটা তিনি বুঝলেন কী করে?'

'জার্মান ইউনিফর্ম গায়ে ছিল যে!'

এই ধরনের অলীক সব গল্প ছিল শত শত, এবং সেগুলো বলশেভিক বিরোধী কাগজে শুধু সাড়ম্বরে ছাপাই হত তাই নয়, এমন সব লোকেও তা বিশ্বাস করে বসত, যা তাদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত, বিশ্বাস করত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা, যারা সর্বদাই স্থিরমস্তিষ্ক তথ্যনিষ্ঠার জন্য বিশিষ্ট

কিন্তু বলশেভিক হিংস্রতা ও সন্ত্রাসনীতির গল্পগুলি আরো গুরুতর। যেমন, গুজব ছড়াল এবং ছাপা হল যে লালরক্ষীরা শীত প্রাসাদ লুট করে ফাঁক করে দিয়েছে তাই নয়, য়ুঙ্কারদের নিরস্ত্র করে খুন করেছে, জনকয়েক মন্ত্রীকে বিনাবাক্যে হত্যা করেছে, আর নারী সৈন্য যারা ছিল তাদের অধিকাংশই ধর্ষিত হয়েছে, যন্ত্রণা সইতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যা করেছে.. পৌরসভার গোটা জনতা গোগ্রাসে এই সব কাহিনী গিলছিল। এর চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার, প্রায়ই খবর বেরুত নামের তালিকা দিয়ে এবং শিক্ষার্থী অফিসার আর নারী সৈনাদের মা বাবারা ভয়ঙ্কর এই সব খবর পড়ে সন্ধ্যার দিকে পৌরসভায় আতঙ্কিত নাগরিকদের ভিড় জমিয়ে তুলত ...

এমনি একটা ঘটনা বলি। বহু কাগজে বেরুল যে প্রিন্স তুমানভের মৃতদেহ ময়কা খালে ভাসতে দেখা গেছে। কয়েক ঘণ্টা বাদে প্রিন্সের পরিবার থেকে এর প্রতিবাদ করে বলা হল প্রিন্স গ্রেপ্তার হয়ে আছেন,

সুতরাং সংবাদপত্র অবিলম্বেই মৃত ব্যক্তিকে জেনারেল দোনিসভ বলে সনাক্ত করলে। জেনারেল দোনিসভও দেখা গেল জীবন্ত, এবং আমরা তদন্ত করে কোথাও কোনো মৃতদেহ দর্শনের চিহ্ন খুঁজে পেলাম না...

পৌরসভা ভবন যখন ছেড়ে যাচ্ছি, দেখি দুজন বয়স্কাউট দরজার সামনে নেভস্কি সড়ক জুড়ে জমায়েত বিরাট এক ভিড়ের মধ্যে প্রচারপত্র (২) বিলি করছে; এ ভিড়ের সবটাই প্রায় ব্যবসায়ী, দোকানদার, চিনোভনিক, কেরানীতে ভরা। একটি প্রচারপত্রে লেখা আছে:

পৌরসভা থেকে

দিনের ঘটনাবলীর কথা বিবেচনা করে পৌরসভা তার ২৬শে অক্টোবরের বৈঠকে ব্যক্তিগত বাসভবনের অলঙ্ঘনীয়তা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জোর করে ব্যক্তিগত গৃহে প্রবেশের প্রতিটি অপচেষ্টাকে দৃঢ় হস্তে প্রতিরুদ্ধ করা এবং নাগরিকদের আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ব্যবহারেও বিরত না হবার জন্য সভা গৃহ কমিটিগুলি মারফত পেত্রগ্রাদ শহরের জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে।

একটু এগিয়ে লিতেইনির মোড়ে দেখলাম পাঁচ ছয় জন লালরক্ষী আর জন দুয়েক নাবিক একটি খবরের কাগজওয়ালাকে ঘেরাও করেছে, দাবি করছে মেনশেভিকদের 'রাবোচায়া গাজেতার' (শ্রমিক পত্র) কপিগুলো তাদের দিয়ে দিতে হবে। সৈনিকদের একজন গিয়ে কাগজগুলো সব কেড়ে নিতেই কাগজওয়ালা রেগে কিল মেরে চিৎকার করতে লাগল। কদর্য একটা ভিড়ও জুটে গেল, টহলদারদের গালাগালি দিতে লাগল তারা। বেঁটেখাটো একটা মজুর নাছোড়বান্দার মতো কাগজওয়ালা ও সবাইকে কেবলি বোঝাবার চেষ্টা করছে, 'কাগজটা যে কেরেনস্কির ঘোষণা ছেপেছে। বলছে, আমরা নাকি রুশী লোকেদের খুন করেছি। রক্তপাত শুরু হয়ে যাবে যে...'

বলতে পারতাম স্মোলনি যেন আগের চেয়েও উত্তেজিত, যদি অবশ্য সেটা হওয়া সম্ভব হত। অন্ধকার করিডরে সেই একই রকম ধাবিত মানুষ, রাইফেল কাঁধে মজুর দল, সহচর অনুচরে পরিবৃত নেতারা মোটা মোটা পোর্টফোলিও নিয়ে দ্রুত এগুতে এগুতেই বোঝাচ্ছেন, তর্ক করছেন, হুকুম দিচ্ছেন। মানুষ যেন সত্য সত্যই মানুষাতীত হয়ে উঠেছে, নিদ্রাহীনতা ও পরিশ্রমের

জীবন্ত সব প্রতিমূর্তি, দাড়ি-না-কামানো, নোংরা পোষাকের লোক চোখ জ্বলছে, উল্লাসের ইঞ্জিনে চেপে পূর্ণ বেগে ছুটে চলেছে তাদের স্থিরনিবদ্ধ লক্ষ্যের দিকে। কত যে করবার আছে এখনো, কত, কত! সরকার হাতে তুলে নিতে হবে, সুব্যবস্থা করতে হবে নগরের, বিশ্বস্ত রাখতে হবে গ্যারিসনকে, লড়তে হবে পৌরসভা আর ত্রাণ কমিটির সঙ্গে, ঠেকিয়ে রাখতে হবে জার্মানদের, কেরেনস্কির সঙ্গে লড়াই বাকি, কী ঘটেছে তা জানাতে হবে মফস্বলে, প্রচার চালাতে হবে আর্খাঙ্গেলস্ক থেকে ভ্লাদিভস্তক পর্যন্ত… সরকারী ও পৌরসভা কর্মচারীরা হুকুম মানছে না কমিশারদের, ডাক-তার কাজ করছে না, ট্রেনের আবেদন সরাসরি উপেক্ষা করছে রেলওয়ে, কেরেনস্কি আসছে, গ্যারিসনে পুরো ভরসা রাখা কঠিন, ওঁত পেতে আছে কসাকরা . শুধু সংগঠিত বুর্জোয়ারাই নয়, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক পার্টিরাও তাদের বিরুদ্ধে, শুধু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, কিছু আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিক এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ছাড়া, তবে তারাও এখনো পুরো স্থির করে উঠতে পারে নি পক্ষ নেবে কি নেবে না। শ্রমিক ও সৈনিকেরা অবিশ্যি তাদের পক্ষেই আছে, কৃষকরাও আছে অজানা সংখ্যায়, তবে যতই হোক, তালিম-পাওয়া শিক্ষিত মানুষ তো আর বলশেভিক দলে বেশি নেই ..

রিয়াজানভ উঠছিলেন সিঁড়ি দিয়ে, রহস্য করে আতঙ্কের সুরে বলছিলেন: তিনি হলেন বাণিজ্য কমিশার, অথচ বাণিজ্যের বিন্দুমাত্র জ্ঞান তাঁর নেই। ওপর তলায় কাফের এক কোণে একেবারে তন্ময় হয়ে নিজের মনে বসে আছেন একটি লোক, মাথায় ছাগল চামড়ার টুপি, আর গায়ের পোষাকের যা অবস্থা তাতে বলতে যাচ্ছিলাম, 'ওই পরেই ঘুমিয়েছেন'… কিন্তু না, ঘুম তাঁর জোটে নি, গালে তিন দিনের বাসি দাড়ি। নোংরা একটা খামে কী লিখছেন আর মাঝে মাঝে পেনসিল কামড়াচ্ছেন। ইনিই মের্নাজনস্কি, অর্থ দপ্তরের কমিশার, যাঁর একমাত্র বিদ্যে এই যে কোন এক ফরাসী ব্যাঙ্কে একদা ইনি কেরানী ছিলেন… আর এই যে চার জন সামরিক বিপ্লবী কমিটির আপিস থেকে ছুটে বেরুচ্ছেন হল দিয়ে, ছুটতে ছুটতেই কাগজের টুকরোয় কী সব লিখছেন — রাশিয়ার চার অঞ্চলে প্রেরিত চার জন কমিশার, খবর জানাবেন তাঁরা, তর্ক করবেন, হয়ত বা লড়াই — হাতের কাছে যে যুক্তি, যে হাতিয়ার পাবেন তাই দিয়ে…

কথা ছিল কংগ্রেস বসবে বেলা একটার সময়, বহু আগেই ভর্তি হয়ে উঠেছিল সভাকক্ষ, কিন্তু সাতটা অবধি সভাপতিমণ্ডলীর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না... বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা তাদের নিজ নিজ ঘরে বৈঠক চালাচ্ছে। গোটা অপরাহ্ন ধরে লেনিন আর ত্রৎস্কি আপোসের বিরুদ্ধে লড়েছেন। বলশেভিকদের বড়ো একটা অংশই সমস্ত সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে একটি সম্মিলিত সরকার গঠনের জন্য ছাড় দিতে রাজী ছিল। 'টিকে থাকতে পারব না আমরা!' তারা চে'চায়, 'আমাদের বিরুদ্ধে শক্তি অনেক বেশি! উপযুক্ত লোক নেই আমাদের। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব আমরা, ধূলিসাৎ হয়ে যাবে সব।' এই কথাই বলেন কামেনেভ, রিয়াজানভ এবং আরো অনেকেই।

কিন্তু পাহাড়ের মতো অটল হয়ে দাঁড়ান লেনিন, পাশে ত্রৎস্কি। 'আমাদের কর্মসূচি গ্রহণ করলে আপোসপন্থীরা আসতে পারে! আমরা এক ইঞ্চিও ছাড় দেব না। যে স্পর্ধা আমরা করেছি তা করার সাহস ও ইচ্ছা যদি এখানকার কোনো কমরেডের না থাকে, তবে অন্যান্য কাপুরুষ ও আপোসপন্থীদের সঙ্গে তাঁরা প্রস্থান করতে পারেন! শ্রমিক ও সৈনিকদের সমর্থন নিয়ে আমরা এগিয়েই যাব।'

সাতটা পাঁচের সময় বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কাছ থেকে খবর এল যে তারা সামরিক বিপ্লবী কমিটিতে থাকবে।

'দেখলেন তো!' বললেন লেনিন, 'আমাদের পেছনে আসছে ওরা!'

এর কিছু পরে মহা কক্ষের প্রেস টেবিলে বসে আছি, একজন নৈরাজ্যবাদী, বুর্জোয়া কাগজে লেখেন, প্রস্তাব করলেন গিয়ে দেখা যাক সভাপতিমণ্ডলীর কী হল।ৎসে-ই-কা দপ্তরে কেউ নেই, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের ব্যুরো শূন্য। বিরাট স্মোলনিতে ঘর থেকে ঘরে ঢু'ড়ে বেড়ালাম। কংগ্রেসের পরিচালকদের কোথায় পাওয়া যাবে কেউ জানে না। যেতে যেতে সঙ্গীটি বলছিলেন তাঁর পুরনো বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের কথা, ফ্রান্সে তাঁর দীর্ঘ সুখকর নির্বাসনের কথা... আর বলশেভিকরা? বিশ্বস্ত সুরে তিনি জানালেন যে তারা মামুলী, অসভ্য, অজ্ঞ সব লোক, শিল্পকলার কোনো বোধ নেই। রুশ বুদ্ধিজীবীদের সত্যিকারের একটি নমুনা ইনি... শেষ পর্যন্ত সামরিক বিপ্লবী কমিটির দপ্তর ১৭ নং ঘরে আসা গেল, প্রচণ্ড যাওয়া আসার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। দরজা খুলে বেগে বেরল একটি গাট্টাগোট্টা, থ্যাবড়ামুখো মানুষ,

ইউনিফর্মে কোনো পদব্যঞ্জক প্রতীক নেই, মনে হয় যেন হাসছে — তবে এক মুহূর্ত পরেই চোখে পড়বে হাসিটা চূড়ান্ত ক্লান্তির একটা স্থির মুখ ব্যাদান। ইনিই ক্রিলেঙ্কো।

আমার সঙ্গী, ছিমছাম, পরিপাটী, সুসভ্য মানুষ, ঈষৎ হর্ষধ্বনি করে এগিয়ে গেলেন।

'নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ!' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'চিনতে পারছেন না, কমরেড? একসঙ্গে জেলে ছিলাম আমরা।'

ক্রিলেঙ্কো চেষ্টা করে তাঁর দৃষ্টি ও স্মৃতি নিবদ্ধ করলেন। 'আরে হ্যাঁ,' একান্ত বন্ধুর মতো লোকটার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে বললেন ক্রিলেঙ্কো, 'আপনি তো স..., জদ্রাভস্তভুইতে!' চুম্বন বিনিময় হল। 'কী করছেন এখানে,' হাত দুলিয়ে দেখালেন তিনি।

'এই দেখছি আর কি... বেশ সফল হয়েছেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' কেমন খানিকটা একরোখার মতো জবাব দিলেন ক্রিলেঙ্কো, 'প্রলেতারীয় বিপ্লব খুবই সফল হয়েছে!' হাসলেন। 'তবে বোধ হয়, বোধ হয় আবার জেলেই দেখা হবে আমাদের!'

ফের যখন করিডরে এলাম, সঙ্গী তখন আমায় জ্ঞান দিতে শুরু করেছেন, 'কী জানেন, আমি হলাম ক্রপোৎকিনের শিষ্য। আমাদের চোখে এ বিপ্লব একান্তই ব্যর্থ; জনগণের দেশপ্রেম জাগাতে পারে নি এটা। অবিশ্যি তাতে শুধু এইটেই প্রমাণ হয় যে লোকে এখনো বিপ্লবের জন্যে তৈরি নয়...'

ঠিক ৮টা ৪০ মিনিটে করতালি-তরঙ্গের বজ্রনির্ঘোষে সভাপতিমণ্ডলীর আগমন ঘোষিত হল — লেনিন, মহামতি লেনিন আছেন তার মধ্যে। বেঁটে গাট্টাগোট্টা চেহারা, মস্ত এক টেকো ঢিপকপালী মাথা কাঁধের ওপর শক্ত করে বসানো। ছোটো ছোটো চোখ, বোঁচাটে নাক, চওড়া উদার মুখ, ভারি চিবুক; মুখটা তখন কামানো, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সেই সুপরিচিত দাড়ি খোঁচা খোঁচা গজিয়ে উঠেছে। পরনে জীর্ণ পোষাক, ট্রাউজার জোড়া বেমানান লম্বা। জনতার প্রিয়পাত্র হবার দিক থেকে একেবারেই দাগ কাটার মতো চেহারা নয়, অথচ যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি পেয়ে গেছেন তা বোধ হয় ইতিহাসের খুব কম নায়কের ভাগ্যেই জুটেছে। অদ্ভুত এক জন

নেতা — যিনি নেতৃত্ব করছেন একান্তই তাঁর মেধার জোরে; অরঙীন, অরসিক, অটল, অনাসক্ত, এমনকি চমকপ্রদ কোনো পাগলামিও যাঁর কিছু নেই, কিন্তু আছে গভীরতম ভাবনাকে সহজে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নিখুঁত বিশ্লেষণের শক্তি। বিচক্ষণতার সঙ্গে মিলনে যা এক মেধাশক্তির মহত্তম স্পর্ধা।

সামরিক বিপ্লবী কমিটির ক্রিয়াকলাপের রিপোর্ট পাঠ করছিলেন কামেনেভ: ফৌজে মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত, প্রচারের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত, রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত অফিসার ও সৈন্যেরা মুক্ত, কেরেনস্কিকে গ্রেপ্তারের আদেশ, ব্যক্তিগত গুদামের মজুদ খাদ্য বাজেয়াপ্তির হুকুম... প্রচণ্ড করতালি।

ফের বুন্দের প্রতিনিধি। বলশেভিকদের আপোসহীন মনোভাবে বিপ্লব ধ্বংস পাবে; সুতরাং কংগ্রেসে আসন নিতে বুন্দ প্রতিনিধিরা অস্বীকার করতে বাধ্য। প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনি: 'আমাদের তো ধারণা ছিল গত রাতেই আপনারা বেরিয়ে গেছেন! কতবার করে সভা ত্যাগ করবেন?'

এরপর আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকদের প্রতিনিধি। চিৎকার: 'সে কী! আপনারা এখনো আছেন?' বক্তা বোঝালেন যে কংগ্রেস ত্যাগ করে গেছে মাত্র আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকদের একাংশ, বাকিরা থাকছেন...

'আমরা মনে করি সোভিয়েতে ক্ষমতা হস্তান্তর বিপ্লবের পক্ষে বিপজ্জনক, এমনকি বোধ হয় মারাত্মক...' (বাধা)। 'কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের কর্তব্য কংগ্রেসে থেকে এখানে হস্তান্তরের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া!'

অন্যান্য বক্তারা উঠলেন, মনে হল কোনো পর্যায়ক্রমের বালাই না রেখে। দন অঞ্চলের কয়লাখনি শ্রমিকদের একজন প্রতিনিধি কালেদিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কংগ্রেসকে ডাক দিলেন, রাজধানীতে কয়লা ও খাদ্য সরবরাহ কালেদিন ছিন্ন করে দিতে পারে। ফ্রন্ট থেকে সদ্য আগত কিছু সৈনিক তাদের রেজিমেন্টের সোৎসাহ অভিনন্দন জানাল... এবার লেনিন, ভাষণ স্ট্যান্ডের ধারটা চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন অপেক্ষা করে, মিটমিটে ছোটো ছোটো চোখে চেয়ে দেখতে লাগলেন জনতাকে, বোঝা যায় খেয়াল নেই করতালি ধ্বনির দিকে যা চলল কয়েক মিনিট ধরে দীর্ঘতরঙ্গিত অভিনন্দনোচ্ছ্বাসে। সেটা থামলে নিতান্ত সাদামাটা সুরে তিনি বললেন,

'এবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণে আমাদের নামতে হবে!' পুনরায় সেই জলদগম্ভীর মানব গর্জন।

'প্রথম কথা হল শান্তি অর্জনের জন্যে ব্যবহারিক ব্যবস্থা গ্রহণ... যুধ্যমান সমস্ত জাতির কাছে আমরা শান্তির প্রস্তাব দেব সোভিয়েতের সর্তে — কোনো রাজ্যগ্রাস নয়, যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ নয়, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। সেই সঙ্গে আমাদের প্রতিশ্রুতি মতো আমরা গুপ্ত চুক্তিগুলি প্রকাশ ও নাকচ করব... যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন এত পরিষ্কার যে আমার ধারণা কোনো ভূমিকা না করেই আমি সমস্ত যুধ্যমান দেশের জনগণের প্রতি ঘোষণার একটি খসড়া পড়ে শোনাতে পারি..'

কথা বলার সময় তাঁর প্রশস্ত মুখটা অনেকখানি খুলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন হাসছেন; কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা, তবে অপ্রীতিকর নয়, মনে হয় যেন বছরের পর বছর বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে অমনি হয়ে উঠেছে — একটানা বয়েই চলল সে স্বর, যেন অবিশ্রান্তই তা ধ্বনিত হতে পারে . জোর দেবার সময় মাঝে মাঝে একটু ঝুঁকছিলেন। কোনো অঙ্গভঙ্গি নেই। সামনে তাঁর হাজার হাজার সহজ মুখ একাগ্র অনুরাগে উদ্‌গ্রীব।

সমস্ত যুধ্যমান জাতি ও সরকারের নিকট ঘোষণা

৬ই—৭ই নভেম্বরের বিপ্লবে সৃষ্ট এবং শ্রমিক সৈনিক কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির উপর দণ্ডায়মান শ্রমিক-কৃষকের সরকার অবিলম্বে একটি ন্যায্য গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য আলাপ আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানাচ্ছে যুধ্যমান সমস্ত জাতি ও তাদের সরকারগুলির কাছে।

সমস্ত যুধ্যমান দেশের শ্রমিক ও মেহনতী শ্রেণীগুলি যুদ্ধের ফলে অবসন্ন, পীড়িত ও নির্যাতিত, তাদের বিপুল অধিকাংশই যে ন্যায্য অথবা গণতান্ত্রিক শান্তির প্রত্যাশী — জার-রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের পর থেকেই রুশ শ্রমিক ও কৃষকেরা যে শান্তির জন্য অতি সুনির্দিষ্ট আকারে একরোখা দাবি করে এসেছে — সে শান্তি বলতে সরকার বোঝে পররাজ্যগ্রাসহীন (অর্থাৎ পরভূমি দখল না করে, অপর জাতিকে জোর করে অন্তর্ভুক্ত না করে) ও ক্ষতিপূরণহীন অবিলম্ব শান্তি।

অবিলম্বে নিষ্পন্ন করার জন্য রাশিয়ার সরকার সমস্ত যুধ্যমান জাতির

কাছে এই ধরনের শান্তিরই প্রস্তাব দিচ্ছে এবং সমস্ত দেশ ও সমস্ত জাতির জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সভা থেকে সে শান্তির সমস্ত সর্তাদি চূড়ান্ত অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে, বিন্দুমাত্র টালবাহনা না করে সর্বপ্রকার সুদৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকার যে তৈরি তা ঘোষণা করছে।

সাধারণভাবে গণতন্ত্র ও বিশেষভাবে মেহনতী শ্রেণীগুলির অধিকার বোধ অনুসারে সরকার মনে করে, কোনো একটি ক্ষুদ্র বা দুর্বল জাতির যথাযথ, পরিষ্কার ও স্বেচ্ছা-প্রকাশিত সম্মতি ও অভিপ্রায় বিনা একটা বৃহৎ বা শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে এমন প্রতিটি অন্তর্ভুক্তিই হল পররাজ্যগ্রাস বা পরভূমি অধিকার; তা সে বলপূর্বক অন্তর্ভুক্তি যে সময়েই ঘটে থাক না কেন, এবং সবলে গ্রাস করা বা উক্ত রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বলপূর্বক ধরে রাখা জাতিটি যত বিকশিত বা যত পশ্চাৎপদই হোক না কেন, এবং পরিশেষে সে জাতিটি ইউরোপের অধিবাসীই হোক বা সাগর পারের সুদূর কোনো দেশেরই হোক না কেন।

সে যে জাতিই হোক না কেন, তাকে যদি একটা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে জোর করে ধরে রাখা হয়, যদি তার প্রকাশিত অভিপ্রায় সত্ত্বেও — সে অভিপ্রায় সংবাদপত্রে, জনসভায়, পার্টি সিদ্ধান্তে, অথবা জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও অভ্যুত্থানে যেভাবেই প্রকাশ পাক না কেন, — অন্তর্ভুক্তকারী বা সাধারণভাবে অধিকতর শক্তিশালী দেশটির সৈন্যবাহিনীর পরিপূর্ণ অপসারণের পর এবং এতটুকু বাধ্যবাধকতা ছাড়াই, স্বাধীন ভোট মারফত নিজ রাষ্ট্ররূপ নির্ধারণের অধিকার যদি সে জাতিকে না দেওয়া হয় তবে এ রূপ অন্তর্ভুক্তি হল পররাজ্যগ্রাস অর্থাৎ জবরদখল ও বলপ্রয়োগ।

শক্তিশালী ও ধনী জাতিগুলির মধ্যে বিজিত, দুর্বল জাতিগুলিকে কী ভাবে বণ্টন করা হবে তাই নিয়ে এ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে সরকার মানবতার বিরুদ্ধে বৃহত্তম অপরাধ বলে মনে করে এবং এ যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বিনা ব্যতিক্রমে সর্ব জাতির কাছেই সমান ন্যায্য পূর্বোক্ত সর্তে অবিলম্বে সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য সগাম্ভীর্যে তার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করছে।

সঙ্গে সঙ্গে সরকার ঘোষণা করছে যে, শান্তির পূর্বোক্ত সর্তগুলিকেই সরকার চরমপত্র রূপে গণ্য করছে না, অর্থাৎ শান্তির অন্য কোনো সর্তও বিবেচনা করতে সরকার প্রস্তুত, কিন্তু তার দাবি এই যে, যুধ্যমান যে-কোনো

দেশের কাছ থেকেই সে প্রস্তাব আসুক শুধু যথাসম্ভব সত্বর, এবং শান্তির সর্তগুলি হওয়া চাই একান্ত পরিষ্কার, গোপনতা ও স্বার্থকতা থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত।

গোপন কূটনীতির অবসান করছে সরকার এবং তাদের দিক থেকে রীতিমতো খোলাখুলি, সমগ্র জনগণের চোখের সম্মুখে সমস্ত আলাপ আলোচনা চালাবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করছে। ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত জমিদার ও পুঁজিপতিদের সরকার যে সমস্ত গোপন চুক্তি অনুমোদন বা সম্পাদন করেছিল, সরকার অবিলম্বে তা পুরোপুরি প্রকাশ করতে শুরু করবে। যে হেতু রুশ জমিদার ও পুঁজিপতিদের জন্য সুযোগ-সুবিধা অর্জন এবং বড়ো-রুশীয়গণ কর্তৃক গ্রাস করা রাজ্যের সংরক্ষণ বা সম্প্রসারণ এই সব গোপন চুক্তির লক্ষ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবস্থা তাই, সেই হেতু এ সব গোপন চুক্তির সমস্ত মর্মার্থ বিনাসর্তে অবিলম্বে নাকচ হয়ে গেল বলে সরকার ঘোষণা করছে।

সমস্ত দেশের সরকার ও জনগণকে অবিলম্বে শান্তির জন্য প্রকাশ্য আলাপ আলোচনা শুরু করতে আহ্বান জানাবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার তার নিজের দিক থেকে যেমন লিখিতভাবে, টেলিগ্রাফে, তেমনি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে অথবা এ রূপ প্রতিনিধিদের সম্মেলনে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, উভয় ভাবেই এই সব আলোচনা চালাতে প্রস্তুত। এ রূপ আলাপ আলোচনা সুগম করার জন্য নিরপেক্ষ দেশগুলিতে সরকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করছে।

অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য সরকার যুধ্যমান সমস্ত দেশের সরকার ও জনগণকে আহ্বান করছে ও সেই সঙ্গে তার নিজের দিক থেকে বাঞ্ছনীয় মনে করছে যেন এ যুদ্ধবিরতি হয় অন্যূন তিন মাসের জন্য, অর্থাৎ এমন একটা সময়ের জন্য যাতে যুদ্ধে যারা জড়িত হয়েছে বা অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে বিনা ব্যতিক্রমে এমন সমস্ত জাতিসত্তা ও জাতির প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে শান্তির আলাপ আলোচনার পরিসমাপ্তি তথা শান্তি সর্তাদির চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সমস্ত দেশের জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সভা আহ্বান পুরোপুরি সম্ভব হয়।

সমস্ত যুধ্যমান দেশের সরকার ও জনগণের উদ্দেশ্যে এই শান্তি প্রস্তাব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষক সাময়িক সরকার বিশেষ করে

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি — মনুষ্যজাতির মধ্যে এই তিনটি সবচেয়ে অগ্রণী জাতির ও বর্তমান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বৃহত্তম এই তিনটি রাষ্ট্রের সচেতন শ্রমিকদের কাছে বিশেষ আবেদন করছে। প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের জন্য এই তিনটি দেশের শ্রমিকদের অবদান সবচেয়ে বেশি; তাদের কাছ থেকেই এসেছে ইংলণ্ডের চার্টিস্ট আন্দোলনের মহৎ দৃষ্টান্ত, ফরাসী প্রলেতারিয়েত কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কয়েকটি বিপ্লবের অনুষ্ঠান, এবং পরিশেষে জার্মানিতে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং জার্মানির প্রলেতারীয় গণ-সংগঠন গড়ার জন্য সুদীর্ঘ, একরোখা ও সুশৃংখল কাজ যা সারা দুনিয়ার মজুরদের কাছে আদর্শস্বরূপ। প্রলেতারীয় বীরত্ব ও ঐতিহাসিক সৃজন-কর্মের এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় যে যুদ্ধের বিভীষিকা ও তজ্জনিত ফলাফল থেকে মনুষ্যজাতিকে রক্ষার যে কর্তব্য তাদের সামনে, উল্লিখিত দেশের শ্রমিকেরা তা বুঝতে পারবে এবং একটা সর্বমুখী, দৃঢ়চিত্ত ও অতি সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শান্তির আদর্শ ও সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার দাসত্ব ও সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মেহনতী ও শোষিত জনগণের মুক্তির আদর্শকে সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ করতে এই শ্রমিকেরা আমাদের সাহায্য করবে।

করতালির গুরু গর্জন থেমে এলে লেনিন আবার বললেন:

'এ ঘোষণা অনুমোদনের জন্যে আমরা কংগ্রেসকে অনুরোধ করছি। সরকার এবং জনগণ উভয়ের কাছেই আবেদন জানাচ্ছি আমরা, কেননা যুধ্যমান দেশের কেবল মাত্র জনগণের কাছে আবেদনে শান্তি সম্পাদন বিলম্বিত হতে পারে। যুদ্ধবিরতির সময় শান্তির যে সব সর্ত স্থির হবে তা অনুমোদিত হবে সংবিধান সভায়। যুদ্ধবিরতির সময়টা যে তিন মাস ধার্য করছি, তাতে আমরা এই রক্তক্ষয়ী ধ্বংসের পর জনগণকে যথাসম্ভব বেশি অবকাশ দিতে চাই, সেই সঙ্গে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মতো যথেষ্ট সময় দিতে চাইছি। শান্তির এ প্রস্তাব সাম্রাজ্যবাদী সরকারদের পক্ষ থেকে বাধা পাবে, — সে বিষয়ে আমরা নিজেদের প্রতারিত করতে চাই না। কিন্তু আমাদের আশা আছে যে বিপ্লব শীঘ্রই সমস্ত যুধ্যমান দেশে দেখা দেবে; সেইজন্যই আমরা বিশেষ করে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জার্মানির শ্রমিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি...'

তিনি শেষ করলেন এই বলে, '৬ই ও ৭ই নভেম্বরের বিপ্লবে শুরু

বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে!' ('লেনিন সোভিয়েত রাজ ঘোষণা করছেন' এই নামে ভ. আ. সেরভের একটি চিত্র থেকে)

হয়েছে সমাজ বিপ্লবের যুগ... শান্তি ও সমাজতন্ত্রের নামে শ্রমিক আন্দোলন জয়লাভ করবে ও সাধন করবে তার ভবিতব্য...'

প্রশান্ত পরাক্রান্ত কী যেন একটা ছিল তাতে, মানুষের আত্মাকে যা আলোড়িত করে তোলে। লেনিনের কথায় যে লোকে কেন বিশ্বাস করে সেটা বুঝতে পারলাম...

জনতার ভোটে দ্রুত সিদ্ধান্ত হল যে প্রস্তাবের ওপর শুধু রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাই বক্তৃতা দেবেন পনের মিনিট করে।

প্রথম উঠলেন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষ থেকে কারেলিন। 'ঘোষণার খসড়ায় কোনো সংশোধন যোগ করার সুযোগ আমাদের দলের হয় নি, এটি বলশেভিকদের একার রচনা। কিন্তু এর মূলকথাটা আমরা মানি বলে এর পক্ষে আমরা ভোট দেব...'

আন্তর্জাতিকতাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষ থেকে উঠলেন ক্রামারভ — ঢ্যাঙা, ঘাড়কুঁজো, ক্ষুদ্রদৃষ্টি, বিরোধী দলের বিদূষক হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন যাঁর বিধিলিপি। বললেন, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টি নিয়ে গড়া কোনো সরকারই শুধু এ রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী। যদি কোনো সমাজতান্ত্রিক কোয়ালিশন হয়, তাহলে তাদের উপদল সমগ্র কর্মসূচিকে সমর্থন করবে; যদি না হয়, তাহলে সমর্থন করবে তার অংশবিশেষ; আর এই ঘোষণার কথা ধরলে, আন্তর্জাতিকতাবাদীরা তার প্রধান কথাগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি একমত...

এরপর ক্রমবর্ধমান উল্লাসের মধ্যে উঠলেন একের পর এক প্রতিনিধি; ইউক্রেনীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি — সমর্থন; লিথুয়ানীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি — সমর্থন; জন-সমাজতন্ত্রী — সমর্থন; পোলীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি — সমর্থন; পোলীয় সমাজতন্ত্রী — সমর্থন, তবে একটি সমাজতান্ত্রিক কোয়ালিশনই তাঁরা পছন্দ করবেন; লাতভীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি — সমর্থন... লোকগুলোর মধ্যে কী যেন জ্বলে উঠেছে। একজন বললেন, 'আসন্ন বিপ্লবের অগ্রবাহিনী আমরা'; আরেকজন, 'ভ্রাতৃত্বের নতুন এক যুগ, যখন সমস্ত জাতি মিলে গড়ে তুলবে এক বিরাট পরিবার...' কোন একজন প্রতিনিধি বক্তৃতা দিতে চাইলেন। বললেন, 'এখানে একটা স্ববিরোধিতা রয়েছে। প্রথমে আপনারা বিনা রাজ্যগ্রাসে ও বিনা ক্ষতিপূরণে শান্তির প্রস্তাব

দিচ্ছেন, পরে বলছেন সব শান্তি প্রস্তাবই আপনারা বিবেচনা করবেন। বিবেচনা করার অর্থ গ্রহণ করা...'

উঠে দাঁড়ালেন লেনিন, 'ন্যায্য শান্তি আমরা চাই, কিন্তু বিপ্লবী যুদ্ধে আমরা ভীত নই... সম্ভবত সাম্রাজ্যবাদী সরকাররা আমাদের আবেদনে সাড়া দেবে না — কিন্তু চরমপত্র আমরা জারী করব না, তাতে না বলা তাদের পক্ষে সহজ হবে... জার্মান প্রলেতারিয়েত যদি বোঝে যে আমরা শান্তির সমস্ত প্রস্তাবই বিবেচনা করতে প্রস্তুত, তাহলে পাত্র উপচে তোলার পক্ষে সেইটেই বোধ হয় হবে শেষ বারিবিন্দু এবং জার্মানিতে বিপ্লব বেধে উঠবে...

'শান্তির সমস্ত সর্ত পরীক্ষা করে দেখতে আমরা সম্মত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সব সর্তই আমরা গ্রহণ করছি... আমাদের কিছু কিছু সর্তের জন্যে আমরা শেষ অবধি লড়াই চালাব, কিন্তু সম্ভবত এমন কিছু সর্তও আছে যার জন্যে লড়াই চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে গণ্য করব... সবচেয়ে বড়ো কথা, আমরা যুদ্ধ শেষ করতে চাই...'

ঠিক ১০টা ৩৫ মিনিটে কামেনেভ ঘোষণার পক্ষপাতীদের কার্ড তুলতে বললেন। বিরুদ্ধে হাত তোলার সাহস করেছিল একজন, কিন্তু চারপাশে প্রচণ্ড হৈচৈ হতেই চট করে সে হাত নামিয়ে নেয়... সর্ববাদী সম্মত।

হঠাৎ যেন এক যৌথ স্বতঃচেতনায় দেখা গেল সবাই আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি, একসঙ্গে গলা মেলাচ্ছি 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতের মসৃণ দোলায়িত ঐকতানে। বাচ্চার মতো ফোঁপাতে লাগল পাকা-চুলো এক বুড়ো সৈনিক। আলেক্সান্দ্রা কলন্তাই ত্বরিতে তাঁর চোখ মুছলেন। বিপুল সেই ধ্বনি তরঙ্গ হল জুড়ে হিল্লোল তুলে দরজা জানলা ভেদ করে ভেসে গেল প্রশান্ত আকাশে। 'যুদ্ধ শেষ! যুদ্ধ শেষ!' আমার কাছেই উজ্জ্বল মুখে বলে উঠল এক তরুণ মজুর। আর এ গান শেষ হবার পর একটা সচকিত স্তব্ধতায় যখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তখন হলের পেছন থেকে কে যেন হাঁক দিলে, 'কমরেড, মুক্তির জন্যে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের স্মরণ করি আসুন!' শুরু হল সেই অন্ত্যেষ্টি মার্চ — সেই ধীর, বিষণ্ণ তবু জয়জয়ন্তী এক স্তোত্র, একেবারে রুশী, অথচ কী মর্মস্পর্শী। 'আন্তর্জাতিকের' সুরটা যতই হোক বিদেশী, কিন্তু অন্ত্যেষ্টি মার্চটা যে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন নরপিণ্ডের একেবারে প্রাণের কথা যাদের প্রতিনিধিরা আজ এই সভাকক্ষে বসে তাদের আবছা দিব্যদৃষ্টি দিয়ে গড়ে তুলছে এক নতুন রাশিয়া এবং হয়ত আরো কিছু।

বলিদান তোমরা করলে সংগ্রামে
জনগণের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমে।
যা সাধ্য সবই দিয়েছ তার জন্য,
তার জীবন, সম্মান, স্বাধীনতার জন্য...

দিয়েছ জীবন, দিয়েছ প্রিয়তম সর্বকিছু,
সয়েছ কারাগারের ভয়ংকর যন্ত্রণা,
শেকল পায়ে গেছ তোমরা নির্বাসনে...

বিনাবাক্যে শেকল বয়েছ, কেননা
জর্জরিত ভাইয়েদের জন্য তোমাদের মন..
কেঁদে ছিল, কারণ তরবারির চেয়ে ন্যায় বড়ো,
এই ছিল তোমাদের বিশ্বাস ..

আসবে সেই সময় জেগে উঠবে জাতি
মহীয়ান, পরাক্রান্ত, স্বাধীন।
বিদায় ভাই, বিদায়, সবিবেকেই তোমরা
পাড়ি দিয়েছ তোমাদের উদাত্ত ভাস্বর পথ।

তোমাদের পেছু পেছু আসছে নতুন
এক তাজা ফৌজ, মরণে নির্যাতনে তারা প্রস্তুত...
বিদায় ভাই, বিদায়, সবিবেকেই তোমরা
পাড়ি দিয়েছ তোমাদের উদাত্ত ভাস্বর পথ।

তোমাদের সমাধিতলে এই আমাদের শপথ,
লড়ব আমরা, খাটব আমরা স্বাধীনতার জন্যে,
জনগণের সুখের জন্যে...

এরই জন্যই মার্স ময়দানের তুহিন ভ্রাতৃসমাধিতে শয়ন নিয়েছে মার্চের শহীদেরা; এরই জন্যই হাজারে হাজারে কারাগারে, নির্বাসনে, সাইবেরিয়ার খনি তলে প্রাণ দিয়েছে লোকে। আর এটা এল যেভাবে তারা আশা করেছিল

সেভাবে নয়, নয় যেভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিল বুদ্ধিজীবীরা; তবু এসেছে তা -- সূত্র ছুড়ে ফেলে ভাববিলাস পায়ে দলে, রুক্ষ, রুদ্র, বাস্তব...

ভূমির ডিক্রি পড়ে শোনাচ্ছিলেন লেনিন:

(১) অবিলম্বে বিনা ক্ষতিপূরণে জমির ওপর জমিদারদের মালিকানা উচ্ছেদ হল।

(২) সংবিধান সভা আহূত না হওয়া পর্যন্ত জমিদারদের সমস্ত আবাদ, তথা রাজপরিবার, মঠ ও গির্জার যাবতীয় জমি এবং তাদের স্থাবর জঙ্গম কৃষি উপকরণ, দালানকোঠা-গোয়াল ও যাবতীয় সম্পত্তি সবকিছু ভলোস্ত ভূমি কমিটি এবং কৃষক প্রতিনিধিদের উয়েজ্দ্ সোভিয়েতের হাতে অর্পিত হল।

(৩) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি এখন থেকে সমগ্র জনগণের সম্পত্তি। তার কোনো রকম ক্ষতিসাধন গুরুতর অপরাধ এবং বিপ্লবী আদালত কর্তৃক দণ্ডনীয় বলে ঘোষিত হচ্ছে। জমিদারী ভূমি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সময় কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখা, কী পরিমাণে আর কোন কোন ভূমি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে তা নির্ধারণ করা, বাজেয়াপ্ত সমস্ত সম্পত্তির সঠিক হিসাব রাখা এবং যাবতীয় দালানকোঠা-গোয়াল, হাতিয়ারপত্র, গবাদি পশুপাল, মজুদ ফসল ইত্যাদি সমেত জনগণের হাতে অর্পিত সমস্ত ভূমি জোত কঠোরতম বিপ্লবী পন্থায় রক্ষা করার জন্য কৃষক প্রতিনিধিদের উয়েজ্দ্ সোভিয়েতগুলি প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৪) যতদিন না সংবিধান সভা কর্তৃক মহান কৃষি সংস্কার বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে, ততদিন ২৪২টি আঞ্চলিক কৃষক নাকাজের ভিত্তিতে 'কৃষক প্রতিনিধিদের সারা রুশ সোভিয়েতের ইজ্ভেস্তিয়ার' সম্পাদকীয় বিভাগ কর্তৃক সংকলিত ও 'ইজ্ভেস্তিয়ার' ৮৮তম সংখ্যায় (পেত্রগ্রাদ, ৮৮তম সংখ্যা, ১৯শে আগস্ট, ১৯১৭) প্রকাশিত নিম্নলিখিত কৃষক নাকাজটি (নির্দেশগুলি) (৩) সর্বত্র মহান কৃষি সংস্কার কার্যে পরিণত করার পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করবে।

(৫) সাধারণ কৃষক ও কসাকদের জমি বাজেয়াপ্ত হবে না।

লেনিন যোগ করলেন, 'এটা প্রাক্তন মন্ত্রী চের্নভের খসড়া নয়, যিনি বলেছিলেন 'একটা কাঠামো গড়তে হবে' আর সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন

ওপর থেকে। জমি হস্তান্তরের ফয়সালা করতে হবে নিচু থেকে, এলাকায়। কী পরিমাণ জমি এক এক জন চাষী পাবে সেটা নির্ভর করবে স্থানীয় অবস্থার ওপর ...

'সাময়িক সরকারের আমলে পর্মেশ্চিক ভূমি কমিটির নির্দেশ মানতে সরাসরি অস্বীকার করে — সেই ভূমি কমিটি, ল্ভোভই যার খসড়া করেছিলেন, শিঙ্গারিওভ যার জন্ম দেন এবং কেরেনস্কি যা চালান!'

বিতর্ক শুরু হবার আগেই একটি লোক ভিড়ের মধ্যে সবেগে পথ করে মঞ্চে গিয়ে উঠল। ইনি হলেন পিয়ানিখ, কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটির সদস্য, ক্ষেপে একেবারে লাল।

'কৃষক প্রতিনিধিদের সারা রুশ সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি আমাদের কমরেডদের, মন্ত্রী সালাজকিন এবং মাসলভের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করছে!' রুক্ষভাবে ইনি হাঁক দিলেন জনতার উদ্দেশে, 'অবিলম্বে তাঁদের মুক্তি দাবি করছি আমরা! এখন এ'রা পিটার-পল দুর্গে। অবিলম্বে ব্যবস্থা চাই! এক মুহূর্ত দেরি করার সময় নেই!'

এরপরে উঠল আরেক জন, এলোমেলো-দাড়ি, জ্বলন্ত-চোখ এক সৈনিক। 'এখানে বসে বসে তোমরা চাষীদের জমি দেবার কথা বলছ আর ওদিকে এই চাষীদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে জালিম জবরদখলীর মতো ব্যবহার করছ! তোমাদের বলছি,' মুঠো তুলল সে, 'ওদের মাথার একটি চুলও যদি ছুঁয়েছ তো বিদ্রোহ ঘটে যাবে!' বিব্রতের মতো উসখুস করে উঠল জনতা।

তখন উঠে দাঁড়ালেন ত্রৎস্কি — অচঞ্চল, বিষবর্ষী, শক্তি-সচেতন, অভিনন্দনের গর্জন উঠল। 'গতকাল সামরিক বিপ্লবী কমিটি নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক মন্ত্রীদের — মাসলভ, সালাজকিন, গভোজদিওভ এবং মালিয়ান্তভিচকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এখনো তাঁরা পিটর-পলে রয়েছেন তার কারণ আমাদের হাতে কাজ জমে রয়েছে প্রচুর... কর্নিলভ হাঙ্গামার সময় কেরেনস্কির বিশ্বাসঘাতক কার্যকলাপের সঙ্গে এ'দের যোগ সাজশের তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এ'রা নিজেদের বাড়িতেই আটক থাকবেন।'

'এ যা হচ্ছে তা কোনো বিপ্লবে কখনো ঘটে নি!' চিৎকার করলেন পিয়ানিখ।

'একটু ভুল করছেন আপনি,' জবাব দিলেন ত্রৎস্কি, 'এমনকি এই বিপ্লবেও

এ ব্যাপার ঘটেছে। জ্বলাইয়ের দিনগ্বলোয় আমাদের শত শত কমরেডকে গ্রেপ্তার করা হয়... ডাক্তারের নির্দেশে যখন কমরেড কল্লস্তাই ছাড়া পান, তখন আভক্সেন্তিয়েভ তাঁর বাড়ির দরজায় বহাল করেছিলেন জার গোয়েন্দা প্বলিসের দ্বজন প্বরনো দালালকে!' গজগজ করতে করতে পশ্চাদপসরণ করলেন চাষী প্রতিনিধিরা, পেছনে টিটকারি উঠল।

ভূমির ডিক্রি নিয়ে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রতিনিধি বক্তৃতা দিলেন। নীতিগতভাবে এটিতে সায় দিলেও এদের দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা না করা পর্যন্ত ভোট দিতে পারছে না। কৃষক সোভিয়েতের মতামতও নেওয়া দরকার...

আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকও নিজ পার্টির ঘরোয়া বৈঠকের জন্য জিদ ধরল।

এরপর ম্যাক্সিমালিস্টদের অর্থাৎ কৃষকদের নৈরাজ্যবাদী অংশের নেতা উঠলেন, 'কোনো রকম দ্বিরুক্তি না করে প্রথম দিনেই এ রকম একটা আইন জারী করতে পারে যে রাজনৈতিক পার্টি তাদের শ্রদ্ধা করতে আমরা বাধ্য!'

এবার মঞ্চে উঠল একটি খাঁটি চাষা, লম্বা চুল, উ'চু বুটে পা ঢাকা, গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট। হলের চারিদিকে মাথা নুইয়ে নমস্কার করলে সে। বললে, 'কুশল হোক তোমাদের, কমরেড আর নাগরিকরা। বাইরে কিছু কাদেত দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সমাজতন্ত্রী চাষীদের তোমরা গ্রেপ্তার করেছ, আর ওদের গ্রেপ্তার করছ না কেন?'

এই থেকেই শুরু হয়ে গেল উত্তেজিত চাষীদের এক বিতর্ক। এটাও ঠিক আগের রাত্রে সৈনিকদের বিতর্কের মতোই। জমির আসল প্রলেতারীয় এরা...

'আমাদের কার্যকরী কমিটির আভক্সেন্তিয়েভ ধরনের যে সব সদস্যকে আমরা ভেবেছিলাম চাষীর রক্ষক, তারাও কাদেত ছাড়া কিছু নয়! গ্রেপ্তার চাই ওদের! গ্রেপ্তার!'

আরেকজন: 'কে এই সব পিয়ানিখ আর এই সব আভক্সেন্তিয়েভ? এরা আবার চাষী কোথায়! কেবল বচন ঝাড়তে ওস্তাদ!'

আর নিজেদের ভাইয়েদের চিনতে পেরে কী ভাবেই না জনতা লুফে নিল এদের কথা!

বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা আধ ঘণ্টা বিরতির প্রস্তাব করলে। প্রতিনিধিরা বেরিয়ে যাবার সময় লেনিন উঠে দাঁড়ালেন:

'নষ্ট করার মতো সময় নেই কমরেড! সারা রাশিয়ার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর কাল সকালের মধ্যেই পেঁছনো চাই! দেরি চলবে না!'

আর তুমুল আলোচনা, তর্ক ও পদঘর্ষণের শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল সামরিক বিপ্লবী কমিটির এক প্রতিনিধির কণ্ঠস্বর: 'এক্ষুণি ১৭ নং ঘরে পনের জন আন্দোলক চাই! ফ্রন্টে যেতে হবে!..'

প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে প্রতিনিধিরা ফিরলেন ছাড়া ছাড়া দলে, মঞ্চে উঠলেন সভাপতিমণ্ডলী, অধিবেশন শুরু হল একের পর এক রেজিমেন্টের কাছ থেকে আসা টেলিগ্রাম শুনিয়ে, সামরিক বিপ্লবী কমিটির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে তারা।

ঢিমে তালে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল সভা। ম্যাসিডোনীয় ফ্রন্টের রুশ সৈন্যদের এক প্রতিনিধি তাদের পরিস্থিতির তিক্ত বর্ণনা দিলে। বললে, 'আমাদের শত্রুদের চেয়ে আমাদের 'মিত্রশক্তির' সৌহার্দে আমরা বেশি ভুগছি।' রুদ্ধশ্বাসে সদ্য আগত ১০ নং ও ১২ নং আর্মির প্রতিনিধিরা জানাল, 'সর্বশক্তিতে আমরা আপনাদের সমর্থন করছি!' 'বেইমান সমাজতন্ত্রী মাসলভ আর সালাজ্কিনকে' মুক্তি দেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল একজন চাষী-সৈনিক; আর কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটির কথা ধরলে, তার দলকে দল গ্রেপ্তার করা উচিত! সত্যিকারের বিপ্লবী বাণী ধ্বনিত করছিল এরাই... পারস্য থেকে রুশ ফৌজের একজন প্রতিনিধি ঘোষণা করলে যে সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দাবি করার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে... মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিলে একজন ইউক্রেনীয় অফিসার, 'এ রকম সংকটের মুহূর্তে জাতীয়তাবাদের কোনো কথাই উঠতে পারে না... সর্বদেশের প্রলেতারীয় একনায়কত্ব জিন্দাবাদ!' মহোন্নত অগ্নিগর্ভ ভাবনার এই বন্যা দেখে সন্দেহ থাকে না যে এ রাশিয়া আর কখনো মূক হবার নয়!

কামেনেভ বললেন যে বলশেভিক সোভিয়েত বিরোধী শক্তিরা সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা উসকিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাশিয়ার সমস্ত সোভিয়েতের কাছে একটি আবেদন পড়ে শোনালেন তিনি:

কিছু কৃষক প্রতিনিধি সহ শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের সারা রুশ কংগ্রেস প্রতিবিপ্লবী ইহুদী-বিরোধী হাঙ্গামা এবং যে কোনো রকম দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য অবিলম্বে তৎপর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য স্থানীয় সোভিয়েতগুলিকে ডাক দিচ্ছে। শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক বিপ্লবের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে কোনো দাঙ্গা সহ্য করা চলবে না।

পেত্রগ্রাদের লালরক্ষীরা, বিপ্লবী গ্যারিসন ও নাবিকেরা শহরে পূর্ণ শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে।

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকগণ, সর্বত্রই পেত্রগ্রাদের শ্রমিক ও সৈনিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন।

সৈনিক ও কসাক কমরেডরা, সত্যিকারের বিপ্লবী শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদেরই।

গোটা বিপ্লবী রাশিয়া এবং সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে...

রাত দু'টোয় ভূমির ডিক্রি ভোটে উঠল, বিরুদ্ধে শুধু একজন, কৃষক প্রতিনিধিরা আনন্দে আত্মহারা... এমনি করেই অবধারিতরূপে দ্বিধা বিরোধিতা তুচ্ছ করে সামনে এগুলো বলশেভিকরা — সারা রাশিয়ায় একমাত্র এদেরই ছিল একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, অন্যেরা কেবল দীর্ঘ আট মাস ধরে শুধু কথার খই ফুটিয়েছে।

এবার মঞ্চ নিল একজন সৈনিক, কাট-খোট্টা, ছিন্নবেশী, সুবক্তা, নাকাজের* যে সর্তে সামরিক দলত্যাগীদের ভূমির অংশ থেকে বঞ্চিত করার কথা আছে তার প্রতিবাদ জানালে। প্রথমে হৈচৈ ও টিটকারি উঠলেও তার সহজ, মর্মস্পর্শী কথায় শেষ পর্যন্ত চুপ করতে হল সকলকে। 'শান্তির ডিক্রিতে আপনারা নিজেরাই যাকে অর্থহীন বলে রায় দিয়েছেন, ট্রেঞ্চের সেই রক্তস্নানে তাকে নামতে হয়েছিল ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বিপ্লবকে সে স্বাগত করেছিল শান্তি আর স্বাধীনতার আশায়! শান্তি? কেরেনস্কির সরকার তাকে ফের জোর করে পাঠায় গ্যালিসিয়ায় খুন করতে আর খুন হতে; তার শান্তির আবেদনকে তেরেশ্চেঙ্কো হেসে ওড়ান... স্বাধীনতা? কেরেনস্কির আমলে সে দেখল

---

* ভূমির ডিক্রির সঙ্গে একত্রে যে নাকাজ বা ম্যান্ডেট গৃহীত হয় তার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

তার কমিটি দমিত, তার সংবাদপত্র নিষিদ্ধ, তার পার্টির বক্তারা কারারুদ্ধ... তার গাঁয়ে জমিদাররা অস্বীকার করছে ভূমি কমিটিকে, জেলে পাঠাচ্ছে তার কমরেডদের... পেত্রগ্রাদে জার্মানদের সঙ্গে যোগ সাজশ করে বুর্জোয়ারা ফৌজের জন্যে রসদ ও গোলাবারুদের চালান বানচাল করছে... জুতো নেই তার, পোষাক নেই... কে তাকে বাধ্য করেছে বাহিনী ত্যাগ করতে? কেরেনস্কির সরকার, যাকে আপনারা উচ্ছেদ করেছেন!' বক্তৃতা শেষে করতালিই উঠল।

কিন্তু আরেকজন সৈন্য তাতে প্রবল আপত্তি জানাল, 'কেরেনস্কি সরকারের অজুহাত দিয়ে সৈন্যবাহিনী ত্যাগের মতো নোংরা কাজ ঢাকা চলে না! দলত্যাগীরা পাষণ্ড, ট্রেঞ্চে কমরেডদের মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে নিজেরা বাড়ি পালায়! দলত্যাগী মাত্রেই বেইমান, শাস্তি দেওয়া উচিত তাদের...' কোলাহল: 'দভোলনো!' আর 'তিশে!' ধ্বনি। কামেনেভ তাড়াতাড়ি করে প্রস্তাব করলেন যে ব্যাপারটার মীমাংসা সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক।(৪)

উদ্‌গ্রীব স্তব্ধতা নামল রাত আড়াইটের সময়। সরকার গঠনের ডিক্রি পড়ে শোনাচ্ছিলেন কামেনেভ:

সংবিধান সভা না বসা পর্যন্ত শাসন চালাবার জন্য একটি সাময়িক শ্রমিক কৃষক সরকার গঠিত হল, এর নাম হবে জনকমিশার পরিষদ।(৫)

রাষ্ট্রকার্যের বিভিন্ন শাখার পরিচালনা ভার দেওয়া হবে বিভিন্ন কমিশনের উপর, কমিশনের লোকেরা কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচি পরিপূরণের ব্যবস্থা করবে শ্রমিক, শ্রমিকা, নাবিক, সৈনিক, কৃষক ও কেরানী কর্মচারীদের গণ সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়। এই সব কমিশনের সভাপতিদের নিয়ে গঠিত একটি মণ্ডলীতে, অর্থাৎ জনকমিশার পরিষদে ন্যস্ত থাকবে সরকারী ক্ষমতা।

জনকমিশারদের কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং তাদের পদচ্যুত করার অধিকার থাকবে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক সোভিয়েতগুলির সারা রুশ কংগ্রেস ও তার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির হাতে।

তখনো সবাই স্তব্ধ; কিন্তু কমিশারদের নাম পড়ে শোনানো মাত্র প্রতি নামের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড করতালি, বিশেষ করে লেনিন ও ত্রৎস্কির নামে।

পরিষদের সভাপতি — ভ্লাদিমির উলিয়ানভ (লেনিন)

স্বরাষ্ট্র — আ. ইয়ে. রিকভ

কৃষি — ভ. প. মিলিউতিন

শ্রম — আ. গ. শ্লিয়াপনিকভ

সামরিক ও সামুদ্রিক — ভ. আ. ওভ্‌সেয়েঙ্কো (**আন্তোনভ**), ন. ভ. ক্রিলেঙ্কো ও প. ম. দিবেঙ্কোকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটি

বাণিজ্য ও শিল্প — ভ. প. নগিন

জনশিক্ষা — আ. ভ. লুনাচারস্কি

অর্থ — ইয়ে. ইয়ে. স্কভর্ৎসভ (**স্তেপানভ**)

পররাষ্ট্র — ল. দ. ব্রনস্তেইন (**ত্রৎস্কি**)

বিচার — গ. ইয়ে. ওপ্পোকভ (**লমোভ**)

সরবরাহ — ইয়ে. আ. তেওদরোভিচ

ডাক-তার — ন. প. আভিলভ (**গ্লেবোভ**)

জাতিসত্তা দপ্তরের সভাপতি — ই. ভ জুগাশভিলি (**স্তালিন**)

রেলপথ — পরে পূর্ণ করা হবে।

ঘরের দেয়াল বরাবর সারি দিয়ে আছে বেঅনেট, বেঅনেট মাথা উ'চিয়ে আছে প্রতিনিধিদের মধ্যে; সামরিক বিপ্লবী কমিটি সবাইকেই সশস্ত্র করছে। দক্ষিণ-পশ্চিম হাওয়ায় ভেসে আসছে কেরেনস্কির বিষাণ-ধ্বনি — সেই চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য সশস্ত্র হচ্ছে বলশেভিকবাদ... অথচ কেউ কিন্তু বাড়ি গেল না, তার বদলে শ'য়ে শ'য়ে নবাগত এসে বিরাট প্রেক্ষাগৃহটিকে নিরেট করে তুললে কঠোর-মুখ সৈন্যে আর শ্রমিকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা দাঁড়িয়ে রইল অক্লান্ত উত্তেজনায়। সিগারেটের ধোঁয়া আর মানুষের নিঃশ্বাস, মোটা কাপড় আর ঘামের গন্ধে বাতাস ভারি।

'নভায়া জিজ্‌নের' সম্পাদকমণ্ডলীর আভিলভ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকদের অবশিষ্টের পক্ষ থেকে; ছিমছাম বুদ্ধিদীপ্ত মুখ আর সুশোভন ফ্রককোটে তাঁকে বড়োই বেমানান দেখাচ্ছিল এখানে।

'আমাদের নিজেদের কাছে প্রশ্ন তুলতে হবে কোথায় আমরা চলেছি... যে রকম অবলীলাক্রমে কোয়ালিশন সরকার উচ্ছেদ হল সেটার কারণ

বামপন্থী গণতন্ত্রের শক্তিমত্তা নয়, তার একমাত্র কারণ জনগণকে শান্তি আর রুটি দিতে সরকার পারে নি। আর এই সমস্যার সমাধান করতে না পারলে বামপন্থীরাও ক্ষমতায় টিকতে পারবে না ...

'জনগণকে তা রুটি দিতে পারবে কি? শস্য দুর্লভ। অধিকাংশ কৃষক আপনাদের পক্ষ নেবে না, কেননা যে কৃষিযন্ত্র তাদের দরকার সেটা আপনারা দিতে পারবেন না। জ্বালানি এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্য ...

'আর শান্তির কথা যদি বলি, সেটা আরো দুরূহ হবে। মিত্রশক্তিরা স্কবেলেভের সঙ্গে আলোচনা করতে অস্বীকার করেছে। আপনাদের কাছ থেকে শান্তি সম্মেলনের প্রস্তাব তারা কখনোই মানবে না। লণ্ডন, প্যারিসে অথবা বার্লিনে কোথাও আপনারা স্বীকৃতি পাবেন না

'মিত্রশক্তিদের প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে কার্যকরী সাহায্যের ভরসা আপনারা রাখতে পারেন না, কেননা অধিকাংশ দেশেই বিপ্লবী সংগ্রাম এখনো সুদূরপরাহত. মনে রাখবেন, মিত্রশক্তির গণতান্ত্রিকেরা এমনকি স্টকহোম সম্মেলন ডাকতেও অক্ষম হয়। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কথা যদি ধরি, তাহলে জানাই, আমি এই কিছু আগে কমরেড গোল্দেনবের্গের সঙ্গে কথা বলেছি, ইনি ছিলেন স্টকহোমে আমাদের একজন প্রতিনিধি; চূড়ান্ত বামপন্থীদের প্রতিনিধিরা তাঁকে বলেছেন যে যুদ্ধ চলাকালে জার্মানিতে বিপ্লব অসম্ভব ...' এই সময় থেকে বেশ জোর প্রতিবাদ উঠতে থাকে, কিন্তু আভিলভ চালিয়েই যান.

'রাশিয়ার এই একঘরে অবস্থার মারাত্মক ফল দাঁড়াবে হয় জার্মানদের হাতে রুশ সৈন্যবাহিনীর পরাজয় এবং রাশিয়ার ঘাড় ভেঙে অস্ট্রো-জার্মান জোট ও ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ জোটের মধ্যে একটা জোড়াতালি শান্তি, নয়ত জার্মানির সঙ্গে একটা পৃথক শান্তি।

'কিছুক্ষণ আগে আমি খবর পেলাম যে মিত্রশক্তির রাষ্ট্রদূতেরা রাশিয়া ছেড়ে যাবার উদ্যোগ করছেন এবং দেশ ও বিপ্লব ত্রাণ কমিটি গড়ে উঠছে রাশিয়ার প্রতিটি শহরে ...

'এই সমস্ত প্রচণ্ড দুরূহতা জয় করা কোনো একক পার্টির পক্ষে অসাধ্য। সমাজতান্ত্রিক জোটের একটি সরকারকে সমর্থনকারী দেশের অধিকাংশ লোকই কেবল বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে পারে ...'

তারপর দুইটি দলের পক্ষ থেকে উত্থিত প্রস্তাবটি তিনি পড়লেন:

বিপ্লবের বিজয়কে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতে সংগঠিত বিপ্লবী গণতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল একটি সরকার গঠন অত্যাবশ্যক এই কথা স্বীকার করে এবং তদুপরি এই সরকারের কাজ হবে যথাসম্ভব শান্তি অর্জন, ভূমি কমিটিগুলির কাছে ভূমি হস্তান্তর, শিল্পোৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং যথানির্দিষ্ট তারিখে সংবিধান সভা আহ্বান এই কথা মেনে কংগ্রেস একটি কার্যকরী কমিটি নিযুক্ত করছে যা কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির সায় নিয়ে এইরূপ একটি সরকার গঠন করবে।

বিজয়ী জনতার বৈপ্লবিক উদ্দীপনা সত্ত্বেও আভিলভের শান্ত নিরুত্তাপ যুক্তি দানে লোকে টলে উঠেছিল। শেষের দিকে টিটকারি চিৎকার আর শোনা যাচ্ছিল না, বক্তৃতাবসানে এমনকি কিছু করতালিও পড়ল।

তাঁর পরে উঠলেন কারেলিন — ইনিও যুবক, নির্ভীক, সততা সন্দেহাতীত — উঠলেন তিনি বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষ থেকে, — মারিয়া স্পিরিদনোভার সেই পার্টি, যারা বিপ্লবী কৃষকদের প্রতিনিধি এবং প্রায় একমাত্র এরাই কেবল অনুসরণ করেছে বলশেভিকদের।*

'আমাদের পার্টি জনকমিশার পরিষদে স্থান নিতে অস্বীকার করেছে, কেননা বিপ্লবী বাহিনীর যে অংশটা কংগ্রেস ছেড়ে গেছে তাদের সঙ্গে চিরকালের মতো আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চাই না, এ বিচ্ছেদের ফলে বলশেভিক আর গণতন্ত্রের অন্যান্য গ্রুপের মধ্যে মধ্যস্থতা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে... এইটেই বর্তমান মুহূর্তে আমাদের প্রধান কর্তব্য। সমাজতান্ত্রিক কোয়ালিশনের সরকার ছাড়া অন্য কোনো সরকার আমরা সমর্থন করতে পারি না...

'তাছাড়া আমরা বলশেভিকদের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদ করছি।

---

* বিপ্লবী ভাবাপন্ন কৃষকদের শুধুমাত্র একাংশ বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অনুসরণ করে। — সম্পাঃ

আমাদের কমিশাররা পদচ্যুত হয়েছেন। আমাদের একমাত্র মুখপত্র 'জ্নামিয়া ত্রুদা'র (শ্রম পতাকা) প্রকাশ কাল নিষিদ্ধ হয়েছে...

'আপনাদের সঙ্গে লড়বার জন্যে কেন্দ্রীয় পৌরসভা দেশ ও বিপ্লব ত্রাণের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করছে। ইতিমধ্যেই আপনারা একঘরে হয়ে পড়েছেন, অন্যান্য গণতান্ত্রিক গ্রুপের একটিও আপনাদের সমর্থন করছে না...'

এবার মঞ্চে দাঁড়ালেন ত্রৎস্কি, আত্মবিশ্বাস ও আধিপত্যের প্রতিমূর্তি, মুখের ওপর শ্লেষের, প্রায় রূঢ় উপহাসের একটা বাঁকা ভাব। গমগম করে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর, উদ্বেলিত হয়ে উঠল জনতা।

'আমাদের পার্টির একঘরে হবার এই সব কথা নতুন কিছু নয়। অভ্যুত্থানের আগে আমাদের সর্বনাশা পরাজয়ের ভবিষদ্বাণী হয়েছিল। সকলেই ছিল আমাদের বিরুদ্ধে, কেবল মাত্র বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের একটা অংশ আমাদের পক্ষে ছিল সামরিক বিপ্লবী কমিটিতে। তাহলে প্রায় বিনা রক্তপাতে সরকারকে উচ্ছেদ করতে পারলাম কী করে?.. আমরা যে **একঘরে নই**, এই ঘটনাটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আসলে সাময়িক সরকারই হয়ে গিয়েছিল একঘরে; যে সব গণতান্ত্রিক পার্টি আমাদের বিরুদ্ধে নামছে তারাই ছিল একঘরে, একঘরে হয়েই আছে, চিরকালের মতো তারা প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন!

'কোয়ালিশনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হচ্ছে। শুধু একটি কোয়ালিশন সম্ভব — শ্রমিক, সৈনিক আর গরিব কৃষকদের কোয়ালিশন; আর সে কোয়ালিশন কার্যকরী করতে পারার সম্মান অর্জন করেছে আমাদের পার্টিই... কী ধরনের কোয়ালিশন চাইছেন আভিলভ? জন বেইমানির সরকারকে যারা সমর্থন করেছিল তাদের সঙ্গে কোয়ালিশন? কোয়ালিশন হলেই সব সময় শক্তি বাড়ে না। দান আর আভক্সেন্তিয়েভ সঙ্গে থাকলে আমরা অভ্যুত্থান ঘটাতে পারতাম কি?' হাসির ঝড়।

'আভক্সেন্তিয়েভ রুটি দিয়েছেন সামান্য। ওবোরোনেৎসদের সঙ্গে কোয়ালিশনে কি তার পরিমাণ বাড়বে? একদিকে চাষী এবং অন্যদিকে ভূমি কমিটিগুলোকে গ্রেপ্তারের যিনি হুকুম দেন সেই আভক্সেন্তিয়েভের মধ্যে আমরা চাষীদেরই বেছে নিই! ইতিহাসের এক ক্লাসিকাল বিপ্লব হয়ে থাকবে আমাদের বিপ্লব...

'অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে বোঝাপড়া নাকচ করার নালিশ উঠছে। কিন্তু সে দোষটা কি আমাদের? নাকি কারেলিন যা বলেছেন 'সেটা একটা ভুল বোঝা'? না, কমরেড। বিপ্লবের পূর্ণ জোয়ারে বারুদের গন্ধের মধ্যেই যখন একটা পার্টি এসে বলে "এই রইল ক্ষমতা, গ্রহণ করুন!' — আর যাদের হাতে সেটা তুলে দেওয়া হচ্ছিল তারা যখন চলে যায় শত্রু পক্ষে, তখন সেটাকে ভুল বোঝা বলে না... সেটা এক নির্মম যুদ্ধ ঘোষণা। আর সে যুদ্ধ আমরা ঘোষণা করি নি...

'আমরা যদি 'বিচ্ছিন্ন' থাকি তাহলে আমাদের শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে বলে আভিলভ ভয় দেখাচ্ছেন। আমি ফের বলি, স্কবেলেভ, এমনকি তেরেশ্চেঙ্কোর সঙ্গে কোয়ালিশনে কী ভাবে শান্তি প্রাপ্তিতে সাহায্য হবে সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য! আভিলভ ভয় দেখাচ্ছেন, শান্তি হবে আমাদের ঘাড় ভেঙে। আমার জবাব, ইউরোপে যদি সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার শাসন চলতেই থাকে, তাহলে তো সব ক্ষেত্রেই বিপ্লবী রাশিয়ার ধ্বংস অনিবার্য...

'শুধু দুটি গত্যন্তর আছে: হয় রুশ বিপ্লব ইউরোপে একটি বিপ্লবী আন্দোলন জাগিয়ে তুলবে নয় ইউরোপীয় শক্তিরা রুশ বিপ্লবকে চূর্ণ করবে!'

বিপুল এক জয়জয়াকারে অভিনন্দিত হলেন ত্রৎস্কি, গোটা মানবজাতির হয়ে লড়াই — এই ভাবনার স্পর্ধায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল লোকে। আর সেই মুহূর্ত থেকে অভ্যুত্থানী জনগণের সবকিছু ক্রিয়াকলাপে যে একটা সচেতন সংকল্প দানা বেঁধে উঠেছিল তা আর কখনো তাদের ছেড়ে যায় নি।

কিন্তু অন্য দিকেও লড়াই পাকিয়ে উঠছিল। রেল শ্রমিক ইউনিয়নের একজন প্রতিনিধিকে বলতে দিলেন কামেনেভ — রুশ মূর্তি, গাঁট্টাগোট্টা একটা লোক, অনমনীয় এক শত্রুতা ফুটে উঠেছে মুখে। বক্তৃতা নয়, যেন বোমা ফাটল।

'রাশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠনের নামে আমি বক্তৃতা দেবার অধিকার চাইছি এবং আপনাদের জানাচ্ছি: ভিকজেল* আমায় সরকার গঠন সম্পর্কে ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত জানাবার ভার দিয়েছে। রাশিয়ার সমগ্র গণতন্ত্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখার জন্যে যদি বলশেভিকরা জিদ করে তাহলে

---

* ভিকজেল — রেল শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সারা রুশ কার্যকরী কমিটি। — সম্পাঃ

আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের সমর্থন করতে একেবারে অস্বীকার করছে!' গোটা হলে তুমুল সোরগোল।

'১৯০৫ সালে এবং কর্নিলভ হাঙ্গামার সময় রেল শ্রমিকরা ছিল বিপ্লবের সেরা রক্ষী। কিন্তু আপনারা আমাদের কংগ্রেসে আমন্ত্রণ করেন নি।' চিৎকার: 'আমন্ত্রণ করে নি পুরনো ৎসে-ই-কা!' বক্তা গ্রাহ্য করলেন না। 'এ কংগ্রেসের বৈধতা আমরা মানি না। মেনশেভিক এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা চলে যাওয়ার পর সভার বৈধতার জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম প্রতিনিধি সংখ্যা এখানে নেই... ইউনিয়ন পুরনো ৎসে-ই-কাকে সমর্থন করে এবং ঘোষণা করছে যে নতুন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি নির্বাচনের কোনো অধিকার এ কংগ্রেসের নেই...

'ক্ষমতা হওয়া উচিত সমাজতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক ক্ষমতা, সমগ্র বিপ্লবী গণতন্ত্রের প্রামাণ্য সংস্থার কাছে যা দায়ী। সে রকম ক্ষমতা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত রেল শ্রমিক ইউনিয়ন পেত্রগ্রাদে প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদের পরিবহন অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ভিকজেলের সম্মতি ছাড়া আর কারো আদেশ তামিল করাও সভ্যদের পক্ষে নিষিদ্ধ করছে। রাশিয়ার রেলপথের সমস্ত পরিচালনাও ভিকজেল স্বহস্তে তুলে নিচ্ছে...'

শেষের দিকে গালাগালির যে ঝড় উঠল তাতে বক্তার কথা প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না। কিন্তু আঘাতটা যে গুরুতর সেটা বোঝা গেল সভাপতিমণ্ডলীর মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখে। কামেনেভ অবিশ্যি শুধু এইটুকু জবাব দিলেন যে কংগ্রেসের বৈধতায় কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না, কেননা মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা চলে গেলেও এমনকি পুরনো ৎসে-ই-কা যে কোরাম ধার্য করেছিল তাও ছাপিয়ে গেছে...

এরপর ভোট নেওয়া হল সরকার গঠনের প্রস্তাবে, বিপুল ভোটাধিক্যে ক্ষমতা পেল জনকমিশার পরিষদ...

নতুন ৎসে-ই-কা, অর্থাৎ রুশ প্রজাতন্ত্রের নতুন পার্লামেন্ট নির্বাচনে ১৫ মিনিটও লাগল না। ত্রৎস্কি তার সংবিন্যাস জানালেন: ১০০ জন সদস্য, তার মধ্যে ৭০ জন বলশেভিক... কৃষকদের জন্য এবং সভাত্যাগী দলগুলির জন্য স্থান সংরক্ষিত থাকবে। 'আমাদের কর্মসূচি যারা গ্রহণ করবে তেমন সমস্ত দল ও গ্রুপকে আমরা সরকারে স্বাগত জানাচ্ছি,' এই বলে শেষ করলেন তিনি।

এরপরেই দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের সমাপ্তি হল, সদস্যেরা এবার ছুটে যাবে রাশিয়ার চতুঃপ্রান্তে, নিজ নিজ এলাকায়, মহা ঘটনার বার্তা দেবে ...

ট্রামের ঘুমন্ত কনডাক্টর আর ড্রাইভারদের যখন জাগালাম তখন প্রায় সকাল সাতটা -- কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের বাড়ি পেঁৗছে দেবার জন্য ট্রাম মজুর ইউনিয়ন গাড়িগুলিকে স্মোলনির কাছে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। জনারণ্য ট্রামে মনে হল উল্লাসটা আগের রাতের চেয়ে কম। অনেকে যেন শঙ্কিত; হয়ত লোকে ভাবছিল, 'এবার আমরাই মালিক, কিন্তু নিজেদের ইচ্ছে খাটাতে হবে কী উপায়ে?'

আমাদের বাড়ির কাছে অন্ধকারে নাগরিকদের এক সশস্ত্র টহলদার দল আমাদের আটকালে, খুঁটিয়ে তল্লাস চলল। পৌরসভার ঘোষণা কাজ শুরু করেছে ...

আমাদের আসার শব্দে গৃহকর্ত্রী গোলাপী গাউন জড়িয়ে এগিয়ে এলেন।

বললেন, 'গৃহ কমিটি আবার জানিয়ে দিয়েছে অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে আপনাদেরও পালা করে পাহারা দিতে হবে!'

'পাহারা দেবার মানে?'

'ঘরদোর, ছেলেপুলে আর মেয়েদের রক্ষা করার জন্যে।'

'কার হাত থেকে?'

'খুনে ডাকাতদের হাত থেকে।'

'কিন্তু যদি সামরিক বিপ্লবী কমিটি থেকে হাতিয়ার তল্লাসির জন্যে কোনো কমিশার আসে?'

'আরে সেই সব কৈফিয়ৎ দিয়েই তো ওরা আসবে... তাছাড়া কমিশারই আসুক কি খুনেরাই আসুক, তফাৎ কী?'

আমি গম্ভীরভাবে জানালাম যে আমেরিকান নাগরিকদের পক্ষে হাতিয়ার ধারণ করা একেবারে নিষেধ করে দিয়েছেন আমাদের কন্সাল, বিশেষ করে যেসব পাড়ায় রুশ বুদ্ধিজীবীরা থাকে ...

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ত্রাণ কমিটি

শুক্রবার, ৯ই নভেম্বর…

নভোচের্কাস্ক, ৮ই নভেম্বর।

বলশেভিকদের বিদ্রোহ এবং সাময়িক সরকারকে বরখাস্ত করে পেত্রগ্রাদে তাদের ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা হেতু… কসাক সরকার ঘোষণা করছে যে এই সমস্ত কাজকে সরকার অপরাধ ও একেবারে অমার্জনীয় বলে মনে করে। সুতরাং কোয়ালিশনের সরকারকে, সাময়িক সরকারকে কসাকরা সর্বকিছু সমর্থন জানাবে। এই সব কারণে সাময়িক সরকারের ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তি এবং রাশিয়ায় শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আমি ৭ই নভেম্বর থেকে দন এলাকা সংশ্লিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করছি।

স্বাক্ষর:

আতামান কালেদিন
কসাক সৈন্যদের
সরকারের সভাপতি

গাৎচিনা থেকে মুখ্যমন্ত্রী কেরেনস্কির প্রিকাজ:

আমি সাময়িক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং রুশ প্রজাতন্ত্রের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করছি যে, ফ্রন্টের যে সমস্ত রেজিমেন্ট পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বস্ত আছে তাদের নেতৃত্ব করছি আমি।

পেত্রগ্রাদ সামরিক এলাকার যে সমস্ত সৈন্য না বুঝে বা ভুল করে দেশ ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের আবেদনে সাড়া দিয়েছে, অবিলম্বে তাদের নিজ নিজ কাজে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিচ্ছি।

এই আদেশ সমস্ত রেজিমেণ্ট, ব্যাটালিয়ন ও স্কোয়াড্রনে পঠিত হবে।

স্বাক্ষর:

আ. ফ. কেরেনস্কি

সাময়িক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও সর্বাধিনায়ক

উত্তর ফ্রন্টের অধিনায়ক জেনারেলের নিকট কেরেনস্কির টেলিগ্রাম:

বিশ্বস্ত রেজিমেণ্টরা বিনা রক্তপাতে গাৎচিনা শহর দখল করেছে। ক্রনশ্তাদ্ত নাবিক এবং সেমিওনভস্কি ও ইজমাইলভস্কি রেজিমেণ্টের কতকগুলি বাহিনী বিনা প্রতিরোধে অস্ত্র সমর্পণ করে এবং সরকারী সেনাদলে যোগ দেয়।

মার্চের জন্য বরাদ্দ সমস্ত ইউনিটকে যথাসম্ভব এগুবার হুকুম দিচ্ছি। সামরিক বিপ্লবী কমিটি তার সৈন্যদের পশ্চাদপসরণের আদেশ দিয়েছে...

দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গাৎচিনার পতন হয়েছে রাত্রেই। নাবিকরা নয়, তবে উল্লিখিত দুটি রেজিমেণ্টের কিছু বাহিনী ওই অঞ্চলে সেনাপতিহীন অবস্থায় ঘোরবার সময় সত্যিই কসাকদের হাতে ঘেরাও হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করে। কিন্তু সরকারী সেনাদলে যোগ দেবার কথাটা সত্যি নয়। এই মুহূর্তে তারা দল বেঁধে এসে জুটেছে স্মোলনিতে, হতভম্ব লজ্জিত মুখে বোঝাবার চেষ্টা করছে। তারা ভাবতে পারে নি যে কসাকরা অত কাছে আছে... কসাকদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিল তারা...

বোঝা যায় বিপ্লবী ফ্রন্ট জুড়েই গোলমাল দেখা দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। দক্ষিণ দিকের ছোটো ছোটো প্রতিটি শহরেই গ্যারিসন তিক্ত কলহে বিভক্ত হয়ে গেছে দুটি কি তিনটি ভাগে: আরো জবরদস্ত কাউকে না পাওয়া পর্যন্ত অধিনায়করা সবাই কেরেনস্কির পেছনে, সাধারণ সৈন্যদের অধিকাংশই সোভিয়েতের পক্ষে এবং বাকিরা বিমর্ষ দ্বিধাগ্রস্ত।

পেত্রগ্রাদের প্রতিরক্ষায় সামরিক বিপ্লবী কমিটি তাড়াহুড়ো করে যে লোকটিকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করল সে এক উচ্চাভিলাষী, পেশাদার

ক্যাপটেন, ম্রাভিওভ*: সেই ম্রাভিওভ যে গ্রীষ্মকালে মৃত্যু ব্যাটালিয়ন সংগঠিত করেছিল, শোনা যায় সরকারকে নাকি একবার সে বুঝিয়েছিল, 'সরকার বলশেভিকদের সঙ্গে খুবই ভদ্রতা করছে, একেবারে নিশ্চিহ্ন করা উচিত ওদের।' সামরিক মনোবৃত্তির লোক, ক্ষমতা ও স্পর্ধার ভক্ত - হয়ত তাতে ফাঁকি ছিল না...

সকালে নেমে আসতেই দেখি দরজার নিকট সামরিক বিপ্লবী কমিটির নতুন দুটি হুকুমনামা সাঁটা হয়েছে সমস্ত দোকান পত্র স্বাভাবিকভাবে খুলতে হবে, সমস্ত খালি ঘর ও বাড়ি কমিটির হাতে তুলে দিতে হবে..

রাশিয়ার মফস্বল অঞ্চল ও বহির্বিশ্ব থেকে বলশেভিকরা আজ ছত্রিশ ঘণ্টা যাবৎ বিচ্ছিন্ন। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের লোকেরা তাদের বার্তা প্রেরণে অস্বীকার করেছে, ডাক বিভাগের লোকেরা তাদের ডাক ছোঁবে না। কাজ করছে শুধু সরকারের বেতার কেন্দ্র, ৎসারস্কোয়ে সেলো থেকে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর বুলেটিন আর ঘোষণা যাচ্ছে আকাশের দিগদিগন্তরে। স্মোলনির কমিশাররা পৌরসভার কমিশারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটন্ত ট্রেনে পাড়ি দিচ্ছে প্রায় অর্ধেক দুনিয়া; আর প্রচারপত্রে বোঝাই হয়ে দুটি এরোপ্লেন রওনা দিয়েছে ফ্রন্টের দিকে ..

কিন্তু যে গতিতে রাশিয়া জুড়ে অভ্যুত্থানের স্পন্দন ছড়াল তা মানুষের কোনো যন্ত্রের সাধ্যাতীত। হেলসিংফোর্স সোভিয়েতে পাশ হল সমর্থনের প্রস্তাব; কিয়েভের বলশেভিকরা অস্ত্রাগার ও টেলিগ্রাফ স্টেশন দখল করলে, তবে শহরে যে কসাক কংগ্রেস চলছিল তার প্রতিনিধিরা এসে বিতাড়িত করলে তাদের; কাজানের সামরিক বিপ্লবী কমিটি সেখানকার গ্যারিসন কর্তৃপক্ষ এবং সাময়িক সরকারের কমিশারকে গ্রেপ্তার করল; সাইবেরিয়ার সুদূর ক্রাস্নোইয়ার্স্ক থেকে খবর এল সোভিয়েতরা মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানের ওপর দখল নিয়েছে; একদিকে চর্ম শ্রমিকদের একটা বিরাট ধর্মঘট এবং অন্যদিকে সাধারণ লক-আউটের এক হুমকিতে মস্কোর পরিস্থিতি এমনিতেই উত্তপ্ত হয়েছিল, পেত্রগ্রাদের বলশেভিকদের কাজকে বিপুল অধিকাংশে সমর্থন জানাল এখানকার সোভিয়েতগুলো... ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে এক সামরিক বিপ্লবী কমিটি।

* মুরাভিওভ আসলে ছিলেন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল। — সম্পাঃ

সর্বত্রই দেখা গেল একই ব্যাপার। সাধারণ সৈন্য ও শিল্প শ্রমিকেরা বিপুল সংখ্যায় সমর্থন করলে সোভিয়েতকে; আর অফিসার, ইয়ুঙ্কার ও মধ্যবিত্ত মোটের ওপর ছিল সরকারের পক্ষে, যেমন ছিল বুর্জোয়া কাদেত্র এবং 'নরমপন্থী' সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলো। এই সমস্ত শহরেই গজিয়ে উঠল দেশ ও বিপ্লব ত্রাণ কমিটি, সশস্ত্র হতে লাগল গৃহযুদ্ধের জন্য...

বিরাট রাশিয়া যেন গলে তরল হয়ে উঠেছে। প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল ১৯০৫ সালেই। মার্চ বিপ্লবে তা কেবল ত্বরান্বিত হয়, নতুন এক ব্যবস্থার একটুখানি পূর্বাভাস দিয়েই তা মাত্র পুরনো আমলের ফাঁপা কাঠামোটাকেই পাকা করে যায়। এবার কিন্তু এক রাত্রেই সেটাকে উড়িয়ে দিয়েছে বলশেভিকরা, ঝড়ে যেমন করে মিলিয়ে যায় ধোঁয়া। পুরনো রাশিয়া আর নেই; আদিম একটা উত্তাপে গলে গিয়েছে মানব সমাজ, অগ্নি শিখার উত্তাল সমুদ্র থেকে মাথা তুলছে শ্রেণী-সংগ্রাম — প্রবল, নির্মম — জেগে উঠছে নব নব গ্রহের তখনো কাঁচা, ধীর-শীতল পৃষ্ঠদেশ...

আগস্টের সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক সরকার* যে কেবল দুটি মন্ত্রিদপ্তর গড়েছিল, অর্থাৎ শ্রম ও সরবরাহ মন্ত্রিদপ্তর, তাদের নেতৃত্বে ষোলোটি মন্ত্রিদপ্তর ধর্মঘট করে রইল পেত্রগ্রাদে।

একা বলতে যদি কিছু বোঝায়, তাহলে সেই ধূসর তুহিন প্রত্যূষে 'মুষ্টিমেয় বলশেভিকরা' ছিল বাহ্যত একা, সবকিছু ঝড় ঘনিয়ে উঠছে তাদের মাথার ওপর (১)। কোণঠাসা হয়ে সামরিক বিপ্লবী কমিটি আত্মরক্ষায় আঘাত হানলে। 'De l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace!..'** ভোর পাঁচটায় লালরক্ষীরা পৌরসভার ছাপাখানায় ঢুকে পৌরসভার হাজার হাজার কপি প্রতিবাদ-আবেদন বাজেয়াপ্ত করে 'মিউ-নিসিপ্যালিটির সরকারী মুখপত্র 'ভেস্তনিক গরোদ্‌স্কগো সামোউপ্রাভলেনিয়া' (নগর স্বশাসনসংস্থার বুলেটিন) বন্ধ করে দিলে। মুদ্রাযন্ত্র থেকে কেড়ে নেওয়া হল সমস্ত বুর্জোয়া সংবাদপত্র, এমনকি পুরনো ন্যেভ-ই-কার

---

* মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি সরকার। — সম্পাঃ

** 'সাহস, পুনরপি সাহস, সতত সাহস!' — ১৭৯২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের আইনসভায় সামরিক বিপদ এবং অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার প্রতিবিপ্লবী জোটের আক্রমণ থেকে বিপ্লব রক্ষা প্রসঙ্গে দাঁতোঁ-র বিখ্যাত উক্তি। — সম্পাঃ

পত্রিকা 'গলোস সলদাতা'ও বাদ গেল না। তবে অবিলম্বেই 'সলদাৎস্কি গলোস' নাম নিয়ে লক্ষ সংখ্যার সংস্করণে তা ক্রোধ ও বিদ্রোহে হাঁক ছাড়ল:

রাত্রির অন্ধকারে যারা বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেছে, দমন করেছে সংবাদপত্র, বেশি দিন তারা দেশকে অন্ধ করে রাখতে পারবে না... সত্য প্রকাশ পাবে! মহাশয় বলশেভিক, দেশ তোমাদের মূল্য বুঝবে! সেটা আমরা দেখে যাব!..

বারোটার কিছু পরে নেভস্কি দিয়ে যখন যাচ্ছি, দেখি পৌরসভা ভবনের সামনে গোটা রাস্তাটা লোকে লোকারণ্য। বন্দুকে বেঅনেট চড়িয়ে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে লালরক্ষী আর নাবিক, আর তাদের প্রত্যেককে ঘিরে ভিড় জমিয়েছে শ'খানেক করে নরনারী —-কেরানী, ছাত্র, দোকানদার, চিনোভনিক (কর্মচারী)। কিল দেখাচ্ছে, গালাগালি আর হুমকি দিচ্ছে। সিঁড়িতে বয়স্কাউট এবং অফিসাররা 'সলদাৎস্কি গলোস' বিলি করছে। নিচে বাহুতে লাল ফিতে জড়ানো একটি মজুর রিভলবার হাতে রাগে উত্তেজনায় কাঁপছে, দাবি করছে কাগজগুলো তাকে দিয়ে দিতে হবে... মনে হয় এমন ব্যাপার ইতিহাসে আর ঘটে নি। একদিকে মুষ্টিমেয় কিছু মজুর আর সৈন্য, হাতে তাদের অস্ত্র, বিজয়ী এক অভ্যুত্থানের প্রতিভূ তারা — অথচ একেবারে অসহায়; অন্যদিকে ফিফথ এভেন্যুর* ফুটপাথে দুপুর বেলায় যাদের দেখা যায়, সেই ধরনের লোকের এক ক্ষিপ্ত জনতা টিটকারি দিচ্ছে, গালি পাড়ছে, চিৎকার করছে, 'বিশ্বাসঘাতক! প্ররোচক! ওপ্রিচনিক**!'

দরজায় পাহারা দিচ্ছে ছাত্র আর অফিসারেরা, বাহুতে তাদের শাদা ফিতে জড়ানো, তাতে লাল অক্ষরে লেখা 'জননিরাপত্তা কমিটির মিলিশিয়া', ডেড় গণ্ডা বয়স্কাউট আসা যাওয়া করছে। ওপরে হুলস্থূল চলেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন ক্যাপটেন গোমবের্গ। বললেন, 'পৌরসভা ওরা ভেঙে দেবে, মেয়রের সঙ্গে এখন কথা কইছে বলশেভিক কমিশার।' ওপরে উঠতেই দেখি, রিয়াজানভ দ্রুতপদে বেরিয়ে আসছেন। জনকমিশার পরিষদকে পৌরসভা

---

* নিউ ইয়র্কের ধনী মহল্লার রাস্তা। — সম্পাঃ

** ১৬ শতকে করাল ইভানের নিষ্ঠুর অনুচরদল।

মেনে নিক এই দাবি করতে এসেছিলেন তিনি, মেয়র সোজাসুজি অস্বীকার করেছে।

অফিসগুলোতে বিপুল এক গুঞ্জরিত জনতা, চলেছে ছোটাছুটি, হাঁক ডাক, অঙ্গভঙ্গি — সরকারী চাকুরে, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, বিদেশী রিপোর্টার, ফরাসী ও বৃটিশ অফিসার... নগর ইঞ্জিনিয়র বিজয়গর্বে দেখালেন এদের। বললেন, 'দূতাবাসগুলো সবই পৌরসভাকেই এখন একমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা বলে স্বীকার করছে।' 'বলশেভিক এই সব খুনে ডাকাতদের পরমায়ু আর কয়েক ঘণ্টা! সারা রাশিয়া আমাদের পেছনে দাঁড়াচ্ছে

আলেক্সান্দর হলে ত্রাণ কমিটির মহাকায় সভা। সভাপতির আসনে ফিলিপভস্কি, এবারেও বক্তৃতা মঞ্চে স্কবেলেভ, বিপুল করতালির মধ্যে কমিটিতে নতুন যোগদানকারীদের নাম শোনাচ্ছেন: কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি, পুরনো ৎসে-ই-কা, কেন্দ্রীয় ফৌজ কমিটি, ৎসেন্ত্রোফ্লোৎ, সোভিয়েত কংগ্রেসের মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও ফ্রন্ট গ্রুপের প্রতিনিধিরা, মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও জন-সমাজতন্ত্রী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিগুলো, ইয়েদিনস্তভো গ্রুপ, কৃষক সমিতি, সমবায়, জেমস্তভো, মিউনিসিপ্যালিটিরা, ডাক-তার ইউনিয়ন, ভিকজেল, রুশ প্রজাতন্ত্র পরিষদ, ইউনিয়ন সঙ্ঘ*, বণিক ও শিল্পপতি সঙ্ঘ..

'...সোভিয়েত রাজটা গণতান্ত্রিক রাজ নয়, একনায়কত্ব, এবং সেটা প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব নয়, প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে একনায়কত্ব। বিপ্লবী উদ্দীপনা যারা বোধ করেছে অথবা বোধ করতে পারে তাদের সকলকেই এখন বিপ্লব রক্ষার জন্যে যোগ দিতে হবে...

'দায়িত্বহীন বক্তৃতাবাজদের বিষদাঁত ভাঙাই শুধু নয়, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধেও লড়াই করা আমাদের এখনকার কর্তব্য... ঘটনাবলীর সুযোগ নিয়ে অন্য মতলবে পেত্রগ্রাদে মার্চ করার জন্যে কিছু কিছু জেনারেল চেষ্টা করছে এই গুজব যদি সত্যি হয়, তাহলে তাতে আরো একবার প্রমাণিত হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক সরকারের একটা পাকা ভিত্তি আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নইলে বামপন্থীদের ঝামেলার পর আসবে দক্ষিণপন্থীদের ঝামেলা...

''গলোস সলদাতা'র খরিদ্দাররা এবং 'রাবোচায়া গাজেতা'র ফিরিওয়ালারা

---

* 'টীকা ও ব্যাখ্যা' দ্রষ্টব্য।

যখন রাস্তার ওপরেই গ্রেপ্তার হয়, তখন পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন উদাসীন থাকতে পারে না...

'প্রস্তাব রচনার মুহূর্ত পেরিয়ে গেছে... বিপ্লবে যাদের আর আস্থা নেই, তারা অবসর নিতে পারে... সম্মিলিত এক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিপ্লবের মর্যাদা আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে...

'আসুন প্রতিজ্ঞা করি: হয় বিপ্লব বাঁচবে, নয় আমরা মরব!'

জ্বলন্ত চোখে করতালি দিয়ে উঠে দাঁড়াল প্রেক্ষাগৃহ। একটি প্রলেতারীয়কেও কোথাও দেখা গেল না..

এরপর ভাইনস্তেইন:

'আমাদের শান্ত থাকতে হবে, ত্রাণ কমিটির পক্ষে জনমত সংহত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কিছু করা চলবে না, সংহত হলে তখন আমরা আত্মরক্ষা থেকে আক্রমণে এগুতে পারি।'

ভিকজেল প্রতিনিধি ঘোষণা করলেন যে তাদের সংগঠন নতুন সরকার গঠনে উদ্যোগ নিচ্ছে, স্মোলনির সঙ্গে তাদের প্রতিনিধিরা এখন আলোচনা করছে... জোর বিতর্ক চলল: নতুন সরকারে বলশেভিকদের নেওয়া হবে কিনা। মার্তভ বলশেভিকদের গ্রহণের পক্ষ নিলেন; বললেন, হাজার হোক তারা একটা গুরুত্বধারী রাজনৈতিক পার্টি। খুবই মত বিরোধ দেখা দিল এই প্রশ্নে, দক্ষিণপন্থী মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, তথা জন-সমাজতন্ত্রী, সমবায় এবং বুর্জোয়ারা ভয়ানক বিপক্ষে ..

'রাশিয়ার প্রতি বেইমানি করেছে এরা,' বললেন একজন বক্তা, 'গৃহযুদ্ধ শুরু করেছে তারা, জার্মানদের জন্যে ফ্রন্ট খুলে দিয়েছে। নির্মম হস্তে দমন করতে হবে বলশেভিকদের..'

বলশেভিক এবং কাদেত, উভয়কেই বাদ দেবার পক্ষে স্কবেলেভ।

তরুণ একজন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারির সঙ্গে আলাপ হল আমাদের। যে রাত্রে সেরেতেলি ও 'আপোসপন্থীরা' রুশ গণতন্ত্রের ওপর কোয়ালিশন চাপিয়ে দেন, সেই সময় বলশেভিকদের সঙ্গে ইনিও গণতান্ত্রিক সম্মেলন ত্যাগ করে যান।

বললাম, 'আপনি এখানে?'

চোখে তাঁর আগুন ছুটল। বললেন, 'হ্যাঁ! বুধবার রাত্রে আমার পার্টির সঙ্গে আমি কংগ্রেস ছেড়ে এসেছি। বিশ বছর কি তারো বেশি দিন ধরে

জীবনের যে পরোয়া করি নি সেটা এই অজ্ঞ লোকগুলোর অত্যাচার মেনে নেবার জন্যে নয়। অসহ্য ওদের পদ্ধতি। তবে চাষীদের কথা ওরা ভাবে নি... চাষীরা যখন ময়দানে নামবে মুহূর্তের মধ্যেই খতম।'

'কিন্তু চাষীরা ময়দানে নামবে কি? ভূমি ডিক্রিতেও কি চাষীরা তুষ্ট হবে না? আর কী চাই তাদের?'

'ভূমি ডিক্রি!' বললেন ক্ষিপ্ত কণ্ঠে, 'কিন্তু জানেন, ও ভূমি ডিক্রিটা কাদের? এটা আমাদের ডিক্রি — এটা হল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কর্মসূচি, হুবহু! খাস চাষীদের কী ইচ্ছে, সেটা খুব সাবধানে সংকলন করে এ নীতি গ্রহণ করে আমাদের পার্টি, এটা একেবারে পুকুর চুরি...'

'কিন্তু এটা যদি আপনাদের নীতিই হয় তাহলে আপত্তি করছেন কেন? চাষীরা যদি এইটেই চেয়ে থাকে তাহলে তারা বিরোধিতা করবে কেন?'

'আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না! চাষীরা যে অবিলম্বেই টের পাবে এটা একটা চাল, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কর্মসূচিটা এই জবরদখলীরা মেরে দিয়েছে, সেটা দেখছেন না কেন?'

জিজ্ঞেস করলাম, কালেদিন উত্তরমুখো মার্চ শুরু করেছে, এ খবরটা সত্যি কিনা।

মাথা নাড়লেন, হাত ঘসলেন এক ধরনের তিক্ত পরিতৃপ্তিতে। 'সত্যি। এবার দেখছেন তো কী কাণ্ড করেছে বলশেভিকরা। আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব জাগিয়ে তুলেছে ওরা। বিপ্লবের দফা শেষ, দফা শেষ।'

'কিন্তু আপনারা কি বিপ্লবকে রক্ষা করবেন না?'

'রক্ষা করব বৈকি, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। কিন্তু বলশেভিকদের সঙ্গে আর কোনো রকম সহযোগিতা আমরা করব না...'

'কিন্তু কালেদিন যদি পেত্রগ্রাদে হানা দেয় আর বলশেভিকরা নগর রক্ষা করতে থাকে, সে ক্ষেত্রে কি ওদের সঙ্গে যোগ দেবেন না?'

'নিশ্চয় না। আমরাও নগর রক্ষা করব ঠিকই, তবে বলশেভিকদের সমর্থন করব না। কালেদিন বিপ্লবের শত্রু, কিন্তু বলশেভিকরাও বিপ্লবের সমান শত্রু।'

'কাকে আপনারা বেছে নেবেন, কালেদিন নাকি বলশেভিকদের?'

'ও প্রশ্নটা উঠছেই না,' অধৈর্যে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি, 'বলছি আপনাকে বিপ্লবের দফারফা। আর বলশেভিকরাই তার জন্যে দায়ী। তবে সে আলোচনায় যাবার দরকার নেই, বলছি শুনে রাখুন। কেরেনস্কি আসছে... আগামী

পরশ, আমরা আক্রমণে চলে যাব... ইতিমধ্যেই নতুন সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানিয়ে স্মোলনি আমাদের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। কিন্তু এবার আমরা ওদের বেকায়দায় ফেলেছি -- কোনো ক্ষমতা আর ওদের নেই.. সহযোগিতা আমরা করতে যাচ্ছি না...'

বাইরে একটা গুলির শব্দ হল। ছুটে গেলাম জানলায়। একজন লালরক্ষী জনতার টিটকারিতে উত্ত্যক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত গুলি ছুড়ে বসেছে, বাহুতে জখম হয়েছে একটি তরুণী। দেখতে পেলাম তাকে একটা গাড়িতে চাপানো হচ্ছে, ভিড় করে আছে এক উত্তেজিত জনতা, জানলা পর্যন্ত ভেসে আসছে তাদের চিৎকার। হঠাৎ মিখাইলভস্কির মোড়ে একটি আর্মর্ড কার দেখা দিল, মেসিনগানের নলটা তার এদিক ওদিক নড়ছে। সঙ্গে সঙ্গেই পেত্রগ্রাদ জনতার যা রীতি, শুরু হয়ে গেল ছোটাছুটি, ধপাধপ উপুড় হয়ে অনেকে শুয়ে পড়ল রাস্তায়, গাদা দিলে খালগুলোতে, মাথা গুঁজলে টেলিফোন স্তম্ভের আড়ালে। ঘড়ঘড়িয়ে পৌরসভার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল গাড়িটা, একটি লোক মাথা বার করে 'সলদাৎস্কি গলোস' দাবি করলে। বয়স্কাউটরা টিটকারি দিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। অনিশ্চিতের মতো গাড়িটা ঘুরে চলে গেল নেভস্কি দিয়ে, কয়েক শ' নরনারীও তৎক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে পোষাক ঝাড়তে শুরু করেছে

ভেতরে ইতিমধ্যে প্রচণ্ড ছুটোছুটি লেগেছে, 'সলদাৎস্কি গলোস' বগলদাবা করে তা লুকোবার ঠাঁই খুঁজছে লোকে

একজন সাংবাদিক একটি কাগজ নাড়তে নাড়তে ছুটে ঢুকল ঘরে।

চ্যাঁচালে, 'ক্রাসনভের বিবৃতি!' সবাই ঘিরে ধরলে তাকে, 'শীগগির করে ছাপিয়ে নিন, ছাপিয়ে নিন, তারপর সোজা ব্যারাকগুলোতে!'

সর্বাধিনায়কের আদেশক্রমে আমি পেত্রগ্রাদের কাছে কেন্দ্রীভূত সৈন্যদের সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছি।

নাগরিকেরা, সৈন্যরা, দন, কুবান, ট্রান্সবাইকাল, আমুর, ইয়েনিসেই এলাকার বাহাদুর কসাকরা, শপথবাণীর প্রতি যাঁরা বিশ্বস্ত আছেন তাঁদের সকলের কাছেই আমি আবেদন করছি, কসাক প্রতিজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় রাখার শপথ যাঁরা নিয়েছেন সেই আপনাদের কাছে আমি আবেদন করছি, অরাজকতা থেকে, দুর্ভিক্ষ থেকে; জুলুম থেকে পেত্রগ্রাদকে রক্ষা করুন, ভিলহেল্মের

সোনায় কেনা মুষ্টিমেয় কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি রাশিয়াকে যে অনপনেয় কলঙ্কে নিপতিত করতে চাইছে, তা থেকে তাকে বাঁচান।

মার্চের মহা দিনগুলোয় যে সাময়িক সরকারের প্রতি আপনারা বিশ্বস্ততার শপথ নিয়েছেন, তাঁরা উচ্ছেদ হন নি, শুধু যে ভবনে তাঁদের বৈঠক বসত সেখান থেকে জবরদস্তি করে তাঁদের বহিষ্কৃত করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু ফ্রন্টের কর্তব্যপরায়ণ ফৌজের সাহায্য নিয়ে সরকার সংগঠিত হচ্ছে। কসাক পরিষদের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সমস্ত কসাকরা, দৃঢ় মনোবলে তাঁরা পরাক্রান্ত, সমগ্র রুশ জনগণের অভিপ্রায় শিরোধার্য করে তাঁরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন ১৬১২ সালের ঘোর দুর্দিনের সময় দনের কসাকরা যেভাবে সুইড, পোল ও লিথুয়ানীয়দের দ্বারা বিপন্ন ও ঘরোয়া বিশৃঙ্খলায় বিদীর্ণ মস্কোকে বাঁচান সেইভাবে সেই পূর্বপুরুষদের মতোই তাঁরা স্বদেশের সেবা করবেন। [আপনাদের সরকার এখনো বিদ্যমান...*]।

সংগ্রামরত ফ্রন্ট এই সব দুর্বৃত্তদের বীভৎস ও জঘন্য বলে গণ্য করে। তাদের লুঠতরাজ, খুনোখুনি, তাদের দুষ্কার্য, পরাস্ত হলেও আত্মসমর্পণে অস্বীকৃত রাশিয়ার সমক্ষে তাদের জার্মান মনোবৃত্তি — এতে সমগ্র জনসাধারণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

নাগরিকেরা, সৈন্যরা, পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের বাহাদুর কসাকরা, আমার কাছে আপনাদের প্রতিনিধি পাঠান, তাতে জানতে পারব কারা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, কারা নয়, নির্দোষের রক্তপাত তাতে পরিহার করা যাবে।

আর ঠিক প্রায় একই সময়েই দল থেকে দলে খবর ছড়াচ্ছিল যে বাড়িটাকে লালরক্ষীরা ঘেরাও করেছে। বাহুতে লাল ফিতে জড়ানো একজন অফিসার ঢুকল ভেতরে, মেয়রের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে। কয়েক মিনিট পরে সে চলে গেল, অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ শ্রেইদের, মুখখানা কখনো রক্তিম, কখনো পাণ্ডুর।

হাঁক দিলেন, 'পৌরসভার জরুরী অধিবেশন! এক্ষুণি!'

বড়ো হলঘরে যে সভা চলছিল সেটা থামিয়ে দেওয়া হল: 'পৌরসভা প্রতিনিধিদের জরুরী অধিবেশন!'

'কী ব্যাপার?'

---

* বন্ধনীর মধ্যেকার কথাগুলো সংবাদপত্রে ছিল না। — সম্পাঃ

'ঠিক জানি না... গ্রেপ্তার করবে আমাদের!.. পৌরসভা ভেঙে দেবে... সদস্যদের গ্রেপ্তার করবে দরজায়...' উত্তেজিত মন্তব্য চলল।

নিকোলাই হলে প্রায় তিল ধারণের জায়গা নেই। মেয়র ঘোষণা করলেন যে সমস্ত দরজায় সৈন্য মোতায়েন হয়েছে, আসা যাওয়া সব বন্ধ, একজন কমিশার এসে হুমকি দিয়ে গেছে গ্রেপ্তার করা ও পৌরসভা ভেঙে দেওয়া হবে। সদস্যদের পক্ষ থেকে উত্তেজিত বক্তৃতা শুরু হল, দর্শক গ্যালারিও বাদ গেল না। স্বাধীনভাবে নির্বাচিত নগর প্রশাসনকে ভেঙে দেবার অধিকার কারো নেই; মেয়র এবং পৌরসভা সদস্যদের ব্যক্তি স্বাধীনতা অলঙ্ঘনীয়; জালিমদের, প্ররোচকদের, জার্মান দালালদের কদাচ স্বীকার করা চলবে না; আর ভেঙে দেবার যে হুমকি দিচ্ছে, বেশ দেখুক না চেষ্টা করে, এ কক্ষ দখল করতে চাইলে ওদের ঢুকতে হবে আমাদের মৃতদেহ মাড়িয়েই, প্রাচীন কালের রোমক সিনেটরদের গৌরবে আমরা এখানে প্রতীক্ষা করছি গথ আগমনের...

সিদ্ধান্ত — তার যোগে সারা রাশিয়ার মিউনিসিপ্যাল সভা ও জেমস্তভোদের খবর দেওয়া হোক। সিদ্ধান্ত — সামরিক বিপ্লবী কমিটির কোনো প্রতিনিধি অথবা তথাকথিত জনকমিশার পরিষদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কে আসা পৌরসভার সভাপতি অথবা মেয়রের পক্ষে অসম্ভব। সিদ্ধান্ত — তাদের নির্বাচিত নগর-সরকারের রক্ষায় উঠে দাঁড়াবার জন্য পেত্রগ্রাদ জনগণের কাছে আরেকটি আবেদন। সিদ্ধান্ত — অবিরাম বৈঠক চলতে থাকুক ..

ইতিমধ্যে একজন সদস্য খবর আনলেন যে তিনি স্মোলনিতে টেলিফোন করেছেন, সামরিক বিপ্লবী কমিটি জানিয়েছে যে পৌরসভা ঘেরাও করার কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় নি, সৈন্যদের সরিয়ে নেওয়া হবে..

যখন নিচে নামছি, সদর দরজা দিয়ে সবেগে ভেতরে ঢুকলেন রিয়াজানভ, ভয়ানক উত্তেজিত।

জিজ্ঞেস করলাম, 'পৌরসভা ভেঙে দেবেন নাকি?'

বললেন, 'আরে না, না! কিছু একটা ভুল হয়েছে কোথাও। আজ সকালেই তো আমি মেয়রকে বলে দিয়েছি যে পৌরসভাকে ছেড়ে রাখা হবে...'

বাইরে নেভস্কি সড়কে ঘনায়মান প্রদোষে দেখি দুজন করে সারি বেঁধে দীর্ঘ এক সাইকেল বাহিনী আসছে, প্রত্যেকের পিঠেই রাইফেল। ওরা নামতেই জনতা ছেঁকে ধরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু করলে।

'কে তোমরা? কোত্থেকে আসছ?' চুরুট মুখে জিজ্ঞেস করলেন একটি

স্থূলকায় বৃদ্ধ।

'১২ নং ফৌজ, ফ্রন্ট থেকে। আসছি শালার বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতদের সমর্থন করতে!'

'ওহ্ হো!' ক্ষিপ্ত চিৎকার উঠল, 'বলশেভিক সেপাই! বলশেভিক কসাক!'

চামড়ার কোট গায়ে বেঁটে একজন অফিসার ছুটে নামলেন সিঁড়ি দিয়ে। আমার কানে কানে বললেন, 'গ্যারিসন নড়তে শুরু করেছে! বলশেভিকদের অন্তিম পর্বের শুরু আর কি। দেখতে চান কী ভাবে হাওয়া পালটাবে? চলে আসুন!' মিখাইলভস্কি দিয়ে ছুটলেন তিনি, আমরাও পেছু নিলাম।

'কোন রেজিমেন্ট?'

'ব্রনেভিক...' ঘটনাটা সত্যিই গুরুতর। ব্রনেভিক হল আর্মর্ড কার বাহিনী, ওরাই হল চাবিকাঠি: ব্রনেভিকির উপর নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে, নগরও থাকবে তাদেরই হাতে। 'ত্রাণ কমিটি আর পৌরসভার কমিশাররা ওদের সঙ্গে আলাপ করেছে। মিটিং চলছে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে...'

'কিসের সিদ্ধান্ত? কোন পক্ষে তারা লড়বে?'

'আরে না! ওভাবে চলবে না। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তারা কিছুতেই লড়বে না। ভোট নেওয়া হবে নিরপেক্ষ থাকার ওপর, তারপর য়ুঙ্কার আর কসাকরা...'

মিখাইলভস্কি ঘোড়দৌড় স্কুলের প্রকাণ্ড বাড়িটার দরজাখানা হাঁ করে আছে। দুজন প্রহরী আমাদের আটকাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তাদের রুষ্ট চিৎকারে কর্ণপাত না করে আমরা জোর করে ঢুকে পড়লাম। ভেতরে প্রকাণ্ড হলঘরের ছাদের কাছে মিটমিটিয়ে জ্বলছে শুধু একটিমাত্র আর্কলাইট, উঁচু উঁচু স্তম্ভ আর জানলাগুলো অন্ধকারে অদৃশ্য। আশেপাশে আবছা দেখা যাচ্ছে আর্মর্ড কারগুলোর দৈত্যাকার দেহ। একটা গাড়ি কেবল একলা দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানটায়, ঠিক আলোটার নিচে আর তাকে ঘিরে জমেছে প্রায় দুই হাজার ধূসর বাদামী সৈন্য, রাজকীয় ভবনটার বিপুলতায় প্রায় লুপ্ত। জন দশেক লোক ঠাঁই নিয়েছে গাড়িখানার ওপরে — অফিসার, সৈনিক কমিটির সভাপতি, বক্তারা, মাঝখানের টারেট থেকে বক্তৃতা দিচ্ছে একজন সৈন্য। লোকটা খানজোনভ, গত গ্রীষ্মে ব্রনেভিকির সারা রুশ কংগ্রেসে ইনি ছিলেন সভাপতি। গায়ে চামড়ার কোট, সুঠাম সাবলীল চেহারা, কাঁধে লেফটন্যান্টের পট্টি, নিরপেক্ষতা দাবি করে ভালোই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

বললেন, 'রুশ তার রুশী ভাইকে খুন করবে — এ এক বীভৎস ব্যাপার। যে সৈনিকেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, ইতিহাস-বিখ্যাত লড়াইয়ে যারা বৈদেশিক শত্রুকে পরাস্ত করেছে, তাদের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হতে দেওয়া চলবে না! আমরা সৈন্য, রাজনৈতিক পার্টিগুলোর এই কোন্দলে কেন আমরা জড়াতে যাব? আমি এ কথা বলছি না যে সাময়িক সরকার ছিল গণতান্ত্রিক সরকার; বুর্জোয়ার সঙ্গে কোনো কোয়ালিশন আমরা চাই না, সেটা চলবে না। কিন্তু সম্মিলিত গণতন্ত্রের এক সরকার আমাদের চাই-ই চাই, নইলে রাশিয়ার সর্বনাশ অনিবার্য! সে রকম সরকার থাকলে গৃহযুদ্ধ এবং ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনির কোনো দরকারই হবে না!'

বেশ যুক্তিযুক্ত শোনাল কথাগুলো, করতালি ও সমর্থনধ্বনিতে গমগম করে উঠল বিরাট হলঘর।

উঠে দাঁড়াল একজন সৈনিক, মুখখানা ফ্যাকাশে, উত্তেজিত। বললে, 'কমরেড, আমি আসছি রুমানিয়ান ফ্রন্ট থেকে, আপনাদের এই জরুরী কথাটা বলতে এসেছি যে শান্তি আমাদের চাই-ই! এক্ষুণি শান্তি! যে আমাদের শান্তি দেবে তা সে বলশেভিকরাই হোক বা এই নতুন সরকার হোক, তাদেরই পেছনে আমরা যাব। শান্তি চাই! আমরা যারা ফ্রন্টে আছি, তারা আর লড়তে পারছি না! লড়াইটা জার্মানদের সঙ্গে হোক কি রুশীতে রুশীতে হোক — লড়তে আমরা অক্ষম...' এই বলেই নেমে এল সে, উদ্বেল জনতার চারিদিক থেকে উঠল কেমন একটা গুঞ্জন, যেটা ক্রোধ বিস্ফারে ফেটে পড়ল যখন একজন মেনশেভিক **ওবোরোনেৎস** বলবার চেষ্টা করলে যে মিত্রশক্তি বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালানো উচিত।

'কেরেনস্কির বুলি ঝাড়ছেন আপনি!' রুক্ষকণ্ঠে কে একজন গর্জে উঠল।

পৌরসভার একজন প্রতিনিধি নিরপেক্ষতার ওকালতি করলে। লোকে তার কথা শুনলে কেমন যেন অস্বস্তি ভরে গুঞ্জন করে, বক্তাকে যেন তারা ঠিক আপন লোক বলে ভাবতে পারছিল না। বোঝবার জন্য মানুষের এমন প্রবল উদ্বেগ আমি আগে আর কখনো দেখি নি। নড়ছিল না তারা, কেমন এক ধরনের ভয়ঙ্কর একাগ্রতায় তাকিয়ে আছে বক্তার দিকে, ভেবে দেখার প্রচেষ্টায় কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে ভুরু, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে কপালে; দৈত্যাকার সব মানুষ, নিরীহ শিশুর মতো নির্মল চোখ, মহাকাব্যের মহাবীরদের মতো মুখ।

এবার বক্তৃতা দিলে একজন বলশেভিক, এদের ভেতরকারই একজন সৈন্য, প্রচণ্ড, ঘৃণাগর্ভ। অন্যদের চেয়ে বেশি অনুমোদন তার জুটল না। লোকগুলোর তখন অন্য মেজাজ। সেই মুহূর্তে দৈনন্দিন যুক্তি চিন্তার সীমা অতিক্রম করে গেছে তারা, ভাবছে তারা রাশিয়াকে নিয়ে, সমাজতন্ত্র নিয়ে, বিশ্ব নিয়ে, বিপ্লবের বাঁচা মরা যেন তাদের ওপরেই নির্ভর করছে...

বক্তার পর বক্তা উঠে যুক্তি দিলে কখনো উৎকণ্ঠিত স্তব্ধতায়, কখনো বা সমর্থনের গর্জন কখনো বা রোষমন্দ্রে: অভিযানে নামব নাকি না? খানজোনভ আবার উঠলেন, দরদ দিয়ে বোঝালেন। কিন্তু শান্তির কথা এখন যতই বলুন, তিনি একজন অফিসার, আগে তো তিনি **ওবোরোনেৎসই** ছিলেন। এবার ভাসিলি ওস্ত্রভ-এর একজন মজুর উঠল, প্রশ্ন বর্ষিত হল তার ওপর, 'আর **তোমরা** মজুরেরা কি আমাদের শান্তি এনে দিতে রাজী আছ?' আমাদের কাছেই কিছু লোক এক ধরনের দঙ্গল পাকিয়ে নিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের উৎসাহ দিচ্ছিল, বেশির ভাগ তারা অফিসার, চিৎকার করছিল, 'খানজোনভ, খানজোনভ!' বলশেভিকরা কিছু বলতে গেলেই শিস দিয়ে দুয়ো দিচ্ছিল।

হঠাৎ গাড়ির ওপরে কমিটির লোকেরা এবং অফিসাররা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে হাত পা নেড়ে কী যেন আলোচনা করতে লাগল। শ্রোতাদের মধ্য থেকে চিৎকার উঠল কী ব্যাপার? হৈচৈ শুরু হল জনতার মধ্যে। একজন সৈন্যকে আটকে রেখেছিল একজন অফিসার। অফিসারের বাধা খসিয়ে সে হাত তুললে।

চেঁচিয়ে বললে, 'কমরেডরা শুনুন, কমরেড ক্রিলেঙ্কো আছেন এখানে, বক্তৃতা দিতে চান তিনি!' শুরু হয়ে গেল কোথাও হর্ষধ্বনি, কোথাও শিস, চিৎকার উঠল: '**প্রসিম, প্রসিম! দলোই!** শুনতে চাই, শুনতে চাই! মুর্দাবাদ!' এই চিৎকারের মধ্যেই সামরিক ব্যাপারের জনকমিশার সামনে পেছনে এক সার হাতে ভর দিয়ে এবং ওপর নিচ থেকে টানাটানি ধাক্কাধাক্কির মধ্যে উঠে পড়লেন গাড়িতে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে গেলেন চোঙার কাছে, কোমরে হাত দিয়ে হেসে তাকালেন চারিদিকে, গাঁট্টাগোট্টা খাটো-পেয়ে একটি মানুষ, মাথায় টুপি নেই, উর্দিতে নেই কোনো পদব্যঞ্জক প্রতীক।

আমার পাশের দঙ্গলটা প্রচণ্ড চিৎকার জুড়লে, 'খানজোনভ! আমরা খানজোনভকে চাই! ক্রিলেঙ্কো মুর্দাবাদ! বক্তৃতা দেওয়া চলবে না!

বিশ্বাসঘাতক ধ্বংস হোক!' ফুঁসে উঠছে, গর্জে উঠছে গোটা জায়গাটা। তারপর নড়ে উঠল, আমাদের দিকে হিম প্রপাতের মতো একদল দীর্ঘদেহী ভ্রূকুঞ্চিত লোক ঠেলে এগিয়ে এল পথ করে।

'কে সভা ভাঙছে আমাদের?' হুমকি দিলে তারা, 'শিস দিচ্ছে কে?" চটপট ভেঙে পালাল দঙ্গলটা, আর তাদের জুটতে দেখা যায় নি ..

অবসন্ন ভাঙা গলায় শুরু করলেন ক্রিলেঙ্কো, 'কমরেড সৈন্যরা, মাপ করবেন, তেমন ভালো করে বক্তৃতা দিতে পারছি না, চার রাত ঘুম হয় নি...

'আপনাদের এ কথা না বললেও চলে যে আমি একজন সৈনিক। না বললেও চলে যে আমি শান্তি চাই। কিন্তু যে কথাটা আপনাদের বলা দরকার সেটা এই যে আপনারা এবং অন্য যে সমস্ত বীর কমরেডরা চিরকালের মতো রক্তপিপাসু বুর্জোয়ার ক্ষমতা চূর্ণ করেছেন, তাঁদের সাহায্য নিয়ে যে বলশেভিক পার্টি শ্রমিক ও সৈনিকদের বিপ্লবকে সফল করেছেন সে পার্টি সমস্ত জাতির কাছে শান্তি প্রস্তাব দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং আজ সে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে!' তুমুল করতালি।

'আপনাদের নিরপেক্ষ থাকতে বলা হচ্ছে, আপনারা নিরপেক্ষ থাকবেন এবং যুঙ্কার আর মৃত্যু ব্যাটালিয়নগুলো যারা কদাচ নিরপেক্ষ নয়, তারা রাস্তায় গুলি চালাবে আমাদের ওপর, পেত্রগ্রাদে ফিরিয়ে আনবে কেরেনস্কিকে বা ঐ দঙ্গলেরই কাউকে। কালেদিন মার্চ শুরু করেছে দন থেকে। কেরেনস্কি আসছে ফ্রন্ট থেকে। কর্নিলভ তেকিনৎসি জোটাতে শুরু করেছে, তার আগস্টের অপচেষ্টার পুনরাবৃত্তি করবে সে। এই যে সব মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা গৃহযুদ্ধ নিবারণের জন্যে আপনাদের কাছে আবেদন করছে, তারা নিজেরা কি বিনা গৃহযুদ্ধে ক্ষমতা বজায় রেখেছিল, যে গৃহযুদ্ধটা চলছে জুলাই মাস থেকে, এবং যাতে এখনকার মতোই তারা ক্রমাগত বুর্জোয়ার পক্ষ নিয়েছে?

'আপনারা যদি মত স্থির করেই নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনাদের বোঝানো নিষ্ফল, তবে প্রশ্নটা খুবই সিধে। একদিকে রয়েছে কেরেনস্কি, কালেদিন, কর্নিলভ, মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, কাদেত, পৌরসভা, অফিসাররা... এরা বলছে এদের উদ্দেশ্য মহৎ। অন্যদিকে মজুরেরা, সৈনিকেরা, নাবিকেরা, গরিব কৃষকেরা। আপনাদের হাতেই সরকার।

আপনারাই মনিব। মহা রাশিয়া এখন আপনাদের সম্পত্তি। সেটা কি আপনারা ফিরিয়ে দেবেন ওদের?'

বক্তৃতা দেবার সময় ক্রিলেঙ্কো নিজেকে যে খাড়া রেখেছিলেন সেটা স্রেফ একটা মরিয়া ইচ্ছাশক্তির জোরে, বক্তৃতা যত এগুল ততই তাঁর ক্লান্ত স্বর ছাপিয়ে উঠল প্রতিটি শব্দের পেছনকার গভীর অকপট আবেগ। শেষের দিকে টলতে লাগলেন তিনি, প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন; শত শত হাত এগিয়ে ধরে রইল তাঁকে, বিরাট ঝাপসা হলঘর জুড়ে গড়িয়ে এল এক ধ্বনিত তরঙ্গভঙ্গ।

খানজোনভ আবার বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু লোকে চিৎকার তুলল, 'ভোট! ভোট নেওয়া হোক!' শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা রেখে তিনি প্রস্তাব পেশ করলেন, রনৌভিক সামরিক বিপ্লবী কমিটি থেকে তাদের প্রতিনিধিকে ফেরত নিচ্ছে, এবং বর্তমান গৃহযুদ্ধে তাদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করছে। যারা প্রস্তাবের পক্ষে তারা ডান দিকে যাবে, যারা বিপক্ষে বাঁ দিকে। এক মুহূর্ত যেন ইতস্তত করলে লোকে, কীসের একটা যেন প্রত্যাশা, তারপর ক্রমেই হুড়মুড়িয়ে, ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে বাঁয়ে এগুল জনতা, ঝাপসা আলোয় দেখা গেল শত শত ষণ্ডামার্ক সৈনিক নোংরা মেঝের ওপর দিয়ে ধাবিত হল এক অটুট পিণ্ডে... আমাদের কাছে একগুঁয়ের মতো পড়ে রইল জন পঞ্চাশেক লোক, মাত্র এরাই প্রস্তাবের পক্ষে, বিজয় গর্জনে হলঘরের ছাত কেঁপে উঠতেই এরাও দ্রুত সরে পড়ল কক্ষ থেকে, কেউ কেউ বিপ্লব থেকেই...

কল্পনা করুন ঠিক এই সংগ্রামেরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, শহরের, জেলার, গোটা ফ্রণ্টের, সারা রাশিয়ার প্রতিটি ব্যারাকে। কল্পনা করুন রেজিমেণ্ট-গুলোর ওপর নজর রেখে আছে বিনিদ্র ক্রিলেঙ্কোরা, ছুটছে স্থান থেকে স্থানান্তরে, যুক্তি দিচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে, আবেদন জানাচ্ছে। তারপর কল্পনা করুন সেই একই ব্যাপার ঘটছে প্রতিটি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিটি শাখায়, কারখানায়, গ্রামে, দূর প্রসারিত রুশ নৌবহরের প্রতিটি যুদ্ধজাহাজে; কল্পনা করুন লক্ষ লক্ষ রুশী মানুষ বিশাল দেশটা জুড়ে সর্বত্রই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বক্তাদের দিকে, শ্রমিক, চাষী, সৈনিক, নাবিক — আপ্রাণ চেষ্টা করছে বুঝে নেবার, বেছে নেবার, ভাবছে তারা ঠিক এমনি তীব্রভাবেই এবং শেষ পর্যন্ত ঠিক এমনি ঐকমতেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এই হল রুশ বিপ্লব...

স্মোলনিতে নবগঠিত জনকমিশার পরিষদও বসে নেই। প্রথম ডিক্রি

ইতিমধ্যেই ছাপাখানায় গেছে, শহরের রাস্তায় হাজারে হাজারে তা বিলি হবে সেই রাতেই, দক্ষিণমুখী পূর্বমুখী প্রতিটি ট্রেনেই গাঁইট-বন্দী হয়ে তা চালান যাবে:

কৃষক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ সমেত শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির সারা রুশ কংগ্রেসে নির্বাচিত রুশ প্রজাতন্ত্রের সরকার হিসেবে জনকমিশার পরিষদ ডিক্রি জারি করছে:

১। সংবিধান সভার নির্বাচন হবে পূর্বনির্ধারিত তারিখেই অর্থাৎ ১২ই নভেম্বর।

২। সমস্ত নির্বাচনী কমিশন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা, শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েত এবং ফ্রন্টের সৈনিক সংগঠনগুলিকে পূর্বনির্ধারিত তারিখে স্বাধীন ও নিয়মিত নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে।

রুশ প্রজাতন্ত্রের সরকারের পক্ষ থেকে,
জনকমিশার পরিষদের সভাপতি,
ভ্লাদিমির উলিয়ানভ-লেনিন

ওদিকে পৌরসভা ভবনে তোড়জোড় চলেছে পুরোদমে। আমরা যখন এসে পৌঁছলাম তখন প্রজাতন্ত্র পরিষদের একজন সভ্য বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বললেন, প্রজাতন্ত্র পরিষদ মনে করে না যে তার ক্ষমতা গেছে, শুধু নতুন একটা সভাকক্ষ না পাওয়া পর্যন্ত সে তার কাজ চালাতে পারছে না। ইতিমধ্যে পরিষদের মুখপাত্র কমিটি দল বেঁধে ত্রাণ কমিটিতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে... প্রসঙ্গত বলে রাখি রুশ প্রজাতন্ত্র পরিষদের উল্লেখ ইতিহাসে এই শেষবারের মতো...

এরপর শুরু হল চিরাচরিত মন্ত্রিদপ্তর, ভিকজেল, ডাক-তার ইউনিয়ন প্রভৃতির প্রতিনিধিদের বক্তৃতা, বলশেভিক জবরদখলীদের জন্য তারা যে কাজ করবে না বলে দৃঢ়সংকল্প তার শততম পুনরাবৃত্তি। শীত প্রাসাদে ছিল এমন একজন যুঙ্কার তার নিজের এবং কমরেডদের বীরত্বের এক অতিরঞ্জিত কাহিনী শোনাল এবং লালরক্ষীদের জঘন্য আচরণের বর্ণনা দিল — এবং সবই ভক্তিভরে গলাধঃকরণ করা হল। কে একজন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের 'নারোদ' পত্রিকার একটি বিবরণ পড়ে শোনালেন, তাতে

দাবি করা হয়েছে শীত প্রাসাদে ক্ষতির পরিমাণ নাকি ৫০ কোটি রুবল, লুঠতরাজ ও ভাঙচুরের বিশদ বর্ণনাও বাদ যায় নি।

থেকে থেকে টেলিফোনের কুরিয়াররা খবর আনছিল। চারজন সমাজতন্ত্রী মন্ত্রী কারামুক্ত হয়েছেন। ক্রিলেঙ্কো পিটার-পলে গিয়ে অ্যাডমিরাল ভের্দেরেভস্কিকে বলেছেন সামুদ্রিক মন্ত্রিদপ্তরে কেউ নেই, রাশিয়ার স্বার্থের কথা ভেবে তিনি যেন জনকমিশার পরিষদের অধীনে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন, এবং বৃদ্ধ নাবিক রাজী হয়ে গেছেন... গাৎচিনা থেকে কেরেনস্কি এগিয়ে আসছে উত্তরমুখো, বলশেভিক গ্যারিসন তার সামনে পিছু হটছে। স্মোলনি আরেকটি ডিক্রি জারী করে খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে পৌরসভার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই শেষের ঔদ্ধত্যটায় উষ্মার বিস্ফোরণ ঘটল। জবরদখলী, স্বৈরাচারী লেনিন, যার কমিশাররা গিয়ে পৌরসভার গ্যারাজ অধিকার করেছে, পৌরসভার গুদামগুলোয় প্রবেশ করেছে, সরবরাহ কমিটি এবং খাদ্য বণ্টনে হস্তক্ষেপ করছে, সেই লেনিনের এত বড়ো স্পর্ধা যে অবাধ, স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত পৌর সরকারের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করতে আসে! একজন সদস্য ঘুষি তুলে প্রস্তাব করলে বলশেভিকরা যদি সরবরাহ কমিটিগুলোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে শহরের খাদ্য জোগান বন্ধ করে দেওয়া হবে... বিশেষ সরবরাহ কমিটির আরেকজন সদস্য রিপোর্ট দিলেন খাদ্য পরিস্থিতি অতি সংকটজনক, তাড়াতাড়ি খাদ্য ট্রেন পাঠাবার জন্য দূত পাঠানো হোক।

নাটকীয় সুরে দেদোনেঙ্কো ঘোষণা করলেন যে গ্যারিসন টলে উঠেছে। সেমিওনভস্কি রেজিমেণ্ট ইতিমধ্যেই সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির হুকুমে চলবে বলে ঠিক করেছে; নেভায় টর্পেডো বোটের খালাসিরা দ্বিধাগ্রস্ত। প্রচার চালিয়ে যাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই বহাল হল সাতজন সদস্য...

এবার বৃদ্ধ মেয়র এলেন মঞ্চে, 'কমরেড ও নাগরিকগণ, এই মাত্র খবর পেলাম যে পিটার-পলের বন্দীরা বিপন্ন। পাভলভ্স্ক শিক্ষালয়ের চোদ্দ জন ছাত্রের পোষাক কেড়ে নিয়ে নির্যাতন করেছে বলশেভিক পাহারারা। একজন পাগল হয়ে গেছে। মন্ত্রীদের খুন করার হুমকি দিচ্ছে ওরা!' ঘৃণা ও ধিক্কারের ঝড় বয়ে গেল, ধূসর পোষাকে বেঁটে দোহারা চেহারার একজন মহিলা বক্তৃতা দেবার দাবি করতেই তা আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠল। প্রবীণা বিপ্লবী ইনি, ভেরা স্লুৎস্কায়া, পৌরসভার বলশেভিক সদস্য।

গালাগালির বন্যায় দৃকপাত না করে তিনি তার কঠিন কাংস্যকণ্ঠে জানালেন, 'এটা মিথ্যা কথা এবং প্ররোচনা! যে শ্রমিক কৃষক সরকার মৃত্যুদণ্ড নাকচ করে দিয়েছে, তারা এ কাজ অনুমোদন করতে পারে না। আমরা দাবি করি যে অবিলম্বে ব্যাপারটার তদন্ত করা হোক। এর পেছনে সত্যি কিছু থাকলে সরকার তৎপর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে!'

সমস্ত পার্টির সদস্যদের নিয়ে অবিলম্বেই একটি কমিশন নিযুক্ত হল. মেয়র সমেত তারা পিটার-পলে গেল তদন্ত করতে। এদের পেছন পেছন আমরাও যখন বেরুচ্ছি, তখন পৌরসভা আরেকটি কমিশন গঠন করছিল কেরেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য, কেরেনস্কি শহরে প্রবেশ করার সময় যাতে রক্তপাত এড়ানো যায়...

দুর্গের ফটকে প্রহরীদের ধাপ্পা দিয়ে আমরা যখন ঢুকে পড়লাম তখন রাত বারোটা, এগুলাম গির্জা বরাবর বিরল বিজলী বাতির ঝাপসা আভায়, এখানেই সুঠাম সোনালী মিনারগুলোর নিচে শায়িত আছে জারদের পুরুষানুক্রমিক সমাধি, ঘড়িতে এখনো প্রতিদিন বেলা বারোটায় মাসের পর মাস বেজে যাচ্ছে **বজে ৎসারিয়া খ্রানি*** সঙ্গীত। জায়গাটা পরিত্যক্ত;

Коммиссаръ
Главнаго Управленія домовъ заключенія
"6" Нояб. 1917 г.
№ [illegible]
Петроградъ Смольный Институтъ; комн. № 56.-

ПРОПУСКЪ

Представителю Американскихъ Соціалистическихъ газетъ ДЖОНУ РИДУ, во всѣ мѣста заключенія гг. Петрограда и Кронштата, для общаго ознакомленія положенія заключенныхъ и широкаго общественнаго освѣдомленія въ цѣляхъ прекращенія газетной травли противъ демократіи.-

Комиссаръ
Секретарь

জন রীডকে প্রদত্ত অবাধে সমস্ত কারাগার পর্যবেক্ষণের পাস

---

* 'ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন।' পিটার-পল গির্জায় আসলে বাজানো হত কোল স্লাভেন... (কী যশস্বী...)। — সম্পাঃ

অধিকাংশ জানলাতে আলো পর্যন্ত নেই। অন্ধকারে মাঝে মাঝে ধ্মসো কারো সঙ্গে ধাক্কা লাগছে, কোনো প্রশ্ন করলে সে সেই চিরাচরিত জবাব দিচ্ছে, 'ইয়া নিয়ে জ্যান্।'

ত্রুবেৎস্কয় বুরুজের অনুচ্চ কালো আকৃতিটা দেখা যাচ্ছে বাঁ দিকে, এই সেই জীবন্ত সমাধি যেখানে জার আমলে স্বাধীনতার কত শহীদ তাঁদের প্রাণ ও মস্তিষ্ক হারিয়েছেন, তারপর সাময়িক সরকার জার মন্ত্রীদের বন্দী রাখে এখানে, আর এখন বলশেভিকরা বন্দী করে রেখেছে সাময়িক সরকারের মন্ত্রীদের।

দরদী একজন নাবিক আমাদের নিয়ে এল টেঁকশালের কাছে ছোট্ট একটি বাড়িতে কম্যান্ডান্টের আপিসে। জন ছয়েক লালরক্ষী, নাবিক আর সৈনিক ধোঁয়া ভরা গরম একটি ঘরে বসে আছে, সামোভারে জল ফুটছে সানন্দে। আমাদের আপ্যায়ন করে আমন্ত্রণ করা হল চায়ে। কম্যান্ডান্ট ছিলেন না, পৌরসভার সাবোতাজনিকদের (সাবোতাজকারীদের) একটি কমিশনকে তিনি ঘুরিয়ে দেখাতে গেছেন — এরা নাকি একেবারে নিশ্চিত যে যুঙ্কারদের সবাইকে মেরে ফেলা হচ্ছে। মনে হল ব্যাপারটায় ভারি মজা লেগেছে এদের। ঘরের এক কোণে বসে আছে বেঁটে হৃতস্বাস্থ্য একটি টেকো লোক, গায়ে ফ্রককোট, দামি ফার-বসানো ওভারকোট, মোচ কামড়াচ্ছেন, চারিপাশে তাকাচ্ছেন এক কোণঠাসা ইঁদুরের মতো। সদ্য গ্রেপ্তার হয়েছেন ইনি, কে একজন তাচ্ছিল্যভরে বললে মন্ত্রী টন্ত্রী কেউ একজন হবে... বেঁটে লোকটি বোধ হয় শুনতে পায় নি; বোঝা যায় ভয়ানক ভড়কে গেছে সে, যদিও ঘরের লোকেদের কাছ থেকে তার প্রতি বিন্দুমাত্র কোনো বিদ্বেষ দেখলাম না।

আমি গিয়ে কথা কইলাম ফরাসিতে। ভদ্রলোক সংক্ষেপে মাথা নুইয়ে পরিচয় দিলেন, 'কাউন্ট তলস্তয়। বুঝছি না কেন আমায় গ্রেপ্তার করা হল। বাড়ি যাবার পথে ত্রইৎস্কি সাঁকো পেরোচ্ছি এমন সময় এই — এই — মানে এই লোকগুলোর দুজনে এসে আমায় আটকায়। আমি ছিলাম জেনারেল স্টাফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাময়িক সরকারের একজন কমিশার মাত্র, মোটেই সরকারের কোনো সদস্য নই...'

'ছেড়ে দেওয়া যাক ওকে,' বললে একজন নাবিক, 'নির্বিষ লোক...'

'উঁহু,' বললে যে সৈনিকটি বন্দীকে এনেছে, 'কম্যান্ডান্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

'রাখো তোমার কম্যান্ডান্ট!' শ্লেষের সুরে বললে নাবিকটি, 'তাহলে বিপ্লবটা করলে কেন শুনি? অফিসারদের হুকুম তামিল করেই চলবে বলে?'

পাভলভ্স্ক রেজিমেন্টের একজন প্রাপর্শিক (এনসাইন) অভ্যুত্থান শুরুর গল্প বলছিল। '৬ই রাত্রে পল্কের (রেজিমেন্ট) ডিউটি ছিল জেনারেল স্টাফের দপ্তরে। কিছু কমরেড সমেত আমি ছিলাম পাহারায়। ইভান পাভলভিচ এবং আরেকটি লোক — নামটা তার মনে নেই, তারা গিয়ে লুকিয়ে ছিল জানলার পর্দার আড়ালে, যে ঘরে স্টাফের বৈঠক চলছিল। প্রচুর ব্যাপার তারা জানতে পারে। যেমন, গাৎচিনার স্বুঙ্কারদের রাত্রেই পেত্রগ্রাদে আনার হুকুম, সকালে মার্চ করার জন্য কসাকদের তৈরি থাকার হুকুম — এ সবই কানে যায় তাদের... ভোরের আগেই শহরের প্রধান প্রধান জায়গাগুলো দখল করতে হবে। তারপর সাঁকোগুলো খুলে ফেলার ব্যাপারটা। কিন্তু যখন স্মোলনিকে ঘেরাও করার আলোচনা শুরু হল তখন ইভান পাভলভিচ আর সইতে পারল না। লোকজনের খুব আসা যাওয়া শুরু হয়েছিল সেই সময়, ওই ফাঁকে ইভান পাভলভিচ অলক্ষ্যে বেরিয়ে চলে আসে পাহারা-ঘরে, অন্য কমরেডটি ওখানেই থেকে যায় যা পারে শুনবে বলে।

'আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল কিছু একটা ব্যাপার চলছে। গাড়ি ভর্তি করে কেবলি সব অফিসার আসছে, মন্ত্রীরাও আছেন। ইভান পাভলভিচ যা যা শুনেছে আমায় বললে। রাত তখন আড়াইটা বেজে গেছে। স্থানীয় কমিটির সেক্রেটারি ছিল সেখানে, সব ব্যাপার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কী করব।

''যারাই ঢুকবে কি বেরুবে, তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করো!' আমরা শুরু করে দিলাম। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই জন কয়েক অফিসার আর দুজন মন্ত্রীকে পাকড়াও করে সোজা পাঠিয়ে দিলাম স্মোলনিতে। কিন্তু সামরিক বিপ্লবী কমিটি তখনো তৈরি হয়ে ওঠে নি: ভেবে পেল না কী করবে; খানিক বাদেই হুকুম এল সবাইকে যেন ছেড়ে দিই, কাউকে গ্রেপ্তার না করি। দ্যাখো দিকি, ছুটলাম আমরা স্মোলনিতে ঘন্টা খানেক ধরে কথা বলার পর তবে ওদের টনক নড়ল যে ব্যাপারটা যুদ্ধই বটে। হেডকোয়ার্টার্সে ফিরলাম ভোর পাঁচটায়, ততক্ষণে ওদের বেশির ভাগই কেটে পড়েছে। তাহলেও জন কয়েককে পাওয়া গেল, তাছাড়া গ্যারিসনও ওদিকে মার্চ শুরু করেছে...'

ভাসিলি ওস্ত্রভ-এর একজন লালরক্ষী খুঁটিয়ে বর্ণনা দিলে অভ্যুত্থানের মহা দিনটিতে তার এলাকায় কী ঘটেছিল। 'আমাদের তো কোনো মেসিনগান

ছিল না,' বললে হেসে, 'স্মোলনির কাছ থেকেও কিছু পাওয়া গেল না। এমন সময় কমরেড জালকিন্দ, উগ্রাভার (পৌরসভার ওয়ার্ড কমিটির কেন্দ্রীয় ব্যুরো) তিনি একজন সভ্য — হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল যে উগ্রাভার বৈঠক ঘরে একটা মেসিনগান পড়ে আছে, জার্মানদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। তাই জালকিন্দ, আরেকজন কমরেড আর আমি গেলাম। মেনশেভিক আর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মিটিং চলছে। আমরা তো দরজা খুলে সোজাসুজি এগিয়ে গেলাম, টেবিল ঘিরে ওরা বসে আছে, বারো কি পনের জন আর আমরা শুধু তিনটি লোক। আমাদের দেখে কথা বলা বন্ধ করে হাঁ করে চেয়ে রইল ওরা। আমরা সোজাসুজি ঘরটা পেরিয়ে খুলে ফেললাম মেসিনগানটা, একটা অংশ ঘাড়ে করলে কমরেড জালকিন্দ, আরেকটা অংশ আমি — সোজা বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে, কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে না।'

'শীত প্রাসাদ কেমন করে দখল হল জানেন?' জিজ্ঞেস করলে একজন নাবিক, 'এগারোটা নাগাদ আমরা টের পেলাম যে নেভার দিকে কোনো য়ুংকার নেই। তাই দরজা ভেঙে একে একে কি ছোটো ছোটো দলে নানান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম আমরা। একেবারে সিঁড়ির মাথায় পেঁছতেই য়ুংকাররা আমাদের আটক করে বন্দুকগুলো কেড়ে নিলে। কিন্তু অন্য লোকগুলো থামে নি, অল্প অল্প করে এসে জমতে জমতে শেষ পর্যন্ত আমরাই হয়ে উঠলাম দলে ভারি। বাস, তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে আমরাই কেড়ে নিলাম য়ুংকারদের বন্দুক..' এইসময় ঘরে ঢুকলেন কম্যাণ্ডান্ট ফূর্তিবাজ, নন-কমিশনড অফিসার, বয়স বেশি নয়, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত, চোখ ঘিরে নিদ্রাহীনতার গভীর বৃত্ত। দৃষ্টি তার প্রথমেই পড়ল বন্দীর ওপর। বন্দীও সঙ্গে সঙ্গেই তার কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করেছিল।

কিন্তু কম্যাণ্ডান্ট তাকে থামিয়ে দিলে, 'ও হ্যাঁ, বুধবার বিকালে হেডকোয়ার্টার্স ছেড়ে দিতে যারা আপত্তি করে আপনি সেই কমিটিরই একজন। তবে আপনাকে আমাদের প্রয়োজন নেই, মার্জনা করবেন..' দরজা খুলে তিনি কাউন্ট তলস্তয়কে হাত নেড়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। অন্য কয়েকজন, বিশেষ করে লালরক্ষীরা প্রতিবাদে গজগজ করল। আর নাবিকটি বিজয় গর্বে মন্তব্য করলে, 'ভোং! দেখলে তো! আগেই বলেছিলাম!'

এবার দুজন সৈন্যের দিকে তিনি মন দিলেন। দুর্গের সৈন্যদের পক্ষ থেকে এরা নির্বাচিত হয়েছে প্রতিবাদ জানানোর জন্য। বললে, ভর পেট

খাবার নেই অথচ বন্দীরা প্রহরীদের মতোই সমান খাদ্য পাচ্ছে। 'প্রতিবিপ্লবীদের জন্যে এত ভালো ব্যবহার কিসের জন্যে?'

'আমরা ডাকাত নই কমরেড, বিপ্লবী,' জবাব দিলেন কম্যান্ডান্ট। তারপর ফিরলেন আমাদের দিকে। আমরা বললাম যে যুঙ্কারদের ওপর নির্যাতন চলছে এবং মন্ত্রীদের জীবন বিপন্ন, এই রকম একটা গুজব ছড়িয়েছে। 'তাই আমরা কি গিয়ে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে পারি যাতে দুনিয়ার কাছে প্রমাণ করা যাবে?..'

'না,' উত্ত্যক্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন যোদ্ধা, 'ফের গিয়ে বন্দীদের বিরক্ত করতে আমি রাজী নই। এই কিছুক্ষণ আগেই ওদের ঘুম থেকে টেনে তুলতে বাধ্য হয়েছিলাম — ওরা তো একেবারে ধরেই নিয়েছিল যে আমরা ওদের খতম করতে এসেছি . এমনিতেই অধিকাংশ যুঙ্কারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বাকিরা ছাড়া পাবে কাল।' ঝট করে পেছন ফিরলেন তিনি।

'তাহলে পৌরসভা কমিশনের সঙ্গে আলাপ করতে পারি কি?'

এক গ্লাস চা ঢালছিলেন কম্যান্ডান্ট, মাথা নাড়লেন। 'এখনো হলে আছেন ওঁরা,' বললেন অবহেলার সুরে।

সত্যিই ঠিক দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। একটা কেরোসিন বাতির মিটমিটে আলোয় মেয়রকে ঘিরে উত্তেজিত আলাপ চলছে।

বললাম, 'মিঃ মেয়র, আমরা আমেরিকান সাংবাদিক। আপনার তদন্তের ফলাফল কী দাঁড়াল সেটা সরকারীভাবে বলবেন কি?'

মর্যাদাভাজন মুখখানা তিনি আমাদের দিকে ফেরালেন।

ধীরে ধীরে বললেন, 'খবরগুলো সত্যি নয়। মন্ত্রীদের এখানে আনার সময় যে কতকগুলো কাণ্ড হয়েছিল, তাছাড়া তাঁদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহারই করা হয়েছে। আর যুঙ্কাররা কেউই এতটুকু জখম হয় নি .'

নেভস্কি সড়কে মধ্যনিশার শূন্য অন্ধকারে নীরবে এগিয়ে চলেছে সীমাহীন একসারি সৈন্য — চলেছে কেরেনস্কির সঙ্গে লড়াই করতে। ঝাপসা গলিগুলোয় আসা যাওয়া করছে বাতি নেভানো মোটর গাড়ি, আর সন্তর্পণ তৎপরতা চলেছে কৃষক সোভিয়েতের সদরদপ্তর ৬ নং ফন্তানকায়, নেভস্কিতে মস্ত একটি ভবনের বিশেষ একটি ফ্ল্যাটে, আর ইঞ্জিনিয়েরনি জামোকে (ইঞ্জিনিয়র স্কুলে); পৌরসভা আলোয় আলোকিত .

আর স্মোলনি ইনস্টিটিউটে সর্বনাশা আগুন ঝলসে অতি ঘূর্ণিত এক ডায়নামোর মতো শব্দিত হয়ে চলেছে সামরিক বিপ্লবী কমিটি...

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিপ্লবী ফ্রন্ট

শনিবার, ১০ই নভেম্বর...

নাগরিকগণ!

সামরিক বিপ্লবী কমিটি ঘোষণা করছে যে বিপ্লবী শৃঙ্খলার কোনো লঙ্ঘন সহ্য করা হবে না...

চুরি, ডাকাতি, গুন্ডামি এবং দাঙ্গার প্রচেষ্টা করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে...

প্যারিস কমিউনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কমিটি যে কোনো লুঠতরাজকারী বা বিশৃঙ্খলার প্ররোচককে নির্মম হস্তে ধ্বংস করবে...

নগর চুপচাপ। একটা ঘেরাও, একটা ডাকাতি, এমনকি একটি মাতালে মারপিট পর্যন্ত নয়। রাত্রে শুদ্ধ রাস্তায় টহল দেয় সশস্ত্র পেট্রল, মোড়ে মোড়ে সৈনিক আর লালরক্ষীরা ছোট ছোট আগুন ঘিরে উবু হয়ে বসে, হাসে, গান গায়। দিনের বেলায় প্রচুর ভিড় জমে ওঠে ফুটপাথে, ছাত্র আর সৈন্য, ব্যবসায়ী আর মজুরদের মধ্যে চলে অবিশ্রান্ত বিতর্ক।

রাস্তায় নাগরিকেরা পরস্পরকে থামায়।

'কসাকরা আসছে নাকি?'

'না...'

'শেষ খবর কী?'

'ঠিক জানি না। কেরেনস্কি কোথায়?'

'শুনেছি পেত্রগ্রাদ থেকে মাত্র ৮ ভার্স্ট দূরে... সত্যি নাকি, বলশেভিকরা পালিয়ে গিয়ে উঠেছে আভরোরা যুদ্ধজাহাজে?'

'লোকে তো তাই বলছে...'

তারস্বরে চিৎকার করছে কেবল দেয়ালগুলো, আর কিছু খবরের কাগজ; ধিক্কার, আবেদন, ডিক্রি...

প্রকাণ্ড এক পোস্টারে স্থান পেয়েছে কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটির ক্ষিপ্ত ঘোষণা:

..ওদের (বলশেভিকদের) কী স্পর্ধা, বলে কিনা কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলো তাদের সমর্থন করছে, তারা নাকি কথা বলছে কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির পক্ষ থেকে...

রাশিয়ার সমস্ত মেহনতী মানুষ জেনে রাখুক যে সেটা মিথ্যা কথা, সারা রুশ কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি মারফত সমস্ত মেহনতী চাষী মেহনতী শ্রেণীগুলির অভিপ্রায়ের এই অপরাধী লঙ্ঘনে সংগঠিত কৃষকদের কোনো রূপ অংশগ্রহণ সরোষে অস্বীকার করছে..

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির সৈনিক বিভাগ:

বলশেভিকদের উন্মাদ অপচেষ্টা ভেঙে পড়ার মুখে... গ্যারিসনে ভাঙন... ধর্মঘট করেছে মন্ত্রিদপ্তরগুলো, রুটি দুর্লভ হয়ে উঠেছে। কিছু ম্যাক্সিমালিস্ট ছাড়া সমস্ত দলই কংগ্রেস ত্যাগ করে গেছে। বলশেভিকরা নিঃসঙ্গ...

দেশ ও বিপ্লব ত্রাণ কমিটির চারপাশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম আহ্বানের জন্য তৈরি থাকতে সমস্ত সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির নিকট আমরা আবেদন জানাচ্ছি...

প্রজাতন্ত্র পরিষদ একটি প্রচারপত্রে অন্যায়ের তালিকা দাখিল করল:

বেঅনেটের শক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে প্রজাতন্ত্র পরিষদ সরে যেতে ও সাময়িকভাবে তার সভা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।

'মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের' বুলি মুখে নিয়ে জবরদখলীরা হিংস্র স্বেচ্ছাচারের এক রাজ কায়েম করেছে। সাময়িক সরকারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করেছে তারা, খবরের কাগজ বন্ধ করে দিয়েছে, ছাপাখানা দখল করেছে... এ শক্তিকে জনগণ ও বিপ্লবের শত্রু বলে গণ্য করতে হবে; লড়াই করে ধুলিসাৎ করা উচিত একে...

প্রজাতন্ত্র পরিষদ তার কাজ চালু না করা পর্যন্ত রুশ প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের নিকট আবেদন জানাচ্ছে... দেশ ও বিপ্লব ত্রাণের স্থানীয় কমিটিগুলির চারপাশে সামিল হোন, বলশেভিকদের উচ্ছেদ করে দেশকে সংবিধান সভায় পেঁছে দেবার মতো একটি সরকার গঠনের আয়োজন করছে এই কমিটিগুলি।

'দেলো নারোদা' বললে:

বিপ্লব হল সমগ্র জনগণের অভ্যুত্থান... কিন্তু কী আমরা দেখছি এ ক্ষেত্রে? লেনিন ও ত্রৎস্কি দ্বারা প্রতারিত মুষ্টিমেয় কিছু হতভাগ্য নির্বোধ ছাড়া আর কেউ নেই... এদের ডিক্রি ও আবেদন শুধু ঐতিহাসিক কৌতূহল-বস্তুর যাদুঘরেই গিয়ে জমবে...

এবং 'নারোদনয়ে স্লোভো' (জনবাণী — জন-সমাজতন্ত্রীদের কাগজ):

'শ্রমিক কৃষক সরকার?' সে একটা আকাশকুসুম। রাশিয়ায় অথবা আমাদের মিত্রশক্তিদের দেশে, এমনকি শত্রু দেশেও কেউ এ 'সরকারকে' স্বীকার করবে না...

বুর্জোয়া সংবাদপত্র তখন সাময়িকভাবে তিরোধান করেছে।

'প্রাভদায়' বেরিয়েছে রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্টের অর্থাৎ নতুন ৎসে-ই-কার প্রথম অধিবেশনের বিবরণ। কৃষি কমিশার মিলিউতিন

জানিয়েছেন যে কৃষক কার্যকরী কমিটি ১৩ই ডিসেম্বর একটি সারা রুশ কৃষক কংগ্রেস আহ্বান করেছে।

'কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করার সময় নেই আমাদের,' তিনি বলেন, 'আমার প্রস্তাব, আমরাই কৃষক কংগ্রেস ডাকি এবং অবিলম্বে..' বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা রাজী হয়েছে। তাড়াতাড়ি করে রাশিয়ার কৃষকদের প্রতি একটি আবেদন রচিত হয় এবং পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে পাঁচ জনের একটি কমিটি।

জমি বিতরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা এবং শিল্পের ওপর শ্রমিক তদারকির প্রশ্ন এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদেব রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

তিনটি ডিক্রি (১) পড়ে শোনানো ও অনুমোদিত হয় প্রথমত, লেনিনের 'সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম', এতে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও অবাধ্যতার প্ররোচনা যারা জোগাবে, অপরাধে উস্কানি দেবে বা ইচ্ছে করে সংবাদ বিকৃত করবে তেমন সমস্ত সংবাদপত্র দমনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; দ্বিতীয়ত, ঘরভাড়া মুলতুবী রাখার ডিক্রি এবং তৃতীয়ত, শ্রমিক মিলিশিয়া গঠনের ডিক্রি। এছাড়া একটি আদেশে খালি ফ্ল্যাট ও বাড়ি রিকুইজিশন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে পৌরসভাকে, এবং আর একটি আদেশে টার্মিনাল স্টেশনে মাল গাড়ি খালাস, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বণ্টনে দ্রুততা এবং অত্যাবশ্যক রোলিং-স্টক ছাড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে .

দু' ঘণ্টা পরে কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি সারা রাশিয়ায় এই টেলিগ্রামটি পাঠায়:

'কৃষকদের জাতীয় কংগ্রেস আয়োজনের ব্যুরো' নামে বলশেভিকদের স্বয়ম্ভূ একটি সংস্থা সমস্ত কৃষক সোভিয়েতকে পেত্রগ্রাদে কংগ্রেসের জন্য প্রতিনিধি পাঠাতে আমন্ত্রণ করছে...

কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করছে যে কমিটি আগের মতোই এখনো মনে করে যে, মেহনতী শ্রেণী ও দেশের পক্ষে যা একমাত্র পরিত্রাণ সেই সংবিধান সভার নির্বাচন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিগুলিকে এই মুহূর্তে মফস্বল থেকে সরিয়ে আনা বিপজ্জনক। কৃষক কংগ্রেসের তারিখ আমরা ১৩ই ডিসেম্বর ধার্য করছি।

পৌরসভায় সবাই উত্তেজিত, অফিসাররা আসছে আর যাচ্ছে, ত্রাণ কমিটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন মেয়র। একজন কাউন্সিলর ভেতরে ছুটে ঢুকল কেরেনস্কির প্রচারপত্রের একটি কপি নিয়ে — নেভস্কির ওপর দিয়ে নিচু হয়ে উড়ে যাওয়া একটি এরোপ্লেন থেকে শ'য়ে শ'য়ে এই প্রচারপত্র ছড়ানো হয়েছে, অবাধ্যদের ওপর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের হুমকি দেওয়া হয়েছে এতে, হুকুম হয়েছে সৈন্যেরা যেন তাদের অস্ত্র ত্যাগ করে অবিলম্বে মার্স ময়দানে জমা হয়।

শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী ৎসারস্কোয়ে সেলো দখল করেছে এবং ইতিমধ্যেই পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পাঁচ মাইল দূরে এসে পৌঁছেছে। শহরে সে ঢুকবে কাল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। কসাকদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে সোভিয়েত সৈন্যেরা নাকি সাময়িক সরকারের পক্ষে চলে যাচ্ছে। চের্নভ নাকি একটা মধ্যপন্থা নিয়ে 'নিরপেক্ষ' সৈন্যদের দিয়ে গৃহযুদ্ধ বন্ধের মতো একটা শক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছেন।

বলা হল, শহরে গ্যারিসনের রেজিমেন্টরা নাকি বলশেভিকদের ছেড়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই নাকি স্মোলনি ছেড়ে পালিয়েছে সবাই... গোটা সরকারী যন্ত্রটা কাজ থামিয়েছে, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা স্মোলনির কমিশারদের অধীনে কাজ করতে আপত্তি করেছে, তাদের টাকা দিতে চাইছে না। ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক সবই বন্ধ। মন্ত্রিদপ্তরগুলোর সবেতেই ধর্মঘট। পৌরসভার একটি কমিটি এখন থেকেই ব্যবসায়ী ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে ধর্মঘটকারীদের বেতন দেবার মতো একটা তহবিল (২) সংগ্রহে নেমেছে...

ত্রৎস্কি গিয়েছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রিদপ্তরে, শান্তির ডিক্রিটি বিদেশী ভাষায় অনুবাদের হুকুম দেন; তাঁর মুখের ওপরেই পদত্যাগ পত্র দেয় ছয়শ কর্মচারী... শ্রম কমিশার শ্লিয়াপনিকভ হুকুম দিয়েছেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর দপ্তরের সমস্ত কর্মচারীকে কাজে যোগদান করতে হবে, নইলে চাকরি ও পেনসন তারা খোয়াবে; এতে সাড়া দিয়েছে কেবল দরোয়ানরা... খাদ্য সরবরাহের বিশেষ কমিটির কিছু কিছু শাখা বলশেভিকদের হুকুম মানার চেয়ে বরং কাজ বন্ধ করেছে... ভালো মাইনে এবং উন্নত অবস্থার চালাও প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটররা সোভিয়েত হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ দিচ্ছে না...

যে সব সদস্য সোভিয়েত কংগ্রেসে থেকে গেছে এবং যারা অভ্যুত্থানে অংশ নিচ্ছে তাদের বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি ...

মফস্বলের খবর। মগিলিওভ বলশেভিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কিয়েভে কসাকরা সোভিয়েতগুলো চূর্ণ করে গ্রেপ্তার করেছে সমস্ত অভ্যুত্থানী নেতাদের। লুগার সোভিয়েত এবং তিরিশ হাজার সৈন্যের গ্যারিসন সাময়িক সরকারের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে সারা রাশিয়াকে তার পাশে সামিল হবার জন্য আবেদন জানিয়েছে। দন এলাকায় সমস্ত সোভিয়েত ও ইউনিয়নকে ভেঙে দিয়ে কালেদিন এবার সসৈন্যে এগুচ্ছে উত্তর দিকে ...

রেল শ্রমিকদের একজন মুখপাত্র বললেন, 'কাল আমরা সারা রাশিয়ায় একটি তারবার্তা পাঠিয়ে দাবি করেছি যে, রাজনৈতিক পার্টিগুলির মধ্যে যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, গঠন করতে হবে একটি সমাজতন্ত্রী কোয়ালিশন সরকার। নইলে কাল রাত্রে আমরা ধর্মঘট ঘোষণা করব... সকালে সমস্যাটা আলোচনার জন্য সমস্ত দলের বৈঠক হবে। মনে হচ্ছে বলশেভিকরা যেন মিটমাটে উদগ্রীব ...'

'যদি অবশ্য ততক্ষণ অবধি ওরা টিকে থাকে!' হাসলেন শহর ইঞ্জিনিয়র, দশাসই, রক্তিম চেহারা ...

যখন স্মোলনিতে এলাম — জায়গাটা পরিত্যক্ত তো নয়ই, বরং আগের চেয়েও সরগরম, দলে দলে আসছে যাচ্ছে মজুর আর সৈন্য, সর্বত্রই দু'গুণো প্রহরী — বুর্জোয়া ও 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রী কাগজের রিপোর্টারদের সঙ্গে দেখা হল।

'ভলিয়া নারোদা'র একজন চিৎকার করলে, 'বার করে দিয়েছে আমাদের! বণ্ড-ব্রুয়েভিচ প্রেস ব্যুরোয় এসে বলে কিনা ভাগো! বলে আমরা নাকি গুপ্তচর!' একসঙ্গেই সবাই কথা কয়ে উঠল, 'অপমান! জবরদস্তি! সংবাদপত্রের স্বাধীনতা!'

ভেতরে বড়ো বড়ো টেবিল বোঝাই হয়ে আছে স্তূপাকৃতি আবেদন, ঘোষণা আর সামরিক বিপ্লবী কমিটির ফতোয়ায়। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তাতে বোঝাই দিচ্ছে শ্রমিক ও সৈনিকেরা।

একটি শুরু হয়েছে এই রকম:

ধিক্কার মঞ্চে!

এই যে বিয়োগাত্মক মুহূর্ত দিয়ে রুশ জনগণ চলেছে, সেই সময় মেনশেভিক ও তাদের অনুগামীরা এবং দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি। তারা যোগ দিয়েছে কর্নিলভ, কেরেনস্কি, সাভিনকভের দলে...

বিশ্বাসঘাতক কেরেনস্কির ফতোয়া ছাপাচ্ছে তারা, শহরে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, এই ভ্রষ্টাচারীর অলীক সব বিজয়ের হাস্যকর গুজব ছড়াচ্ছে...

নাগরিকগণ! এই সব বাজে গুজবে বিশ্বাস করবেন না। কোনো শক্তির সাধ্য নেই যে জনগণের বিপ্লবকে পরাস্ত করে... প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্কি ও তার অনুগামীদের দ্রুত ও যথাযোগ্য শাস্তি আসন্ন..

এদের আমরা তুলে দিচ্ছি ধিক্কার মঞ্চে। এদের আমরা ছেড়ে দিচ্ছি সমস্ত শ্রমিক, সৈনিক, নাবিক ও কৃষকদের কোপদৃষ্টির সামনে, সেই তাদের সামনে যাদের পায়ে সাবেকি বেড়ি পরাতে চাইছে এরা। দেহ থেকে জনগণের রোষ ও ঘৃণার দাগ মুছে ফেলা তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

ধিক এই অভিশপ্ত বিশ্বাসঘাতকেরা! .

সামরিক বিপ্লবী কমিটি উঠে এসেছে বড়ো পরিসরে, ওপরতলায় ১৭ নং ঘরে। দরজায় লালরক্ষী। ভেতরে, রেলিঙের সামনে ভিড় জমেছে সুবেশধারী ব্যক্তিদের, বাইরে থেকে সবাই বেশ সভ্যভব্য, ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে। সবাই এরা বুর্জোয়া, এসেছে নিজেদের মোটর গাড়ির জন্য ছাড়পত্র বা শহর ত্যাগের পাসপোর্ট নেবার জন্য, অনেকেই বিদেশী... বিল শাতোভ এবং পিটার্স ছিলেন ডিউটিতে। সব কাজ ফেলে রেখে তাঁরা আমাদের সবশেষের বুলেটিনগুলো পড়ে শোনালেন।

১৭৯ নং রিজার্ভ রেজিমেন্ট তাদের একমত সমর্থন জানিয়েছে। পুতিলভ ডকের পাঁচ হাজার খালাসী স্বাগত করেছে নতুন সরকারকে। ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি — সোৎসাহ সমর্থন। রেভেলের গ্যারিসন ও স্কোয়াড্রন সামরিক বিপ্লবী কমিটি গঠন করেছে সহযোগিতা ও সৈন্য প্রেরণের জন্য। পস্কভ আর মিনস্কে দখল নিয়েছে সামরিক বিপ্লবী কমিটি। হসারিংসিন,

দন-তীরের রস্তভ, পিয়াতিগোর্স্ক ও সেভাস্তপলের সোভিয়েতের কাছ থেকে অভিনন্দন... ফিনল্যান্ড ডিবিসন, ৫ নং ও ১২ নং ফৌজের নতুন কমিটি আনুগত্য জানিয়েছে...

মস্কোর খবর কিছুটা অনিশ্চিত। সামরিক বিপ্লবী কমিটির সৈন্যেরা শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দখল করে আছে; ক্রেমলিনে ডিউটিরত দুটি কম্পানি সোভিয়েতের পক্ষ নিয়েছে, কিন্তু অস্ত্রাগার রয়েছে কর্নেল রিয়াব্‌ৎসেভ আর তার যুঙ্কারদের হাতে। সামরিক বিপ্লবী কমিটি মজুরদের জন্য অস্ত্র দাবি করে, রিয়াব্‌ৎসেভ এ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ আজ সকালে এক চরমপত্র দিয়ে সোভিয়েত সৈন্যের আত্মসমর্পণ এবং কমিটি ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। ফলে যুদ্ধ বেধেছে...

পেত্রগ্রাদ হেডকোয়ার্টার্স সঙ্গে সঙ্গেই স্মোলনির কমিশারদের মেনে নেয়। ৎসেন্ত্রোফ্লোৎ অস্বীকার করায় দিবেঙ্কো এবং ক্রনশ্‌তাদ্‌ত নাবিকদের একটি কম্পানি সেটি দখল করে এবং নতুন একটি ৎসেন্ত্রোফ্লোৎ গড়া হয়েছে, যাকে সমর্থন করছে বল্টিক ও কৃষ্ণ সাগরের যুদ্ধজাহাজগুলো..

কিন্তু আশ্বাসের এই ফুরফুরে হাওয়া সত্ত্বেও তলে তলে থমথমিয়ে ছিল একটা হিম-হিম আশঙ্কা, কেমন একটা অস্বস্তি। দ্রুত আসছে কেরেনস্কির কসাকরা, কামান আছে তাদের। কারখানা কমিটিগুলোর সেক্রেটারি স্ক্রিপনিক হলদে বসে যাওয়া মুখে আমায় জানালেন, পুরো একটা ফৌজ কোর আছে কেরেনস্কির সঙ্গে, তবে ভয়ঙ্কর স্বরে যোগ করলেন, 'জ্যান্ত আমাদের দখল করতে পারবে না!' ক্লান্তিতে হাসলেন পেত্রভস্কি, 'কাল তাহলে একটা ঘুম দেওয়া যাবে — লম্বা ঘুম..' রোগা মুখ, লালচে বাদামী দাড়ি, লজোভস্কি বললেন, 'কতটুকু আমাদের চান্স? একেবারে একলা... শিক্ষিত সৈন্যের বিরুদ্ধে একটা জনতা!'

দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কেরেনস্কির সামনে সোভিয়েতগুলো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। গাৎচিনা, পাভলভ্‌স্ক ও ৎসারস্কোয়ে সেলোর গ্যারিসন দ্বিধা বিভক্ত, অর্ধেক নিরপেক্ষ থাকবে স্থির করেছে, বাকিরা বিনা অফিসারে উদ্দাম বিশৃঙ্খলায় এসে ঢুকছে রাজধানীতে।

হলগুলোয় দেখলাম বুলেটিন সাঁটা হচ্ছে।

ক্রাস্নোয়ে সেলো, ১০ই নভেম্বর, সকাল ৮টা

সমস্ত স্টাফ কর্তা, সর্বোচ্চ অধিনায়ক, অধিনায়ক, সর্বত্র এবং সবাই, সবাই, সবার কাছে প্রেরিতব্য।

প্রাক্তন মন্ত্রী কেরেনস্কি সর্বত্র সকলের কাছে এই মর্মে একটি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন যে, বিপ্লবী পেত্রগ্রাদের সৈন্যেরা স্বেচ্ছায় তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে প্রাক্তন সরকার, বিশ্বাসঘাতকতার সরকারের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে এবং সামরিক বিপ্লবী কমিটি সৈন্যদের পশ্চাদপসরণের আদেশ দিয়েছে। মুক্ত জনগণের সৈন্যেরা কখনো পেছয় না, আত্মসমর্পণও করে না।

আমাদের সৈন্যেরা গাৎচিনা ছেড়ে দিয়েছে নিজেদের মধ্যে এবং তাদের বিভ্রান্ত ভাই কসাকদের মধ্যে রক্তপাত পরিহারের জন্য এবং আরো সুবিধাজনক একটি ঘাঁটি নেবার জন্য — এ ঘাঁটি বর্তমানে এত শক্তিশালী যে কেরেনস্কি ও তাঁর সহযোদ্ধারা তাদের শক্তিবল দশগুণ করলেও আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। আমাদের সৈন্যদের মনোবল চমৎকার।

পেত্রগ্রাদে সর্বকিছুই শান্ত।

পেত্রগ্রাদ এবং পেত্রগ্রাদ এলাকার প্রতিরক্ষা কর্তা,
লেফটন্যান্ট-কর্নেল মুরাভিওভ।

সামরিক বিপ্লবী কমিটি থেকে যখন বেরুচ্ছি, মড়ার মতো চেহারায়, হাতে একটি কাগজ নিয়ে আন্তোনভ ঢুকলেন।

বললেন, 'এটা পাঠিয়ে দিন!'

শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমস্ত ওয়ার্ড সোভিয়েত এবং কারখানা কমিটিগুলির নিকট

আদেশ

রাজধানীর উপকণ্ঠ কেরেনস্কির কর্নিলভী দঙ্গল দ্বারা বিপন্ন। জনগণ ও তার বিজয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টা নির্মম হস্তে দমনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিকদের তরফ থেকে অবিলম্বে বিপ্লবের ফৌজ ও লালরক্ষীদের সাহায্য করা প্রয়োজন।

ওয়ার্ড সোভিয়েত এবং কারখানা কমিটিদের নির্দেশ দিচ্ছি:

১। ট্রেঞ্চ খনন, ব্যারিকেড নির্মাণ এবং কাঁটা তারের বেড়া সংহত করার জন্য যথাসম্ভব অধিক সংখ্যায় মজুর পাঠান।

২। এই কারণে কোথাও কারখানায় কাজ বন্ধ করা প্রয়োজন হলে তা অবিলম্বে করতে হবে।

৩। সাধারণ ও কাঁটা তার যাকিছু পাওয়া সম্ভব, এবং ট্রেঞ্চ খনন ও ব্যারিকেড নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত যন্ত্রপাতি জমা করতে হবে।

৪। বিদ্যমান সমস্ত অস্ত্র স্বহস্তে নিতে হবে।

৫। কঠোরতম শৃঙ্খলা পালন করতে হবে, বিপ্লবের ফৌজকে সর্বোপায়ে সাহায্যের জন্য সবাইকে তৈরি থাকতে হবে।

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সভাপতি,

জনকমিশার — লেভ ত্রংস্কি।

সামরিক বিপ্লবী কমিটির সভাপতি,

সর্বাধিনায়ক — পদভইস্কি।

বাইরের বিষণ্ন আধো-আঁধারী দিনের আলোয় যখন বেরিয়ে এলাম, তখন চারিদিকের ধূসর দিকচক্রবালে কারখানায় কারখানায় বাঁশি বাজতে শুরু করেছে — কেমন ভাঙাভাঙা স্নায়বিক উৎকণ্ঠিত আওয়াজ। বেরিয়ে এসেছে হাজারে হাজারে মেহনতী মানুষ, নারী পুরুষ; গুঞ্জরিত বস্তিগুলো হাজারে হাজারে উদ্গিরণ করে চলেছে তাদের ধূসর-বাদামী নরস্রোত। লাল পেত্রগ্রাদ বিপন্ন! কসাক! দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে তারা নোংরা রাস্তা ভেঙে এগিয়ে চলল মস্কো ফটকের দিকে — নরনারী, শিশু, সঙ্গে তাদের রাইফেল, গাঁইতি, বেলচা, তারের বাণ্ডিল, কারখানার পোষাকের ওপর কার্তুজের বেল্ট... একটা নগরের এমন বিপুল স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ার আগে কখনো দেখা যায় নি! স্রোতের মতো ছাপিয়ে চলল তারা, সেই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ছোটো ছোটো দলে সৈন্য, ভেসে চলেছে কামান, মোটর ট্রাক, গাড়ি — শ্রমিক কৃষক প্রজাতন্ত্রের রাজধানীকে বুক দিয়ে রক্ষা করার জন্য পথে নেমেছে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত!

স্মোলনির দরজার সামনে একটা মোটর গাড়ি। পলকা চেহারার একটি লোক, চশমার মোটা কাচে তার লাল হয়ে ওঠা চোখ দুখানা দেখাচ্ছে বড়ো বড়ো, কথা বলছে যেন অতি ক্লিষ্ট এক প্রয়াসে, দাঁড়িয়ে আছে মাড-গার্ডে

ঠেস দিয়ে, জীর্ণ এক ওভারকোটের পকেটে দু' হাত গোঁজা। দাড়িওয়ালা এক প্রকাণ্ড চেহারার নাবিক, চোখ দুটি তরুণের মতো স্বচ্ছ, পায়চারি করছে অস্থিরভাবে, হাতে প্রকাণ্ড এক স্টিল-নীল রিভলবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আনমনার মতো। এ'রাই হলেন আন্তোনভ আর দিবেঙ্কো।

দুটি সামরিক বাইসাইকেল গাড়ির রানিং বোর্ডে বাঁধার চেষ্টা করছিল কয়েকজন সৈনিক। ড্রাইভার প্রচণ্ড প্রতিবাদ করলে। বললে, এনামেল উঠে যাবে। লোকটা বলশেভিক সন্দেহ নেই, গাড়িটাও রিকুইজিশন করে আনা হয়েছে এক বুর্জোয়ার কাছ থেকে; বাইসাইকেল দুটো লাগবে আর্দালীর কাজে তাও সত্যি। কিন্তু ড্রাইভারের পেশাগত গর্বে বাধল... তাই বাইসাইকেল নেওয়া চলল না...

সামরিক ও সামুদ্রিক ব্যাপারের জনকমিশাররা চলেছেন বিপ্লবী ফ্রন্ট পরিদর্শন করতে, কে জানে সেটা কোথায়। আমরা কি সঙ্গে যেতে পারি? নিশ্চয় নয়। গাড়িখানায় লোক ধরে শুধু পাঁচ জন, দুজন কমিশার, দুজন আর্দালী এবং ড্রাইভার। তাহলেও আমার এক পরিচিত রুশী, তাঁর নাম দেওয়া যাক ত্রুসিশকা, বিনাবাক্যে গিয়ে উঠে বসল, কোনো যুক্তিতেই তাকে নামানো গেল না...

এ যাত্রার যে বিবরণ ত্রুসিশকার কাছ থেকে পেয়েছিলাম, তা অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখি না। গাড়ি যখন সুভোরভস্কি প্রস্পেক্ট দিয়ে চলেছে, তখন কে যেন খাবারের কথা তুললে। তিন চার দিন বাইরে থাকতে হতে পারে, এলাকাটাও রসদে বিশেষ সমৃদ্ধ নয়। গাড়ি থামানো হল। কিন্তু টাকা? সমর কমিশার তাঁর পকেট হাতড়ালেন — একটি কোপেকও নেই। সামুদ্রিক মন্ত্রীও দেউলিয়া। ড্রাইভারও তথৈবচ। খাবার যা কিনবার কিনলে ত্রুসিশকা...

নেভস্কিতে মোড় নেওয়া মাত্রই টায়ার ফাটল।

'কী করা যায়?' জিজ্ঞেস করলেন আন্তোনভ।

'আরেকটা গাড়ি পাকড়াও করুন!' দিবেঙ্কো বললেন তার রিভলবার দুলিয়ে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালেন আন্তোনভ, একটি সৈনিক গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল, তাকে থামালেন।

'এ গাড়িটা আমার চাই,' বললেন আন্তোনভ।

'পাবেন না,' জবাব দিলে সৈন্য।

'জানেন আমি কে?' আন্তোনভ একটি দলিল বার করলেন যার ওপর লেখা আছে যে, তিনি রুশ প্রজাতন্ত্রের সমস্ত ফৌজের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন এবং বিনাবাক্যে সবাইকে তাঁর আজ্ঞা মানতে হবে।

'সর্বাধিনায়ক কেন, খোদ শয়তান হলেও আমার ভারি বয়েই গেল,' বেশ মেজাজ দেখিয়েই বললে সৈনিকটি, 'এ গাড়ি ১ নং মেসিনগান রেজিমেণ্টের, গোলাবারুদ নিয়ে যাচ্ছি আমরা। এ গাড়ি পাবেন না।'

সংকট সমাধান হল একটি পুরনো লঝঝড়ে ট্যাক্সি পেয়ে, ইতালীয় পতাকা উড়ছিল সেটায়। (দুর্দিন দেখে ব্যক্তিগত গাড়ি বৈদেশিক কনসুলেটের নামে রেজিস্ট্রি করে রাখা হত রিকুইজিশন এড়াবার জন্য।) গাড়ির ভেতর থেকে দামী ফার কোট পরা স্থূলকায় এক নাগরিককে উৎখাত করে দলটা এগিয়ে চলল…

মাইল দশেক দূরে নার্ভস্কায়া জাস্তাভায় এসে আন্তোনভ লালরক্ষীদের কম্যাণ্ডাণ্টকে তলব করলেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল শহরের প্রান্তে, শ' কয়েক মজুর সেখানে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে কসাকদের অপেক্ষা করছে।

'কী খবর এখানকার?' জিজ্ঞেস করলেন আন্তোনভ।

'সব ঠিক আছে কমরেড,' জবাব দিলেন কম্যাণ্ডাণ্ট, 'সৈন্যদের মেজাজ চমৎকার… শুধু একটা ব্যাপার, গুলিবারুদ কিছু নেই আমাদের…'

'স্মোলনিতে দু'শ কোটি রাউণ্ড আছে,' বললেন আন্তোনভ, 'আপনাকে একটা অর্ডার লিখে দিচ্ছি।' পকেট হাতড়ালেন তিনি, 'কাগজ আছে কারো কাছে?'

দিবেঙ্কোর কাছে কাগজ ছিল না, কুরিয়ারদের কাছেও নেই। গুসিশকাকে তার নোটবইটা দিতে হল।

'ধুঃ শালা! পেনসিলও নেই দেখছি! পেনসিল আছে কারো কাছে?' বলাই বাহুল্য, এ জনতার মধ্যে একমাত্র পেনসিলটি ছিল গুসিশকার কাছেই…

গাড়িতে আমাদের ঠাঁই না হওয়ায় আমরা এগোই স্মোরস্কোয়ে সেলো স্টেশনের দিকে। নেভস্কি দিয়ে যখন যাচ্ছি, দেখি, লালরক্ষীরা মার্চ করছে, সবাই সশস্ত্র, কারো কারো বেঅনেট আছে, কারো নেই। শীতের ছোটো বেলা মরে আসছে। মাথা উঁচু করে তারা কদম ফেলছে ঠাণ্ডা কাদায়, চারজনের এলোমেলো লাইন, গান নেই, ড্রাম নেই। একটি লাল ঝাণ্ডা উড়ছে, তাতে

আনাড়া স্থূল অক্ষরে সোনা রঙে লেখা: 'রুটি! শান্তি!' সবাই খুবই তরুণ। মুখের ভাবটা এমন যেন জানে মরতে চলেছে... কিছুটা আতঙ্কে, কিছুটা বিতৃষ্ণায় ফুটপাথের লোকগুলো তাকিয়ে দেখছে নীরব ঘৃণায়...

রেল স্টেশনে বোঝা গেল কেরেনস্কি ঠিক কোথায় আছেন অথবা ফ্রন্টটা ঠিক কোথায় তা কেউ জানে না। তবে ৎসারস্কোয়ে ছাড়িয়ে কোনো ট্রেন আর যাচ্ছে না...

আমাদের কামরাটা মফস্বলী লোকে ভরা, সঙ্গে তাদের রাজ্যের জিনিসপত্র আর সান্ধ্য পত্রিকা। আলাপ চলছে বলশেভিক অভ্যুত্থান নিয়ে। এই উল্লেখটুকু ছাড়া মহা রাশিয়া যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ছে গৃহযুদ্ধে, ট্রেন ছুটছে রণক্ষেত্রের দিকে, তার কোনো আভাসই যেন নেই। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল দ্রুত ঘনায়মান অন্ধকারে কর্দমাক্ত রাস্তা ভেঙে গাদা গাদা সৈন্য চলেছে শহরের দিকে, হাত নেড়ে তর্ক করছে। সাইডিঙে থেমে আছে একটা মাল গাড়ি, সৈন্যে আগাগোড়া ভর্তি, আলো জ্বলছে অগ্নিকুণ্ডগুলো থেকে। শুধু এইটুকুই। পেছনে দিকচক্রবালে শহরের আলোয় ফিকে হয়ে উঠেছে রাত। দূরে বহু প্রসারিত শহরতলীতে টিকিয়ে চলছে একটা ট্র্যাম...

ৎসারস্কোয়ে সেলো স্টেশনটা এমনিতে চুপচাপ, তবে এখানে ওখানে জটলা করছে সৈন্য, কথা কইছে চাপা গলায়, গাৎচিনার দিকে ফাঁকা লাইনটায় তাকিয়ে দেখছে অস্বস্তিভরে। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম কোন পক্ষের লোক তারা। একজন বললে, 'মানে, ব্যাপারটার ঠিক ন্যায় অন্যায় বুঝতে পারছি না... কেরেনস্কি উস্কানি দিচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রুশীরা রুশীকে গুলি করবে সেটা ঠিক উচিত বলে আমাদের মনে হয় না।'

স্টেশন মাস্টারের আপিসে দেখলাম প্রকাণ্ড চেহারার ফুর্তিবাজ সাধারণ একজন সৈন্য, বাহুতে রেজিমেন্ট কমিটির লাল ফিতে। স্মোলনি থেকে দেওয়া আমাদের প্রত্যয় পত্রে অবিলম্বে সম্ভ্রম জাগল। লোকটা স্পষ্টই সোভিয়েতের পক্ষে, কিন্তু হতবিহ্বল।

'দু' ঘণ্টা আগে লালরক্ষীরা এসেছিল এখানে, কিন্তু ফের চলে যায়। আজ সকালে একজন কমিশার এসেছিল, কিন্তু কসাকরা আসতেই সে পেত্রগ্রাদে ফিরে গেছে।'

'কসাকরা তাহলে এখানে এসে গেছে?'

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লে সে। 'লড়াই হয় একটা। কসাকরা আসে ভোর সকালে। আমাদের দু'শ কি তিনশ লোককে বন্দী করে আর মারে প্রায় জন পঁচিশকে।'

'কসাকরা এখন কোথায়?'

'মানে, ঠিক এতদূর পর্যন্ত তারা আসে নি। ঠিক জানি না কোথায়। ওই দিকে হবে...' অনিশ্চিতের মতো সে হাত দেখালে পশ্চিম দিকে।

স্টেশন রেস্তোরাঁ-তে ডিনার খাওয়া গেল — চমৎকার ডিনার, পেত্রগ্রাদের চেয়ে অনেক ভালো এবং শস্তা। কাছেই বসেছিলেন একজন ফরাসী অফিসার, গাৎচিনা থেকে ইনি এসেছেন পায়ে হে'টে। বললেন, সেখানে সব শান্ত। শহর কেরেনস্কির দখলে। 'উহ্ কী যে ব্যাপার এই রুশীদের,' মন্তব্য করলেন তিনি, 'দুনিয়ায় অদ্বিতীয়! কী রকম গৃহযুদ্ধ দেখুন! সবই আছে কেবল যুদ্ধটি ছাড়া!'

শহরে ঢুকলাম আমরা। স্টেশনের ঠিক দরজার কাছেই বেঅনেট বসানো রাইফেল সমেত দাঁড়িয়ে আছে দুটি সৈনিক। তাদের ঘিরে ধরেছে প্রায় শতখানেক ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী, ছাত্র — উত্তেজিত তর্ক ও গালাগালির আক্রমণ চালিয়েছে তারা। অস্বস্তিবোধ করছে সৈন্য দুটি, অভিমান করে বসছে অযথা ধমক খাওয়া শিশুর মতো।

আক্রমণের নেতৃত্ব করছে লম্বা একটি যুবক, মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব, পরনে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের পোষাক।

উদ্ধত স্বরে সে বললে, 'আশা করি বুঝতে পারছ যে ভাইয়ের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে তোমরা খুনে বেইমানদের দালাল হয়ে পড়ছ?'

'শোনো ভায়া বলি,' গুরুত্ব দিয়েই বললে সৈনিকটি, 'তোমরা ঠিক বুঝতে পারছ না। দুনিয়ায় দুটো শ্রেণী আছে জানো তো, বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত। আমরা...'

'ঢের শুনেছি ও সব বাজে কথা!' রূঢ়ভাবে থামিয়ে দিলে ছাত্রটি, 'তোমার মতো নিরক্ষর সব চাষা, কারো মুখে কয়েকটা বুলি শুনেছে বাস। মানে না বুঝেই কাকাতুয়ার মতো বলে চলেছে!' জনতা হেসে উঠল, 'আমি একজন মার্কসবাদী ছাত্র। আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের এই যে লড়াই এটা সমাজতন্ত্রের জন্যে নয়। এটা স্রেফ অরাজকতা, জার্মানদের কাজ হাসিল হবে যাতে!'

'মানে হাঁ,' বললে সৈনিকটি, তার কপালে ঘাম জমে উঠেছে, 'আপনি যে শিক্ষিত লোক, সে তো দেখেই বোঝা যায়। আমি একজন মামুলী লোক। কিন্তু আমার মনে হয়...'

'তোমার মনে হয় যে লেনিন প্রলেতারিয়েতের সত্যিকারের বন্ধু, তাই তো?' অবজ্ঞাভরে বাধা দিলে আরেক জন।

'আজ্ঞে হাঁ, তা মনে করি,' জবাব দিলে সৈনিক, বোঝা যায় খুবই কষ্টে পড়েছে সে।

'কিন্তু ভায়া, লেনিনকে যে জার্মানির ভেতর দিয়ে পাঠানো হয় একটা বন্ধ গাড়িতে, সে খবর রাখো? জানো, লেনিন টাকা নিয়েছে জার্মানদের কাছ থেকে?'

'অত শত আমি জানি না,' একগুঁয়ের মতো জবাব দিলে সৈন্য, 'তবে আমার মনে হয় আমি যা শুনতে চাই, আমার মতো সাধারণ লোকেরা যা শুনতে চায় ঠিক সেই কথাই লেনিন বলছেন। মানে দুনিয়ায় দুটি শ্রেণী আছে, বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত...'

'তুমি একটি হাঁদা! বিপ্লবী কাজের জন্যে আমিও দু' বছর শ্লিসেলবুর্গে কাটিয়েছি হে, যখন তোমরা বিপ্লবীদের গুলি করে মারতে আর গাইতে 'ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন!' আমিই হলাম ভাসিলি গেওর্গিয়েভিচ পানিন। নাম শোনো নি কখনো?'

'আজ্ঞে না, শুনি নি, মাপ করবেন,' বিনীতভাবেই বললে সৈনিকটি, 'আমি তো আর শিক্ষিত লোক নই। তা কেউকেটা কেউ একজন হবেন হয়ত।'

'বটিই তো,' দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করলে ছাত্র, 'এবং আমি বলশেভিকদের বিরোধী, আমাদের রাশিয়াকে, আমাদের মুক্ত বিপ্লবকে তারা ধ্বংস করছে। তার কি জবাব দিচ্ছ?'

মাথা চুলকালে সৈনিকটি, 'অত শত জবাব আমার আসবে না,' মস্তিষ্ক চালনার যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলে সৈনিকটি, 'কিন্তু আমার কাছে জিনিসটা খুবই সোজা, তবে অবিশ্যি আমি তো আর শিক্ষিত নই। তবে মনে হয় কেবল দুটি শ্রেণী আছে, প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়া...'

'উঁহু আবার সেই আহাম্মুকী বুলি!' চ্যাঁচাল ছাত্র।

'...শুধু দুটি শ্রেণী,' গোঁয়ারের মতো বলে চলল সৈনিক, 'তাই কেউ যদি এ-পক্ষে না দাঁড়ায়, তার অর্থ সে ও-পক্ষে দাঁড়াচ্ছে...'

রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম আমরা, আলোগুলো খুবই দূরে দূরে, লোক যাচ্ছে কদাচিৎ। থমথমে একটা স্তব্ধতা নেমেছে জায়গাটায়, স্বর্গ নরকের মাঝখানে এ যেন এক পাপক্ষালন যমালয়, দুই শিবিরের মাঝখানে এ যেন এক রাজনৈতিক জমি যা কারোরই নয়। জ্বলজ্বলে আলো জ্বলছে কেবল চুলকাটার ভর্তি সেলুনগুলোয়, আর লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধারণ স্নানাগারের দরজায়; কেননা দিনটা শনিবার, এ দিন সারা রাশিয়া স্নান করে, সুবাসিত করে কেশ। অনুষ্ঠানগুলো যেসব জায়গায় চলছে সেখানে যে সোভিয়েত সৈন্য আর কসাকেরা অবাধেই গা ঘেঁসাঘেঁসি করছে তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।

বাদশাহী পার্কের যত কাছে এগুলাম, রাস্তাগুলোও ততই নির্জন। সন্ত্রস্ত এক পাদ্রী সোভিয়েত সদরদপ্তরটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই দ্রুত কেটে পড়ল। দপ্তরটা পার্কের সামনেকার গ্র্যান্ড ডিউক প্রাসাদগুলোর একটা মহলায়। জানলাগুলো অন্ধকার, দরজায় তালা। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একজন সৈন্য, গোমড়া সন্দেহে আপাদমস্তক সে তাকিয়ে দেখলে আমাদের। বললে, 'সোভিয়েত চলে গেছে দু' দিন আগে।' 'কোথায়?' কাঁধ ঝাঁকালে, 'নিয়ে জ্যান্নু। জানি না।'

আরেকটু এগিয়েই দেখা গেল একটা মস্ত ভবন, আলো জ্বলছে। ভেতর থেকে আসছে হাতুড়ির শব্দ। কী করব ভাবছি এমন সময় হাত ধরাধরি করে এগিয়ে এল একটি সৈনিক এবং একটি নাবিক। স্মোলনির পাসটা দেখালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কি সোভিয়েতের পক্ষে?' কোনো জবাব দিলে না তারা, শুধু ভীতের মতো পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে।

'কী হচ্ছে ভেতরে?' বাড়িটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে নাবিকটি।

'জানি না।'

ভয়ে ভয়ে সৈনিকটি হাত দিয়ে একটু ফাঁক করলে দরজাটা। ভেতরে একটা মস্ত হল, সবুজ ফার শাখা আর লাল সালুর ঝালর দেওয়া, সারি সারি চেয়ারও আছে, স্টেজ বাঁধা হচ্ছে।

হাতুড়ি হাতে এগিয়ে এল একটি মোটা মেয়ে, দাঁতের ফাঁকে একগাদা পেরেক। জিজ্ঞেস করলে, 'কী চাই?'

'থিয়েটার হবে নাকি আজ?' নাবিকটি বললে একটু বিরক্তের মতো।

'শখের নাট্যাভিনয় হবে রববার রাত্রে,' কড়া সুরে জানাল মহিলাটি, 'এখন ভাগো তো।'

সৈনিক ও নাবিকটির সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কেমন ভীত বিষণ্ণ মনে হল ওদের, অন্ধকারে কেটে পড়ল তারা।

এগুলাম বাদশাহী প্রাসাদগুলোর দিকে, বিশাল অন্ধকার বাগিচা দিয়ে, ফলাও সব ছায়ামঞ্চ আর অলঙ্কৃত সাঁকোগুলো অনিশ্চিতের মতো থমথমিয়ে আছে অন্ধকারে। ফোয়ারায় ছলছল করছে জলের নরম শব্দ। এক জায়গায়, কৃত্রিম একটি গুহা থেকে বিদঘুটে এক লোহার মরাল যেখানে অনবরত জল উদ্গিরণ করে চলেছে, সেইখানে হঠাৎ অপরের নজর অনুভব করলাম। মাথা তুলে চাইতেই দেখি একটা ঘেসো ঢিবির ওপর থেকে জন ছয়েক ষণ্ডামার্ক সশস্ত্র সৈন্য গোমড়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমি উঠে গেলাম ওদের কাছে, জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন দলে তোমরা?'

'আমরা পাহারা দিচ্ছি,' বললে একজন। সবাইকেই ভারি মন-মরা দেখাচ্ছিল — সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সারা দিন সারা রাত তর্কবিতর্কের ফলে সত্যিই এরা ক্লান্ত।

'তোমরা কেরেনস্কির সৈন্য নাকি সোভিয়েতের?'

এক মুহূর্ত চুপ করে অস্বস্তিভরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে ওরা। তারপর লোকটা বললে, 'আমরা নিরপেক্ষ।'

প্রকাণ্ড ইয়েকাতেরিনা প্রাসাদের খিলান দিয়ে ঢুকলাম খাস প্রাসাদের আঙিনায়। জিজ্ঞেস করলাম হেডকোয়ার্টার্স কোথায়। প্রাসাদের শাদা গোলালো একটা মহলার দরজায় দাঁড়ানো সান্ত্রী বললে, কম্যাণ্ডাণ্ট ভেতরে আছেন।

বেশ সুচারু শাদা একটি হল, দুমুখো একটা অগ্নিকুণ্ডে অসমান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে, একদল অফিসার দাঁড়িয়ে কথা কইছে উদ্বিগ্ন স্বরে। ফ্যাকাশে চেহারা সবার, কেমন অন্যমনস্ক, বোঝা যায় ঘুম হয় নি। এদের মধ্যে একজন, বুড়োটে চেহারার লোক, শাদা দাড়ি, উর্দিতে এক রাশ পদক — এঁকেই কর্নেল বলে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের বলশেভিক পাসগুলো দেখালাম এঁকে।

মনে হল যেন অবাক হলেন। ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'মারা না পড়ে এলেন কী করে? এই মুহূর্তে রাস্তাগুলো ভারি বিপজ্জনক। ৎসারস্কোয়ে সেলোয় রাজনৈতিক উত্তেজনা এখন প্রচণ্ড। আজ সকালেই একটা লড়াই হয়ে গেছে, আরেকটা হবে কাল সকালে। আটটার সময় কেরেনস্কির শহরে ঢোকার কথা।'

'কসাকরা কোথায়?'

'ওই দিকে মাইল খানেক দূরে।' হাত দিয়ে দেখালেন তিনি।

'ওদের বিরুদ্ধে শহর রক্ষা করবেন আপনারা?'

হাসলেন, 'আরে না, আমরা শহরটাকে হাতে রেখেছি কেরেনস্কির জন্যে। বুক আমাদের হিম হয়ে এল, কেননা আমাদের পাসে লেখা ছিল যে আমরা আপাদমস্তক বিপ্লবী। কর্নেল একটু গলা খাঁকারি দিয়ে জানালেন, 'আর আপনাদের এই যে পাসগুলো, ধরা পড়লে প্রাণে বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। তাই যদি লড়াই দেখতে চান, তাহলে অফিসার হোটেলে আপনাদের জন্যে ঘরের ব্যবস্থার একটা হুকুম দিচ্ছি। কাল সকাল সাতটার সময় এলে নতুন পাস দেব আপনাদের।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে আপনারা কেরেনস্কির পক্ষে?'

'মানে, একেবারে কেরেনস্কির **পক্ষেই** তা ঠিক নয়,' একটু দ্বিধা করলেন কর্নেল। 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, গ্যারিসনের অধিকাংশ সৈন্যই বলশেভিক, লড়াইয়ের পর তারা আজ সবাই চলে গেছে পেত্রগ্রাদের দিকে, কামানগুলো নিয়ে গেছে সঙ্গে করে। বলা যায় সৈন্যদের কেউই কেরেনস্কির পক্ষে নয়, তবে কিছু সৈন্য আদৌ যুদ্ধ করতে রাজী নয়। অফিসাররা প্রায় সবাই যোগ দিয়েছে কেরেনস্কির দলে অথবা স্রেফ চলে গেছে। আমরা... মানে ইয়ে... দেখতেই পাচ্ছেন খুবই কঠিন অবস্থায় পড়েছি...'

কোনো লড়াই এখানে হবে বলে মনে হল না... রেল স্টেশনে আমাদের পৌঁছে দেবার জন্য কর্নেল সৌজন্য করে তাঁর আর্দালিকে দিলেন। লোকটা দক্ষিণাঞ্চলের, বেসারাবিয়ায় বাস পাতা ফরাসী মা-বাপের ছেলে। বলছিল, 'প্রাণের ভয় কি দুঃখকষ্ট আমি গ্রাহ্য করি না। তবে এতদিন মাকে ছেড়ে আছি, তিন বছর হয়ে গেল...'

ঠাণ্ডা অন্ধকারে ট্রেন ছুটেছে পেত্রগ্রাদের দিকে, জানলা দিয়ে চোখে পড়ছিল জটলা বাঁধা সৈন্য, আগুনের আলোয় অঙ্গভঙ্গি করছে, চৌমাথাগুলোয় আটকে আছে এক ঝাঁক আর্মর্ড কার, ড্রাইভাররা মাথা বার করে পরস্পর হাঁক ডাক করছে...

সেদিনকার উৎকণ্ঠিত সেই গোটা রাতটায় তুহিন সমভূমির ওপর ঘুরে বেড়িয়েছে নেতৃহীন সৈন্য ও লালরক্ষীদের এক একটা দল, কখনো নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়েছে, কখনো বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে আর সামরিক বিপ্লবী কমিটির কমিশাররা দল থেকে দলে ছুটোছুটি করে চেষ্টা করেছে একটা প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার...

শহরে ফিরে দেখা গেল দলে দলে লোক ঘুরছে নেভস্কির এদিক ওদিক। কিছু একটা আসন্ন। ওয়ার্স স্টেশন থেকে শোনা যাচ্ছিল দূর কামান গর্জনের আওয়াজ। যুঙ্কার শিক্ষালয় তৎপরতায় চঞ্চল। পৌরসভার সদস্যরা ব্যারাকে ব্যারাকে ঘুরে তর্ক করছে, অনুনয় করছে, শোনাচ্ছে বলশেভিক জুলুমের বীভৎস সব কাহিনী — শীত প্রাসাদে যুঙ্কার জবাই, পৌরসভার সামনে তরুণীকে গুলি, নারী সৈন্যদের ধর্ষণ, প্রিন্স তুমানভ হত্যা... পৌরসভা ভবনের আলেক্সান্দর হলে ত্রাণ কমিটির বিশেষ অধিবেশন বসেছে; ছুটোছুটি করে আসছে যাচ্ছে কমিশাররা... স্মোলনি থেকে বহিষ্কৃত সমস্ত সাংবাদিকই এখানে জুটেছে, সবাই প্রচণ্ড উল্লসিত। আমাদের ৎসারস্কোয়ে সেলোর রিপোর্ট তারা কানেই তুলল না। বারে, এ তো সবাই জানে যে ৎসারস্কোয়ে সেলো কেরেনস্কির হাতে, কসাকরা এখন এসে পৌঁছেছে পুলকভোতে। সকালে রেল স্টেশনে কেরেনস্কিকে স্বাগত করার জন্য কমিটি নির্বাচিত হল...

একান্ত গোপনীয়তায় একজন আমায় খবর দিলে যে প্রতিবিপ্লব শুরু হবে রাত বারোটায়। দুটি বিবৃতি আমায় সে দেখাল, একটিতে সই করেছে গোৎস আর পলকোভনিকভ, তাতে যুঙ্কার শিক্ষালয়, হাসপাতালের রোগোত্তীর্ণ সৈনিক এবং গেওর্গি বাহাদুরদের যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে ত্রাণ কমিটির নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়েছে; আরেকটি খোদ ত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকেই, তার ভাষ্যটা এই রকম:

পেত্রগ্রাদবাসীদের প্রতি!

বিপ্লবী পেত্রগ্রাদের কমরেড শ্রমিক, সৈনিক ও নাগরিকগণ!

বলশেভিকরা ফ্রণ্টে শান্তির আবেদন জানিয়ে পশ্চাদ্ভাগে ভ্রাতৃহন্তা যুদ্ধের আহ্বান দিচ্ছে।

এদের প্ররোচনামূলক আবেদনে কর্ণপাত করবেন না!

ট্রেঞ্চ খুঁড়বেন না!

বিশ্বাসঘাতক ব্যারিকেড দূর হোক!

হাতিয়ার ফেলে দিন!

সৈনিকগণ, আপন আপন ব্যারাকে ফিরে যান!

পেত্রগ্রাদে যুদ্ধ শুরুর অর্থ বিপ্লবের ধ্বংস!

মুক্তি, ভূমি ও শান্তির নামে ঐক্যবদ্ধ হোন দেশ ও বিপ্লব ত্রাণ কমিটির চারপাশে!

পৌরসভা ছেড়ে যখন যাচ্ছি, দেখি কঠোর দর্শন দৃঢ়সংকল্প এক দল লালরক্ষী অন্ধকার জনশূন্য রাস্তাটা দিয়ে মার্চ করে আসছে, সঙ্গে তাদের জন বারো বন্দী, কসাক পরিষদের স্থানীয় শাখার সদস্য এরা; তাদের হেডকোয়ার্টার্সে প্রতিবিপ্লবের চক্রান্ত করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছে...

এক বালতি আটা নিয়ে চলেছে একটি ছোটো ছেলে, সঙ্গে একজন সৈনিক, বড়ো বড়ো শাদা পোস্টার আঁটছে:

পেত্রগ্রাদে ও তার উপকণ্ঠে বর্তমানে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হল। রাস্তায় এবং সাধারণভাবে উন্মুক্ত স্থানে কোনো রকম সমাবেশ বা সভা অন্য কোনো আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

ন. পদভইস্কি, সামরিক
বিপ্লবী কমিটির সভাপতি

যখন বাড়ি ফিরছি ততক্ষণে বাতাস ভরে উঠেছে এলোমেলো নানা শব্দে— মোটরের হর্ণ, হাঁক ডাক, আর দূরাগত গুলির আওয়াজে। নিদ্রাহীন নগর উশখুশ করছে অস্বস্তিতে।

ভোরের দিকে সেমিওনভস্কি রেজিমেণ্টের সাধারণ সৈন্যদের ছদ্মবেশে একদল যুঙ্কার ঠিক প্রহরী বদলের কিছু আগে এসে হাজির হয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। বলশেভিক সাঙ্কেতিক ধ্বনি ছিল তাদের, কোনো রকম সন্দেহ উদ্রেক না করে তারা জায়গাটার দখল নেয়। কয়েক মিনিট পরে আন্তোনভ আসেন পরিদর্শনে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে একটা ছোট্ট কুঠরিতে তালা বন্ধ করা হয়। এরপর আসল বদলী সৈন্যরা, আসতেই গুলি চালানো হল তাদের ওপর, জনকয়েকের প্রাণ গেল।

শুরু হয়ে গেল প্রতিবিপ্লব...

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রতিবিপ্লব

পরের দিন, রবিবার, ১১ই নভেম্বর সকালে কসাকরা ঢুকল ৎসারস্কোয়ে সেলোতে, স্বয়ং কেরেনস্কি এলেন (১) একটি শাদা ঘোড়ায় চেপে, সমস্ত গির্জা থেকে ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে। শহরের বাইরে ছোট্ট একটা টিলার ওপর থেকে দেখা যায় পেত্রগ্রাদ, তার সোনালী মিনার আর নানা-রঙা গম্বুজ, একঘেয়ে সমভূমি জুড়ে ছড়িয়ে আছে রাজধানীর ধূসর বিশালতা, আর তারো পরে, ফিনল্যান্ড উপসাগরের ইস্পাৎ ঝলক।

কোনো যুদ্ধ হয় নি। কিন্তু মারাত্মক এক ভুল করে বসলেন কেরেনস্কি। সকাল সাতটায় তিনি ২ নং ৎসারস্কোয়ে সেলো রাইফেলসকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলেন। সৈন্যেরা জবাব দেয় তারা নিরপেক্ষ থাকবে, কিন্তু অস্ত্র দেবে না। আজ্ঞা মানা না মানার জন্য দশ মিনিট সময় দেন কেরেনস্কি। এতে কুপিত হয়ে ওঠে সৈন্যেরা; গত আট মাস ধরে তারা নিজেরাই নিজেদের চালিয়ে আসছে কমিটি মারফত — এ হুকুমে সাবেকী আমলের গন্ধ পায় তারা... কয়েক মিনিট পরে কসাক গোলন্দাজ বাহিনী ব্যারাকে গোলা দাগে, ৮ জন লোক মারা যায়। আর সেই মুহূর্ত থেকেই ৎসারস্কোয়েতে 'নিরপেক্ষ' সৈন্য কেউ আর রইল না...

পেত্রগ্রাদ জেগে উঠল রাইফেলের গর্জন আর সৈন্য মার্চের পদধ্বনিতে। অন্ধকার উঁচু আকাশের নিচে তুহিন বাতাসে তুষারপাতের আভাস। ভোরে মিলিটারি হোটেল এবং টেলিগ্রাফ এজেন্সি দখল করেছে যুঙ্কারদের এক

বিরাট বাহিনী, রক্তপাতে পুনরধিকৃত হয় তা। টেলিফোন স্টেশনকে ঘেরাও করেছে নাবিকেরা, মর্স্কায়ার ঠিক মাঝখানে পিপে, বাক্স আর লোহার পাতের ব্যারিকেড তুলে ওঁৎ পেতে আছে তারা, নয়ত গরোখোভায়া আর সেণ্ট ইসাক চকের মোড়ে আড়াল নিয়ে কিছু একটা নড়ে উঠলেই গুলি চালাচ্ছে। মাঝে মধ্যে রেড ক্রস পতাকা উড়িয়ে মোটর গাড়ি আসছে কি যাচ্ছে। নাবিকেরা তার কোনো বাধা দিচ্ছে না...

আলবার্ট রিস উইলিয়মস* ছিলেন টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। তিনি যান একটি রেড ক্রস মোটর গাড়িতে করে বাহ্যত যা নাকি আহতে ভরা। শহর চক্কর দিয়ে গাড়িটা নানা ঘুরপথে গিয়ে পেঁছয় প্রতিবিপ্লবের হেডকোয়ার্টার্স মিখাইলভস্কি যুঙ্কার শিক্ষালয়ে। তাঁর মনে হয়েছিল আঙিনায় যে একটি ফরাসী অফিসার ছিলেন তিনিই সেনাপতিত্ব করছেন... টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গোলাবারুদ পেঁছনো হয় এই পদ্ধতিতেই। গাদা গাদা এই ধরনের ভেকধারী অ্যাম্বুলেন্স আসলে যুঙ্কারদের বার্তাবহ ও রসদ গাড়ির কাজ করে।

ভেঙে দেওয়া বৃটিশ আর্মর্ড কার ডিবিসনের পাঁচ ছয়টি আর্মর্ড কার ছিল এদের হাতে। লুইজ ব্রায়াণ্ট** যখন সেণ্ট ইসাক চক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যাওয়ার জন্য একটি আর্মর্ড কার এগিয়ে আসে অ্যাডমিরালটির দিক থেকে। গোগল রাস্তার মোড়ে ঠিক তাঁর সামনেই থেমে গেল গাড়িটা। কাঠের গাদার পেছন থেকে গুলি চালাতে শুরু করে কিছু নাবিক। টারেটের মেসিনগানটা চারিদিক ঘুরে কাঠের গাদি এবং সাধারণ জনতার দিকে নির্বিশেষে বেপরোয়া গুলি চালায়। ব্রায়াণ্ট যে খিলানটার নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই মারা যায় পাঁচজন লোক, তার মধ্যে দুজন শিশু। হঠাৎ গর্জন করে নাবিকরা লাফিয়ে যায় সামনে অগ্নিবর্ষণের মধ্যে; দানব যন্ত্রটাকে ঘিরে ধরে চিৎকার করতে করতে তার ছিদ্রগুলোর মধ্যে গুঁজে দেয় বেঅনেটগুলো... ড্রাইভার ভান করলে জখম হয়েছে। তাকে ছেড়ে দিলে তারা — সেও ছুটল পৌরসভা ভবনের দিকে বলশেভিক নৃশংসতার কাহিনী

---

* আলবার্ট রিস উইলিয়মস — জন রীডের বন্ধু, খ্যাতনামা মার্কিন প্রগতিশীল কর্মী ও প্রাবন্ধিক; সমাজতন্ত্রের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতীদের সংগ্রাম নিয়ে কয়েকটি বই লিখেছেন। — সম্পাঃ

** লুইজ ব্রায়াণ্ট (১৮৯০—১৯৩৬) — মার্কিন লেখিকা, জন রীডের স্ত্রী ও সহকর্মী। — সম্পাঃ

বাড়াতে... যারা মারা পড়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন একজন বৃটিশ অফিসার...

পরে খবরের কাগজে আরেকজন ফরাসী অফিসারের খবর পাওয়া গেল। আরেকটি য়ুঙ্কার আর্মর্ড কারে ইনি ধরা পড়ে পিটার-পলে চালান যান। ফরাসী দূতাবাস সঙ্গে সঙ্গেই খবর অস্বীকার করে, কিন্তু নগর কাউন্সিলরদের একজন আমায় বলেন যে তিনি নিজে অফিসারটিকে খালাস করিয়ে আনেন...

মিত্রশক্তি দূতাবাসদের সরকারী মনোভাব যাই থাক, ব্যক্তিগতভাবে ফরাসী ও বৃটিশ অফিসাররা এই দিনগুলোয় খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, ত্রাণ কমিটির কার্যকরী অধিবেশনে তাদের পরামর্শদাতা হিসাবেও দেখা গেছে।

সেদিন শহরের প্রতিটি মহল্লায় সারা দিন সংঘর্ষ চলে য়ুঙ্কারদের সঙ্গে লালরক্ষীদের, লড়াই বাধে আর্মর্ড কারে আর্মর্ড কারে... একলা গুলি, ঝাঁক বাঁধা গুলি আর মেসিনগানের তীক্ষ্ম চড়বড়ে আওয়াজ সেদিন শোনা গেছে কখনো কাছে কখনো দূরে। দোকানগুলোয় লোহার ঝাঁপ নামানো কিন্তু কেনা বেচা বন্ধ হয় নি। এমনকি ভিড়াক্রান্ত প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনীও চলেছে তার বাইরের সমস্ত আলো নিভিয়ে। ট্রাম চলছিল। কাজ করছিল টেলিফোন; সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জে ফোন করলে গুলি বর্ষণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল পরিষ্কার... স্মোলনিকে কোনো যোগাযোগ দেওয়া হচ্ছিল না, কিন্তু সমস্ত য়ুঙ্কার শিক্ষালয় এবং ৎসারস্কোয়েতে কেরেনস্কির সঙ্গে পৌরসভা ও ত্রাণ কমিটির অবিরাম যোগাযোগ বজায় ছিল।

সকাল সাতটায় ভ্লাদিমির য়ুঙ্কার স্কুলে হাজির সৈনিক, নাবিক ও লালরক্ষীদের একটি পেট্রল, অস্ত্র সমর্পণের জন্য য়ুঙ্কারদের কুড়ি মিনিট সময় দেয় তারা। চরমপত্র অগ্রাহ্য হয়। এক ঘণ্টা বাদে তোড়জোড় সমাপ্ত করে য়ুঙ্কাররা মার্চ করতে নামামাত্র গ্রেবেৎস্কায়া ও বলশয় প্রসপেক্টের মোড় থেকে প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণের সম্মুখীন হয়ে পেছনে গেল। বাড়ি ঘেরাও করে গুলি চালায় সোভিয়েত সৈন্য, দুটি আর্মর্ড কার সামনে পেছনে টহল দিয়ে মেসিনগান চালাতে থাকে। য়ুঙ্কাররা সাহায্যের জন্য টেলিফোন করে। কসাকরা জবাব দেয় যে তারা বেরুতে সাহস পাচ্ছে না, কেননা দুটি কামান সমেত বিরাট একদল সৈন্য তাদের ব্যারাক আটকে আছে। পাভলভস্ক শিক্ষালয়ও ঘেরাও হয়। মিখাইলভ য়ুঙ্কাররা লড়াই চালায় রাস্তায়...

সাড়ে এগারটায় এসে পেঁছিল তিনটে ফিল্ড কামান। পুনরায় আত্মসমর্পণের দাবির জবাবে যুঙ্কাররা গুলি করে মারলে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের দুজনকে — শাদা পতাকা নিয়ে গিয়েছিল তারা। এই বার শুরু হল সত্যিকারের গোলাবর্ষণ। স্কুলের দেয়ালে দেখা দিল বড়ো বড়ো ফুটো। মরিয়ার মতো আত্মরক্ষা করছিল যুঙ্কাররা, চিৎকার তুলে তরঙ্গের পর তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লালরক্ষীরা কিন্তু প্রচন্ড গুলিবর্ষণে ভেঙে পড়ল… ৎসারস্কোয়ে থেকে কেরেনস্কি টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, সামরিক বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে কোনো আলাপ আলোচনা চলবে না।

পরাজয়ের জ্বালায় এবং স্তূপীকৃত মৃতদেহে ক্ষিপ্ত হয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা এবার আগুন ও ইস্পাতের এক ঝড় তুললে। তাদের নিজেদের অফিসাররাও এই উদ্দাম গোলাবর্ষণ ঠেকাতে পারল না। স্মোলনির এক কমিশার কিরিলভ থামাবার চেষ্টা করেছিল, তাকে খতম করে দেবার হুমকি দিলে তারা। লালরক্ষীদের রক্ত জ্বলে উঠেছে।

আড়াইটের সময় শাদা পতাকা তুললে যুঙ্কাররা; প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতি পেলে তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজী। সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। হুঙ্কার তুলে ধেয়ে গেল হাজার হাজার সৈনিক আর লালরক্ষী, জানলা দিয়ে, দরজা দিয়ে, দেয়ালের ফুটোগুলো দিয়ে ঢুকে পড়ল তারা। কোনো রকম থামাবার অবকাশ মেলার আগেই পিটিয়ে সঙীনে গেঁথে খুন করা হল পাঁচজন যুঙ্কারকে। বাকি প্রায় দু'শ জনকে ছোটো ছোটো দলে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল পিটার-পলে। উদ্দেশ্য ছিল এতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে না। তাহলেও রাস্তায় একটা দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জনতা, খুন হয় আরো আটজন যুঙ্কার… অন্যদিকে লালরক্ষী ও সৈনিক মারা গিয়েছিল শতাধিক…

দু' ঘণ্টা পরে পৌরসভা টেলিফোন বার্তা পেল যে বিজয়ীরা ইঞ্জিনিয়েনি জামোক বা ইঞ্জিনিয়র স্কুলের দিকে মার্চ করছে। সঙ্গে সঙ্গেই বারো জন সদস্য ত্রাণ কমিটির সর্বশেষ ঘোষণার বান্ডিল বগলদাবা করে ছুটল তাদের মধ্যে বিতরণের জন্য। এদের কয়েকজনকে আর ফিরে আসতে হয় নি… অন্য সমস্ত স্কুলই বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করলে, অক্ষত দেহেই যুঙ্কাররা পেঁছিল পিটার-পল আর ক্রনশ্তাদ্তে…

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রুখে রইল বিকাল পর্যন্ত, এই সময় এসে পেঁছয় একটি বলশেভিক আর্মর্ড কার, ঝঞ্ঝাক্রমণে জায়গাটা দখল করে নাবিকেরা।

চিৎকার করে ছুটোছুটি লাগায় আতঙ্কিত টেলিফোন-মেয়েরা; যুঙ্কাররা তাদের উর্দি থেকে পদব্যঞ্জক সমস্ত চিহ্ন ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। একজন উইলিয়মসের কাছ থেকে তার ওভারকোটটা চায় যে কোনো মূল্যে, ছদ্মবেশের জন্য... 'আমাদের খুন করবে ওরা, খুন করবে!' চিৎকার করতে থাকে তারা কেননা এদের অনেকেই শীত প্রাসাদে শপথ করেছিল যে জনগণের বিরুদ্ধে তারা আর অস্ত্র ধারণ করবে না। উইলিয়মস প্রস্তাব দেন আন্তোনভকে মুক্তি দিলে তিনি মধ্যস্থতা করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গেই সর্ত পালিত হল; এতগুলি মৃত্যুর পর সত্যি সত্যিই ক্ষেপে উঠেছিল বিজয়ী নাবিকেরা, কিন্তু বক্তৃতা দিলেন আন্তোনভ আর উইলিয়মস, আবার ছেড়ে দেওয়া হল যুঙ্কারদের... শুধু আতঙ্কে যারা ছাত টপকে পালাতে গিয়েছিল অথবা লুকিয়েছিল চিলেকোঠায়, তাদের পাকড়াও করে ধাক্কিয়ে নামানো হল রাস্তায়।

ক্লান্ত রক্তাক্ত বিজয়ী নাবিক আর মজুররা হুড়মুড় করে এসে ছেয়ে ফেলেছিল সুইচ-বোর্ড ঘরটা, কিন্তু হঠাৎ সেখানে অতগুলি সুশ্রী তরুণী দেখে পেছিয়ে এল বিব্রতের মতো, থতমত পায়ের ওপর আগুপিছু করতে লাগল তারা। কিন্তু একটি তরুণীও জখম হয় নি, লাঞ্ছিত হয় নি একজনও। ভয়ে তারা জড়াজড়ি করে ছিল কোণগুলোয়, কিন্তু যখন দেখলে ভয় নেই অমনি ঝাল ঝাড়তে শুরু করলে। 'এ্যাঃ, নোংরা ছোটো লোক সব! হাঁদা গোঁয়ার!..' লালরক্ষী ও নাবিকেরা ঘাবড়ে গিয়েছিল। 'জানোয়ার, শুয়োর!' ওভারকোট আর টুপি পরতে পরতে সরোষে চিৎকার করতে লাগল তরুণীরা, তাদের বেপরোয়া নবীন রক্ষকদের কার্তুজ জোগানো বা জখমের শুশ্রূষা — সে যে সত্যিই এক রোমাণ্টিক অভিজ্ঞতা! যুঙ্কারদের অনেকেই যে অভিজাত বংশের লোক, লড়ছে তাদের আদরের জারকে ফিরিয়ে আনবার জন্য! আর এরা যে নিতান্ত মামুলী মজুর, চাষী, 'ছোটো লোক'...

সামরিক বিপ্লবী কমিটির কমিশার হ্রস্বদেহী ভিশনিয়াক মেয়েদের থেকে যাবার জন্য বোঝালেন। খুবই ভদ্রতা করলেন তিনি। বললেন, 'আপনাদের ওপর অবিচার হয়েছে। টেলিফোন ব্যবস্থাটা পৌরসভার এক্তিয়ারে। আপনারা পান মাসে ষাট রুবল অথচ কাজ করতে হয় দিনে দশ ঘণ্টা কি আরো বেশি... এবার থেকে এসব বদলে যাবে। সরকার স্থির করেছে টেলিফোন থাকবে ডাক-তার মন্ত্রিদপ্তরের অধীনে। আপনাদের মাইনে অবিলম্বে বাড়িয়ে দেওয়া

হবে দেড়শ' রুবলে, কাজের ঘণ্টা কমবে। শ্রমিক শ্রেণীর একাংশ হিসাবে আপনারা খুশি হবেন...'

শ্রমিক শ্রেণীর একাংশ বৈকি! উনি কি বলতে চান এই — এই জানোয়ারগুলোর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক আছে? থাকব? হাজার রুবল মাইনে দিলেও নয়!.. উগ্র উদ্ধত মেজাজে স্থান ত্যাগ করলে তারা।

রইল শুধু কর্মচারীরা, লাইন মেন আর মজুররা। কিন্তু সুইচ-বোর্ড তো চালাতে হবে, টেলিফোন অপরিহার্য... শিক্ষিত অপারেটর পাওয়া গেল মাত্র জন ছয়েক। স্বেচ্ছাসেবকের ডাক দেওয়া হল, সাড়া দিলে শতখানেক লোক— নাবিক, সৈনিক, মজুর। ছয়জন টেলিফোন-মেয়ে তাদের দেখিয়ে দিয়ে, বুঝিয়ে দিয়ে, বকুনি দিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল... এইভাবেই হোঁচট খেয়ে খেয়েই বটে তবু চালু হল কাজ, ধীরে ধীরে গুঞ্জন তুললে তারগুলো। প্রথম কাজ হল স্মোলনির সঙ্গে ব্যারাক আর কলকারখানাগুলোর যোগাযোগ; দ্বিতীয় কাজ পৌরসভা ভবন আর যুঙ্কার স্কুলগুলির যোগাযোগ কাটা... বিকেলের দিকে খবর ছড়াল শহরে, আর শত শত বুর্জোয়া টেলিফোন করে ধমক দিতে লাগল, 'নির্বোধ শয়তান! কতদিন টিকবে ভেবেছ। দাঁড়াও না কসাকরা আসছে!'

ইতিমধ্যেই অন্ধকার নামছিল। নেভস্কি প্রায় পরিত্যক্ত, কনকনে বাতাস বইছে, কাজান ক্যাথেড্র্যালের সামনে একটা ভিড় জমে, নিরবসান বিতর্কটা চালিয়ে যাচ্ছে, কিছু মজুর, কিছু সৈন্য, বাকিরা সবাই দোকানদার, কেরানী ইত্যাদি।

'কিন্তু জার্মানিকে শান্তিতে রাজী করাতে লেনিন পারবে না!' বললে একজন।

তেড়ে মেরে জবাব দিলে একজন যুবক সৈনিক, 'কিন্তু তার জন্যে দায়ীটা কে? তোমাদের শয়তান কেরেনস্কি, জঘন্য বুর্জোয়ারা! চুলোয় যাক কেরেনস্কি! আমরা তাকে চাই না! আমরা চাই লেনিনকে...'

পৌরসভা ভবনের বাইরে শাদা বাহুবন্ধ পরা একজন অফিসার প্রচণ্ড মুখখিস্তি করতে করতে দেয়াল থেকে পোস্টার টেনে ছিঁড়ছে। একটি পোস্টারে লেখা আছে:

পেত্রগ্রাদবাসীদের প্রতি!

এই বিপজ্জনক মুহূর্তে যখন পৌরসভার উচিত ছিল জনগণকে শান্ত করা, তাদের জন্য রুটি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করা, তখন দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও কাদেতরা তাদের কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে পৌরসভাকে পরিণত করেছে একটি প্রতিবিপ্লবী আসরে, জনগণের একাংশকে উত্থিত করতে চাইছে অবশিষ্টের বিরুদ্ধে ও তাতে করে কর্নিলভ-কেরেনস্কির বিজয়ে সাহায্য করতে চাইছে। কর্তব্য পালন করার বদলে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও কাদেতরা পৌরসভাকে পরিণত করেছে শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক সোভিয়েতগুলির বিরুদ্ধে, শান্তি, রুটি ও মুক্তির বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণের এক রঙ্গমঞ্চে।

পেত্রগ্রাদবাসীগণ, আমরা আপনাদের নির্বাচিত বলশেভিক কাউন্সিলররা আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও কাদেতরা তাদের কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছে, জনগণকে ঠেলে দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ ও গৃহযুদ্ধের মুখে। ১,৮৩,০০০ ভোটে নির্বাচিত আমরা মনে করি যে পৌরসভায় কী ঘটছে তার প্রতি আমাদের নির্বাচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের কর্তব্য এবং ঘোষণা করছি যে এর ভয়ঙ্কর ও অনিবার্য পরিণামের কোনো রকম দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত...

বহুদূর থেকে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ আসছিল, কিন্তু নগর এলিয়ে আছে শান্ত, নিরুত্তাপ, যেন প্রচণ্ড স্নায়বিক দমকের পর এখন একেবারে অবসন্ন।

নিকোলাই হলে পৌরসভার অধিবেশন শেষ হতে চলেছে। এমনকি উগ্রচণ্ডা পৌরসভাও মনে হল যেন বিমূঢ়। একের পর এক কমিশাররা রিপোর্ট দিচ্ছেন — টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হস্তচ্যুত, রাস্তায় লড়াই, ভ্লাদিমির স্কুল দখল... ত্রুপ বললেন, 'স্বেচ্ছাচারী বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে পৌরসভা গণতন্ত্রের পক্ষপাতী; অন্তত, যে পক্ষই জিতুক না কেন, পৌরসভা সর্বদাই খুনোখুনি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে...'

কাদেত কনোভস্কি — লম্বাটে এক বুড়ো, মুখখানা নিষ্ঠুর, বললেন, 'বৈধ সরকারের সৈন্যবাহিনী যখন পেত্রগ্রাদে আসবে তখন এই অভ্যুত্থানীদের গুলি

করে মারবে তারা, তাকে খুনোখুনি বলে না!' কক্ষের চারিদিক থেকে, এমনকি তাঁর নিজ পার্টি থেকেও প্রতিবাদ উঠল।

আজ সংশয় আর নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে এখানে। দমিত হচ্ছে প্রতিবিপ্লব। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার কর্মকর্তাদের উপর অনাস্থা জানিয়েছে; বামপন্থী অংশটাই এখন প্রাধান্য করছে; পদত্যাগ করেছেন আভক্সেন্তিয়েভ। একজন বার্তাবহ খবর দিলে যে রেল স্টেশনে কেরেনস্কিকে স্বাগত করার জন্য যে কমিটি গিয়েছিল তারা গ্রেপ্তার হয়েছে। রাস্তায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে দূর কামানগর্জনের চাপা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অথচ এখনো কেরেনস্কির দেখা নেই...

বেরিয়েছে শুধু তিনটি সংবাদপত্র: 'প্রাভদা', 'দেলো নারোদা', 'নভায়া জিজ্ন'। সবাই নতুন 'কোয়ালিশন' সরকার নিয়ে অনেক জায়গা দিয়েছে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পত্রিকায় কাদেত ও বলশেভিক উভয়কেই বাদ দিয়ে একটি সরকার গঠনের দাবি করা হয়েছে। গোর্কি আশা প্রকাশ করেছেন; স্মোলনি ছাড় দিয়েছে। দানা বাঁধছে একটি বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্রী সরকার সবাই থাকবে শুধু বুর্জোয়ারা ছাড়া। আর 'প্রাভদা' করেছে বিদ্রূপ:

রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে এই কোয়ালিশনকে আমরা মানি না; এদের সবচেয়ে সেরা সদস্যেরাও মাত্র সন্দেহজনক খ্যাতির তুচ্ছ সাংবাদিক; আমাদের 'কোয়ালিশন' হল গরিব চাষীদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েত ও বিপ্লবী ফৌজের...

দেয়ালে দেয়ালে ভিকজেলের একটি আত্মম্ভরী বিবৃতি — উভয় পক্ষ যদি আপোস না করে তাহলে তারা ধর্মঘট করবে:

এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামা যারা জয় করবে, দেশের এই সর্বনাশ থেকে যারা বাঁচাবে তারা বলশেভিক নয়, ত্রাণ কমিটি নয়, কেরেনস্কি সৈন্যও নয়, তারা আমরা, রেল শ্রমিক ইউনিয়ন...

রেলের মতো একটা জটিল ব্যাপার চালাতে লালরক্ষীরা অক্ষম; আর সামরিক সরকার — তারা তো প্রমাণই করে দিয়েছে যে ক্ষমতা ধরে রাখতে তারা অসমর্থ...

সমস্ত গণতন্ত্রের আস্থার উপর নির্ভরশীল একটি সরকারের... কর্তৃত্ব অনুসারে যা চলে না তেমন কোনো পার্টির জন্য আমরা কাজ করব না...

আর কর্মচঞ্চল নানা অফুরন্ত মানুষের অসীম প্রাণশক্তিতে থর থর করছে স্মোলনি।

ট্রেড ইউনিয়ন সদরদপ্তরে লজোভস্কি আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন নিকোলাই লাইনের রেল শ্রমিকদের এক প্রতিনিধির সঙ্গে। এ'র কাছে শুনলাম, নেতাদের আচরণের নিন্দা করে বিরাট বিরাট জনসভা হচ্ছে সেখানে।

টেবিলে ঘুষি মেরে তিনি বললেন, 'সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে! রেলের কেন্দ্রীয় কমিটির **ওবোরোনৎসি** কর্নিলভের খেল খেলছে। স্তাভকায় একটা মিশন পাঠাবার চেষ্টা করে তারা, কিন্তু আমরা তাদের গ্রেপ্তার করেছি মিনস্কে... আমাদের শাখা থেকে সারা রুশ রেল শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বানের দাবি জানিয়েছি, এরা কিছুতেই তা ডাকতে চাইছে না...'

সোভিয়েতগুলিতে, ফৌজ কমিটিতে যে ব্যাপার, এখানেও তাই। সারা রাশিয়া জুড়ে গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলো একের পর এক ফেটে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে। অন্তঃসংগ্রামে সমবায়গুলি বিদীর্ণ; কৃষকদের কার্যকরী কমিটির সভা ভেঙে যায় প্রচণ্ড কলহের মধ্যে; এমনকি চাঞ্চল্য জেগেছে কসাকদের মধ্যেও...

ওপর তলায় সামরিক বিপ্লবী কমিটি এতটুকু ঢিলা না দিয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছে। নতুন নতুন লোক এসে জুটছে দৃপ্ত, সতেজ — দিন আর রাত, দিন আর রাত তারা ডুব দিচ্ছে ভয়ংকর যন্ত্রটায়, বেরিয়ে আসছে শিথিল অবসন্ন দেহে, ক্লান্তিতে অন্ধ, ভাঙা গলা, গা-ভর্তি নোংরা, ঘুমে নেতিয়ে পড়ছে মেঝের ওপর... ত্রাণ কমিটি বেআইনী ঘোষিত হয়েছে। নতুন নতুন ঘোষণার স্তূপ (২) ছড়িয়ে আছে মেঝেয়:

...গ্যারিসন বা শ্রমিক শ্রেণী কোথাও ভিত্তি ছিল না চক্রীদের, তাই তারা সবচেয়ে বেশি ভরসা করেছিল আচমকা আক্রমণের ওপর। একজন লালরক্ষী সৈন্যের বিপ্লবী সতর্কতার কল্যাণে (এ'র নাম পরে প্রকাশিত হবে) সাব-লেফটন্যান্ট ব্লাগোনরাভভ যথা সময়েই চক্রান্তটি আবিষ্কার করতে পারেন। ষড়যন্ত্রের মধ্যমণি ছিল ত্রাণ কমিটি। কর্নেল পলকোভনিকভ নিয়েছিলেন সামরিক নেতৃত্বের ভার, আদেশ সই করেন গোৎস, সাময়িক সরকারের ভূতপূর্ব সদস্য, যাঁকে তাঁর মুখের কথায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল...

এই সব তথ্যের প্রতি পেত্রগ্রাদ জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে

সামরিক বিপ্লবী কমিটি চক্রান্তে সংশ্লিষ্ট সকলকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিচ্ছে. বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের সামনে এদের বিচার হবে...

মস্কোর খবর: যুঙ্কার ও কসাকরা ক্রেমলিন ঘেরাও করে সোভিয়েত সৈন্যদের অস্ত্র সমর্পণের আদেশ দেয়। সোভিয়েত সৈন্যেরা মেনে নেয় কিন্তু ক্রেমলিন থেকে চলে যাবার সময় তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলি চালানো হয়। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ আপিস থেকে বলশেভিকদের স্বল্পসংখ্যক সৈন্যেরা বিতাড়িত হয়েছে; শহরের কেন্দ্রস্থল এখন যুঙ্কারদের দখলে... কিন্তু তাদের চারপাশে জমায়েৎ হচ্ছে সোভিয়েত সৈন্য; ধীরে ধীরে জমে উঠছে রাস্তার লড়াই; আপোসের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে... সোভিয়েতের পক্ষে আছে গ্যারিসনের দশ হাজার সৈন্য আর কিছু লালরক্ষী; সরকারের পক্ষে ছয় হাজার যুঙ্কার, আড়াই হাজার কসাক এবং দু' হাজার শ্বেতরক্ষী।

অধিবেশন চলেছে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের; পাশের ঘরে নতুন ৎসে-ই-কা — ওপর তলায় বৈঠকরত জনকমিশার পরিষদ থেকে আগত ডিক্রি ও আদেশনামা(৩) নিয়ে তারা ব্যস্ত; আলোচনা চলছে আইনাদি অনুমোদন ও প্রকাশের আদেশনামা, শ্রমিকদের জন্য আট ঘণ্টা কর্মদিনের আইন, লুনাচারস্কির 'জনশিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি' নিয়ে। এই দুই সভায় হাজির আছে মাত্র কয়েক শ' লোক, বেশির ভাগই সশস্ত্র। স্মোলনি প্রায় জনশূন্য, শুধু প্রহরীরা ভবনের দু' পাশ দখলে রাখার জন্য হলের জানলায় জানলায় মেসিনগান বসাচ্ছে।

ৎসে-ই-কাতে ভিকজেলের একজন প্রতিনিধি বক্তৃতা দিচ্ছেন:

'কোনো পক্ষেরই সৈন্যদের আমরা পরিবহন করব না... কেরেনস্কির কাছে আমরা একটি কমিটি পাঠিয়েছি এই কথা জানাতে যে, তিনি পেত্রগ্রাদে অভিযান চালাতে থাকলে আমরা তাঁর যোগাযোগ লাইন বন্ধ করে দেব...'

নতুন সরকার গঠনের জন্য সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টির সম্মেলন ডাকার চিরাচরিত প্রস্তাব দিলেন ইনি...

কামেনেভ খুব সাবধানে জবাব দিলেন। বলশেভিকরা সে সম্মেলনে সানন্দেই যোগ দেবে। তবে আসল কথাটা সরকার গঠনে নয়, সোভিয়েত কংগ্রেসের কর্মসূচি তা গ্রহণ করতে রাজী আছে কিনা সেই হল প্রশ্ন... বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও আন্তর্জাতিকতাবাদী সোশ্যাল-

ডেমোক্রাটদের ঘোষণা নিয়ে ৎসে-ই-কা আলোচনা করেছে এবং এমনকি ফৌজ কমিটি ও কৃষক সোভিয়েতগুলিকে ধরেই সম্মেলনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে...

বড়ো হলটিতে ত্রৎস্কি দিনের ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলেন।

বললেন, 'ভ্লাদিমির মুজিকদের আত্মসমর্পণের সুযোগ দিয়েছিলাম আমরা। বিনা রক্তপাতে নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রক্ত যখন ঝরেছে তখন পথ শুধু একটি — নির্মম সংগ্রাম। অন্য কোনো পথে জয়লাভ করতে পারব এ কথা ভাবা হাস্যকর... এটা একটা নির্ধারক মুহূর্ত। সামরিক বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে সবাইকে, খবর দিন কোথায় কাঁটা তার, পেট্রল, অস্ত্র ইত্যাদি আছে... ক্ষমতা আমরা জয় করেছি; এবার তাকে ধরে রাখতে হবে!

মেনশেভিক ইওফে তাঁর 'পার্টি'র ঘোষণা পড়ে শোনাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু 'নীতি নিয়ে বিতর্ক' ত্রৎস্কি না-মঞ্জুর করে দিলেন।

বলে উঠলেন, 'আমাদের বিতর্ক এখন রাস্তায়। চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যা ঘটছে তার দায়িত্ব আমরা সকলেই, ব্যক্তিগতভাবে আমি গ্রহণ করছি...'

ফ্রন্টের, গাৎচিনার সৈন্যেরা তাদের কাহিনী শোনালে। ৪৮১ নং গোলন্দাজ বাহিনীর মর্ত্যু ব্যাটালিয়নের একজন সৈন্য বললে, 'ট্রেঞ্চের সৈন্যেরা যখন এ সব কথা শুনবে, তখন তারা বলে উঠবে, 'এই হল আমাদের সরকার।'' পিটারহফের একজন যুঙ্কার বললে সে এবং আরো দুজন যুঙ্কার সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অভিযানে যেতে অস্বীকার করেছে; শীত প্রাসাদের প্রতিরক্ষার পর তার সাথীরা ফিরে তাকে তাদের কমিশার নিযুক্ত করে স্মোলনিতে পাঠিয়েছে, সত্যকার বিপ্লবের সেবা করতে তারা প্রস্তুত...

তারপর আবার দাঁড়ালেন ত্রৎস্কি, অগ্নিবর্ষী, ক্লান্তিহীন; আদেশ দিচ্ছেন, জবাব দিচ্ছেন প্রশ্নের।

বললেন, 'শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের পরাস্ত করার জন্যে পেটি বুর্জোয়ারা খোদ শয়তানের সঙ্গে যোগ দিতেও পেছ-পা হবে না!' গত দুই দিন মাতলামির অনেক ঘটনা চোখে পড়েছে। 'মদ্যপান চলবে না কমরেড! নিয়মিত প্রহরীরা ছাড়া রাত আটটার পর কারো রাস্তায় থাকা চলবে না। যেখানেই মজুদ মদ আছে বলে সন্দেহ হবে তেমন সমস্ত জায়গা তল্লাস করে

মজ্বদ ধ্বংস করতে হবে (৪)। মদ যারা বেচবে তাদের প্রতি কোনো রকম মায়া দেখানো চলবে না (৫)...'

ত্রিবর্গ শাখার প্রতিনিধিদের তলব করে লোক পাঠাল সামরিক বিপ্লবী কমিটি, তারপর প্রতিলভ সদস্যদের জন্য; ঝটপট বেরিয়ে গেল তারা।

'এক একজন বিপ্লবীর জানের বদলে আমরা পাঁচজন প্রতিবিপ্লবীর জান নেব!' বললেন ব্রৎস্কি।

ফের শহরে। আলোয় জ্বল জ্বল করছে পৌরসভা, প্রচণ্ড ভিড় করে ভেতরে ঢুকছে লোকে। নিচের হলে কান্নাকাটি, হাহাকার। ব্লেটিন বোর্ডের সামনে জনতার হুড়াহুড়ি, দিনের সংঘর্ষে নিহত বা তথাকথিত নিহত যুঙ্কারদের তালিকা টাঙানো হয়েছে এখানে, 'তথাকথিত' বলছি কারণ অধিকাংশ মৃতই পরে অক্ষত দেহেই ফিরে আসে... ওপরে আলেক্সান্দর হলে ত্রাণ কমিটির সভা চলছে। অফিসারদের সোনালী লাল কাঁধ-পট্টি খুবই চোখে পড়ে, দেখা গেল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি বুদ্ধিজীবীদের পরিচিত মুখ, ব্যাঙ্কার ও কূটনীতিকদের কঠিন চোখ আর স্থূলাঙ্গ মহিমা, সাবেকী আমলের রাজপুরুষ আর সুবেশী নারীরা...

বিবরণ দিচ্ছিল টেলিফোন-মেয়েরা। মঞ্চে আসছে তরুণীর পর তরুণী— অতিভূষিতা, ফ্যাশন-পাগল সব মেয়ে, অথচ শীর্ণ মুখ, ছিন্ন জুতো। তরুণীর পর তরুণী — পেত্রগ্রাদের 'সম্ভ্রান্তদের', অফিসারদের, ধনীদের, নাম-করা রাজনীতিকদের করতালিতে আনন্দে আরক্তিম — বর্ণনা করলে প্রলেতারিয়েতের হাতে তাদের দুর্ভোগের কথা, ঘোষণা করলে সাবেকী, সুপ্রতিষ্ঠ ও সবল সবকিছুর প্রতি তাদের আনুগত্য...

নিকোলাই হলে আবার বৈঠকে বসেছে পৌরসভা। আশার সুরে মেয়র জানালেন পেত্রগ্রাদ রেজিমেণ্টরা তাদের আচরণে লজ্জিত; প্রচারে ফল দিচ্ছে... আসছে যাচ্ছে দূতেরা, বলশেভিকদের বীভৎস কীর্তির রিপোর্ট দিচ্ছে কেউ, কেউ ছুটেছে যুঙ্কারদের বাঁচাতে, কেউ বেরুচ্ছে তদন্তে...

ত্রুপ বললেন, 'বলশেভিকদের জয় করতে হবে বেঅনেট দিয়ে নয়, নৈতিক শক্তিতে...'

ওদিকে বিপ্লবী ফ্রন্টের অবস্থা সবই যে খুব খাসা তা নয়। কামান বসানো আর্মর্ড ট্রেন এনে হাজির করেছে শত্রু। সোভিয়েত সৈন্যেরা অধিকাংশই আনাড়ী লালরক্ষী, অফিসার নেই তাদের, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। তাদের

কেরেনস্কি সৈন্যদের বিরুদ্ধে অগ্রসর দিবেঙ্কোর নেতৃত্বে একদল নাবিক
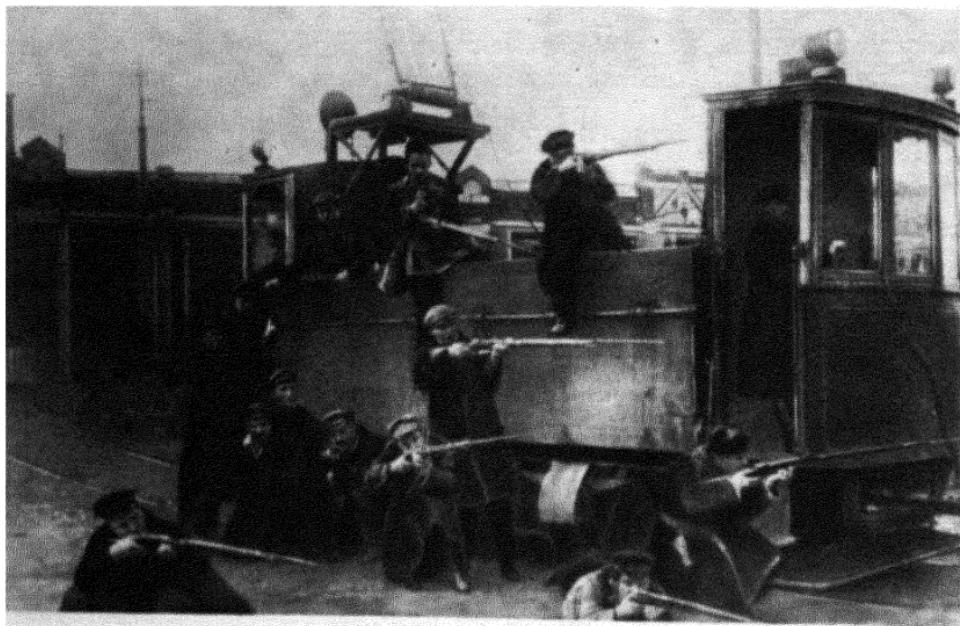
মস্কোর জামোস্ক্ভরেচিয়ে এলাকায় নভেম্বর লড়াইয়ের সময় বর্মাবৃত ট্রামগাড়ি

সঙ্গে যোগ দিয়েছে নিয়মিত বাহিনীর কেবল পাঁচ হাজার সৈন্য। বাকি সৈন্যেরা হয় য়ুঙ্কার বিদ্রোহ দমনে বা নগর প্রহরায় ব্যস্ত নয়ত এখনো দ্বিধান্বিত। রাত দশটায় শহরের রেজিমেণ্ট প্রতিনিধিদের এক সভায় বক্তৃতা দিলেন লেনিন, বিপুল ভোটাধিক্যে তারা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিলে। জেনারেল স্টাফ হিসাবে কাজ করার জন্য নির্বাচিত হল পাঁচজন সৈন্যের এক কমিটি, ভোরের দিকে পরিপূর্ণ যুদ্ধ সজ্জায় ব্যারাক ছাড়ল রেজিমেণ্টগুলো... বাড়ি ফেরার সময় দেখলাম তাদের, বিজিত নগরের পরিত্যক্ত রাস্তা দিয়ে পাকা সৈনিকের নিখুঁত চালে কদম ফেলছে বেঅনেট উঁচিয়ে .

ঠিক এই সময়েই সাদোভায়ায় ভিকজেলের সদরদপ্তরে চলছিল নতুন একটি সরকার গঠনের জন্য সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টির এক সম্মেলন। মধ্যপন্থী মেনশেভিকদের পক্ষ থেকে আব্রামোভিচ বলেন, বিজেতা বিজিত কিছু থাকা চলবে না, অতীত ভুলে যাওয়া যাক... এতে সব বামপন্থী পার্টিই সায় দেয়। দক্ষিণপন্থী মেনশেভিকদের পক্ষ থেকে দান বলশেভিকদের কাছে সন্ধির এই প্রস্তাব দেন: লালরক্ষীদের নিরস্ত্র করতে হবে, পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনকে তুলে দিতে হবে পৌরসভার আদেশাধীনে; কেরেনস্কি সৈন্যদের পক্ষ থেকে একটিও গুলিবর্ষণ, একজনকেও গ্রেপ্তার করা চলবে না; বলশেভিকদের বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টি নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। স্মোলনির পক্ষ থেকে রিয়াজানভ ও কামেনেভ ঘোষণা করলেন যে সমস্ত পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা তাঁরা মানতে রাজী আছেন, কিন্তু দানের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করছেন। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মধ্যে দুটি মত দেখা গেল; কিন্তু কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি ও জন-সমাজতন্ত্রীরা বলশেভিকদের গ্রহণে সোজাসুজি আপত্তি করলে... প্রচণ্ড কলহের পর একটি কার্যকরী পরিকল্পনা রচনার জন্য নির্বাচিত হল একটি কমিশন...

সারা রাত ধরে কোঁদল চলল সে কমিশনে, কোঁদল চলল তারপরের গোটা দিন, গোটা রাত। এর আগেও ৯ই নভেম্বর মার্তভ ও গোর্কির নেতৃত্বে আপোসের অনুরূপ একটা চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু কেরেনস্কির আসন্ন আগমন ও ত্রাণ কমিটির ক্রিয়াকলাপের ফলে দক্ষিণপন্থী মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও জন-সমাজতন্ত্রীরা হঠাৎ প্রস্থান করে। এবার য়ুঙ্কার বিদ্রোহ দমনের পর টনক নড়েছে এদের...

১২ই তারিখ সোমবারটা কাটল অনিশ্চিত উদ্বেগে। সারা রাশিয়া তাকিয়ে আছে পেত্রগ্রাদ উপকণ্ঠের সেই ধূসর সমভূমিটায়, যেখানে সাবেকী ব্যবস্থার সবকিছু শক্তি সম্মুখীন হয়েছে নতুনের, অজানার অসংগঠিত ক্ষমতার সামনে। মস্কোয় ঘোষিত হয়েছে একটা যুদ্ধবিরতি; দু' পক্ষই রাজধানীর ফলাফল দেখা পর্যন্ত আলাপ চালাচ্ছে। ওদিকে সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে ছুটন্ত ট্রেনে বিপ্লবের অগ্নিদীক্ষা বহন করে এসে পোঁছতে শুরু করেছে তাদের নিজ নিজ এলাকায়, এশিয়ার সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত। ক্রমপ্রসর ঊর্মিমালায় অলৌকিক ঘটনাটার বার্তা ছড়াচ্ছে বিপুল দেশটায় আর সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে শহর, নগর, দূর দূরান্তের গ্রাম। মাথা তুলছে পৌরসভা, জেমস্তভো আর সরকারী কমিশারদের বিরুদ্ধে সামরিক বিপ্লবী কমিটি, শ্বেতের বিরুদ্ধে লালরক্ষী, চলেছে রাস্তার লড়াই, জ্বালাময় বক্তৃতা... কী রায় দেবে পেত্রগ্রাদ তার ওপরেই নির্ভর করছে ফলাফল...

স্মোলনি প্রায় শূন্য, কিন্তু পৌরসভা জনাকীর্ণ, কোলাহল-মথিত। বৃদ্ধ মেয়র তাঁর মর্যাদার বৈভবে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন বলশেভিক কাউন্সিলরদের আবেদনে।

'পৌরসভা প্রতিবিপ্লবের কেন্দ্র নয়,' আবেগ ঢেলে বললেন তিনি, 'বিভিন্ন পার্টির মধ্যে এই সংগ্রামে পৌরসভা কোনো অংশ নিচ্ছে না। কিন্তু দেশে যখন কোনো বৈধ ক্ষমতা নেই, তখন শৃঙ্খলার একমাত্র কেন্দ্র হল মিউনিসিপ্যাল স্বশাসন। শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ এ সত্য মানে; বৈদেশিক দূতাবাসগুলি শুধু নগর মেয়রের স্বাক্ষরিত দলিলই স্বীকার করে। অন্য কোনো ব্যবস্থার কথা কোনো ইউরোপীয়র মনে উদিতই হতে পারে না, কেননা মিউনিসিপ্যাল স্বশাসনই হল নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষার একমাত্র সংস্থা। আমাদের আতিথেয়তার আশ্রয় যারা নিতে চায় এমন সমস্ত সংগঠনের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন নগরের কর্তব্য, সুতরাং যে সংবাদপত্রই হোক না কেন পৌরসভা ভবনের অভ্যন্তরে তার বিতরণ পৌরসভা বন্ধ করতে পারে না। আমাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে এবং কর্মের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের দিতে হবে, উভয় পক্ষ থেকেই আমাদের অধিকারকে সম্মান করতে হবে...

'আমরা পুরোপুরি নিরপেক্ষ। যুঙ্কাররা যখন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অধিকার করে তখন কর্নেল পলকোভনিকভ স্মোলনির যোগাযোগ কেটে

দেবার হুকুম দেন, কিন্তু আমি প্রতিবাদ করি এবং টেলিফোন চালু থাকে...'

এতে ব্যঙ্গের হাসি ওঠে বলশেভিক বেঞ্চ থেকে আর দক্ষিণ থেকে শাসানি।

'এবং তথাপি,' বলে যান শ্রেইদের, 'আমাদের ওরা প্রতিবিপ্লবী বলে গণ্য করছে, জনসাধারণের কাছে আমাদের কুৎসা করছে। আমাদের শেষ মোটর গাড়ি কেড়ে নিয়ে তারা আমাদের পরিবহন থেকে বঞ্চিত করছে। শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আমাদের কোনো দোষ থাকবে না। প্রতিবাদ নিষ্ফল...'

টাউন বোর্ডের বলশেভিক সদস্য কবোজেভ বললেন সামরিক বিপ্লবী কমিটি মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি রিকুইজিশন করেছে কিনা সন্দেহ আছে। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে সেটা ঘটেছে, তাহলেও নিশ্চয় তা করেছে কোনো ব্যক্তিবিশেষ, কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে, জরুরী ঘটনাচক্রে।

তিনি বললেন, 'মেয়র বলছেন পৌরসভাকে রাজনৈতিক সভায় পরিণত করা আমাদের উচিত নয়। কিন্তু প্রতিটি মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এখানে পার্টি প্রচার ছাড়া আর কিছুই করেন না। দরজার কাছে তারা বিলি করে তাদের বেআইনী কাগজ 'ইস্ক্রা' (ফুলকি), 'সলদাৎস্কি গলোস', 'রাবোচায়া গাজেতা', লোককে বিদ্রোহে ওসকায়। আমরা বলশেভিকরাও যদি আমাদের কাগজ এখানে বিলি করতে শুরু করি? কিন্তু সেটা আমরা করছি না, কারণ পৌরসভাকে আমরা সম্মান করি। মিউনিসিপ্যাল স্বশাসনের বিরুদ্ধে আমরা আক্রমণ করি নি, করবও না। কিন্তু জনসাধারণের কাছে আপনারা আবেদন পেশ করেছেন, তাই আমাদেরও আবেদন পেশ করার অধিকার আছে বৈকি...'

এরপরে উঠলেন কাদেত শিঙ্গারিওভ, বললেন, আসামী হিসাবে যারা সাধারণ অভিশংসকের কাছে সোপর্দ হবার যোগ্য, দেশদ্রোহের অভিযোগে যাদের বিচার করতে হবে, তাদের সঙ্গে কোনো আলাপই চলতে পারে না... পুনরায় বলশেভিক সদস্যদের পৌরসভা থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব করলেন তিনি। তবে প্রস্তাবটা গ্রাহ্য হল না, কেননা বলশেভিক সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কোনো অভিযোগ ছিল না এবং মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনে সক্রিয়ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল তারা।

এরপর আন্তর্জাতিকতাবাদী দুজন মেনশেভিক ঘোষণা করলেন যে বলশেভিক কাউন্সিলরদের আবেদনে সরাসরি হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা দেওয়া

হয়েছে। পিশ্কেভিচ বললেন, 'যা কিছু বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তাই যদি প্রতিবিপ্লবী হয় তাহলে বিপ্লব ও অরাজকতার মধ্যে তফাৎটা কী তা আমার বুদ্ধির অতীত... অসংযত জনতার রিপুর ওপর নির্ভর করছে বলশেভিকরা, তবে নৈতিক শক্তি ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই। দু' পক্ষ থেকেই খুনজখম ও জবরদস্তির প্রতিবাদ করব আমরা, কেননা একটা শান্তিপূর্ণ ফয়সালাই আমাদের কর্তব্য।'

'রাস্তায় 'ধিক্কার মঞ্চে' নাম দিয়ে যে ইশতেহার আঁটা হয়েছে, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের ধ্বংস করার জন্যে যাতে ডাক দেওয়া হয়েছে জনগণের কাছে,' বললেন নাজারিয়েভ, 'সেটা একটা চরম অপরাধ, তার দায়িত্ব আপনারা বলশেভিকরা কখনো এড়াতে পারবেন না। এই ধরনের ইশতেহার দিয়ে আপনারা যার আয়োজন করছেন, গতকালের বীভৎসতা শুধু তার ভূমিকা মাত্র... অন্যান্য পার্টির সঙ্গে আপনাদের সমঝোতা করিয়ে দেবার জন্যে আমি বরাবর চেষ্টা করে এসেছি, কিন্তু বর্তমানে আপনাদের প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই আমি বোধ করতে অক্ষম!'

সরোষে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল বলশেভিক সদস্যরা, ভাঙা ভাঙা গলার এক ঘৃণাস্রাবী হল্লা আর উত্তোলিত হাতের শাসানি উঠল তাদের বিরুদ্ধে...

হলের বাইরে দেখা হল নগর ইঞ্জিনিয়র মেনশেভিক গোমবের্গ এবং তিন চার জন রিপোর্টারের সঙ্গে। সবাই খুবই উল্লসিত।

বললেন, 'দেখছেন তো, আমাদের ভয় পাচ্ছে কাপুরুষগুলো। পৌরসভাকে গ্রেপ্তারের সাহস নেই! এ ভবনের মধ্যে একটা কমিশার পাঠাবার মতো বুকের পাটা নেই সামরিক বিপ্লবী কমিটির। আর জানেন, সাদোভায়ার মোড়ে আজ দেখি কি, একটা ছেলে 'সলদাৎস্কি গলোস' বিক্রি করছে, একজন লালরক্ষী গিয়েছিল থামাতে... ছেলেটা স্রেফ হেসে ভাগিয়ে দিলে তাকে, একদল লোক জুটে ডাকাত লালরক্ষীটাকে একেবারে সেই জায়গায় খুন করেই বসে আর কি। আর ঘণ্টা কয়েকের ওয়াস্তা। কেরেনস্কি যদি নাও আসে তাহলেও একটা সরকার চালাবার মতো লোক ওদের নেই। অসম্ভব! শুনছি স্মোলনিতে নিজেদের মধ্যেই লড়াই বেধে গেছে ওদের!'

আমার এক সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি বন্ধু আমায় আড়ালে ডাকলেন, বললেন, 'ত্রাণ কমিটি কোথায় লুকিয়ে আছে আমি জানি। গিয়ে কথা বলতে চান?'

ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছিল। আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে নগর, দোকানের ঝাঁপ খোলা, আলো জ্বলছে, রাস্তায় লোকে ভিড় করে পায়চারি করছে, তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে...

৮৬ নং নেভস্কিতে উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট বাড়িতে ঘেরা একটি আঙিনার মধ্যে ঢোকা গেল। ২২৯ নং ফ্ল্যাটের দরজায় বন্ধুবর সাঙ্কেতিক টোকা দিলেন। খশমশ আওয়াজ শোনা গেল, ভেতরকার একটি দরজা বন্ধ হল; তারপর সামনের দরজা ঈষৎ ফাঁক হয়ে দেখা দিল একটি নারীমুখ। কয়েকমুহূর্ত নজর করে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন মহিলাটি — মধ্য বয়সী, মুখের ভাবখানা ধীর স্থির, সঙ্গে সঙ্গেই উনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ভাবনা নেই, কিরিল! ঠিক আছে!' খাবার ঘরের টেবিলে জল ফুটছে সামোভারে, রুটি আর মাছের কতকগুলি প্লেট, জানলার পর্দার পেছন থেকে বেরিয়ে এলেন ইউনিফর্ম পরা একটি লোক, একটি আলমারি থেকে আরেকজন এলেন মজুরের পোষাকে। আমেরিকান একজন সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করতে পেরে তাঁরা ভারি খুশি। খানিকটা যেন গর্বের সঙ্গেই তাঁরা জানালেন যে বলশেভিকদের হাতে ধরা পড়লে তাঁদের নির্ঘাৎ গুলি করে মারা হবে। নিজেদের নাম তাঁরা বললেন না, তবে দুজনেই সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি...

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের কাগজে এ রকম মিথ্যা কথা আপনারা লেখেন কেন?'

কোনো রকম আহত বোধ না করে অফিসারটি বললেন, 'হাঁ তা জানি, কিন্তু উপায় কী?' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, 'নিশ্চয় মানবেন যে লোকেদের একটা বিশেষ মেজাজ গড়ে তোলার জন্যে সেটা দরকার...'

অন্য লোকটি বাধা দিলেন, 'এটা নিতান্তই বলশেভিকদের পক্ষ থেকে একটা হঠকারিতা। কোনো বুদ্ধিজীবী নেই ওদের মধ্যে... মন্ত্রিদপ্তরগুলো কাজই করবে না... রাশিয়া তো শুধু একটা শহর নয়, প্রকাণ্ড এক দেশ... মাত্র কয়েকদিন ওদের পরমায়ু, এইটে জানা থাকায় আমরা ঠিক করেছি তাদের বিরুদ্ধে যে শক্তি সবচেয়ে প্রবল সেই কেরেনস্কির সহায়তা করব আমরা এবং শৃঙ্খলা স্থাপনে সাহায্য করব।'

বললাম, 'এ সবই খুব ভালো কথা, কিন্তু কাদেতদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন কেন?'

ছদ্মবেশী মজুরের মুখে অকপট হাসি ফুটল। 'সত্যি বলতে, ঠিক এই

মুহূর্তে জনসাধারণ বলশেভিকদেরই অনুসরণ করছে। আমাদের এখন কোনো অনুগামী নেই। মুঠো খানেক সৈন্যও আমরা জমায়েত করতে পারছি না। অস্ত্র অবশ্যই আমাদের নেই... একদিক থেকে বলশেভিকরা কিছু পরিমাণে ঠিকই বলেছে; রাশিয়ায় এই মুহূর্তে শক্তি আছে কেবল দুটি দলের: বলশেভিকদের এবং প্রতিবিপ্লবীদের, এই প্রতিবিপ্লবীরা গা ঢাকা দিয়েছে কাদেতদের আঁচলের আড়ালে। কাদেতরা ভাবছে ওরা বুঝি আমাদের কাজে লাগাচ্ছে; আসলে আমরা কাজে লাগাচ্ছি কাদেতদের। বলশেভিকদের চূর্ণ করা মাত্র আমরা ঘুরে দাঁড়াব কাদেতদের বিরুদ্ধে...'

'নতুন সরকারে বলশেভিকরা স্থান পাবে কি?'

মাথা চুলকালেন লোকটা। স্বীকার করলেন, 'এটা একটা সমস্যা। যদি তাদের স্থান দেওয়া না হয় তাহলে অবশ্যই তারা এই সবই আবার শুরু করবে। অন্তত পক্ষে, সংবিধান সভায় শক্তি অনুপাতটা তারা নিজেদের অনুকূলে খেলাবার সুযোগ পাবে, যদি অবশ্য সংবিধান সভা বসে...'

'সেক্ষেত্রেও,' যোগ দিলেন অফিসার, 'নতুন সরকারে কাদেতদের গ্রহণ করার প্রশ্ন আসে, ঐ একই যুক্তিতে। আপনি জানেন, কাদেতরা আসলে সংবিধান সভা চায় না, যদি এই সময় বলশেভিকদের তারা চূর্ণ করতে পারে।' মাথা নাড়লেন তিনি। 'আমাদের রুশীদের পক্ষে রাজনীতি করাটা সহজ নয়; আপনারা আমেরিকানরা হলেন জন্ম থেকেই রাজনীতিক। সারা জীবনই আপনাদের রাজনীতিতে কেটেছে। কিন্তু আমাদের বেলায় — জানেনই তো, সবে এক বছর!'

'কেরেনস্কি সম্পর্কে আপনার মত কী?' জিজ্ঞেস করলাম।

'অস্থায়ি সরকারের পাপগুলোর জন্যে কেরেনস্কিই দায়ী,' বললেন অন্য জন। 'বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশন মানতে তিনি আমাদের জোর করে বাধ্য করেছেন। যা হুমকি দিয়েছিলেন সেভাবে তিনি যদি পদত্যাগ করতেন, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াত সংবিধান সভার মাত্র ষোল সপ্তাহ আগেই এক নতুন মন্ত্রিসভা সংকট। এইটে এড়াতে চেয়েছিলাম আমরা।'

'কিন্তু তাতে তো কোনো ফল হল না?'

'তা ঠিক, তবে জানব কী করে বলুন। আমাদের ধাপ্পা দেয় ওরা — কেরেনস্কি আর আভক্সেন্তিয়েভরা। গোৎস এদের চেয়ে একটু বেশি র‍্যাডিক্যাল। আমি চের্নভের পক্ষে — ইনি সত্যিকারের বিপ্লবী... দেখুন

না, আজকেই লেনিন বলে পাঠিয়েছেন চের্নভকে সরকারে স্থান দিতে লেনিন আপত্তি করবেন না।

'কেরেনস্কি সরকারকেও হটাতে চেয়েছিলাম আমরা, তবে ভাবলাম সংবিধান সভা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো... ব্যাপারটার গোড়ার দিকে আমি ছিলাম বলশেভিকদের পক্ষেই, কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি একবাক্যে তার বিরুদ্ধে ভোট দিলে, আমি আর কী করতে পারি, পার্টি শৃঙ্খলা...

'এক সপ্তাহের মধ্যেই বলশেভিক সরকার ভেঙে পড়বে; সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা যদি দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে প্যারে, তাহলে সরকার এসে পড়বে তাদেরই হাতে। কিন্তু আমরা যদি এক সপ্তাহও অপেক্ষা করি, তাহলে দেশ এমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা জিতে যাবে। সেইজন্যই মাত্র দুই রেজিমেণ্ট সৈন্যের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পেয়েই আমরা বিদ্রোহ শুরু করেছিলাম, অথচ তারাও আমাদের বিরুদ্ধে বেঁকে বসল... বাকি আছে শুধু যুঙ্কাররা...'

'আর কসাকরা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অফিসার, 'ওরা নামল না। প্রথমে বলেছিল পদাতিক বাহিনীর সমর্থন থাকলে এগুবে। আরো বলেছিল কেরেনস্কির সঙ্গে তাদের লোকেরা রয়েছে, যথাসাধ্য করছে তারা... তারপর বললে কসাকদের চিরকাল গণতন্ত্রের পুরুষানুক্রমিক শত্রু বলে গাল দেওয়া হয়... আর এখন শেষ কথা বলছে, 'বলশেভিকরা কথা দিয়েছে আমাদের জমি কেড়ে নেওয়া হবে না। তাই আমাদের পক্ষে কোনো বিপদ নেই। আমরা নিরপেক্ষ থাকব!''

এই আলাপটার সময় ক্রমাগত লোক আসছিল আর যাচ্ছিল, বেশির ভাগই অফিসার, কিন্তু কাঁধপট্টি তুলে ফেলা। বারান্দায় দেখা যাচ্ছিল তাদের, শোনা যাচ্ছিল তাদের উত্তেজিত কিন্তু চাপা গলা। মাঝে মাঝে আধটানা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বাথরুমের খোলা দরজা, ভেতরে কর্নেলের পোষাক পরা দশাসই চেহারার একজন অফিসার টুলে বসে কোলের ওপর একটা প্যাডে কী লিখছেন। চেহারাটা আমার চেনা। ইনিই কর্নেল পলকোভনিকভ, পেত্রগ্রাদের ভূতপূর্ব কম্যাণ্ডাণ্ট, এঁকে গ্রেপ্তার করতে পারলে সামরিক বিপ্লবী কমিটি টাকার পরোয়া করবে না।

'আমাদের কর্মসূচি?' অফিসার বললেন। 'সেটা হল এই। জমি তুলে দিতে হবে ভূমি কমিটির হাতে। শিল্পের ওপর তদারকিতে মজুরদের পুরো

প্রতিনিধিত্ব চাই। একটা উদ্যোগী শান্তি কর্মসূচি, তবে বলশেভিকরা যে ধরনের চরমপত্র দিয়েছে তা নয়। জনগণের কাছে বলশেভিকরা যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তা তারা পালন করতে পারবে না, এমনকি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও না। ওদের আমরা ছাড়ব না... চাষীদের সমর্থন আদায়ের জন্যে ওরা আমাদের কৃষি কর্মসূচি মেরে দিয়েছে। এটা অসাধুতা। সংবিধান সভা পর্যন্ত যদি ওরা সবুর করত...'

'ব্যাপারটা সংবিধান সভা নিয়ে নয়!' বাধা দিলেন অপর জন। 'বলশেভিকরা যদি এখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায়, তাহলে কোনোক্রমেই আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারি না! ভয়ানক একটা ভুল করেছেন কেরেনস্কি। বলশেভিকদের তিনি গ্রেপ্তারের হুকুম দিয়েছেন, প্রজাতন্ত্র পরিষদে এই কথা ঘোষণা করে তিনি বলশেভিকদের কাছে নিজের মতলব ফাঁস করে বসেন...'

'কিন্তু,' আমি বললাম, 'এখন আপনারা কী করতে চাইছেন?'

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন দুজনে। 'সেটা কয়েকদিনের মধ্যেই দেখতে পাবেন। ফ্রন্ট থেকে যদি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সৈন্য পাই তাহলে বলশেভিকদের সঙ্গে আপোস করব না। যদি না পাই তাহলে হয়ত বাধ্য হব...'

বাইরে নেভস্কিতে আমরা লাফিয়ে উঠলাম একটা ট্রামের পাদানিতে। গাড়িটা লোকে ঠাসা, মানুষের বোঝায় নুয়ে এসেছে প্ল্যাটফর্ম, মাঝে মাঝে ঘসা খাচ্ছে মাটির সঙ্গে, ধীর ক্লিষ্ট গতিতে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে পৌঁছনো গেল সুদূর স্মোল্‌নিতে।

উদ্বিগ্ন মুখে করিডর দিয়ে আসছিলেন মেশকোভস্কি, ছিমছাম বেঁটে রোগা একটি মানুষ, মুখখানা তাঁর বিষন্ন। বললেন, মন্ত্রিদপ্তরগুলোয় ধর্মঘটের ফল ফল্‌ছে। যেমন জনকমিশার পরিষদ গুপ্ত চুক্তিগুলো প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নেরাতভ দলিলগুলো সঙ্গে নিয়ে উধাও হয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে ওগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছে বৃটিশ দূতাবাসে...

সবচেয়ে ঝামেলায় ফেলেছে অবিশ্যি ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। মেনজিনস্কি বললেন, 'টাকা ছাড়া আমরা অসহায়। রেল কর্মীদের মজুরি, ডাক-তার কর্মচারীদের মজুরি দিতেই হবে... অথচ ব্যাঙ্কগুলো বন্ধ; অবস্থার চাবিকাটিটা —

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কও অচল। রাশিয়ার সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ঘুস দিয়ে কাজ বন্ধ করানো হয়েছে...

'তবে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের তলকুঠরি দিনামাইট দিয়ে খোলার লেনিন হুকুম দিয়েছেন আর এইমাত্র একটি ডিক্রি জারি হয়েছে সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ককে কাল খুলতে হবে, নইলে আমরা নিজেরাই তা খুলব!'

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতে জোর কাজ চলেছে, সশস্ত্র লোকে জায়গাটা ভরা, ত্রংস্কি রিপোর্ট দিচ্ছেন:

'ক্রাস্নোয়ে সেলো থেকে কসাকরা পিছিয়ে যাচ্ছে।' (তীব্র, উল্লসিত করতালি।) 'কিন্তু এ শুধু যুদ্ধের শুরু। পুলকভোতে প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। যাকিছু শক্তি পাওয়া যায় তা সব দ্রুত সেখানে পাঠাতে হবে...

'মস্কোর খবর খারাপ। ক্রেমলিন যুঙ্কারদের হাতে, মজুরদের হাতিয়ার খুবই কম। ফলাফল নির্ভর করছে পেত্রগ্রাদের ওপর।

'ফ্রণ্টে শান্তি ও ভূমির ডিক্রিতে বিরাট উদ্দীপনা জেগেছে। পেত্রগ্রাদ অগ্নিদগ্ধ ও রক্তাক্ত, বলশেভিকরা নারী ও শিশুদের জবাই করছে, এই ধরনের আষাঢ়ে গল্প ছড়াচ্ছে কেরেনস্কি। কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করছে না...

'যুদ্ধজাহাজ **ওলেগ, আভরোরা** এবং **রেসপুব্লিকা** নোঙর ফেলেছে নেভায়, কামান তাগ করে আছে শহরের উপকণ্ঠের দিকে...'

রুক্ষ স্বরে কে একজন হাঁকলে, 'কিন্তু আপনি লালরক্ষীদের সঙ্গে থাকছেন না কেন?'

'এখুনি যাচ্ছি সেখানে!' জবাব দিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করলেন ত্রংস্কি। মুখখানা তাঁর কিছুটা বেশি ফ্যাকাশে, উৎসুক বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হয়ে হলের পাশ দিয়ে দ্রুত পদে চলে গেলেন অপেক্ষমাণ মোটরের উদ্দেশে।

এবার বক্তৃতা দিলেন কামেনেভ, আপোস সম্মেলনের রিপোর্ট দিলেন। বললেন, মেনশেভিকরা যে সন্ধি সর্তের প্রস্তাব দেয় তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এমনকি রেল শ্রমিক ইউনিয়নের অনেক শাখাও তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়...

'আমরা এখন ক্ষমতা দখল করে সারা রাশিয়াকে সাফ করতে নেমেছি কি না,' বললেন তিনি, 'তাই আমাদের কাছে তাদের মাত্র তিনটি দাবি: ১। ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে; ২। সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে; ৩। জমির কথা কৃষকদের ভুলিয়ে দিতে হবে...'

একমুহূর্তের জন্য লেনিন এলেন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অভিযোগের জবাব দিতে:

'বলা হচ্ছে আমরা ওদের ভূমি কর্মসূচি চুরি করেছি... বেশ তো নয়, ওদেরই কর্মসূচি, সেলাম জানাচ্ছি তার জন্যে। তবে আমাদের কাজ এতে ভালোই চলবে...'

এইভাবেই গর্জে চলল সভা, নেতার পর নেতা উঠে বোঝাচ্ছেন, যুক্তি দিচ্ছেন, অনুপ্রেরিত করছেন; সৈন্যের পর সৈন্য, শ্রমিকের পর শ্রমিক উঠে দাঁড়াচ্ছে তাদের মনের কথা, প্রাণের কথা বলতে... আর যেন স্রোত বইছে শ্রোতাদের; অবিরাম বদলে যাচ্ছে, নতুন হয়ে উঠছে। কখনো লোক এসে চিৎকার করছে, অমুক অমুক ডিট্যাচমেণ্টের সবাইকে ফ্রণ্টে যেতে হবে; আবার কেউ আসছে আহত হয়ে, ডিউটি থেকে ছুটি পেয়ে, নয়ত অস্ত্র ও গোলাবারুদের তাগাদায়...

তখন ভোর প্রায় তিনটে, হল ছেড়ে যাচ্ছি এমন সময় সামরিক বিপ্লবী কমিটির গলৎসমান এলেন ছুটতে ছুটতে, একেবারে যেন অন্য মানুষ।

আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে চাচালেন, 'সব ঠিক হ্যায়! ফ্রণ্টের টেলিগ্রাম, কেরেনস্কি খতম! এই দেখুন!'

দ্রুত হাতে পেন্সিলে লেখা একটা কাগজ মেলে ধরলেন আমাদের সামনে, তারপর যখন দেখলেন আমাদের পক্ষে সেটা পড়া কষ্টকর, তখন নিজেই চিৎকার করে আবৃত্তি করলেন:

পুলকভো। স্টাফ। রাত ২টো ১০ মিঃ।

৩০শে অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবর — এই রাতটা ইতিহাসে লেখা থাকবে। বিপ্লবের রাজধানীর বিরুদ্ধে কেরেনস্কির প্রতিবিপ্লবী সৈন্য চালনার চেষ্টা চূড়ান্তরূপে প্রতিহত হয়েছে। পশ্চাদপসরণ করছেন কেরেনস্কি, আমরা এগুচ্ছি। পেত্রগ্রাদের সৈনিক, নাবিক ও শ্রমিকেরা দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা গণতন্ত্রের অভিপ্রায় ও কর্তৃত্ব জারী করতে পারে ও করবে অস্ত্রহাতে। বিপ্লবী ফৌজকে একঘরে করার চেষ্টা করে বুর্জোয়ারা, কসাক শক্তি নিয়ে কেরেনস্কি তাকে চূর্ণ করতে চায়। দুটো পরিকল্পনাই শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হয়েছে।

শ্রমিক কৃষক গণতন্ত্রের আধিপত্যের মহা ভাবনায় সংহত হয়েছে ফৌজের

গুক্তি, দৃঢ় হয়েছে তার অভিপ্রায়। এখন থেকে সারা দেশ নিঃসন্দেহ হবে য সোভিয়েতের ক্ষমতা কোনো ক্ষণিক ব্যাপার নয়, অপরাজেয় এক াস্তব... কেরেনস্কিকে প্রত্যাঘাতের অর্থ জমিদারদের, বুর্জোয়াদের এবং াধারণভাবে কর্নিলভীদের প্রত্যাঘাত। কেরেনস্কিকে প্রত্যাঘাত মানে জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ মুক্ত জীবনের যে অধিকার, ভূমি, রুটি ও ক্ষমতার য অধিকার, তার মঞ্জুরি। পুলকভো বাহিনী তার বীরোচিত আঘাতে শ্রমিক ৃষক বিপ্লবের কর্মযজ্ঞ শক্তিশালী করেছে। অতীত আর ফেরবার নয়। ামনে আমাদের এখনো রয়েছে সংগ্রাম, বাধাবিঘ্ন, আত্মত্যাগ। কিন্তু পথ পরিষ্কার, বিজয় নিশ্চিত।

কর্নেল ভালদেনের নেতৃত্বে চালিত পুলকভো বাহিনীর জন্যে বিপ্লবী াশিয়া গর্ববোধ করতে পারে। অক্ষয় তাঁদের স্মৃতি যাঁরা পতিত হয়েছেন ণক্ষেত্রে! ধন্য বিপ্লবের যোদ্ধারা, সৈন্য, জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত অফিসাররা ন্য!

বৈপ্লবিক জনানিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া জিন্দাবাদ!

পরিষদের পক্ষ থেকে,
জনকমিশার ল ত্রৎস্কি

জ্যামেনস্কায়া স্কোয়ার দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দেখা দিল নিকোলাই রেল স্টেশনের কাছে এক অস্বাভাবিক জনতা। রাইফেল কণ্টকিত কয়েক াজার নাবিক জমেছে সেখানে।

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ভিকজেলের একজন সদস্য মিনতি করছে:

'মস্কোয় আপনাদের আমরা নিয়ে যেতে পারি না, কমরেড। আমরা নরপেক্ষ। কোনো পক্ষেরই সৈন্য আমরা বইব না। মস্কোয় আপনাদের নিয়ে যেতে পারি না, ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ চলছে সেখানে.'

গর্জন করে উঠল আন্দোলিত গোটা ময়দান। সামনে এগুতে শুরু করেছিল নাবিকরা। হঠাৎ আরেকটা দরজা খুলে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে জন দুই তিন খালাসি, একজন ফায়ারম্যান না কে।

'এই দিকে কমরেড, এই দিকে!' চাঁচাল একজন, 'মস্কো কি ভ্লাদিভস্তক যেখানে চাইবেন নিয়ে যাব আপনাদের! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'

নবম পরিচ্ছেদ

বিজয়

১ নং আদেশ

পুলকভো ডিটাচমেণ্টের সৈনাদের প্রতি।
১৩ই নভেম্বর, ১৯১৭। সকাল ৯টা ৩৮ মিঃ

নির্মম লড়াইয়ের পর পুলকভো ডিটাচমেণ্ট প্রতিবিপ্লবী শক্তিদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করে, ঘাঁটি ছেড়ে তারা বিশৃংখল অবস্থায় পালায় এবং ৎসারস্কোয়ে সেলোর আড়াল নিয়ে পাভলভস্কয়ে দ্বিতীয় ও গাৎচিনার দিকে পিছু হটে।

আমাদের আগুয়ান ইউনিটগুলো ৎসারস্কোয়ে সেলোর উত্তর-পূর্ব প্রান্ত এবং আলেক্সান্দ্রভস্কায়া স্টেশন দখল করেছে। কল্পিনো বাহিনী ছিল আমাদের বাঁয়ে, ক্রাস্নোয়ে সেলো বাহিনী ছিল দক্ষিণে।

ৎসারস্কোয়ে সেলো দখল করে তার প্রবেশমুখগুলিকে বিশেষ করে গাৎচিনার দিকের উপকণ্ঠকে সুরক্ষিত করার জন্য আমি পুলকভো বাহিনীকে আদেশ দিচ্ছি।

সেই সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে পাভলভস্করে দখল করতে হবে, তার দক্ষিণ দিক সুরক্ষিত করতে হবে এবং দ্নো পর্যন্ত রেলপথ অধিকারে নিতে হবে।

ট্রেঞ্চ ও অন্যবিধ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে দখল করা ঘাঁটি শক্তিশালী করার জন্য সৈন্যদের সর্ববিধ ব্যবস্থা নিতে হবে।

কল্পিনো ও ক্রাস্নোয়ে সেলো বাহিনীর সঙ্গে তথা পেত্রগ্রাদ প্রতিরক্ষার সর্বাধিনায়ক স্টাফের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হবে।

স্বাক্ষর,

কেরেনস্কির প্রতিবিপ্লবী সৈন্যের বিরুদ্ধে
সক্রিয় সমস্ত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক,
লেফটেন্যান্ট-কর্নেল মুরাভিওভ।

মঙ্গলবার সকাল। কিন্তু ব্যাপারটা কী? পেত্রগ্রাদে মাত্র দু' দিন আগে দেখেছি কেবল ছন্নছাড়া নেতৃহীন দল। খাদ্য নেই তাদের, কামান নেই, পরিকল্পনা নেই — ঘুরে বেড়িয়েছে লক্ষ্যহীনের মতো। শৃংখলাহীন লালরক্ষী আর অফিসারহীন সৈন্যদের সেই এলোমেলো পুঞ্জটাকে এমন এক সংহত ফৌজে পরিণত করল কীসে, যা তার স্বনির্বাচিত হাই কম্যান্ডের বাধ্য, কামান ও কসাক ঘোড়সওয়ারের আক্রমণ চূর্ণ করার মতো পোক্ত? (১)

জনগণ যদি বিদ্রোহে নামে, তাহলে সামরিক নজির উল্টে দিয়েই তারা এগোয়। ভালমি আর ভেইসেম্বুর্গ ব্যূহের সামনে ফরাসী বিপ্লবের ছিন্নবেশ সৈন্যবাহিনীর কীর্তি ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। সোভিয়েত সৈন্যদলের বিরুদ্ধে গাদি দিয়েছে যুঙ্কার, কসাক, জমিদার, অভিজাত, কৃষ্ণশত — ফের দেখা দিয়েছে জার, ওখ্রানা আর সাইবেরিয়ার খনি গোলামরা; সেই সঙ্গে জার্মান আক্রমণের করাল বিপদ... এ ক্ষেত্রে বিজয়ের অর্থ দাঁড়াবে, কার্লাইলের ভাষায়, 'দেবত্ব এবং অনন্ত এক সত্যযুগ।'

রবিবার রাত, রণক্ষেত্র থেকে সামরিক বিপ্লবী কমিটির কমিশাররা ফিরছে হন্যে হয়ে, পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন নির্বাচিত করেছে তার পাঁচজনের কমিটি, তার সেনাপত্য — তিনজন সৈন্য আর দুজন অফিসার, প্রতিবিপ্লবের মালিন্য থেকে যারা মুক্ত বলে জানা গেছে। ভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী কর্নেল মুরাভিওভ হয়েছেন অধিনায়ক — কাজের লোক ইনি, কিন্তু সতর্ক নজর

রাখতে হবে তাঁর ওপর।* কল্পিনোতে, ওবুখোভো, পুলকভো আর ক্রাস্নোয়ে সেলোয় গঠিত হয়েছে অস্থায়ী বাহিনী, চারিপাশের এলাকা থেকে ভ্রাম্যমাণেরা এসে যোগ দেওয়ায় ক্রমশই বেড়ে উঠছে তা — জুটেছে পাঁচ-মিশালী সৈন্য, নাবিক, লালরক্ষী, রেজিমেন্টের কিছু কিছু ইউনিট, পদাতিক, ঘোড়সওয়ার, গোলন্দাজ, সেই সঙ্গে কয়েকটা আর্মর্ড কার, সবই একত্রে।

দিন শুরু হতেই কেরেনস্কির কসাক সৈন্যদের অগ্রদলগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এলোমেলো গুলিবর্ষণ, আত্মসমর্পণের হুমকি। ছোটো ছোটো আগুনের চারপাশে ভ্রাম্যমাণ যে সব দলগুলো জুটেছে তাদের কানে এসে পৌঁছচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাসে তুহিন সমভূমি পেরিয়ে আসা সংগ্রামের ধ্বনি... শুরু হয়েছে তাহলে! রণক্ষেত্রের দিকে এগুতে থাকল তারা আর শহরের সিধে রাস্তায় নামা শ্রমিক অক্ষৌহিণী পা চালাল আরো দ্রুত .. এইভাবেই আক্রমণের প্রতিটি বিন্দুতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে জুটল ক্রুদ্ধ নরস্রোত, সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে কমিশাররা তাদের ঘাঁটি বরাদ্দ করলে, কাজ দিলে। এটা যে তাদের লড়াই, তাদের দুনিয়ার জন্য; নেতৃত্ব করছে যেসব অফিসার, তারা তো তাদেরই নির্বাচিত। মুহূর্তের জন্য সেই অসংলগ্ন বহু মর্জি পরিণত হল একক অভিপ্রায়ে .

যারা লড়াইয়ে ছিল তাদের কাছ থেকে শুনেছি কী ভাবে কার্তুজ ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত লড়ে গেছে নাবিকেরা, তারপর বেঅনেট লাগানো রাইফেল হাতে সামনে এগিয়ে গেছে; ধেয়ে আসা কসাকদের দিকে ছুটে গেছে তালিম-না-পাওয়া মজুরেরা, টেনে নামিয়েছে তাদের ঘোড়া থেকে; যুদ্ধের চারপাশে অন্ধকারে ক্রমপুঞ্জিত নামহীন এক জনস্রোত জোয়ারের মতো ফুঁসে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুর ওপর। সোমবার রাত বারোটার আগেই কসাকরা রণে ভঙ্গ দিয়ে কামান ফেলে রেখেই পালায়, আর দীর্ঘ অষ্টাবক্র রণরেখা জুড়ে প্রলেতারিয়েতের ফৌজ এগিয়ে গিয়ে পৌঁছয় ৎসারস্কোয়েতে, বিরাট সরকারী বেতার কেন্দ্রটা তারা ধ্বংস করে যাবারও ফুরসুত পায় নি, স্মোলনির কমিশাররা এখন সেখান থেকেই দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের বিজয় স্তোত্র...

---

* মুরাভিওভের কোনো দৃঢ় রাজনৈতিক প্রত্যয় ছিল না। সোভিয়েতের পক্ষ নেওয়ার আগে ইনি ছিলেন 'বিজয়ী অবসান পর্যন্ত যুদ্ধ' চালাবার পক্ষপাতী, কর্নিলভ হাঙ্গামার সময় ইনি যোগ দেন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের সঙ্গে। পরে মুরাভিওভ সোভিয়েত রাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। — সম্পাঃ

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সমস্ত সোভিয়েতের প্রতি

১২ই নভেম্বর ৎসারস্কোয়ে সেলোর কাছে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিপ্লবী ফৌজ কেরেনস্কি ও কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদের পরাস্ত করেছে। বিপ্লবী গণতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণে এগুনো এবং কেরেনস্কিকে গ্রেপ্তারের জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি সমস্ত রেজিমেন্টকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই সঙ্গে বিপ্লবের অর্জন ও প্রলেতারিয়েতের বিজয় বিপন্ন করার মতো সমস্ত হঠকারিতা বন্ধ করতে হবে'

বিপ্লবী ফৌজ জিন্দাবাদ'

মুরাভিওভ

মফস্বলের খবর .

সেভাস্তপলে স্থানীয় সোভিয়েত ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। বন্দরের যুদ্ধজাহাজগুলোর নাবিকেরা একটা বিরাট সভা করে অফিসারদের লাইন দিয়ে দাঁড়াতে এবং নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে বাধ্য করেছে। নিজনি নভ্‌গরদে আধিপত্য করছে সোভিয়েত। কাজান থেকে রাস্তায় লড়াইয়ের খবর এসেছে, বলশেভিক গ্যারিসনের বিরুদ্ধে লড়ছে যুংকাররা এবং একটি গোলন্দাজ ব্রিগেড

ফের প্রচণ্ড লড়াই বেধে উঠেছে মস্কোয়। ক্রেমলিন ও শহরের কেন্দ্রাঞ্চল দখল করে আছে যুংকার ও শ্বেতরক্ষীরা, চারিদিক থেকে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সামরিক বিপ্লবী কমিটির সৈন্যেরা। সোভিয়েত কামান বসেছে স্কবেলেভ স্কোয়ারে, সেখান থেকে গোলা দাগছে পৌরসভা ভবন, কম্যান্ডান্ট দপ্তর ও হোটেল মেত্রোপলের ওপর। ত্ভের্স্কায়া আর নিকিৎস্কায়া রাস্তার পাথর তুলে ফেলা হয়েছে ট্রেঞ্চ ও ব্যারিকেডের জন্য। বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক আর বাণিজ্যভবনগুলোর এলাকায় চলেছে মেসিনগানের শিলাবৃষ্টি। আলো নেই, টেলিফোন নেই, বুর্জোয়ারা সব ঠাঁই নিয়েছে তলকুঠরিতে... সর্বশেষ বুলেটিনে জানা গেল সামরিক বিপ্লবী কমিটি জননিরাপত্তা কমিটির* কাছে এক চরমপত্র দিয়ে অবিলম্বে ক্রেমলিন সমর্পণের দাবি জানিয়েছে, নইলে গোলা দাগা হবে।

---

* জননিরাপত্তা কমিটি — ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসের দিনগুলোতে মস্কোয় প্রতিবিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র। — সম্পাঃ

'কী, ক্রেমলিনে গোলা দাগবে! সে সাহস হবে না!' বলাবলি করছে সাধারণে।

ভলোগদা থেকে সাইবেরিয়ার চিতায়, প্স্কভ থেকে কৃষ্ণ সাগরের সেভাস্তপলে, অতিকায় শহর আর ক্ষুদ্রকায় গ্রামে সর্বত্রই জ্বলে উঠেছে গৃহযুদ্ধের আগুন। হাজার হাজার কলকারখানা, কৃষক কমিউন, রেজিমেণ্ট, ফৌজ আর খোলা সাগরের জাহাজ থেকে অভিনন্দন পেঁাছচ্ছে পেত্রগ্রাদে - জনগণের সরকারের প্রতি অভিনন্দন।

নভোচের্কাস্ক থেকে কসাক সরকার টেলিগ্রাম পাঠাল কেরেনস্কিকে **'কসাক সৈন্যদের সরকার সাময়িক সরকার ও প্রজাতন্ত্র পরিষদের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সম্ভব হলে নভোচের্কাস্কে আসতে, সেখানে সম্মিলিতভাবে আমরা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আয়োজন করতে পারি।'**

ফিনল্যান্ড চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হেলসিংফোর্সের সোভিয়েত এবং **ৎসেন্ত্রোবালৎ** (বল্টিক নৌবহরের কেন্দ্রীয় কমিটি) সম্মিলিতভাবে জরুরী অবস্থা জারী করেছে, এবং ঘোষণা করেছে যে বলশেভিক শক্তিদের বাধা দেওয়া বা তার আদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের সমস্ত চেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে। সেই সঙ্গে ফিনিশ রেল ইউনিয়ন দেশব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছে ১৯১৭ সালের জুন মাসের সমাজতান্ত্রিক আইনসভার আইনগুলিকে কার্যকরী করার দাবিতে কেরেনস্কি এ আইনসভাকে ভেঙে দিয়েছিলেন.

ভোর সকালেই আমি গেলাম স্মোলনিতে। বাইরেকার ফটকের লম্বা কাঠের ফুটপাথ দিয়ে যখন যাচ্ছি, দেখি ধূসর, নিশ্চল আকাশ থেকে নামছে বছরের প্রথম দ্বিধাগ্রস্ত হালকা তুষার কণা। 'বরফ পড়ছে' দরজার কাছের সৈনিকটি বললে হেসে, 'খাসা!' ভেতরে লম্বা, গোমড়া করিডর আর ঠাণ্ডা ঘরগুলো মনে হল যেন জনশূন্য, প্রকাণ্ড বাড়িটায় কোথাও কেউ নড়ছে না। শুধু একটা গম্ভীর, অদ্ভুত শব্দ কানে এল, তাকিয়ে দেখি মেজের ওপর দেয়াল বরাবর সর্বত্র লোকে ঘুমচ্ছে। অমার্জিত নোংরা সব লোক, মজুর আর সৈনিক, কাদালাগা পোষাক, কেউ একা, কেউ কেউ গাদি দিয়ে এলিয়ে আছে যেন মৃত্যুর উদাসীন ভঙ্গিতে। কারো কারো স্থূল ব্যাণ্ডেজে রক্তের দাগ। ছড়িয়ে আছে বন্দুক আর কার্তুজ বেল্ট . . বিজয়ী প্রলেতারীয় ফৌজ!

ওপরের বাঙ্কে ঘরে এমন গাদি দিয়ে শুয়ে আছে যে পা ফেলাই দায়। হিমাচ্ছন্ন শার্সি দিয়ে ফিকে একটু আলো আসছে। কাউন্টারের ওপর টোল খাওয়া একটা সামোভার, ঠান্ডা, প্রচুর গেলাস, তাতে চায়ের তলানি পড়ে আছে। তার কাছেই সামরিক বিপ্লবী কমিটির সর্বশেষ একটা বুলেটিন উলটিয়ে আছে, তার ওপর আনাড়ী হাতে কিছু লেখা। জিনিসটা আর কিছুই নয় কেরেনস্কির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিহত সাথীদের স্মৃতি তর্পণ, মেঝের ওপর ঘুমে লুটিয়ে পড়তে পড়তে কেউ লিখে গেছে। কয়েকটা জায়গা ঝাপসা, সম্ভবত চোখের জলে...

আলেক্সেই ভিনোগ্রাদভ

দ. মস্কভিন

স স্তুলবিকভ

আ ভস্ক্রেসেনস্কি

দ লেওনস্কি

দ প্রেওব্রাজেনস্কি

ভ লাইদানস্কি

ম বের্চিকভ

১৯১৬ সালের ১৫ই নভেম্বর ফৌজে ভর্তি হয় এরা। বেঁচে আছে মাত্র তিনজন:

মিখাইল বের্চিকভ

আলেক্সেই ভস্ক্রেসেনস্কি

দমিত্রি লেওনস্কি

* * *

ঘুমাও যোদ্ধা ঈগল তোমরা
ঘুমাও শান্ত-মন,
চির যশ চির শান্তি তোমরা
করে গেলে অর্জন!

তখনো কাজ চলছে কেবল সামরিক বিপ্লবী কমিটিতে, তা নিদ্রাহীন। ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন স্ক্রিপনিক, বললেন, গোৎস গ্রেপ্তার হয়েছেন, কিন্তু বলছেন ত্রাণ কমিটির ঘোষণাপত্রে তিনি নাকি আদৌ সই করেন নি, যা আভক্সেন্তিয়েভ করেছেন। ত্রাণ কমিটি নিজেও গ্যারিসনের প্রতি তাদের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। শহরের রেজিমেণ্টগুলোর মধ্যে এখনো অসন্তোষ আছে, ভলিনস্কি রেজিমেণ্ট কেরেনস্কির বিরুদ্ধে লড়তে অস্বীকার করেছে।

চের্নভের নেতৃত্বে কয়েক ডিট্যাচমেণ্ট নিরপেক্ষ সৈন্য রয়েছে গাৎচিনায়, পেত্রগ্রাদের ওপর আক্রমণ বন্ধের জন্য তারা কেরেনস্কিকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। স্ক্রিপনিক হাসলেন। বললেন, 'এখন আর কোনো 'নিরপেক্ষ' থাকা সম্ভব নয়। আমরা জিতেছি!' তাঁর চোখা দাড়ি-ওয়ালা মুখখানা প্রায় এক তুরীয় উল্লাসে ভাস্বর, 'ফ্রণ্ট থেকে এসেছে ষাটের বেশি প্রতিনিধি, সমস্ত ফৌজ থেকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি এনেছে তারা, বাকি আছে কেবল রুমানিয়ান ফ্রণ্টের সৈন্যেরা, তাদের কাছ থেকে এখনো কিছু শোনা যায় নি। পেত্রগ্রাদের সমস্ত খবর চেপে দিচ্ছে ফৌজ কমিটিগুলো, কিন্তু এখন আমাদের বার্তাবহের একটা নিয়মিত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে...'

নিচে সামনের হলে সবে ঢুকছিলেন কামেনেভ, নতুন সরকার গঠনের সম্মেলনে সারা রাত্রি বৈঠক চলেছে, তাই ক্লান্ত, কিন্তু খুশি। বললেন, 'নতুন সরকারে আমাদের জায়গা দেবার জন্যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা ইতিমধ্যেই রাজী হয়েছে। বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের আদেশে ভয় পেয়ে গেছে দক্ষিণপন্থী গ্রুপগুলো। খানিকটা আতঙ্কের বশেই দাবি করছে যেন আমরা আর বেশি না এগিয়ে ওগুলোকে ভেঙে দিই... একটি সমগোত্রীয় সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্যে ভিকজেল যে প্রস্তাব দিয়েছে সেটি আমরা মেনে নিয়েছি, ওরা তাই নিয়ে এগুচ্ছে। আসলে এ সবই ঘটছে আমাদের জয়ের ফলে। যখন আমাদের হাল খারাপ, তখন কোনো মতেই ওরা আমাদের নিতে চায় নি; এখন সবাই সোভিয়েতগুলোর সঙ্গে একটা আপোসের পক্ষে... আমাদের এখন দরকার একটা সত্যিকারের চূড়ান্ত বিজয়। কেরেনস্কি চাইছেন যুদ্ধবিরতি, কিন্তু আমরা ওঁকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করব(২)...'

এই ছিল তখন বলশেভিক নেতাদের মেজাজ।* একজন বিদেশী সাংবাদিক ত্রৎস্কিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বিশ্বের কাছে তিনি কী বিবৃতি দিতে চান। ত্রৎস্কি বলেন, 'আমাদের কামান যা ঘোষণা করছে, এই মুহূর্তে শুধু সেই বিবৃতিই সম্ভব।'

কিন্তু এই বিজয় জোয়ারের তলে ছিল সত্যকার উদ্বেগের এক অন্তঃস্রোত, অর্থের সমস্যা। সামরিক বিপ্লবী কমিটির আদেশ অনুসারে ব্যাঙ্ক খোলার বদলে ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়ন সভা করে আনুষ্ঠানিক ধর্মঘট ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সাড়ে তিন কোটির মতো রুবল দাবি করেছিল স্মোলনি, কিন্তু ক্যাশিয়ার ভল্ট তালাবন্ধ করে রেখেছে, টাকা দিচ্ছে শুধু সাময়িক সরকারের প্রতিনিধিদের। প্রতিক্রিয়াশীলেরা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ককে ব্যবহার করছিল একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে; যেমন সরকারী রেলপথের কর্মচারীদের বেতন দেবার জন্য যখন ভিকজেল টাকা দাবি করে, তখন তাদের বলা হয় স্মোলনির কাছে দরখাস্ত দিতে...

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের নতুন কমিশার হয়েছেন পেত্রভিচ নামে লালচে চুল এক ইউক্রেনীয় বলশেভিক। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই আমি। ধর্মঘটী কেরানীরা যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ব্যাপারটা ফেলে রেখে গেছে, সেটা খানিকটা গুছিয়ে

---

* নভেম্বর বিপ্লবের পর ভিকজেল (রেল ট্রেড ইউনিয়নের সারা রুশ কার্যকরী কমিটি) হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েত বিরোধী ক্রিয়াকলাপের অন্যতম কেন্দ্র। ১১ই নভেম্বর তারা 'সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টি' নিয়ে সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। লেনিন ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে ভিকজেলের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর উদ্দেশ্য ছিল 'সামরিক কর্মের উপর একটা কূটনৈতিক আবরণ দান', কিন্তু লেনিন ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অমান্য করে আলাপ আলোচনায় যোগদানকারী কামেনেভ ও সকোলনিকভ ভিকজেলের দাবি অর্থাৎ সরকারে বলশেভিকদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী পার্টি মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব মেনে নেন।

১৫ই নভেম্বর লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে এইসব প্রতিবিপ্লবী পার্টির সঙ্গে আপোস নাকচের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় কমিটি। সিদ্ধান্তে জোর দেওয়া হয় এই কথায় যে সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস যখন ক্ষমতার ভার দিয়েছে বলশেভিক সরকারের উপর, তখন 'সোভিয়েত রাজ ধ্বনির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে বিশুদ্ধ বলশেভিক সরকার পরিহার করা অসম্ভব।' তাই কামেনেভের উল্লিখিত উক্তিতে বলশেভিক মেজাজ নয়, প্রতিফলিত হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্যন্তরে ছোটো একটি সুবিধাবাদী গ্রুপের মনোবৃত্তি, যারা রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্ভব বলে ভাবত। — সম্পাঃ

তোলার চেষ্টা করছেন তিনি। বিরাট জায়গাটার সবকটি দপ্তরে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে এসেছে ঘর্মাক্ত কলেবর শ্রমিক, সৈনিক আর নাবিকেরা, হতভম্বের মতো ঝুঁকে পড়েছে তারা মোটা মোটা লেজার বইয়ের ওপর, পরিশ্রমের তীব্রতায় প্রায় জিভ বেরিয়ে এসেছে...

পৌরসভা ভবনে অনেক লোক। নতুন সরকারকে অমান্য করার ঘটনা তখনো আছে তবে বিরল। কেন্দ্রীয় ভূমি কমিটি কৃষকদের কাছে আবেদন করে বলেছে যেন সোভিয়েত কংগ্রেসের ভূমি ডিক্রি তারা না মানে, কেননা তাতে নাকি গণ্ডগোল ও গৃহযুদ্ধ দেখা দেবে। মেয়র শ্রেইদের ঘোষণা করলেন বলশেভিক অভ্যুত্থানের ফলে সংবিধান সভার নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য পেছিয়ে দিতে হবে। গৃহযুদ্ধের প্রচণ্ডতায় সবাই যেন স্তম্ভিত, সকলের কাছেই মনে হল দুটি প্রশ্ন সর্বপ্রধান· প্রথমত, রক্তপাত বন্ধের একটা সন্ধি(৩), দ্বিতীয়ত, নতুন একটি সরকার গঠন। 'বলশেভিকদের চূর্ণ করার' কোনো কথা আর শোনা যাচ্ছে না, জন-সমাজতন্ত্রী ও কৃষক সোভিয়েতের পক্ষ থেকে ছাড়া বলশেভিকদের সরকার থেকে বাদ দেবার দাবিও বিশেষ উঠছে না। এমনকি স্তাভকার কেন্দ্রীয় ফৌজ কমিটি, স্মোলনির যারা চূড়ান্ত শত্রু, তারাও মগিলিওভ থেকে টেলিফোন করেছে· 'নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য যদি বলশেভিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসা দরকার হয়, তাহলে মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু অংশ হিসাবে তাদের স্থান দিতে আমরা রাজী আছি।'

'প্রাভদা' কেরেনস্কির 'মানবতাবাদী মনোভাব' নিয়ে শ্লেষ করে তাঁর ত্রাণ কমিটির নিকট প্রেরিত বার্তাটি ছাপিয়েছে

ত্রাণ কমিটি এবং তার চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রস্তাব অনুসারে আমি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সমস্ত সামরিক অভিযান বন্ধ করেছি। আলাপ আলোচনার জন্য একজন প্রতিনিধিকে পাঠানো হয়েছে। অযথা রক্তপাত বন্ধের জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা নিন।

ভিকজেল সারা রাশিয়ায় এক তারবার্তা পাঠাল:

যুধ্যমান উভয়পক্ষের প্রতিনিধি এবং আপোসের আবশ্যকতা মানে এমন সব সংগঠনের প্রতিনিধি সমেত রেল শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন গৃহযুদ্ধে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানাচ্ছে, বিশেষ করে যখন তা

চলছে বিপ্লবী গণতন্ত্রের বিভিন্ন দলের মধ্যে এবং ঘোষণা করছে যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস যে রূপেই প্রযুক্ত হোক তা নতুন সরকার গঠনের জন্য আলাপ আলোচনার পরিপন্থী...

সম্মেলন* থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হয় ফ্রন্টে, গাৎচিনায়। সম্মেলনেই মনে হয়েছিল যেন একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আসন্ন। একটা সাময়িক জনপরিষদ নির্বাচনেরও সিদ্ধান্ত হয় এখানে, যার প্রায় চারশ' সদস্যের মধ্যে পঁচাত্তর জন থাকবে স্মোলনি থেকে, পঁচাত্তর জন পুরনো৷ৎসে-ই-কা, বাকিরা আসবে পৌরসভা, ট্রেড ইউনিয়ন, ভূমি কমিটি ও রাজনৈতিক দলগুলি থেকে। নতুন প্রধানমন্ত্রী হবেন চের্নভ এবং গুজব শোনা গেল, বাদ দেওয়া হবে লেনিন ও ত্রৎস্কিকে...

দুপুর নাগাদ ফের এসে দাঁড়ালাম স্মোলনির সামনে। একটা অ্যাম্বুলেন্স যাবে বিপ্লবী ফ্রন্টের দিকে। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা কইলাম। সঙ্গে যেতে পারি কি? নিশ্চয়! ছেলেটি স্বেচ্ছাসেবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, রাস্তা দিয়ে চলেছে, ঘাড় ফিরিয়ে অকথ্য এক জার্মান ভাষায় জানালে, 'Also, gut! Wir nach die Kasernen zu essen gehen!'** আন্দাজ করলাম কোনো একটা ব্যারাকে আমাদের দ্বিপ্রাহরিক আহার হবে।

কিরোচনায়ায় আমরা সামরিক দালান ঘেরা এক প্রকাণ্ড আঙিনায় ঢুকলাম। অন্ধকার এক সিঁড়ি বেয়ে ওঠা গেল নিচু একটা ঘরে। আলো আসছে শুধু একটি জানলা দিয়ে। লম্বা একটা কাঠের টেবিল ঘিরে বসে আছে জন কুড়ি সৈন্য, শ্চি (বাঁধাকপির সুপ) খাচ্ছে একটা মস্ত লোহার গামলা থেকে, কাঠের চামচ দিয়ে। প্রচুর হাসছে আর গল্প করছে চিৎকার করে।

'৬ নং রিজার্ভ ইঞ্জিনিয়ার্স ব্যাটালিয়নের ব্যাটালিয়ন কমিটিকে অভিনন্দন!' ঘোষণা করলে আমার সঙ্গী এবং আমার পরিচয় দিলে একজন আমেরিকান সমাজতন্ত্রী হিসাবে। প্রত্যেকেই উঠে করমর্দন করলে আমার সঙ্গে, একজন বুড়ো সৈনিক তো একেবারে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড এক চুমু

---

* 'যুদ্ধবিরতি সম্মেলনের' কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

** কথাটার তর্জমা করলে মোটামুটি দাঁড়াবে: 'তা বেশ! ব্যারাকে খানা খেয়ে নেব।' — সম্পাঃ

খেলে। কাঠের একটি চামচ এল, টেবলে বসলাম। আনা হল কাশা ভরা আরেকটি গামলা, মস্ত একটা কালো রুটি এবং অবশ্যই অনিবার্য সেই চায়ের কেটলি। সঙ্গে সঙ্গেই সবাই প্রশ্ন শুরু করলে আমেরিকা সম্পর্কে: মুক্ত দেশে লোকে ভোট বিক্রি করে টাকার জন্যে, তা কি সত্যি? তাই যদি হয়, তাহলে লোকে যা চাইছে সেটা মিটবে কী করে? আচ্ছা এই 'ট্যাম্যানি'* ব্যাপারটা কী? স্বাধীন এক দেশে ছোটো একদল লোক গোটা শহরের ওপর আধিপত্য খাটাচ্ছে, ব্যক্তিগত লাভ ওঠাচ্ছে, সে কি সত্যি? লোকে সেটা সহ্য করছে কেন? এমনকি জারের আমলেও রাশিয়ায় ও ব্যাপার হতে পারত না; অবিশ্যি কোথাও কোথাও ঘুস চলত, কিন্তু গোটা একটা শহর নিয়ে কেনা বেচা! তাও একটা স্বাধীন দেশে! লোকের কি কোনো বিপ্লবী মেজাজ নেই? আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম আমাদের দেশে লোকে অবস্থা বদলাবার চেষ্টা করে আইনের পথে।

বাকলানভ নামে এক নবীন সার্জেন্ট, ফরাসী বলতে পারেন, মাথা নেড়ে বললেন, 'সে কথা ঠিক, তবে খুবই বিকশিত একটি পুঁজিপতী শ্রেণী তো আপনাদের আছে? সেক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রেণীই নিশ্চয় আইনসভা আর আদালতের ওপর দখল রাখবে। তাহলে লোকে অবস্থা বদলাবে কী করে? অবিশ্যি আপনি যদি বোঝাতে পারেন, মানতে রাজী আছি — আমি তো আর আপনাদের দেশটাকে চিনি না, কিন্তু এমনিতে আমার মনে হয় অবিশ্বাস্য...'

বললাম, আমি ৎসারস্কোয়ে সেলোয় যাচ্ছি। 'আমিও,' বাকলানভ বলে উঠল হঠাৎ। 'আমিও, আমিও...' গোটা ঘরই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললে ৎসারস্কোয়ে সেলোয় যাবে।

এই সময় করাঘাত হল দরজায়। দুয়োর খুলে দাঁড়ালেন একজন কর্নেল। কেউ উঠল না বটে, তবে সবাই চেঁচিয়ে সম্বর্ধনা জানালে। 'আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল। 'প্রসিম! প্রসিম!' সানন্দে জবাব দিলে সবাই।

লম্বা, সুপুরুষ চেহারার একটি লোক ঢুকল ঘরে, মুখে হাসি, মাথায় সোনালী নকসা তোলা ভেড়ার চামড়ার টুপি। বললেন, 'আপনারা সবাই ৎসারস্কোয়ে সেলো যাচ্ছেন বলে কানে এল, আমিও কি যেতে পারি?'

---

* 'ট্যাম্যানি' বা 'ট্যাম্যানি হল' — নিউ-ইয়র্কে ডেমোক্রাটিক পার্টির পরিচালনা ভবন। বহুকিছু অনাচার ও ফৌজদারি অপরাধের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, সে সময় অসংখ্য ঘটনা প্রকাশ পায় যাতে এইসব অপরাধে নিউ-ইয়র্কে ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতাদের অংশগ্রহণ ফাঁস হয়ে পড়ে। — সম্পাঃ

বাকলানভ একটু ভেবে বললে, 'আজ এখানে করবার আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। হ্যাঁ কমরেড, আপনাকে সঙ্গে পেলে আমরা খুশিই হব।' কর্নেল ধন্যবাদ দিয়ে বসলেন, চা ঢাললেন এক গ্লাস।

কর্নেলের অভিমানে ঘা না দেবার জন্য ফিসফিসিয়ে বাকলানভ ব্যাখ্যা করলে, 'কী জানেন, আমি হলাম কমিটির সভাপতি। ব্যাটালিয়নের ওপর নেতৃত্ব করি পুরোপুরি আমরা, শুধু লড়াইয়ের সময় সেনাপতিত্বের ভার দিই কর্নেলের ওপর। লড়াইয়ের সময় এ'র হুকুম সবাইকে কাঁটায় কাঁটায় মানতে হবে, তবে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে আমাদের কাছে। আর ব্যারাকে কোনো হুকুম দেবার আগে তাঁকে আমাদের অনুমতি নিতে হয় .. বলতে পারেন, ইনি হলেন আমাদের কার্যনির্বাহক অফিসার...'

অস্ত্র দেওয়া হল আমাদের, রাইফেল আর রিভলবার, 'বলা যায় না, কোনো কসাকের মুখোমুখি পড়ে যেতে পারি।' ফ্রন্টের জন্য পাঠানো সংবাদপত্রের মোটামোটা তিনটি বান্ডিলের সঙ্গেই আমরা গাদি দিলাম অ্যাম্বুলেন্সে। সোজা লিতেইনি ধরে তারপর জাগোরদনি প্রসপেক্ট বরাবর ঘড়ঘড়িয়ে চলল গাড়ি। আমার পাশেই একজন যুবক বসে ছিলেন, কাঁধে লেফটন্যান্টের কাঁধপট্টি, মনে হল ইউরোপের সবকটি ভাষায় সমান অবাধে কথা কইতে পারেন। ইনিও ব্যাটালিয়ন কমিটির একজন সভ্য।

বেশ জোর দিয়েই আমায় জানালেন, 'আমি কিন্তু বলশেভিক নই। খুবই বনেদী অভিজাত বংশের লোক আমরা। আর আমি নিজে, বলতে পারেন, একজন কাদেত...'

'কিন্তু তাহলে...' শুরু করলাম খানিকটা হতবুদ্ধি হয়েই।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমিটির সভ্য আমি ঠিকই। আমার রাজনৈতিক মত আমি লুকোই না। কিন্তু ওরা সেটা কেয়ার করে না, কেননা ওরা জানে যে অধিকাংশের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণে আমি বিশ্বাস করি না... তবে বর্তমান গৃহযুদ্ধে কোনো অংশ নিতে আমি অস্বীকার করেছি, কেননা রুশীরা ভাইয়ে ভাইয়ে লড়বে এতে আমার সায় নেই...'

'প্ররোচক! কর্নিলভী!' কাঁধে চাপড় মেরে সহাস্যে চিৎকার করল বাকিরা...

সামনে পড়ল মস্কো ফটকের প্রকাণ্ড ধূসর পাথুরে খিলান, সোনালী প্রতীকলিপি, গুরুভার বাদশাহী ঈগল আর জারদের নামে খোদাই। তার তল দিয়ে ছুটলাম আমরা সিধে সড়ক ধরে, লঘু তুষারপাতে তা ধূসর। গোটা

রাস্তাটাই লালরক্ষীতে ভরা, একদল পায়ে হে'টে চলেছে বিপ্লবী ফ্রন্টের দিকে, হাঁকাহাঁকি করছে, গান গাইছে; আর একদল ফিরছে ফ্রন্ট থেকে, ধূসর মুখ, কাদামাখা পোষাক। এদের অধিকাংশকেই মনে হল নেহাৎ ছেলেমানুষ। নারীও আছে বেলচা কাঁধে, কারো কারো পিঠে রাইফেল, টোটার বেল্ট, বাহুবন্ধে কারো বা আবার লাল ক্রস – বস্তির কু'জো শ্রমজীর্ণ মেয়ে সব। সৈন্যদের ছোটো ছোটো দল কদম ফেলছে বেতালা, লালরক্ষীদের নিয়ে ঠাট্টা করছে বন্ধুর মতো। চলেছে নাবিকেরা, মুখ তাদের কঠোর; বাপ মায়েদের জন্য খাবারের পুঁটলি নিয়ে চলেছে বাচ্চারা; সড়কের বাঁধানো পাথরের ওপর জমে ওঠা কয়েক ইঞ্চি পুরু থিকথিকে কাদা ভেঙে তাদের কেউ যাচ্ছে কেউ আসছে। পেছনে পড়ল কামান, গোলার ডাব্বা, ঝনঝনিয়ে চলেছে দক্ষিণমুখো, আহতে পরিপূর্ণ অ্যাম্বুলেন্স ফিরছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, সশস্ত্র সৈন্যে কণ্টকিত ট্রাক — কোনোটা যাচ্ছে, কোনোটা ফিরছে; একবার শুধু দেখা গেল একটা চাষী গাড়ি, ঢিকিয়ে চলেছে কাঁচকোঁচিয়ে, বিবর্ণমুখে মাথা ঝু'কিয়ে বসে আছে একটা ছেলে, একটানা কাতরে যাচ্ছে, পেটে আহত হয়েছে সে। রাস্তার দু' পাশেই ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে মেয়েরা আর বুড়োরা, কাঁটা তারের বেড়া দিচ্ছে।

পেছনে উত্তর দিকে হঠাৎ মেঘ সরে গেল নাটকীয়ভাবে, দেখা দিল নিষ্প্রভ এক সূর্য। একটানা জলাভূমি পেরিয়ে ঝিকমিক করছে পেত্রগ্রাদ। ডাইনে -- শাদা সোনালী রঙীন গম্বুজ আর মিনার, বাঁয়ে — লম্বা লম্বা চিমনি, কয়েকটা থেকে গলগলিয়ে বেরুচ্ছে কালো ধোঁয়া; আর তারও ওপারে ফিনল্যান্ডের ওপরকার নিচু আকাশ। আমাদের দু' পাশেই গির্জা আর মঠ... মাঝে মাঝে সাধু মোহান্তও দেখা যাচ্ছিল এক আধ জন, নীরবে লক্ষ করে যাচ্ছে রাস্তায় প্রলেতারীয় ফৌজের নাড়ীস্পন্দন।

পুলকভোয় দু' ভাগ হয়ে গেছে রাস্তা, বিপুল এক জনতার মাঝখানে গাড়ি থামল আমাদের। জনস্রোত এখানে এসে মিলছে তিন দিক থেকে, দেখা হচ্ছে বন্ধুতে বন্ধুতে, উত্তেজিত উল্লাসে তারা লড়াইয়ের বর্ণনা দিচ্ছে পরস্পরকে। মোড়ের সামনেই একসারি বাড়ি, গায়ে তাদের বুলেটের দাগ, পায়ে পায়ে চারপাশের জমি কাদা হয়ে উঠেছে আধ মাইল জুড়ে। এখানে লড়াই চলেছিল প্রচণ্ড... অদূরেই বেসওয়ারী কসাক ঘোড়াগুলো বৃথা ঘুরপাক খাচ্ছে খিদের জ্বালায়, মাঠের ঘাস শুকিয়ে গেছে বহু কাল আগেই। আমাদের ঠিক সামনেই এক লালরক্ষী একটা ঘোড়ায় চাপার চেষ্টা করছিল,

কিন্তু কিছুতেই পারছিল না, বারবার ছিটকে পড়তেই হাজার খানেক অমার্জিত মানুষ ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠছে।

অবশিষ্ট কসাকরা পিছু হটেছে বাঁয়ের রাস্তাটা দিয়ে, এটা চলে গেছে ছোট একটা টিলার ওপরকার গাঁয়ে। চারিপাশের অসীম সমভূমির একটা জমকালো দৃশ্য চোখে পড়ে এখান থেকে, শান্ত এক সমুদ্রের মতো তা ধূসর, মাথার ওপর উত্তাল মেঘকুণ্ডলী, আর গোটা সড়ক জুড়ে বাদশাহী নগরটার জঠর থেকে উদ্গিরিত হয়ে আসছে তার জনস্রোত। দূরে বাঁয়ের দিকে মাথা তুলে আছে ক্রাস্নোয়ে সেলোর ছোট্ট টিলাটা, — সম্রাটের রক্ষী সৈন্য গ্রীষ্মকালে ছাউনি ফেলে কুচকাওয়াজ করত এখানে, আর দেখা যাচ্ছে বাদশাহী গোশালা। এর মাঝপথে কয়েকটা দেয়াল-ঘেরা মঠ আর কিছু একটেরে কারখানা, কয়েকটা আশ্রম বা এতিমখানার বড়ো বড়ো বাড়ি আর অবহেলিত ময়দান ছাড়া গোটা সমভূমিটার একঘেয়েমি কোথাও ব্যাহত হয় নি...

বন্ধ্যা একটা টিলার ওপর দিয়ে যাবার সময় ড্রাইভার বললে, 'এইখানে, এই জায়গাটায় মারা যান ভেরা স্লুৎস্কায়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৌরসভার বলশেভিক সদস্য। ঘটনাটা ঘটে আজ ভোরে। উনি যাচ্ছিলেন মোটর গাড়িতে, সঙ্গে ছিলেন জালকিন্দ এবং আরেকজন। যুদ্ধবিরতি হয়েছিল, এ'রা যাচ্ছিলেন ফ্রন্টের ট্রেঞ্চে। হাসাহাসি করছেন, কথা কইছেন, হঠাৎ যে আর্মর্ড ট্রেনে কেরেনস্কি নিজে যাচ্ছেন, সেখান থেকে গাড়িটা দেখতে পেয়ে কেউ কামান চালায়। গোলা লেগে ভেরা স্লুৎস্কায়া মারা যান...'

শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম ৎসারস্কোয়েতে, প্রলেতারীয় অক্ষৌহিণীর দৃপ্তপদ সব নায়কে গমগম করছে জায়গাটা। যে প্রাসাদে সোভিয়েতের অধিবেশন হয়েছিল, সে জায়গাটা এখন কর্মচঞ্চল। আঙিনা ভরে গেছে লালরক্ষী আর নাবিকে, দরজায় দরজায় সান্ত্রী। ক্রমাগত আসছে যাচ্ছে বার্তাবহ আর কমিশার। সোভিয়েতের ঘরখানায় সামোভার বসেছে একটা, তার চারপাশে জন পঞ্চাশেক মজুর, সৈন্য, নাবিক আর অফিসার, চা খাচ্ছে, কথা কইছে গলা ফাটিয়ে। এক কোণে আনাড়ী দুজন মিস্ত্রি একটা মাল্টিগ্রাফিং যন্ত্র চালু করার চেষ্টায় লেগেছে। মাঝখানের টেবলে বিপুলকায় দিবেঙ্কো ঝুঁকে পড়েছেন একটা মানচিত্রের ওপর, লাল নীল পেন্সিলে সৈন্যদের জন্য ঘাঁটি চিহ্নিত করছেন। খোলা হাতটায় বরাবরের মতোই সেই প্রকাণ্ড স্টীল-নীল রিভলবার। তারপর একটা টাইপ রাইটারের কাছে বসে এক আঙুলে

টোকা দিয়ে চললেন; একটু বাদে বাদেই থামছেন, রিভলবারটা তুলে নিচ্ছেন, সস্নেহে তার প্যাঁচ ঘুরাচ্ছেন।

দেয়াল বরাবর একটা কোচ, তাতে শুয়ে আছে একজন জোয়ান মজুর, দুজন লালরক্ষী ঝুঁকে আছে তার ওপর, কিন্তু অন্যেরা কেউ নজর দিচ্ছে না। বুকে তার একটা ফুটো, প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তাজা রক্ত উপচে উঠছে পোষাক ভেদ করে। চোখ দুটি বোজা, তার জোয়ান দাড়িওয়ালা মুখখানা সবজেটে-শাদা। ধীরে ধীরে তখনো অস্ফুট নিঃশ্বাস পড়ছে তার, আর প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিস করছে, 'মির বুদেৎ! মির বুদেৎ!' (শান্তি হবে, শান্তি হবে।)

আমরা ভেতরে আসতেই চোখ তুলে চাইলেন দিবেঙ্কো। বাকলানভকে বললেন, 'আরে এই ত! কম্যান্ডান্ট দপ্তরে গিয়ে দায়িত্ব নিতে পারবেন কমরেড? আচ্ছা দাঁড়ান, আপনাকে প্রত্যয় পত্র লিখে দিচ্ছি।' টাইপ রাইটারের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে অক্ষর বসাতে লাগলেন তিনি।

ৎসারস্কোয়ে সেলোর নতুন কম্যান্ডান্ট আর আমি গেলাম ইয়েকাতেরিনা প্রাসাদের দিকে, বাকলানভ খুবই উত্তেজিত, নতুন দায়িত্বে গুরুগম্ভীর। আগের সেই কারুকার্যখচিত শাদা ঘরখানায় কৌতূহলে ঘুরছে কিছু লালরক্ষী আর আমার সেই পূর্বপরিচিত কর্নেলটি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোচ কামড়াচ্ছেন। আমায় তিনি স্বাগত করলেন হারানো ভাইকে ফিরে পাওয়ার মতো করে। দরজার কাছে একটি টেবলের সামনে বসে আছে সেই বেসারাবীয় ফরাসীটি। বলশেভিকরা তাকে থাকতে বলেছে, কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

গজগজ করলে সে, 'আমি কী করব? জন্মগতভাবেই জনতার হুকুমদারি আমরা যতই অপছন্দ করি না কেন, এই রকম এক যুদ্ধে আমার মতো লোকে কোনো পক্ষেই লড়তে পারে না... বেসারাবিয়ায় মায়ের কাছ ছাড়া হয়ে থাকতে হচ্ছে এইটেই আফসোসের কথা!'

কম্যান্ডান্টের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার নিচ্ছিল বাকলানভ। 'এই যে,' বিচলিতভাবে বললেন কর্নেল, 'এই নিন দেরাজের চাবি।'

কিন্তু নাক গলাল একজন লালরক্ষী, 'আর টাকাগুলো কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে সে দৃঢ়ভাবে। কর্নেল বিস্ময়ের ভাব করলেন। 'টাকা? কিসের টাকা? ও সিন্দুকের কথা বলেছেন। ওইটে সিন্দুক,' বললেন কর্নেল, 'তিন দিন আগে

আমি দখল নেবার সময় যেমন ছিল তেমনি আছে। চাবি?' কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল, 'চাবি তো আমার কাছে নেই।'

সেয়ানার মতো টিটকারি দিলে লালরক্ষী, 'খাসা কৈফিয়ৎ!'

বাকলানভ বললে, 'সিন্দুকটা ভাঙা যাক! একটা কুড়ুল নিয়ে এস। ইনি একজন আমেরিকান কমরেড। উনি সিন্দুক ভেঙে লিখে দিন কী আছে।'

কুড়ুল চালালাম আমি। কিছুই ছিল না কাঠের সিন্দুকে।

'গ্রেপ্তার করা হোক এ'কে,' লালরক্ষীটি বললে বিষ ঢেলে, 'কেরেনস্কির লোক। টাকা মেরে দিয়ে দিয়েছে কেরেনস্কিকে।'

বাকলানভের তেমন কোনো ইচ্ছে ছিল না। বললে, 'আরে না, না, ওটা কর্নিলভীদের কাজ। এ'র আগে। এ'র দোষ দেওয়া চলে না।'

'ধুত্তোরি সব!' হাঁকল লালরক্ষী, 'বলে দিচ্ছি আপনাকে, ও কেরেনস্কির লোক। আপনি যদি গ্রেপ্তার না করেন, আমরা করব। পেত্রগ্রাদে নিয়ে গিয়ে পিটার-পলে ভরে দেব, সেই ওর জায়গা!' সগর্জনে অন্যান্য লালরক্ষীরাও সায় দিলে এতে। কর্নেলকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল, আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টি হানলেন যাবার সময়...

সোভিয়েত প্রাসাদের সামনে দেখলাম একটা মোটর ট্রাক যাচ্ছে ফ্রন্টে। জন ছয়েক লালরক্ষী, কিছু নাবিক, দু' এক জন সৈন্য বিশালকায় এক শ্রমিকের নেতৃত্বে উঠে পড়ল তাতে, আমায় ডাক দিলে যাবার জন্য। সদরদপ্তর থেকে একদল লালরক্ষী বেরুল প্রত্যেকেই এক এক বোঝা করগেট শিটের বোমা নিয়ে — ভেতরে গ্রুবিত্তের পুরে দেওয়া; বললে, বস্তুটা নাকি ডিনামাইটের চেয়ে দশগুণ জোরালো, ফাটে পাঁচগুণো তাড়াতাড়ি। এগুলিকে বোঝাই করা হল ট্রাকে। তিন ইঞ্চি এক কামানে গোলা পুরে তার-দড়ি দিয়ে বাঁধা হল ট্রাকের পেছনে।

চিৎকারের মধ্যে গাড়ি ছাড়ল আমাদের, বলাই বাহুল্য পূর্ণ গতিতে, ভারি ট্রাকটা দুলতে থাকল এদিক ওদিক, কামানটা লাফাতে থাকল তার এ চাকা ও চাকায়। গ্রুবিৎ বোমাগুলো এধার ওধার গড়াতে থাকল আমাদের পায়ের ওপর দিয়ে, দুমদাম করে ধাক্কা খাচ্ছিল গাড়ির দেয়ালে।

বিপুলকায় লালরক্ষীটির নাম ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ। আমেরিকা সম্বন্ধে প্রশ্নবান শুরু করলে সে। 'কেন যুদ্ধে নামল আমেরিকা? মার্কিন

মজুরেরা কি পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করার জন্যে তৈরি? মুনি* মোকদ্দমার হাল এখন কী? বার্কমেনকে** কি সান ফ্রান্সিস্কোর হাতে তুলে দেওয়া হবে? এইসব এবং জবাব দেওয়া কঠিন এমন আরো অনেক প্রশ্নই উচ্চারিত হল ট্রাকের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচিয়ে, গড়াগড়ি বোমাগুলোর মাঝখানে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে।

মাঝে মাঝে টহলদারী দল আমাদের থামাবার চেষ্টা করছিল। সৈন্যরা গাড়ির সামনে ছুটে গিয়ে চিৎকার করছিল, 'রুখ!' বন্দুক তুলে ধরছিল।

আমরা কোনো কেয়ার করছিলাম না। 'চুলোয় যাও তোমরা!' চেঁচাচ্ছিল লালরক্ষীরা, 'বললেই অমনি থামব আর কি! আমরা লালরক্ষী!' বেপরোয়া হাঁকিয়ে চললাম আমরা আর ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ পানামা খালের ওপর আন্তর্জাতিক অধিকার এবং এই ধরনের নানা প্রশ্ন নিয়ে গাঁক গাঁক করে চলল...

মাইল পাঁচেক এগিয়ে দেখা গেল একদল নাবিক মার্চ করে পিছিয়ে আসছে। গাড়ির গতি কমালাম আমরা।

'ফ্রন্টটা কোথায় ভাই সব?'

সামনের নাবিকটি থেমে মাথা চুলকাল। বললে, 'আজ সকালে ছিল প্রায় রাস্তা বরাবর আধ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু এখন আর শালার কোথাও নেই। হেঁটে হেঁটে আমরা হয়রান, কোনো চিহ্নই দেখছি না।'

ট্রাকে উঠে পড়ল তারা, আমরা এগুলাম। প্রায় মাইল খানেক যাবার পর ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ কিছু একটা শুনে গাড়ি থামাবার জন্য হাঁক দিলে শোফারকে।

'গুলি চলছে!' হাঁক দিলে সে, 'শুনতে পাচ্ছ না?' এক মুহূর্তের জন্য থমথমে নীরবতা নামল, তারপর কিছু দূরে বাঁ দিক থেকে শোনা গেল পরপর

---

* টম মুনি — ঢালাইকর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, ১৯১৬ সালের ২২শে জুলাই সান ফ্রান্সিস্কোতে প্যারেডের সময় বোমা ফেলার মিথ্যা অভিযোগে প্রাণদণ্ডিত। মেহনতীদের মধ্যে বিপুল বিক্ষোভের চাপে প্রেসিডেন্ট উইলসন হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন এবং মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি হয়। টম মুনি নির্দোষ প্রমাণিত হলেও জেলে থাকেন কুড়ি বছরেরও বেশি, এবং মুক্তি পান প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সময়। — সম্পাঃ

** বার্কমেন — টম মুনির মামলার আরেকজন আসামী। — সম্পাঃ

Исполнительный Комитет
Петроградского Совета
Рабочихъ и Солдатских
Депутатовъ
Военный Отдѣлъ

28 Октября 191 г.
26/1435

УДОСТОВѢРЕНІЕ.

Настоящее удостовѣреніе дано представите Американской Соціалъ - демократіи Интернаціоналисту товарищу ДЖОНУ РИДЪ въ томъ, Военно - Революціонный Комитетъ Петербургскаг Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ пред - ставляетъ имъ права свободнаго проѣзда по всѣм Сѣверному фронту въ цѣляхъ освѣдомленія нашихъ Американскихъ товарищей интернаціоналистовъ съ событіями въ Россіи.

Председатель:

Секретарь:

জন রীডকে প্রদত্ত
অবাধে উত্তর ফ্রন্ট সফরের পাস

তিনটে গুলির শব্দ। এইখানটার রাস্তার ধারটা গাছগাছালিতে ভরা। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ফিসফাস করতে করতে সন্তর্পণে এগুল গাড়িটা, শেষ পর্যন্ত যেখান থেকে গুলির শব্দ এসেছিল প্রায় তার সামনে থামলাম আমরা। ট্রাক থেকে নেমে ছড়িয়ে পড়ে চুপি চুপি বনে ঢুকলাম আমরা, প্রত্যেকের হাতেই তার রাইফেল।

দুজন কমরেড ইতিমধ্যে কামানটা খুলে ঘুরিয়ে তাক করে রইল আমাদের যথাসম্ভব পেছন দিকটায়।

বনটা চুপচাপ। পাতা ঝরে গেছে, ক্ষীণ শারদ সূর্যের নিচু আলোয় মিটমিট করছে গাছের গুঁড়িগুলো, সবকিছুই নিশ্চল, শুধু মড়মড়িয়ে ভেঙে যাচ্ছে পায়ের তলে বরফের পাতলা চাঙ। সত্যিই কি শত্রুর মুখে পড়েছি।

কোনোই ঘটনা ঘটল না, যেতে যেতে পাতলা হয়ে এল গাছগুলো। থামলাম আমরা, একটু দূরে ছোটো একটা ফাঁকায় ছোট্ট একটা আগুন ঘিরে বসে আছে জন তিনেক সৈন্য, কোনো দিকেই খেয়াল নেই তাদের।

ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ এগিয়ে গেল। 'জদ্রাভস্তভুইতে, কমরেড!' আদাব জানালে, যদিও পেছনে তার একটি কামান, কুড়িটি রাইফেল আর এক ট্রাক গ্রুবিং বোমার ভাগ্য সুতোয় ঝুলছে। সৈন্যরা লাফিয়ে উঠল।

'এখানে গুলি চলছিল, কী ব্যাপার?'

হাঁপ ছেড়ে একটি সৈন্য জবাব দিলে, 'খরগোস মারছিলাম কমরেড...'

রমানভের দিকে ছুটল ট্রাকটা, জ্বলজ্বলে ফাঁকা দিন। প্রথম মোড়েই দুজন সৈন্য ছুটে এল সামনে, রাইফেল নেড়ে। গতি কমিয়ে থামলাম আমরা।

'পাস কমরেড!'

লালরক্ষীরা হৈচৈ শুরু করে দিলে, 'আমরা লালরক্ষী, পাস আমাদের লাগে না... চালিয়ে যাও হে, কেয়ার করো না!'

কিন্তু একজন নাবিক আপত্তি করলে, 'না কমরেড, সেটা ঠিক নয়। আমাদের বিপ্লবী শৃংখলা মানতে হবে। ধরো কোনো প্রতিবিপ্লবী যদি ট্রাকে করে আসে, বলে, 'আমাদের পাস লাগে না?' কমরেডরা তো আর তোমাদের চেনে না?'

এতে একটা তর্ক বাধল। একের পর এক নাবিক আর সৈনিকেরা শৃংখলার পক্ষ নিলে। গজগজ করতে করতে লালরক্ষীরা তাদের নোংরা বুমাগা (কাগজ) বার করে দিলে। সবকটি কাগজই একরকম, শুধু আমারটি ছাড়া, এটি ইস্যু করা হয়েছে স্মোলনির বিপ্লবী দপ্তর থেকে। সান্ত্রীরা ঘোষণা করলে আমায় তাদের সঙ্গে যেতে হবে। লালরক্ষীরা প্রচণ্ড আপত্তি করলে, কিন্তু প্রথম যে নাবিকটা কথা বলেছিল সে জানাল, 'এই কমরেডকে

আমরা খাঁটি কমরেড বলেই জানি, কিন্তু এ হল কমিটির হুকুম, সে হুকুম মানতেই হবে। সেই হল বিপ্লবী শৃঙ্খলা...'

ঝামেলা এড়াবার জন্য আমি ট্রাক থেকে নামলাম, এগুতে এগুতে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ি, সমস্ত কোম্পানিই হাত নেড়ে বিদায় জানালে। সৈন্যেরা নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কী আলাপ করলে, তারপর একটা দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে আমায়। হঠাৎ ঝলক দিয়ে উঠল: গুলি করবে আমায়! তিনদিকের কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। জীবনের একমাত্র লক্ষণ শুধু একটা দাচা, পাশের রাস্তায় পোয়াটেক মাইল দূরের একটা জীর্ণ কাঠের বাড়ি, ধোঁয়া উঠছে সেখান থেকে। দুজন সৈনিক এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে। মরীয়ার মতো আমি ছুটলাম তাদের পেছনে।

'কিন্তু কমরেড এই দেখুন না' এটা যে সামরিক বিপ্লবী কমিটির সীল!'

বোকার মতো ওরা তাকিয়ে রইল আমার প্যাসের দিকে, তারপর বোকার মতো মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে নিজেদের মধ্যে।

গোমড়া মুখে একজন বললে, 'কিন্তু এ পাসটা দেখতে অন্যাগুলোর মতো নয়। .আমরা তো আর পড়তে পারি না ভায়া।'

লোকটার হাত টেনে বললাম, 'বেশ তাহলে ওই বাড়িটায় যাওয়া যাক! কেউ সেখানে নিশ্চয় পড়ে দিতে পারবে।' ইতস্তত করলে ওরা। একজন গররাজী হল। আরেকজন আপাদমস্তক আমায় নিরীক্ষণ করে বলল, 'তা না যাবার কী আছে। যতই হোক, নির্দোষ লোককে মেরে ফেলা তো পাপ।'

বাড়ির সামনের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম আমরা। একটি বেঁটে মোটা মেয়ে দরজা খুলেই আঁতকে পেছিয়ে গেল। বলতে লাগল, 'আমি ও সব কিছু জানি না! আমি ও সব কিছু জানি না!' একজন রক্ষী পাসটা মেলে ধরতেই আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটি। 'কিছু না কমরেড, শুধু এটা পড়ে দিন।' ইতস্তত করে কাগজটা নিলে মেয়েটি, জোরে জোরে দ্রুত পড়ে গেল:

এই পাসের বাহক জন রীড, আমেরিকান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একজন প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিকতাবাদী...

রাস্তায় গিয়ে ফের একটা আলোচনা হল সৈন্য দুজনের মধ্যে। আমায় বললে, 'রেজিমেণ্ট কমিটিতে আপনাকে নিয়ে যাব।' দ্রুত ঘনায়মান গোধূলিতে

আমরা কাদা-মাখা রাস্তা ভেঙে চললাম। মাঝে মাঝে সৈন্যদের ছোটো ছোটো দলের সামনে পড়ছিলাম, রক্তচক্ষু হেনে তারা ঘিরে ধরছিল আমায়, পাসটা নেড়ে চেড়ে দেখে প্রচণ্ড তর্ক করছিল আমায় খুন করে ফেলাই দরকার কি না...

২ নং ৎসারস্কোয়ে সেলো রাইফেল্‌সের ব্যারাকে যখন পেশছলাম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। সদর রাস্তা বরাবর ঝাঁক বে'ধে আছে নিচু নিচু লম্বাটে সব বাড়ি। ঢোকবার মুখে জটলা করছিল কিছু সৈন্য। সোৎসুক প্রশ্ন শুরু করলে তারা। গুপ্তচর? প্ররোচক? ঘোরানো সি'ড়ি বেয়ে উঠলাম একটা প্রকাণ্ড নিরাভরণ ঘরে, মাঝখানে মস্ত একটা চুল্লি, মেজের ওপর সারি সারি খাটিয়া, সেখানে হাজার খানেক সৈনিক কেউ তাস খেলছে, গল্প করছে, গান গাইছে, কেউ বা ঘুমচ্ছে। ছাতে একটা বিদীর্ণ ফুটো, কেরেনস্কির কামানের কীর্তি...

আমি দরজায় দাঁড়াতেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সবাই, মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগল আমায়। তারপর হঠাৎ এগিয়ে আসতে লাগল তারা, প্রথমটা আস্তে আস্তে তারপর হঠাৎ বেগে ধেয়ে, মুখ ভরা আক্রোশ নিয়ে। আমার একজন পাহারাওয়ালা চিৎকার করলে, 'কমরেড! কমরেড! কমিটি! কমিটি!' গজগজ করতে করতে আমায় ঘিরে ধরে থামল ভিড়টা। ভেতর থেকে গলে পথ করে এলেন একটি রোগা তরুণ, হাতে লাল বাহুবন্ধ।

'কে লোকটা?' রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। প্রহরীরা ব্যাপারটা জানাল। 'দলিলটা দিন!' সযত্নে সেটা পড়লেন তিনি, আমার দিকে তাকালেন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে। তারপর হেসে ফিরিয়ে দিলেন পাসটা। 'কমরেডরা, ইনি একজন আমেরিকান কমরেড, আমি হলাম কমিটির সভাপতি, রেজিমেণ্টে স্বাগত করছি আপনাকে.' অকস্মাৎ একটা সাধারণ গুঞ্জন বেড়ে উঠল সম্বর্ধনার হুল্লোরে, করমর্দনের জন্য এগিয়ে এল লোকগুলো।

'আপনার খাওয়া হয় নি নিশ্চয়? আমরা এখানে খাওয়া সেরে ফেলেছি। আপনি যান অফিসার ক্লাবে, সেখানে আপনার ভাষায় কথা কইবার মতো লোক কিছু আছে...'

আঙিনা পেরিয়ে আরেকটা দালানের দরজায় ইনি আমায় পেশছে দিলেন। লেফটেন্যাণ্টের কাঁধপটি লাগানো অভিজাত চেহারার একজন যুবক সেখানে ঢুকছিলেন। তাঁর কাছে আমার পরিচয় দিয়ে করমর্দন করে সভাপতি ফিরে গেলেন।

'আমার নাম স্তেপান গেওর্গিয়েভিচ মরোভস্কি, আপনার কাজে লাগতে পারলে কৃতার্থ হব,' লেফটন্যান্ট বললেন নিখুঁত ফরাসীতে। সামনের কারুকার্য করা বারান্দাটা থেকে একটা ফলাও সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে, ঝাড় লণ্ঠনে ঝকমক করছে। দোতলার হল থেকে দেখা যাচ্ছে বিলিয়ার্ড খেলার হল, তাস খেলার ঘর, লাইব্রেরি। খাবার ঘরে ঢুকলাম আমরা, ঠিক মাঝখানে একটা লম্বা টেবল জুড়ে বসে আছে প্রায় জনকুড়ি অফিসার,পুরোপুরি অফিসারী সাজ, — কোমরে সোনারুপো বাঁধানো তরোয়াল, বুকে বাদশাহী ক্রস আর রিবন, সবই ঠিক আছে। আমি আসতেই সবাই সৌজন্য সহকারে উঠে দাঁড়াল, আমার স্থান হল এক কর্নেলের পাশে। লোকটি বিপুলকায়, ভারিক্কী চেহারা, পাকা দাড়ি। নিখুঁত কায়দায় খাবার পরিবেশন করছে আর্দালিরা। আবহাওয়াটা ইউরোপের যে-কোনো অফিসার ক্লাবের মতোই। বিপ্লবটা তাহলে কোথায়?

'আপনি বলশেভিক নন?' জিজ্ঞেস করলাম মরোভস্কিকে।

সকলের মুখেই হাসি ফুটল, তবে দু' একজনকে আর্দালির দিকে সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করতেও দেখলাম।

বন্ধুবর বললেন, 'না। এ রেজিমেণ্টে বলশেভিক অফিসার আছেন মাত্র একজন। তিনি আজ রাতে পেত্রগ্রাদে আছেন। কর্নেল মেনশেভিক। ওখানে ক্যাপটেন খের্লভ হলেন কাদেত। আমি নিজে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি... বলা চলে, ফৌজের বেশির ভাগ অফিসারই বলশেভিক নন, তবে আমার মতোই তাঁরাও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাঁরা মনে করেন সৈনিক জনগণের কথা তাঁদের মেনে চলা উচিত :'

খাওয়ার পর মানচিত্র এল, কর্নেল সেটা বিছালেন টেবলের ওপর। সবাই ঘিরে এল দেখতে।

পেন্সিলের দাগগুলো দেখিয়ে কর্নেল বললেন, 'আজ সকালে আমাদের ঘাঁটিগুলো ছিল এই সব জায়গায়। ভ্লাদিমির-কিরিলোভিচ, আপনার কম্পানি কোথায়?'

ক্যাপটেন খের্লভ দেখালেন, 'আদেশ মতো এই রাস্তাটা বরাবর ঘাঁটি নিই আমরা। পাঁচটার সময় কার্সাভিন সেখানে গেছেন আমার বদলি হিসাবে।'

এই সময় দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন রেজিমেণ্ট কমিটির সভাপতি, সঙ্গে আরেকজন সৈন্য। তাঁরাও কর্নেলের পেছনে ভিড় করলেন মানচিত্র দেখতে।

'বেশ,' বললেন কর্নেল, 'আমাদের এলাকায় কসাকরা পেছিয়ে গেছে দশ কিলোমিটার। আরো এগিয়ে ঘাঁটি নেওয়া দরকার মনে করছি না। আজ রাতে আপনারা এই বর্তমান লাইনটাই ধরে থাকবেন, ঘাঁটি শক্তিশালী করবেন...'

'মাপ করবেন, একটা কথা,' বাধা দিয়ে বললেন রেজিমেণ্ট কমিটির সভাপতি, 'হুকুম আছে যথাসাধ্য বেগে এগিয়ে সকালে গাৎচিনার উত্তরে কসাকদের সঙ্গে যুদ্ধে নামানো। চূড়ান্ত রকমে ওদের পরাস্ত করা দরকার। সেই অনুসারে নির্দেশ দিন।'

কিছুক্ষণের জন্য একটা স্তব্ধতা নামল। কর্নেল ফের মানচিত্রে ঝুঁকলেন। 'বেশ,' গলার স্বর তাঁর এবার অন্যরকম, 'স্তেপান গেওর্গিয়েভিচ, আপনি দয়া করে...' নীল পেন্সিলে দ্রুত রেখা টানতে টানতে নির্দেশ দিয়ে গেলেন তিনি, একজন সার্জেণ্ট তার শর্ট হ্যান্ড নোট নিলে। সার্জেণ্ট চলে গেল আর দশ মিনিট পরে ফিরে এল কার্বন কপি সমেত টাইপ করা হুকুমনামা নিয়ে। কমিটির সভাপতি কার্বন কপিটা সামনে রেখে মানচিত্রটা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

'ঠিক আছে,' উঠে বললেন তিনি, কার্বন কপিটা ভাঁজ করে পকেটে পুরলেন। তারপর অন্য কপিটায় সই দিলেন, পকেট থেকে একটি গোল সীলমোহর বার করে ছাপ মেরে এগিয়ে দিলেন কর্নেলের দিকে ..

হ্যাঁ, একেই বলে বিপ্লব!

ৎসারস্কোয়ে সোভিয়েত প্রাসাদে ফিরলাম রেজিমেণ্ট স্টাফের মোটর গাড়িতে। দলে দলে শ্রমিক, সৈনিক আর নাবিকেরা তখনো আসছে যাচ্ছে, তখনো দরজার সামনে ট্রাক, আর্মর্ড কার আর কামানের রুদ্ধশ্বাস চাপ, তখনো চলছে হল্লা, অনভ্যস্ত বিজয়ের হাসি। জনছয়েক লালরক্ষী জোর করে ভেতরে ঢুকল, মাঝখানে একজন পাদ্রী। বললে, ইনি হলেন ইভান পাদ্রী, কসাকরা শহরে ঢুকলে ইনি নাকি তাদের আশীর্বাদ করেছেন। পরে শুনেছি এঁকে গুলি করে মারা হয়(৪)...

ডাইনে বাঁয়ে দ্রুত আদেশ দিতে দিতে বেরিয়ে আসছিলেন দিবেঙ্কো। হাতে সেই প্রকাণ্ড রিভলবারটা। ইঞ্জিন চালু অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে আছে একটি মোটর গাড়ি। একাই পেছনকার সিটে উঠে বসলেন তিনি, গাড়ি ছেড়ে দিল — ছুটলেন গাৎচিনার, কেরেনস্কিকে চূর্ণ করতে।

সন্ধ্যায় তিনি গিয়ে পৌঁছন শহরের উপকণ্ঠে, তারপর এগিয়ে যান পায়ে হেঁটেই। কসাকদের তিনি কী বলেছিলেন কেউ জানে না, কিন্তু ঘটনাটা দাঁড়াল এই যে জেনারেল ক্রাসনভ ও তাঁর স্টাফ এবং কয়েক হাজার কসাক আত্মসমর্পণ করে, কেরেনস্কিকেও তিনি সেই পরামর্শ দেন (৫)।

আর কেরেনস্কি? সে প্রসঙ্গে ১৪ই নভেম্বর সকালে জেনারেল ক্রাসনভ যে সাক্ষ্য দেন সেইটেই বরং পুনরুদ্ধৃত করে দিই:

'গাৎচিনা, ১৪ই নভেম্বর, ১৯১৭। আজ প্রায় তিনটের সময় (ভোর) সর্বাধিনায়ক (কেরেনস্কি) আমায় ডেকে পাঠান। ভারি উত্তেজিত এবং ভারি বিচলিত ছিলেন তিনি।

'আমায় বলেন, 'জেনারেল, আপনি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আপনার কসাকরা সোজাসুজি বলছে যে তারা আমায় গ্রেপ্তার করে নাবিকদের হাতে তুলে দেবে।'

'আমি বলি, 'হ্যাঁ, সে রকম একটা কথা বলা হচ্ছে। আপনার প্রতি কোনো সহানুভূতি কোথাও নেই সেটা আমি জানি।'

''কিন্তু অফিসাররাও যে ওই একই কথা বলছে।'

''হ্যাঁ, আপনার ওপর সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট অফিসাররাই।'

''তাহলে কী করব আমি? আত্মহত্যা করব?'

''আপনার যদি সম্মানবোধ থাকে, তাহলে শাদা পতাকা তুলে আপনি পেত্রগ্রাদে চলে যান, সেখানে সামরিক বিপ্লবী কমিটির কাছে হাজির হোন, সাময়িক সরকারের কর্তা হিসাবে আলাপ আলোচনা শুরু করুন।'

''বেশ, তাই করব জেনারেল।'

''আমি আপনার জন্যে একজন পাহারা দেব, একজন নাবিকও যাতে আপনার সঙ্গে যায় তা বলব।'

''না না, নাবিক টাবিক নয়। আচ্ছা দিবেঙ্কো এখানে এসেছে সত্যি নাকি?'

''দিবেঙ্কো কে আমি জানি না।'

''সেই আমার শত্রু।'

''তার আর উপায় কী। যত বড়ো খেলা, তেমনি তার ঝুঁকি।'

''হ্যাঁ, আজ রাত্রেই চলে যাব!'

''তা কেন? সেটা হবে পালানো। যাবেন শান্তভাবে, খোলাখুলি, সবাই যেন দেখতে পায় যে আপনি পালাচ্ছেন না।'

''বেশ। তাহলে ভরসা করতে পারি এমন একদল রক্ষী আমায় দিন।'

''তা দেব।'

'আমি দনের ১০ নং রেজিমেন্ট থেকে কসাক রুসাকভকে ডেকে বলি দশজন কসাক বাছাই করতে হবে, সর্বাধিনায়কের সঙ্গে থাকবে। আধ ঘণ্টা বাদে কসাকরা এসে জানায় যে কেরেনস্কি তাঁর ঘরে নেই, পালিয়েছেন।

'আমি পাগলাঘণ্টি দিয়ে কেরেনস্কিকে খুঁজে বার করার হুকুম দিই। ভেবেছিলাম অত তাড়াতাড়ি গাৎচিনা থেকে তাঁর পালানো সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায় নি...'

এইভাবেই পালান কেরেনস্কি, একলা, 'নাবিকের ছদ্মবেশে' এবং এতেই রুশ জনগণের মধ্যে তাঁর যেটুকু জনপ্রিয়তা ছিল সেটুকুও হারান...

পেত্রগ্রাদে আমি ফিরে যাই একটা মোটর ট্রাকে, চালাচ্ছিল একজন মজুর, লালরক্ষীতে তা ভরা। কেরোসিন ছিল না, তাই আলো জ্বলছিল না। রাস্তা জুড়ে বাড়ি ফিরছে প্রলেতারীয় ফৌজ, নতুন রিজার্ভ আসছে তাদের জায়গা নিতে। বড়ো বড়ো ট্রাক, কামান আর গাড়ি আমাদের মতোই বিনা আলোয় ঝাপসা দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে। প্রচণ্ড বেগে গাড়ি ছুটছে আমাদের, প্রায় অনিবার্য ধাক্কা এড়াবার জন্য আচমকা বাঁক নিচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে, ঘসা খাচ্ছে অন্যের চাকার সঙ্গে, পেছনে উঠছে পথচারীদের মুখখিস্তি।

দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে আছে রাজধানীর ঝলমলে আলো, দিনের চেয়েও এখন তা বেশি জমকালো, বন্ধ্যা সমভূমির ওপর যেন মুঠো মুঠো জড়োয়া।

বুড়ো যে মজুরটি গাড়ি চালাচ্ছিল সে এক হাতে হুইল ধরে অন্য হাতটা প্রসারিত করে দিলে সেই দূর দেদীপ্যমান রাজধানীর উদ্দেশে।

'আমার!' জ্বলজ্বলে মুখে সে বলে উঠল, 'এ সবই এখন আমার। আমার পেত্রগ্রাদ!'

দশম পরিচ্ছেদ

মস্কো

সামরিক বিপ্লবী কমিটি তার বিজয় সংহত করে চলল সবেগে:

১৪ই নভেম্বর।

সমস্ত ফৌজ, কোর, ডিবিসন ও রেজিমেণ্ট কমিটির নিকট, সমস্ত শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের নিকট, সবাই, সবাই, সবাইকার কাছে।

কসাক, যুঙ্কার, সৈনিক, নাবিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে স্থির হয়েছে আলেক্সান্দর ফিওদোরভিচ কেরেনস্কিকে জনগণের আদালতে সোপর্দ করা হবে। আমরা কেরেনস্কিকে গ্রেপ্তার করার জন্য অনুরোধ করছি এবং নিম্নোক্ত সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দাবি করছি যেন কেরেনস্কি অবিলম্বে পেত্রগ্রাদে এসে আদালতের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

স্বাক্ষর:

উস্‌রি ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ১ম ডিবিসনের কসাকগণ,
পেত্রগ্রাদ এলাকার যুঙ্কার পার্টিজান ডিটাচমেণ্টের কমিটি,
৫ম ফৌজের প্রতিনিধি।
জনকমিশার দিবেঙ্কো

ত্রাণ কমিটি, পৌরসভা, সোশ্যালিস্ট-রভলিউশনারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, যা সগর্বে কেরেনস্কিকে সভ্য বলে মানে, সবাই প্রবল প্রতিবাদ করে জানাল যে কেরেনস্কি কেবল সংবিধান সভার কাছেই দায়ী হতে পারেন।

১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যায় দেখলাম জাগোরদনি প্রস্পেক্ট দিয়ে কুচকাওয়াজ করে চলেছে দু' হাজার লালরক্ষী, সামনে সামরিক বাদ্যদল বাজাচ্ছে মার্সেঁয়েজ

(কী যথাযোগ্য না আজ তা শোনাচ্ছে), রক্তলাল ঝাণ্ডা উড়ছে মজুরদের ধূম্রকৃষ্ণ সারির ওপর -- 'লাল পেত্রগ্রাদকে' যারা রক্ষা করল, চলেছে তারা সেই ভায়েদের প্রতি স্বাগত জানাতে। তুহিন প্রদোষে কদম ফেলছে নরনারী, দুলছে তাদের লম্বা বেঅনেট; কাদায় পেছল রাস্তা সামান্য আলোয় ঝাপসা, দু' পাশে নীরবে ভিড় করে আছে বুর্জোয়ারা, উন্নাসিক কিন্তু সন্ত্রস্ত...

সবাই এদের বিরুদ্ধে — কারবারী, চোরাবাজারী, পুঁজিপতি, জমিদার, আর্মি অফিসার, রাজনীতিক, শিক্ষক, ছাত্র, বৃত্তিজীবী, দোকানদার, কেরানী, দালাল। অন্য সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টি'রা বলশেভিকদের ঘৃণা করছে এক অসীম আক্রোশে। সোভিয়েতের পক্ষে শুধু সাধারণ মজুর, নাবিক, কলুষিত হয়ে পড়ে নি এমন সমস্ত সৈন্য, ভূমিহীন চাষী, আর সামান্য, অতি সামান্য কিছু বুদ্ধিজীবী...

মহা রাশিয়ার সুদূরতম যে সব প্রান্তে তরঙ্গের মতো ফুঁসে উঠেছিল রাস্তার লড়াই, কেরেনস্কির পরাজয়ের খবর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল প্রলেতারীয় বিজয়ের গর্জন বহন করে। কাজান, সারাতভ, নভ্‌গরদ, ভিনিৎসা — রাস্তায় রাস্তায় রক্ত বয়েছে যেখানে; মস্কো — বলশেভিকরা যেখানে কামান তাক করেছে বুর্জোয়াদের শেষ ঘাঁটি ক্রেমলিনের দিকে।

'ক্রেমলিনে গোলা দাগছে!' পেত্রগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় মুখে মুখে খবরটা ছড়াতে লাগল কেমন একটা আতঙ্কের মতো। 'শ্বেত পাথরী মস্কো মা'য়ের কাছ থেকে আসা যাত্রীরা ভয়াবহ সব কাহিনী শোনাল। হাজার হাজার লোক মারা পড়েছে; ত্ভের্স্কায়া আর কুজনেৎস্কি মস্তে আগুন জ্বলছে; ভাসিলি ব্লাজেনি গির্জা পরিণত হয়েছে এক ধূমায়িত ভস্মস্তূপে; ভেঙে পড়ছে উস্পেনস্কি ক্যাথেড্রাল; ক্রেমলিনের স্পাস্কায়া ফটক টলায়মান; পৌরসভা ভবন ভস্মীভূত (১)।

পুণ্যময়ী রাশিয়ার একেবারে বুকের মাঝখানে এই ভয়াবহ ধর্মদ্রোহের কাছে বলশেভিকদের অন্য সমস্ত কুকীর্তি তো কিছুই নয়। ভক্তিমানদের কানে বাজতে লাগল পবিত্র সনাতনী গির্জার মুখের ওপর আছড়ে পড়া কামান গর্জন, ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে এমন একটা কিছু যা গোটা রুশ জাতির কাছে পবিত্রাধিক পবিত্র।

১৫ই নভেম্বর শিক্ষা কমিশার লুনাচারস্কি জনকমিশার পরিষদে কেঁদেই ফেললেন, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন চিৎকার করে, 'এ আমি সইতে

পারি না, সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যের এই পৈশাচিক ধ্বংস আমার কাছে অসহ্য...

সেই অপরাহ্ণেই খবরের কাগজে প্রকাশিত হল তাঁর পদত্যাগ পত্র:

মস্কোয় কী ঘটেছে সেটা আমি সবে শুনলাম সেখান থেকে আসা লোকের মুখে।

ভাসিলি ব্লাজেনি গির্জা, উস্পেনস্কি ক্যাথেড্র্যালে গোলা দাগা হচ্ছে। পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর অতি মূল্যবান শিল্পদ্রব্য যেখানে এখন জমা আছে সেই ক্রেমলিনের ওপর কামান চলছে। হতাহত হয়েছে হাজার হাজার।

সেখানকার ভয়াবহ সংগ্রাম উঠেছে এক পাশবিক হিংস্রতায়।

আর বাকি রইল কী? আর কীই বা ঘটা সম্ভব?

এ আমি সইতে পারি না। পেয়ালা আমার ভরে উঠেছে। এই বীভৎসতা আমার সহনাতীত। পাগল করে তোলা এই সব চিন্তার চাপের মধ্যে কাজ করা অসম্ভব!

এই কারণেই আমি জনকমিশার পরিষদ থেকে পদত্যাগ করছি।

এ সিদ্ধান্তের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন, কিন্তু আর আমি পারছি না(২)...

সেই দিনই ক্রেমলিনের শ্বেতরক্ষী ও যুঙ্কাররা আত্মসমর্পণ করে, অক্ষত দেহে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয় তাদের। শান্তির সর্ত হল:

১। জননিরাপত্তা কমিটি উঠে গেল।

২। শ্বেতরক্ষীরা অস্ত্র সমর্পণ করে নিজেদের ভেঙে দিচ্ছে। অফিসাররা তাদের তলোয়ার ও রেগুলেশনে অনুমোদিত হাতিয়ার রাখতে পারবে। সামরিক বিদ্যালয়ে শুধু তালিমের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার থাকবে; অন্য সমস্ত অস্ত্র যুঙ্কাররা সমর্পণ করছে। সামরিক বিপ্লবী কমিটি তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর দৈহিক নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি দিচ্ছে।

৩। ২ নং ধারা অনুসারে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত হচ্ছে, তাতে শান্তি আলাপে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধি থাকবে।

৪। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া মাত্র উভয় পক্ষ অবিলম্বে সমস্ত গুলিবর্ষণ ও সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধের আদেশ দেবে, সঙ্গে সঙ্গেই সে আদেশ যথাযথ পালনের জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৫। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া মাত্র উভয় পক্ষ থেকে সমস্ত বন্দী মুক্তি পাবে...

দু' দিন থেকে শহরের ওপর দখল রয়েছে বলশেভিকদের। সন্ত্রস্ত অধিবাসীরা চুপি চুপি তাদের তলকুঠরি থেকে বেরুচ্ছে মৃত আত্মীয়স্বজনের সন্ধানে; তুলে ফেলা হচ্ছে রাস্তার ব্যারিকেড। কিন্তু মস্কো ধ্বংসলীলার কাহিনী কমার বদলে কেবলি বাড়তেই থাকল... এই সব ভয়াবহ বিবরণ শুনেই আমরা ঠিক করি মস্কো যাব।

দুই শতাব্দী ধরে সরকারের পাদপীঠ হওয়া সত্ত্বেও পেত্রগ্রাদ তখনো একটা কৃত্রিম নগর। আর মস্কো হল আসল রাশিয়া, রাশিয়ার অতীত ভবিষ্যৎ এখানেই। মস্কোতেই আমরা হদিশ পাব বিপ্লব সম্পর্কে রুশ জনগণের আসল মনোভাবের। জীবন এখানে আরো প্রখর।

গত সপ্তাহেই সাধারণ রেল শ্রমিকদের সাহায্যে পেত্রগ্রাদের সামরিক বিপ্লবী কমিটি নিকোলাই রেলপথের ওপর দখল নেয় এবং ট্রেনের পর ট্রেন ভর্তি করে নাবিক ও লালরক্ষীদের পাঠাতে থাকে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে। স্মোলনি থেকে পাস নিলাম আমরা, এ ছাড়া কেউ রাজধানী থেকে বেরুতে পারত না... ট্রেনটা স্টেশনে লাগতেই খাবারের মস্ত মস্ত পুঁটলি ঘাড়ে করে জীর্ণকন্থা একদল সৈন্য দরজায় হামলা করে জানলা ভেঙে ঢুকে পড়ল সমস্ত কামরায়, যাবার পথগুলো পর্যন্ত গাদাগাদি হয়ে উঠল, কেউ কেউ এমনকি ছাতে পর্যন্ত গিয়ে চাপলে। তিন জন আমরা কোনো রকমে একটা কামরায় সেঁধিয়েছিলাম, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকে পড়ল প্রায় কুড়ি জন সৈন্য... জায়গা ছিল মাত্র চার জনের, তর্ক করলাম আমরা, ঝগড়া করলাম, কন্ডাক্টরও আমাদের পক্ষ নিলে, কিন্তু সৈন্যেরা স্রেফ হেসে ওড়ালে। জনকয়েক বুর্জোয়ার (বুর্জোয়ার) সুবিধা অসুবিধার জন্য মাথা ঘামাবে কে? স্মোলনির পাস বার করলাম আমরা; সঙ্গে সঙ্গেই মেজাজ তাদের বদলে গেল।

একজন হাঁকলে, 'চলে এসো কমরেড, এ'রা হলেন আমেরিকান তভারিশ্চি! তিরিশ হাজার ভার্স্ট পাড়ি দিয়ে এ'রা এসেছেন আমাদের বিপ্লব দেখতে, হয়রান হয়ে আছেন বৈকি...'

সৌজন্য সহকারে আন্তরিক মার্জনা চেয়ে বাইরে গেল তারা। খানিক বাদেই পাশের একটি কামরায় তাদের জোর করে ঢুকতে শুনলাম, এটি

দখল করে রেখেছিল দুজন মোটাসোটা সুবেশী রুশ, কণ্ডাক্টরকে ঘুস দিয়ে দরজা বন্ধ করে রেখেছিল তারা...

সন্ধ্যে সাতটায় গাড়ি ছাড়ল, অতি দীর্ঘ একটি ট্রেন, ছোট্ট দুর্বল ইঞ্জিনটা তার চলছে কয়লার বদলে কাঠ পুড়িয়ে, বহুবার থেমে থেমে এগুচ্ছে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে। ছাতের ওপর সৈনিকেরা হিল ঠুকে করুণ পল্লীগীতি গাইতে লাগল, করিডরে লোকের ভিড়ে পা ফেলা দায়, সারা রাত ধরে প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিতর্ক চলল সেখানে। মাঝে মাঝে কণ্ডাক্টর আসছিল নেহাৎ অভ্যাস বশেই, টিকিট দেখতে চাইছিল। আমাদের ছাড়া টিকিট পাওয়া গেল অবিশ্যি খুব কম লোকের কাছেই, আধ ঘণ্টা নিষ্ফল চেঁচামেচির পর হতাশে হাত নেড়ে বিদায় নিলে সে। ধোঁয়া দুর্গন্ধে ভরা গুমোট আবহাওয়া: জানলাটা ভাঙ্গা ছিল বলে রক্ষে, নইলে রাতের মধ্যেই নির্ঘাৎ টেঁসে যেতাম।

সকালে একবার উঁকি দিলাম বাইরে, তুষারে ছেয়ে গেছে সব। কনকনে ঠাণ্ডা দুপুর নাগাদ এক চাষী মেয়ে উঠল ঝুড়ি ভর্তি রুটির টুকরো আর মস্ত এক কেটলি ভর্তি ঈষদুষ্ণ একটা পানীয় নিয়ে, যেটা কফি হিসাবে চলল। এরপর থেকে সন্ধ্যে অবধি উল্লেখযোগ্য আর কিছু ছিল না, থেমে থেমে, হেঁচকে হেঁচকে গড়িয়ে চলল বোঝাই ট্রেনটা, মাঝে মাঝে স্টেশন পড়ছিল, ক্ষুধার্ত এক জনতা তার স্বল্পপসরা বুফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিঃশেষে তা শূন্য করে দিচ্ছিল . এমনি একটা স্টেশনে দেখলাম নোগিন আর রিকভকে, পদত্যাগী দুজন কমিশার, মস্কো ফিরছেন নিজ সোভিয়েতের কাছে অভিযোগ পেশ করতে*; আরেকটু দূরে দেখলাম বুখারিনকে, বেঁটে একটি লোক, লালচে-বাদামী দাড়ি, ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যাপা চোখ, লোকে বলত, 'লেনিনের চেয়েও বামে'...

তারপর তিনটে ঘণ্টি পড়তেই ছুটলাম আমরা ট্রেনের দিকে, চিৎকার আর ভিড় ঠেলে কোনো রকমে সেঁধলাম ভেতরে... ভিড়ে তবে নালিশ নেই কারো, সরস ধৈর্যে অসুবিধা সয়ে যাচ্ছে সবাই, অবিরাম আলোচনা করছে পেত্রগ্রাদ পরিস্থিতি থেকে শুরু করে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতি পর্যন্ত

---

* ১১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রাজ্যের বিষয় নিয়ে, আর ট্রেন-যাত্রী জনকয়েক বুর্জোয়ার সঙ্গে বিতর্ক চালাচ্ছে সজোরে। মস্কো পেঁছবার আগেই প্রায় প্রতিটি ওয়াগনেই সংগঠিত হয়ে উঠেছে এক একটি কমিটি, খাবার জোগাড় করে বিলি করার দায়িত্ব নিল তারা, আবার রাজনীতির প্রশ্নে সঙ্গে সঙ্গেই দলাদলি শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে, বুনিয়াদী নীতিগুলো নিয়ে বিতর্ক চলল...

মস্কো পেঁছে দেখি স্টেশন জনশূন্য। ফেরার টিকিটের ব্যবস্থা করার জন্য গেলাম কমিশারের আপিসে। লোকটা গোমড়ামুখো এক জোয়ান, পোষাকে লেফটন্যান্টের কাঁধপট্টি; স্মোলনি থেকে দেওয়া আমাদের কাগজগুলো দেখাতেই ইনি চটে উঠে ঘোষণা করলেন যে, তিনি বলশেভিক নন, জননিরাপত্তা কমিটির লোক... ব্যাপারটা খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক — নগর জয়ের সার্বিক হৈচৈয়ের মধ্যে প্রধান রেল স্টেশনটির কথাই বিজয়ীরা ভুলে গেছে...

রাস্তায় একটা গাড়িও দেখলাম না। তবে কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে একজন ইজভোজচিককে জাগিয়ে তোলা গেল, বিদঘুটে রকমে আপাদমস্তক মুড়ে সে তার ছোট্ট স্লেজের কোচওয়ান বাক্সে টান হয়ে বসে বসেই ঘুমুচ্ছিল। 'শহরের কেন্দ্রে যেতে কত নেবে?'

মাথা চুলকাল লোকটা। বললে, 'হোটেলে কোনো ঘর পাবেন না বারিন, তবে আমি নিয়ে যেতে পারি একশ' রুবল পেলে...' বিপ্লবের আগে ভাড়া ছিল মাত্র দুই রুবল! আপত্তি করলাম আমরা, লোকটা স্রেফ কাঁধ ঝাঁকালে। বললে, 'আজকাল স্লেজ চালানো সোজা কথা নয়।' পঞ্চাশের নিচে আর তাকে নামানো গেল না... নীরব, তুষারাচ্ছন্ন অর্ধালোকিত সব রাস্তা পেরিয়ে যাবার সময় কোচওয়ান তার ছয় দিনকার লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে। বললে, 'গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি কি মোড়ে ভাড়ার অপেক্ষায় আছি হঠাৎ দুম! এখানে এক গোলা — দুম! ওখানে এক গোলা! ট্যাক-ট্যাক-ট্যাক-ট্যাক! — শুরু হয়ে গেল মেসিনগান... ঘোড়া হাঁকিয়ে পালা, পালা, আর শালারা ওদিকে গুলি চালাচ্ছে চারিদিকেই। দিব্যি চুপচাপ একটা রাস্তা পেয়ে খানিক ঝিমুচ্ছি, বাস হঠাৎ আবার সেই দুম! কামানের গোলা, ট্যাক-ট্যাক-ট্যাক — একেবারে শালার বেটা, শালা!'

শহরের কেন্দ্রাঞ্চলে তুষার ঢাকা রাস্তাগুলো যেন আরোগ্যের শান্তিতে নিঝুম। অল্প কয়েকটা মাত্র আলো জ্বলছে, অল্প কয়েকটি মাত্র পদাতিক

দ্রুতপদে হাঁটছে ফুটপাথ দিয়ে। বিশাল সমভূমি থেকে বয়ে আসছে তুষার বাতাস, হাড় পর্যন্ত কেটে বসছে। প্রথম যে হোটেলটার ভেতরে ঢুকলাম, তার আপিস-ঘরে শুধু দুটি মোমবাতির আলো।

'হ্যাঁ, দুটি খুবই ভালো ঘর আছে আমাদের, তবে তার জানলার শার্সিগুলো সবই ভেঙে পড়েছে। গম্পাদিনের যদি একটু তাজা বাতাসে আপত্তি না থাকে...'

তভেস্কায়া বরাবর দোকানের শার্সিগুলো দেখলাম সবই ভাঙা, রাস্তায় গোলার গর্ত, বাঁধানো পাথরগুলো উৎপাটিত। হোটেলের পর হোটেল সবই পরিপূর্ণ, নয়ত মালিকেরা এতই সন্ত্রস্ত যে শুধু একটি কথাই তাদের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে, 'না, না, ঘর নেই! কোনো ঘর টর নেই!' প্রধান রাস্তায় যেখানে বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক আর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল, সেখানে বলশেভিক কামানের ফল ফলেছে নির্বিচারে। একজন সোভিয়েত কর্মকর্তা আমায় বলেছিলেন, যুঙ্কার আর শ্বেতরক্ষীরা ঠিক কোথায় আছে জানা না থাকলে আমরা গোলা দেগেছি সোজা তাদের চেক-বইয়ে...'

শেষ পর্যন্ত ঠাঁই মিলল 'ন্যাশনাল' হোটেলে; কেননা আমরা হলাম বিদেশী আর সামরিক বিপ্লবী কমিটি বিদেশীদের বাসা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে... ওপর তলায় ম্যানেজার দেখালেন গোলার টুকরোয় কয়েকটা জানলা চূর্ণ হয়েছে। 'জানোয়ার সব!' কল্পিত সব বলশেভিকদের উদ্দেশে ঘুষি নেড়ে তিনি বললেন, 'তবে দাঁড়াও না! ওদেরও পালা আসবে। আর দিন কয়েক পরেই এদের এই বিদঘুটে সরকার পটল তুলবে, তখন ওদের দেখাব!'

খাবার খেলাম এক নিরামিষ রেস্তোরাঁ-তে, খুবই হাতছানি দেওয়া তার নাম: 'আমি কাউকে খাই না!' দেয়ালে তলস্তয়ের ছবি। খাওয়া শেষ করে বেরুনো গেল রাস্তায়।

মস্কো সোভিয়েতের সদরদপ্তর বসেছে ভূতপূর্ব লাট প্রাসাদে; স্কবেলেভ স্কোয়ারের সামনে জমকালো বাড়ি। দরজায় পাহারা দিচ্ছে লালরক্ষী। ভেতরে চওড়া সদর সিঁড়ির দু' পাশের দেয়ালে কমিটি মিটিঙের বিজ্ঞপ্তি আর রাজনৈতিক পার্টির ঘোষণা সাঁটা, এক সারি উঁচু উঁচু অভ্যর্থনা কক্ষের ভেতর দিয়ে এগুলাম আমরা, সোনা বাঁধানো ফ্রেমে সেখানে রক্তাম্বর মূর্তিদের ছবি ঝুলছে, পৌঁছলাম জমকালো এক মজলিশ কক্ষে, সোনালী

কার্নিস আর স্ফটিকের অপরূপ সব ঝাড়লণ্ঠনে সুশোভিত। অনেক লোকের চাপা গুঞ্জন আর গোটা কুড়ি সেলাই কলের ঝিকঝিক শব্দে জায়গাটা ভরা। কাঠের কারুকাজ করা মেঝের ওপর দিয়ে সাপের মতো এ'কে-বে'কে আছে লাল কালো সুতী কাপড়ের খোলা বাণ্ডিল, টেবলের কাছে জন পঞ্চাশেক মেয়ে বসে কাটাকুটি করে সেলাই করে তুলছে বিপ্লবী শহীদদের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের ফেস্টুন আর পতাকা। জীবনের দুঃসহতম পর্বের মধ্য দিয়ে আসায় মুখগুলো তাদের সবই কেমন রুক্ষ, ক্ষতবিক্ষত; কঠোর মনোযোগে এখন কাজ করে চলেছে তারা, অনেকের চোখই কান্নায় লাল . . লাল ফৌজের ক্ষতি হয়েছে অনেক।

এক কোণে এক টেবলের কাছে বসে আছেন রোগভ, চেহারাটা বুদ্ধিমান, গালে দাড়ি, চোখে চশমা, গায়ে মজুরের কালো কোর্তা। পর দিন সকালে অন্ত্যেষ্টি শোভাযাত্রায় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সঙ্গে মার্চ করে যাবার জন্য আমাদের তিনি আমন্ত্রণ করলেন . .

বললেন, 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারির আর মেনশেভিকদের চৈতন্যোদয় একেবারে অসম্ভব! আপোস ওদের মজ্জাগত। জানেন, প্রস্তাব দিয়েছিল আমরা যেন যুঙ্কারদের সঙ্গে একটা মিলিত অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান করি!'

হলের মধ্য দিয়ে জীর্ণ সৈনিকী ওভারকোট আর শাপকা মাথায় একটি লোক এলেন, মুখখানা যেন চেনা, মেলনিচান্স্কি হঠাৎ মনে পড়ে গেল; স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল মহা ধর্মঘটের সময় নিউ জার্সির বাইয়নে এ'কে আমি চিনতাম ঘড়িওয়ালা জর্জ মেলচার বলে। আমায় বললেন, এখন তিনি মস্কো ধাতু শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক, লড়াইয়ের সময় হয়েছেন সামরিক বিপ্লবী কমিটির এক কমিশার ...

'চেয়ে দেখুন আমার দিকে!' জীর্ণ পোষাক দেখিয়ে বললেন, যুঙ্কারেরা যখন প্রথম আসে তখন ছোকরাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম ক্রেমলিনে। আমায় তারা তলকুঠরিতে আটকে রাখে, আমার ওভারকোট, টাকা পয়সা, ঘড়ি, এমনকি আঙুলের আংটিটা পর্যন্ত কেড়ে নেয়। পরবার মতো আছে শুধু এইটে!'

ছয় দিনের যে রক্তাক্ত সংগ্রামে মস্কো দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, তার অনেক খুঁটিনাটি শুনলাম তাঁর কাছ থেকে। মস্কোর পৌরসভা নেতৃত্ব নেয় যুঙ্কার ও শ্বেতরক্ষীদের, যেটা পেত্রগ্রাদে ঘটে নি। মেয়র রুদনেভ এবং পৌরসভার

সভাপতি মিনোর জননিরাপত্তা কমিটি ও সৈন্যদের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। শহরের কম্যান্ডান্ট রিয়াবৎসেভ গণতান্ত্রিক মেজাজের লোক, সামরিক বিপ্লবী কমিটির বিরুদ্ধে যেতে তাঁর দ্বিধা ছিল, কিন্তু পৌরসভা তাঁকে বাধ্য করে... ক্রেমলিন দখলের জন্য মেয়রই জিদ ধরেন; বলেন, 'সেখানে তোমাদের ওপর গোলাগুলি চালাবার সাহস ওদের হবে না '

দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয়তার ফলে একটা রেজিমেন্ট খুবই অধঃপাতে যায়, দু' পক্ষ থেকেই ডাক যায় তাদের কাছে। কী করা উচিত স্থির করার জন্য একটা মিটিং করে তারা। সিদ্ধান্ত হল· রেজিমেন্ট নিরপেক্ষ থাকবে এবং তার বর্তমান ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাবে -- সেটা আর কিছুই নয় চকমকি পাথর আর সূর্যমুখী ফুলের বিচি ফিরি করা।

'কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার,' বললেন মেলনিচান্স্কি, 'লড়াই চালাতে চালাতেই সংগঠন গড়তে হয় আমাদের। অপরপক্ষের সামনে লক্ষ্য ছিল খুবই পরিষ্কার, কিন্তু আমাদের এখানে সৈনিকদের একটা সোভিয়েত, মজুরদের আরেকটা সোভিয়েত কে সর্বাধিনায়ক হবে তা নিয়ে এক সাংঘাতিক কোঁদল চলে। কিছু কিছু রেজিমেন্ট কিছু করবার আগে দিনের পর দিন কেবল আলোচনাই চালিয়ে যায়। তারপর অফিসাররা যখন হঠাৎ আমাদের পরিত্যাগ করল, তখন হুকুম দেবার মতো কোনো স্টাফই আমাদের রইল না...'

জ্বলজ্বলে কয়েকটি কাহিনী শোনা গেল তাঁর কাছ থেকে। তুহিন ধূসর একটা দিন, দাঁড়িয়ে আছেন নিকিৎস্কায়ার কাছে, মেসিনগান গুলির ঝড় বইছে। একদল বাচ্চা জুটেছে সেখানে -- রাস্তার সেই সব হাঘরে ছেলে, কাগজ বেচত যারা। তাদের কাছে এ যেন এক নতুন খেলা, উত্তেজনায় তারস্বরে চিৎকার করে অপেক্ষা করছে তারা কখন গুলিবর্ষণে একটু ঢিল পড়বে, ঢিল পড়তেই ছুটে রাস্তা পেরবার চেষ্টা করছে সবাই . অনেকেই মারা পড়ে, কিন্তু বাকিরা বেপরোয়ার মতো পরস্পর পাল্লা দিয়ে এপার ওপার ছোটাছুটি করে গেছে...

ভর সন্ধ্যায় আমি গেলাম দ্ভোরিয়ানস্কোয়ে সব্রানিয়েতে বা অভিজাত সঙ্ঘে — এখানে মস্কো বলশেভিকদের সভায় জনকমিশার পরিষদ ছেড়ে আসা নোগিন, রিকভ প্রভৃতিদের রিপোর্ট শোনা ও আলোচনা করা হবে।

সভা হচ্ছে থিয়েটার হলে, সাবেক কালে এখানে অফিসার আর ঝলমলে

মহিলাদের এক দর্শকমণ্ডলীর সামনে মঞ্চস্থ হত সর্বাধুনিক ফরাসী প্রহসনের সখের অভিনয়।

প্রথমটা জায়গাটা ভরে উঠেছিল বুদ্ধিজীবীতে, যারা সাধারণত থাকে শহরের কেন্দ্রাঞ্চলে। বক্তৃতা দিলেন নাগিন, বোঝা গেল শ্রোতারা অধিকাংশই তাঁর পক্ষে। মজুরেরা যখন এল তখন বেশ রাত হয়ে এসেছে; মজুর এলাকা শহরের প্রত্যন্তে, ট্রামগাড়ি চলছিল না। কিন্তু রাত বারোটা নাগাদ তারা দশ কি কুড়ি জনের এক একটা দল বেঁধে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে, লম্বা চওড়া অমার্জিত সব লোক, মোটা বুনটের পোষাক, আসছে সোজা রণক্ষেত্র থেকে, ভূতের মতো যেখানে তারা লড়েছে গোটা সপ্তাহ ধরে, চারিপাশেই লুটিয়ে পড়তে দেখেছে কমরেডদের।

সভা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে না হতেই টিটকারি আর ক্রুদ্ধ চিৎকারের ঝড় ভেঙে পড়ল নাগিনের ওপর। বৃথাই যুক্তি দেবার চেষ্টা করলেন নাগিন, বোঝাতে চাইলেন; কোনো কথাই কানে তুলল না তারা। জনকমিশার পরিষদ পরিত্যাগ করেছেন নাগিন, লড়াই যখন ফুঁসছে তখন নিজের দায়িত্ব ছেড়ে এসেছেন। আর বুর্জোয়া সংবাদপত্র? মস্কোয় আর বুর্জোয়া সংবাদপত্রের অস্তিত্ব নেই। পৌরসভা পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। উঠে দাঁড়ালেন বুখারিন -- নির্মম, যুক্তিতে শাণিত, আঘাতের পর আঘাতে কণ্ঠ তাঁর ঝাঁপিয়ে পড়ছে . বুখারিনের কথা এরা শুনলে চোখ জ্বল জ্বল করে। জনকমিশার পরিষদের কার্য সমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল বিপুল ভোটাধিক্যে। এই হল মস্কোর রায়(৩)(৪)...

বেশ রাত করে আমরা শূন্য রাস্তা দিয়ে ইবেরিয়ান ফটক দিয়ে পৌঁছলাম ক্রেমলিনের সামনেকার লাল ময়দানে। ভাসিলি ব্লাজেনির গির্জা দাঁড়িয়ে আছে এক অপ্রাকৃত মূর্তিতে, অন্ধকারে আবছা দেখা যাচ্ছে তার রঙচঙে, গুচ্ছ-বাঁধা অলঙ্কৃত গম্বুজগুলো। ক্ষতির কোনো চিহ্ন চোখে পড়ল না... ময়দানের এক পাশ জুড়ে মাথা তুলেছে ক্রেমলিনের অন্ধকার মিনার আর দেয়াল। ভেতরে কোথাও অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে দেখা যাচ্ছে না, তার রক্তিম ছটায় দপ দপ করছে দেয়ালের মাথা; বিশাল জায়গাটা থেকে ভেসে আসছিল মানুষের কথাবার্তা, খন্তা শাবলের আওয়াজ। আমরা এগিয়ে গেলাম।

দেয়ালের ভিত্তির কাছে স্তূপীকৃত হয়েছে ধুলোবালি ইঁটপাথরের পাহাড়। এগুলির ওপর চাপতে চোখে পড়ল বিরাটকার দুটি গর্ত — দশ

কি পনের ফিট গভীর, পঞ্চাশ গজ লম্বা, শত শত সৈনিক ও শ্রমিক এখানে বড়ো বড়ো অগ্নিকুণ্ডের আলোয় মাটি খুঁড়ছে।

তরুণ এক ছাত্র আমাদের জার্মান ভাষায় বোঝালেন, 'ভ্রাতৃসমাধি। বিপ্লবের জন্যে যে পাঁচশ' প্রলেতারীয় প্রাণ দিয়েছেন, কাল তাঁদের সমাধি হবে এখানে।'

তাঁর সঙ্গে গর্তের ভেতরে নামলাম। খন্তা কোদাল চলছে ক্ষিপ্র ক্ষিপ্রতায়, উঁচু হয়ে উঠছে মাটির পাহাড়। কারো মুখে কথা নেই। মাথার ওপর তারায় ভরা আকাশ, অসীম উঁচুতে উঠে গেছে যেন প্রাচীন বাদশাহী ক্রেমলিনের দেয়াল।

'এখানে এই পুণ্য ভূমিতে,' বললেন ছাত্রটি, 'সারা রাশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে পুণ্যময় এই জায়গাটিতে আমরা সমাধি দেব আমাদের সবচেয়ে পুণ্যপূতদের। এইখানে আছে জারদের সমাধি, আমাদের যারা জার, সেই জনগণ নিদ্রা যাবে এখানেই...' হাত তাঁর ব্যান্ডেজ বাঁধা, লড়াইয়ে একটি বুলেট খেয়েছেন। আমাদের দিকে তাকালেন একবার। বললেন, 'মধ্যযুগীয় একটা রাজতন্ত্র আমরা এতদিন ধরে সহ্য করেছি বলে আপনারা বিদেশীরা তাচ্ছিল্য করেন। কিন্তু আমরা জানতাম যে জারই একমাত্র অত্যাচারী নয়। পুঁজিবাদ আরো খারাপ, আর বিশ্বের সমস্ত দেশেই সম্রাট হয়ে বসেছে পুঁজিবাদ... রুশেদের বিপ্লবী কৌশলই সেরা কৌশল '

আমরা যখন চলে আসি তখন গর্তের মজুরেরা অবসন্ন, ঠাণ্ডা সত্ত্বেও ঘর্মাক্ত কলেবরে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। ময়দান দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছিল একদল অন্ধকার লোক। গর্তগুলোয় নেমে পড়ে তারা খন্তা কোদাল নিয়ে নীরবে খুঁড়তে শুরু করে দিলে ..

এইভাবেই সুদীর্ঘ রাত ভোর জনসাধারণের স্বেচ্ছাসেবকেরা পালা করে কাজ চালিয়ে গেছে উদ্দাম গতিতে, আর সকালে যখন তুষারে ঢাকা বিশাল ময়দানটা তুহিন প্রভাতী আলোয় জেগে উঠল, তখন ভ্রাতৃ সমাধির হাঁ-করা বাদামী গহ্বরগুলো পুরোপুরি তৈরি হয়ে উঠেছে।

সূর্য ওঠার আগেই আমরা শয্যাত্যাগ করে তাড়াহুড়ি অন্ধকার রাস্তা উজিয়ে এসে পৌঁছলাম স্কবেলেভ স্কোয়ারে। প্রকাণ্ড শহরটার কোথাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু দূর থেকে কাছ থেকে কানে আসছে একটা অস্পষ্ট আলোড়নের ধ্বনি, যেন গভীর একটা বাতাস উঠেছে কোথায়।

সোভিয়েত সদরদপ্তরের সামনে বিবর্ণ অর্ধালোকে জুটেছে নরনারীর ছোট্ট একটা ভিড়, সোনালী হরফের লেখায় ভরা রাশি রাশি পতাকা — মস্কো সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি। আলো ফুটে উঠল ক্রমশ। বহু দূরের সেই অস্পষ্ট গুঞ্জনটা গভীর হয়ে প্রবল হয়ে পরিণত হল অবিরাম জলদমন্দ্রে। উঠে দাঁড়াচ্ছে নগর। তুভের্স্কায়া দিয়ে এগুলাম আমরা, মাথার ওপর পত পত করছে পতাকা। পথের এখানে ওখানে ছোটো ছোটো গির্জাগুলো তালাবন্ধ, অন্ধকার, মাতা মেরির ইবেরিয়ান গির্জাও নিঝুম। প্রতিটি নতুন জারকে ক্রেমলিনে অভিষেক অনুষ্ঠানের আগে প্রার্থনা করে যেতে হয়েছে এখানে, দিন রাত্রি কখনো এ গির্জা কদাচ বন্ধ থাকে নি, লোকের ভিড়ে সর্বদাই তা গম গম করেছে, ভক্তের দেওয়া মোমবাতির ছটায় জ্বলজ্বল করে গেছে দেবপটের সোনারুপো হীরে জহরৎ। শুনলাম, নেপোলিয়নের মস্কো অধিকারের পর আজ এই প্রথম সেখানে দীপ নেভা।

মস্কো — সে যে ভক্তিহীন শকুনের বাসা, যারা গোলা দেগেছে ক্রেমলিনে — তাই রাশিয়ার পুণ্যময় সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠান তার আশীর্বিভূতি প্রত্যাহার করেছে মস্কো থেকে। অন্ধকার, নীবর, তুহিন হয়ে আছে গির্জাগুলো। অদৃশ্য হয়েছে পুরোহিত। লাল সমাধিতে পৌরাহিত্যের জন্য নেই কোনো পাদ্রী, মৃতের জন্য নেই কোনো তর্পণ, দেবদ্রোহীদের সমাধির ওপর শ্বাসিত হবে না কোনো প্রার্থনা। মস্কোর যাজক-প্রধান তিখন এর কিছু পরেই সোভিয়েতগুলিকে গির্জা থেকে পতিত ঘোষণা করেছিলেন...

দোকানপাটও বন্ধ, ধনীরা ঘর থেকে বেরোয় নি, অবিশ্যি অন্য কারণে। এ যে জনগণের দিবস, তাদের আগমন ধ্বনি গর্জে উঠছে সমুদ্র ঝাপটের মতো...

ইবেরিয়ান ফটক দিয়ে জনস্রোত বইছে, বিশাল লাল ময়দান হাজার হাজার লোকে চঞ্চল। ইবেরিয়ান গির্জার সামনে দিয়ে যাবার সময় লোকে আগে ক্রস করত; লক্ষ করলাম, আজ যেন জনতার সেটা খেয়ালই নেই...

ক্রেমলিন দেয়ালের সামনেকার ঘন জনপুঞ্জের ভেতর দিয়ে ঠেলে এগিয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম একটা মৃত্তিকা স্তূপের ওপর। ইতিমধ্যে কয়েকজন এসে পৌঁছেছেন সেখানে, আছেন মুরালভ — সাধারণ একজন সৈন্য যিনি

নির্বাচিত হয়েছেন মস্কোর কম্যান্ডান্ট, লম্বা সাধাসিধা একটি লোক, মুখে দাড়ি, চোখে ভালোমানুষী দৃষ্টি।

সবকটি রাস্তা জুড়ে জনস্রোত এসে পৌঁছেছে লাল ময়দানে, আসছে হাজারে হাজারে, দেখতে সবাই গরিব, মেহনতী। 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত বাজিয়ে এল একটি সামরিক বাদ্যদল, লোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গলা মেলালে তার সঙ্গে, সমুদ্রের ওপর দিকদিগন্তরে ধাবিত ঊর্মিমালার মতো সে সঙ্গীত ছড়িয়ে গেল — ধীর, সুগম্ভীর। ক্রেমলিনের দেয়ালের ওপর থেকে নেমে এল বিশালকায় সব লাল ঝান্ডা; সোনা রঙে, শাদা রঙে তাতে লেখা: 'বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রবাহিনী শহীদ', 'বিশ্ব শ্রমিক ভ্রাতৃত্ব জিন্দাবাদ!'

ঝান্ডাগুলোকে উদ্বেল করে তীব্র একটা বাতাস বইছে ময়দানে। শহরের দূরাঞ্চল থেকে এবার বিভিন্ন কারখানার মজুরেরা আসছে তাদের মৃত সাথীদের বহন করে। ফটকের তল দিয়ে এগিয়ে আসছে তারা, চোখে পড়ছিল তাদের ঝান্ডার আলোড়ন, রক্তের মতো থমথমে-লাল কফিনগুলো। নেহাৎ অমসৃণ তক্তায় বানানো কর্কশ কতকগুলো বাক্স, লাল রঙে লেপা, কাঁধের ওপর তা উঁচু করে যারা তুলে নিয়েছে, যারা কদম ফেলছে সেই রুক্ষ অমার্জিত লোকগুলোর মুখ বেয়ে নামছে চোখের জল, তার পেছু পেছু ফোঁপাতে ফোঁপাতে, চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে আসছে মেয়েরা, নয়ত নিষ্প্রাণ বিবর্ণ মুখে পা ফেলে যাচ্ছে যন্ত্রের মতো। কিছু কিছু কফিন খোলা, ঢাকনাটা লোকে বয়ে আনছে পেছন পেছন; কিছু বা আবার সোনালী রুপোলী কাপড়ে ঢাকা, কোনো কোনো কফিনের মাথায় সৈনিকের টুপি আঁটা। কৃত্রিম ফুলের মালা অজস্র.

ধীরে ধীরে মিছিল এগিয়ে এল আমাদের দিকে, আঁকাবাঁকা একটা গলি রচনা করে জনতা তাদের জন্য পথ ছেড়ে দিয়েই আবার নিরেট হয়ে উঠছিল। এবার ফটক দিয়ে আসছে লাল পতাকার এক অফুরন্ত স্রোত — লালের যত রকম বর্ণাভাস হতে পারে, সব — রুপোলী আর সোনালী রঙে লেখা হরফ, শোকসূচক কালো ক্রেপ ঝুলছে শীর্ষ থেকে, কিছু নৈরাজ্যবাদী কালো পতাকাও আছে, শাদা রঙে লেখা হরফ তাতে। ব্যাণ্ডে বাজছিল বৈপ্লবিক অন্ত্যেষ্টি মার্চ আর মাথার টুপি খোলা বিশাল জন সমুদ্রের সঘন সঙ্গীতের পটে ভেঙে ভেঙে পড়ছিল শোভাযাত্রীদের অশ্রুরুদ্ধ সুর...

মজুরদের মাঝে মাঝে সৈনিকেরাও আসছিল তাদের কফিন নিয়ে, আসছিল ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রন, স্যালুটের কুচকাওয়াজ করে, ছিল গোলন্দাজ ব্যাটারি, কামান তাদের লাল আর কালো কাপড়ে মোড়া, বুঝি বা চিরকালের মতোই। ঝাণ্ডায় লেখা: 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক জিন্দাবাদ!', 'চাই ন্যায্য, গণতান্ত্রিক, সর্বাত্মক শান্তি!'

ধীরে ধীরে কফিন নিয়ে শোভাযাত্রীরা এসে পৌঁছল সমাধির কাছে, বোঝা নিয়ে ঢিবির ওপর উঠে নেমে এল গর্তে। অনেকেই তাদের নারী — শক্ত সমর্থ, গাঁট্টাগোঁট্টা প্রলেতারীয় নারী। মৃতের পেছন পেছন এল আরো নারী — ভেঙে পড়া তরুণী যুবতী, নয়ত বলিরেখাচ্ছন্ন বৃদ্ধা, আহত পশুর মতো আর্তনাদ করছে, পতিপুত্রের অনুগমন করছে ভ্রাতৃ সমাধিতে, প্রবোধ দিয়ে কোনো হাত তাদের সংযত করতে গেলেই ডুকরে উঠছে তারস্বরে। পরস্পরকে কী ভালোই না বাসে গরিবেরা!

সারা দিন ধরে চলল অন্তিম মিছিল, এল তারা ইবেরিয়ান ফটক দিয়ে, চলে গেল নিকোলস্কায়া পেরিয়ে, লাল পতাকার এক নদী স্রোত, বহন করে চলল আশা আর ভ্রাতৃত্ব আর বিপুল এক ভবিষ্যতের বাণী, পঞ্চাশ হাজার জনতার এক পটভূমির সামনে দিয়ে, বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকজন ও তাদের অনন্ত বংশধরদের দৃষ্টির তলে...

একের পর এক পাঁচশ' কফিন নামল গর্তে। নামল প্রদোষ, তবু তখনো বিরাম নেই অবনত আন্দোলিত পতাকার, ব্যাণ্ডে বাজল অন্ত্যেষ্টি সঙ্গীত, বিশাল জনতায় সুর জাগল। সমাধির ওপর গাছগুলোর নিষ্পত্র শাখায় টাঙানো রাশি রাশি মালাগুলো যেন বিচিত্র কোন সাতরঙা সব ফুল। দুশ' লোকে কোদাল চালাতে লাগল মাটির স্তূপে, ঝুপ ঝুপ করে তা ঝরে পড়ার শব্দ উঠল সঙ্গীতের ফাঁকে ফাঁকে...

আলো জ্বলল। পেরিয়ে গেল শেষ পতাকা, শেষ শোকার্তা নারী, ফিরে চেয়ে গেল এক বুক ভাঙা তীব্রতায়। বিরাট ময়দান থেকে ধীরে ধীরে ফিরে ভাটায় নামল প্রলেতারীর জোয়ার...

হঠাৎ অনুভব করলাম, স্বর্গে পৌঁছবার জন্য ধর্মপ্রাণ রুশীদের আর পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। মর্ত্যে তারা যে রাজ্য গড়তে শুরু করেছে তা কোনো স্বর্গেও পাবার নয়; তার জন্য মৃত্যু বরণ — গৌরবের কথা...

একাদশ পরিচ্ছেদ

ক্ষমতা জয় (১)

রাশিয়ার জাতিসমূহের অধিকার ঘোষণা (২)

...এ বছরের জুন মাসে প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেস রাশিয়ার জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ঘোষণা করে।

বিগত নভেম্বরে দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস আরো চূড়ান্ত ও সুনির্দিষ্ট ভাবে রাশিয়ার জাতিসমূহের এই অলঙ্ঘনীয় অধিকারকে অনুমোদিত করেছে।

এই দুই কংগ্রেসের অভিপ্রায় মান্য করে জনকমিশার পরিষদ জাতিসত্তাগুলি প্রসঙ্গে তার ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি হিসাবে নিম্নোক্ত নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে:

(১) রাশিয়ার জাতিসমূহের সমাধিকার ও সার্বভৌমত্ব।

(২) এমনকি বিচ্ছেদ ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন সমেত রাশিয়ার জাতিসমূহের অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার।

(৩) যে কোনো ধরনের ও সর্বাবিধ জাতিগত এবং জাতীয় ধর্মগত বিশেষ সুযোগ ও অধিকার-সঙ্কোচের বিলোপ।

(৪) রুশ ভূখণ্ডের অধিবাসী সমস্ত জাতীয় সংখ্যালঘু ও এথ্নিক গোষ্ঠীর অবাধ বিকাশ।

জাতিসত্তা বিষয়ক কমিশন গঠিত হওয়া মাত্র অবিলম্বে ডিক্রি জারী করা হবে।

রুশ প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে

জাতিসত্তার জনকমিশার,
ইয়োসিফ জুগাশভিলি-স্তালিন
জনকমিশার পরিষদের সভাপতি,
ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)

কিয়েভের কেন্দ্রীয় রাদা অবিলম্বেই ইউক্রেনকে স্বাধীন ইউক্রেন প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করল, হেলসিংফোর্সের সিনেট মারফত ফিনল্যান্ডের সরকারও তাই করলে। স্বাধীন সব 'সরকার' গজিয়ে উঠল সাইবেরিয়ায় আর ককেশাসে। পোলীয় সামরিক কমিটি রুশ ফৌজের সমস্ত পোলীয় সৈন্যদের একত্র করে তাদের কমিটি ভেঙে দিয়ে কড়া শৃংখলা প্রবর্তন করলে ..

এই সমস্ত 'সরকার' ও 'আন্দোলনের' একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, এগুলির উপর কর্তৃত্ব করছিল ধনী শ্রেণীরা, বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে তাদের ভয় ও ঘৃণা ছিল

দুর্বার সব ওলটপালটের বিশৃংখলার মধ্যেই জনকমিশার পরিষদ অবিশ্রান্ত পিটিয়ে চলতে লাগল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো। জারী হল সামাজিক বীমার ডিক্রি, শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের ডিক্রি, ভলোস্ত ভূমি কমিটির বিধিনিয়ম, পদমর্যাদা ও খেতাবের অবসান, চলতি আদালতের বদলে জন ট্রাইব্যুনাল (৩)

ফৌজের পর ফৌজ, নৌবহরের পর নৌবহর প্রতিনিধি পাঠাল 'জনগণের নতুন সরকারকে সহর্ষ অভিনন্দন জানিয়ে'।

স্মোলনির সামনে একদিন দেখি ট্রেঞ্চ থেকে সদ্য ফিরেছে এক অবসন্ন রেজিমেণ্ট, প্রকাণ্ড ফটকের সামনে সারি বেঁধে আছে সৈন্যেরা, শীর্ণ ধূসর মুখে তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে, যেন সেটা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির। দরজার ওপর বাদশাহী ঈগলগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে কে যেন হেসে উঠল... পাহারা দেবার জন্য এসে পৌঁছল লালরক্ষীরা। সমস্ত সৈন্যই উৎসুক হয়ে মাথা ফেরালে যেন গল্পের মানুষেরা এসেছে, যাদের কথা শুনেছে চোখে দেখে নি। বন্ধুর মতো হাসতে লাগল সবাই, কেউ কেউ লাইন ভেঙে এগিয়ে গিয়ে

চাপড় মারলে লালরক্ষীদের পিঠে, আধা-ঠাট্টা আধা-তারিফের মন্তব্য করে...

সাময়িক সরকার আর নেই। ১৫ই নভেম্বর রাজধানীর সবকটি গির্জায় সে সরকারের জন্য প্রার্থনা করা বন্ধ করলে যাজকেরা। কিন্তু ওসে-ই-কাকে লেনিন যা বলেছিলেন 'এ শুধু ক্ষমতা জয়ের শুরু।' দেশের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর তখনো কর্তৃত্ব করছিল বিরোধীরা, অস্ত্র হারিয়ে তারা বিশৃঙ্খলা সংগঠনের কাজে লাগল, যুগপৎ কর্মের সমস্ত রুশীয় প্রতিভা নিয়োজিত হল বিঘ্ন ঘটাতে, সোভিয়েতগুলিকে খর্ব ও অপদস্থ করতে।

সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটটা হয়েছিল বেশ সুসংগঠিত, পেছনে টাকা জোগাচ্ছিল ব্যাংক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানেরা। সরকারী যন্ত্রটা হাতে নেবার সমস্ত বলশেভিক প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া হতে থাকল।

পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়েছিলেন ত্রৎস্কি, কর্মচারীরা কেউ তাঁকে স্বীকার করলে না, দরজা বন্ধ করে বসে রইল তারা; যখন দরজা ভাঙা হল পদত্যাগ করলে। মহাফেজখানার চাবি চাইলেন তিনি, মজুরে এসে তালা ভাঙার উপক্রম করার পরই মাত্র সে চাবি তিনি পান। কিন্তু তখন দেখা গেল, গুপ্ত চুক্তিগুলি নিয়ে প্রাক্তন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী নেরাতভ উধাও হয়েছেন।

শ্রম মন্ত্রিদপ্তরের দখল নেবার চেষ্টা করেন শ্লিয়াপনিকভ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আগুন জ্বালাবার মতো কেউ নেই। শত শত কর্মচারীদের মধ্যে একজনও তাঁকে দেখিয়ে দিলে না কোথায় শ্রম মন্ত্রীর অফিস।

১৩ই নভেম্বর আলেক্সান্দ্রা কল্লন্তাই নিযুক্ত হন জনকল্যাণ কমিশার — সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আর্তত্রাণের দপ্তর এটি — সঙ্গে সঙ্গেই দপ্তরের চল্লিশ জন বাদে সবাই ধর্মঘট করে বসল। বড়ো বড়ো শহরের গরিব ও আতুর প্রতিষ্ঠানের অধিবাসীদের অবস্থা দাঁড়াল শোচনীয়, ক্ষুধার্ত পঙ্গু এবং শীর্ণ নীল অনাথদের প্রতিনিধিরা এসে দপ্তর ঘেরাও করলে। সাশ্রুনয়নে কল্লন্তাই অফিস ও কোষাগারের চাবি না দেওয়া পর্যন্ত ধর্মঘটীদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলেন; সে চাবি যখন পেলেন, দেখা গেল প্রাক্তন মন্ত্রী কাউণ্টেস পানিনা তহবিল নিয়ে সরে পড়েছেন, সংবিধান সভার আদেশ ছাড়া তহবিল দিতে অস্বীকার করলেন তিনি(৪)।

কৃষি মন্ত্রিদপ্তর, সরবরাহ মন্ত্রিদপ্তর, অর্থ মন্ত্রিদপ্তর — সব ক্ষেত্রেই একই রকম ব্যাপার ঘটল। না ফিরলে চাকরি ও পেনসন খোয়াতে হবে এই হুমকিতেও কর্মচারীরা হয় আদৌ ফেরে না, নয়ত ফেরে কেবল সাবোতাজ

করার জন্য... প্রায় সমগ্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বলশেভিক বিরোধী হওয়ায় নতুন কর্মচারী সংগ্রহের কোনো উপায় ছিল না সোভিয়েত সরকারের...

ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কগুলো একগুঁয়ের মতো দরজা বন্ধ করে রাখলে, শুধু পেছন দিককার একটি দরজা খোলা রইল চোরাবাজারীদের জন্য। বলশেভিক কমিশাররা এলে খাতাপত্তর লুকিয়ে তহবিল নিয়ে উধাও হত কেরানীরা। ধর্মঘট করে রইল রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মচারী, শুধু কোষাগার আর টাঁকশালের কর্মচারীরা বাদে, এরা স্মোলনির সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করলে এবং চুপি চুপি মোটা টাকা পাচার করতে থাকল ত্রাণ কমিটি ও পৌরসভার কাছে।

একদল লালরক্ষী নিয়ে একজন কমিশার এখানে এসে সরকারী খরচার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে টাকা দাবি করেন দু' বার। প্রথম বার পৌরসভা সদস্য ও মেনশেভিক এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি নেতারা সেখানে হাজির ছিলেন এত বেশি সংখ্যায় এবং এমন গুরুগম্ভীর চালে তাঁরা সম্ভাব্য পরিণামের সাংঘাতিক বর্ণনা দেন যে কমিশার ভয় পেয়ে যান। দ্বিতীয় বার তিনি আসেন একটি ওয়ারেন্ট নিয়ে, যথারীতি সেটা তিনি প্রথমে পড়ে শোনাতে শুরু করেন; কিন্তু কে একজন দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে ওয়ারেন্টে কোনো তারিখ ও কোনো সীলমোহর নেই, ফলে 'দলিল' সম্পর্কে রুশেদের চিরাচরিত সম্ভ্রম বোধের সামনে তাঁকে পিছু হটতে হয়...

ঋণ দপ্তরের কর্মচারীরা তাদের খাতাপত্র সব ধ্বংস করে, ফলে বিদেশের সঙ্গে রাশিয়ার আর্থিক সম্পর্কের সমস্ত রেকর্ডই লোপ পায়।

সরবরাহ কমিটিগুলো, পৌরসভার অধীনস্থ জনসেবা ব্যবস্থাগুলো হয় পুরোপুরি কাজ বন্ধ করে নয় অন্তর্ঘাত চালায়। শহরের জনসাধারণের মরিয়া প্রয়োজনের চাপে বলশেভিকরা যখন জনসেবা ব্যবস্থাগুলোয় সাহায্য বা তদারকির চেষ্টা করে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত কর্মচারীরা ধর্মঘট করে বসে এবং বলশেভিক কর্তৃক 'মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্তাধিকার ভঙ্গের' তারবার্তায় রাশিয়া ছেয়ে ফেলে পৌরসভা।

সামরিক দপ্তরে, যুদ্ধ ও নৌবহর মন্ত্রিদপ্তরের অফিসে পুরনো কর্মচারীরা কাজ চালিয়ে যেতে রাজী হয়েছিল, ফৌজ কমিটি ও হাই কম্যান্ড এখানে সর্বোপায়ে সোভিয়েতগুলোকে বাধা দেয়, এমনকি ফ্রন্টের সৈন্যদের পর্যন্ত তারা অবহেলা করতে থাকে। ভিকজেল শত্রুভাবাপন্ন, সোভিয়েত সৈন্য পরিবহনে অস্বীকার করছে তারা; পেত্রগ্রাদ থেকে যত সৈন্য ট্রেন বেরিয়েছে,

সবই বার করতে হয়েছে জোর করে, প্রতি বারেই গ্রেপ্তার করতে হয়েছে রেল কর্মচারীদের; আর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মুক্তি না দিলে সাধারণ ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে ভিকজেল...

স্পষ্টতই স্মোলনি হয়ে পড়েছিল নিরুপায়। কাগজগুলোয় খবর বেরুচ্ছিল যে জ্বালানির অভাবে পেত্রগ্রাদের সমস্ত কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে তিন সপ্তাহের মধ্যে; ভিকজেল ঘোষণা করলে যে ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হবে; পেত্রগ্রাদে খাদ্য ছিল শুধু তিন দিনের মতো, আর কোনো চালান আসছিল না; ফ্রন্টে উপোস দিচ্ছিল সৈন্যবাহিনী... ত্রাণ কমিটি এবং নানাবিধ কেন্দ্রীয় কমিটি দেশময় খবর পাঠিয়ে সরকারী ডিক্রি উপেক্ষা করার জন্য জনগণকে ওসকাচ্ছে। মিত্রশক্তির দূতাবাসগুলো হয় নিরুত্তাপ ও নির্বিকার নয় প্রকাশ্যেই শত্রুভাবী...

আজ দমিত এবং কাল সকালেই নতুন নামে পুনঃপ্রকাশিত বিরোধী পত্রিকাগুলি নতুন আমলকে তীব্র টিটকারি দিতে লাগল(৫)। এমনকি 'নভায়া জিজন' একে আখ্যা দিলে 'বাগাড়ম্বর ও অকর্মণ্যতার যোগাযোগ'।

কাগজটি বললে, দিনের পর দিন জনকমিশারদের সরকার অবান্তর তাড়াহুড়ার পাঁকে ডুবছে। সহজেই ক্ষমতা জয় করলেও.. বলশেভিকরা তা কাজে লাগাতে অক্ষম।

বর্তমান সরকারী যন্ত্রটা চালাতে তারা অক্ষম, অথচ নতুন এমন একটা যন্ত্রও তারা তৈরি করতে পারছে না যা সামাজিক পরীক্ষকদের তত্ত্ব অনুসারে সহজে ও অবাধে কাজ করে যাবে।

মাত্র কিছু কাল আগেও এমনকি তাদের ক্রমবর্ধমান পার্টি চালাবার মতোই যথেষ্ট লোক বলশেভিকদের ছিল না, তাও সে কাজটা শুধু মুখ ও কলম চালাবার ব্যাপার; প্রশাসনের বিচিত্র ও জটিল কাজ চালাবার মতো অভিজ্ঞ লোক তারা পাবে কোথা থেকে?

নতুন সরকার কেবল তর্জন-গর্জনই করছে, রাশি রাশি ডিক্রি ছড়াচ্ছে, প্রতিটি ডিক্রিই আগেরটির চেয়ে বেশি 'র‍্যাডিক্যাল ও সমাজতান্ত্রিক'। কিন্তু এই কাগুজে সমাজতন্ত্রের মধ্যে, উত্তরপুরুষদের বিহ্বল করার যার ঝোঁক বেশি, তার মধ্যে বর্তমানের আশু সমস্যা সমাধানের বাঞ্ছা বা ক্ষমতা কিছুই দেখা যাচ্ছে না!

ইতিমধ্যে নতুন সরকার গঠনের জন্য **ভিকজেলের সম্মেলন** চলল দিনে রাতে। সরকারের ভিত্তি কী হবে সেটা নীতিগতভাবে উভয় পক্ষই মেনে নিয়েছিল। আলোচনা চলছিল গণপরিষদের সংবিন্যাস নিয়ে; মন্ত্রিসভার একটা কাঁচা তালিকা মোটের ওপর স্থির হয়ে গেছে, চের্নভ হবেন প্রধানমন্ত্রী; বলশেভিকরা থাকবে একটা বৃহৎ সংখ্যালঘু হিসাবে, কিন্তু লেনিন ও ত্রৎস্কি বাদ যাবেন। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি সিদ্ধান্ত নিলে, বলশেভিকদের 'দুর্বৃত্তোচিত রাজনীতির' অটল বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও 'ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করার জন্য' তারা জনপরিষদে বলশেভিকদের স্থান দানে আপত্তি করবে না।

কিন্তু কেরেনস্কির পলায়ন এবং সর্বত্রই সোভিয়েতগুলির চমকপ্রদ সাফল্যে পরিস্থিতি বদলে গেল। ১৬ই তারিখে* **ৎসে-ই-কার** এক বৈঠকে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট রেভলিউশানারিরা জেদ ধরলে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক পার্টিদের সঙ্গে বলশেভিকদের কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে; অন্যথায় তারা সামরিক বিপ্লবী কমিটি ও **ৎসে-ই-কা** থেকে পদত্যাগ করবে। মালকিন বললেন, 'মস্কোয় আমাদের কমরেডরা মরছেন ব্যারিকেডের দু' পাশেই, সেখানকার খবর পেয়ে ক্ষমতা সংগঠনের প্রশ্নটি আমরা ফের উত্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছি, এটা আমাদের অধিকারই শুধু নয়, কর্তব্যও. . এইখানে স্মোলনি ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরে বলশেভিকদের সঙ্গে বসার ও এই মঞ্চ থেকে কথা বলার অধিকার আমরা অর্জন করেছি। তীব্র আভ্যন্তরীণ পার্টি সংগ্রামের পর আমরা বাইরে প্রকাশ্য সংগ্রামে চলে যেতে বাধ্য হব, যদি আপনারা আপোস করতে অস্বীকার করেন... গণতন্ত্রের কাছে গ্রহণযোগ্য এক আপোসের সর্ত প্রস্তাব করতে হবে আমাদের...'

এ চরমপত্র বিবেচনার জন্য বিরতির পর বলশেভিকরা ফিরল তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে, সেটি পড়ে শোনালেন কামেনেভ:

ৎসে-ই-কা মনে করে যে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েত গঠনকারী যে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টি ৭ই নভেম্বর বিপ্লবের অর্জন স্বীকার করে অর্থাৎ সোভিয়েত রাজ এবং শান্তি, ভূমি, শিল্পের ওপর

* নভেম্বর। — সম্পাঃ

শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক শ্রেণীকে সশস্ত্র করার ভিত্তি মানে, তাদের প্রতিনিধিদের সরকারে অংশ নেওয়া আবশ্যক। ৎসে-ই-কা তাই সোভিয়েতের অন্তর্গত সমস্ত পার্টির সঙ্গে সরকার গঠন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চালাবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং ভিত্তি হিসাবে নিম্নলিখিত সর্তের উপর জোর দিচ্ছে:

সরকার ৎসে-ই-কার নিকট দায়ী থাকবে। ৎসে-ই-কা বর্ধিত করা হবে ১৫০ জন সদস্যে। শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের এই ১৫০ জন সদস্য ছাড়া যুক্ত হবে প্রাদেশিক কৃষক সোভিয়েতগুলির ৭৫ জন প্রতিনিধি, ফৌজ ও নৌবহরের ফ্রন্ট সংগঠনগুলি থেকে ৮০ জন প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ৪০ জন (গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন সারা রুশ ইউনিয়ন থেকে ২৫ জন, ভিকজেল থেকে ১০ এবং ডাক তার কর্মীদের মধ্য থেকে ৫ জন) এবং পেত্রগ্রাদ পৌরসভার বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক গ্রুপেদের পক্ষ থেকে ৫০ জন। মন্ত্রিসভায় অন্তত অর্ধেক আসন থাকবে বলশেভিকদের। শ্রম, আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রিদপ্তর দিতে হবে বলশেভিকদের। পেত্রগ্রাদ ও মস্কো গ্যারিসনের নেতৃত্ব থাকবে মস্কো ও পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের প্রতিনিধিদের হাতে।

সমস্ত রাশিয়ার শ্রমিকদের প্রণালীবদ্ধ সশস্ত্রীকরণের কর্তব্য গ্রহণ করছে সরকার। কমরেড লেনিন ও ত্রৎস্কির প্রার্থিপদের জন্য জিদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

কামেনেভ বোঝালেন, 'সম্মেলন যে তথাকথিত 'গণপরিষদের' প্রস্তাব করছে তাতে থাকবে প্রায় ৪২০ সদস্য, এর মধ্যে প্রায় ১৫০ জন হবে বলশেভিক। তাছাড়া প্রতিনিধি থাকবে প্রতিবিপ্লবী পুরনো ৎসে-ই-কা থেকে, ১০০ জন সদস্য নির্বাচিত করবে পৌরসভা -- সবাই তারা কর্নিলভী, ১০০ জন প্রতিনিধি আসবে কৃষক সোভিয়েত থেকে, যাদের নাম দেবেন আভক্সেন্তিয়েভ; ৮০ জন আসবে পুরনো ফৌজ কমিটি থেকে, যারা বর্তমানে আর সৈনিক জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে না।

'পুরনো ৎসে-ই-কাকে অন্তর্ভুক্ত করতে আমরা অস্বীকার করছি, পৌরসভার প্রতিনিধিদেরও। কৃষক সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা আসবেন কৃষক কংগ্রেস থেকে — এ কংগ্রেস আমরা ডেকেছি এবং নতুন একটি কার্যকরী কমিটিও তারা নির্বাচিত করবে। লেনিন ও ত্রৎস্কিকে বাদ দেবার অর্থ আমাদের পার্টির শিরশ্ছেদ — এটা আমরা মানছি না। এবং শেষত, 'গণপরিষদের' কোনো প্রয়োজনই আমরা দেখছি না; সমস্ত সমাজতান্ত্রিক

পার্টির জন্যই সোভিয়েতগুলোর দরজা খোলা, জনগণের মধ্যে তাদের সত্যকার প্রভাব অনুসারে৺ৎসে-ই-কাতে তাদের প্রতিনিধি রয়েছে...'

বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের পক্ষ থেকে কারেলিন ঘোষণা করলেন যে তাঁর পার্টি বলশেভিক প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবে, তবে কৃষক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের মতো কিছু খুটিনাটি ব্যাপারে অদলবদলের অধিকার রাখছে। কৃষি মন্ত্রিদপ্তরটা বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের জন্য সংরক্ষিত রাখার দাবি করলেন তিনি। সেটা মেনে নেওয়া হল...

পরে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের এক অধিবেশনে নতুন সরকার গঠন সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে ত্রৎস্কি বলেন:

'ও বিষয়ে আমি কিছু জানি না। আলোচনায় আমি যোগ দিচ্ছি না... তবে মনে হয় না ওটার খুব একটা গুরুত্ব আছে...'

সেই রাত্রে সম্মেলনে খুবই হৈচৈ হয়। পৌরসভার প্রতিনিধিরা বেরিয়ে যান...

কিন্তু খাস স্মোলনিতেই, বলশেভিকদের ভেতরেই লেনিনের নীতির প্রতি বেশ বড়ো রকমের একটা বিরোধিতা জোরালো হয়ে উঠছিল। ১৭ই নভেম্বরের রাত্রে ৎসে-ই-কার অধিবেশনে বড়ো হলটা লোকে ভরা, আবহাওয়া ছিল থমথমে।

বলশেভিক সদস্য লারিন ঘোষণা করলেন যে সংবিধান সভায় নির্বাচনের মুহূর্ত আসছে, এখন 'রাজনৈতিক সন্ত্রাসের' অবসান করা উচিত।

'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে তার সংশোধন করা দরকার। সংগ্রামের সময় এ সবের একটা যুক্তি ছিল কিন্তু এখন তার আর কোনো অজুহাত নেই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে, অবশ্য দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বিদ্রোহের আবেদন চলবে না।'

নিজ পার্টির কাছ থেকেই দুয়ো ধ্বনি ও শিসের মধ্যে লারিন এই প্রস্তাব পেশ করলেন:

সংবাদপত্র বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি নাকচ করা হোক।

(ৎসে-ই-কার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পার্টির শক্তি অনুপাতে সদস্য নিয়ে)*

---

* বন্ধনীর মধ্যে কথাগুলি ৎসে-ই-কার বিবরণে নেই। — সম্পাঃ

ৎসে-ই-কা একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নির্বাচিত করবে, রাজনৈতিক দমনের সমস্ত ব্যবস্থা প্রযুক্ত হতে পারবে কেবল এই ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তক্রমে, ইতিপূর্বেই অবলম্বিত ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করার অধিকারও এই ট্রাইব্যুনালের থাকবে।

প্রচণ্ড করতালিতে এ প্রস্তাব স্বাগত করলে শুধু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরাই নয়, বলশেভিকদেরও একাংশ।

লেনিনপন্থীদের পক্ষ থেকে আভানেসভ তাড়াতাড়ি প্রস্তাব দিলেন যে সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলোর মধ্যে একটা আপোস না হওয়া পর্যন্ত সংবাদপত্রের প্রশ্নটা মুলতুবী থাক। বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল।

'যে বিপ্লব এখন সাধিত হচ্ছে,' বলে চললেন আভানেসভ, 'তা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর আঘাত হানতে দ্বিধা করে নি এবং সংবাদপত্রের প্রশ্নটাকে আমরা দেখব ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্ন হিসাবে...'

সরকারী বলশেভিক সিদ্ধান্ত পেশ করলেন তিনি

বুর্জোয়া সংবাদপত্র দমনের দরকার হয়েছিল শুধু অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ সামরিক প্রয়োজনের খাতিরে ও প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ বন্ধের জন্যই নয়, সংবাদপত্র প্রসঙ্গে একটি নতুন আমলে উৎক্রমণের ব্যবস্থা হিসাবেও তা আবশ্যক -- এমন এক আমল যেখানে ছাপাখানা ও কাগজের পুঁজিপতি মালিকেরা জনমতের সর্বশক্তিমান ও একচেটিয়া নির্মাতা হতে পারবে না।

ব্যক্তিগত ছাপাখানা ও কাগজের গুদাম বাজেয়াপ্তির দিকে আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে, রাজধানী ও মফস্বলে সর্বত্রই তা হবে সোভিয়েতের সম্পত্তি, তার ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপ তাদের সত্যকার ভাবাদর্শগত শক্তি অনুসারে অর্থাৎ তাদের অনুগামী সংখ্যা অনুপাতে ছাপাখানার সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে।

তথাকথিত 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার' পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জনচেতনা কলুষক পুঁজিপতিদের কাছে সোজাসুজি ছাপাখানা ও কাগজ ফিরিয়ে দেওয়া — এ হবে পুঁজির অভিপ্রায়ের কাছে অমার্জনীয় এক আত্মসমর্পণ, বিপ্লবের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিজয়ের বিসর্জন, অর্থাৎ এ হবে সন্দেহাতীত প্রতিবিপ্লবী চরিত্রের একটি ব্যবস্থা।

সেইহেতু ৎসে-ই-কা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে পুরনো আমল পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্ত প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছে এবং পেটি বুর্জোয়া কুসংস্কার হেতু বা প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া স্বার্থের নিকট স্পষ্ট আত্মসমর্পণ হেতু যে সব দাবি ও চরমপত্র দেখা দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে এই প্রশ্নে জনকমিশার পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি সমর্থন করছে।

বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষ থেকে টিটকারি আর বিদ্রোহী বলশেভিকদের পক্ষ থেকে রোষধ্বনিতে বাধা দেওয়া হল এ সিদ্ধান্ত পড়ায়। প্রতিবাদে লাফিয়ে উঠলেন কারেলিন। 'তিন সপ্তাহ আগে বলশেভিকরা ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সবচেয়ে উগ্র সমর্থক... এ সিদ্ধান্তের যুক্তির সঙ্গে সাবেকী কৃষ্ণশত এবং জার আমলের সেন্সরদের মতামতের আশ্চর্য মিল দেখা যাচ্ছে, তারাও 'জনচেতনা কলুষকদের' কথাই বলত...'

প্রস্তাবের স্বপক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন ত্রৎস্কি। গৃহযুদ্ধের সময় সংবাদপত্র এবং বিজয়লাভের পর সংবাদপত্র এ দুয়ের মধ্যে একটা তফাৎ টানলেন তিনি। বললেন, 'গৃহযুদ্ধের সময় বলপ্রয়োগের অধিকার থাকে একমাত্র অত্যাচারিতদের...' (ধ্বনি উঠল: 'এখন অত্যাচারিত কারা? রাক্ষস!')।

'শত্রুর ওপর বিজয় লাভ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। সংবাদপত্র হল তাদের হাতে হাতিয়ার। এই পরিস্থিতিতে সংবাদপত্র দমন প্রতিরক্ষার একটা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা...' তারপর বিজয়ের পর সংবাদপত্রের পরিস্থিতি, এই প্রশ্নে ত্রৎস্কি বললেন:

'ব্যবসার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের যা মনোভাব, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কেও তাদের সেই মনোভাব হওয়া উচিত... রাশিয়ায় যে গণতন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার দাবি হল এই যে যেমন শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার আধিপত্য তেমনি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিমালিকানার আধিপত্য দূর করতে হবে... সমস্ত ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করতে হবে সোভিয়েত রাজকে।' (চিৎকার: ''প্রাভদার' ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করুন!')

'সংবাদপত্রের ওপর বুর্জোয়ার একচেটিয়া দূর করতেই হবে। অন্যথায় ক্ষমতা দখল আমাদের শোভা পায় না! ছাপাখানা ও কাগজে অধিকার থাকবে নাগরিকদের প্রতিটি গোষ্ঠীর... ছাপাখানা ও কাগজের ওপর মালিকানা

থাকবে সর্বাগ্রে শ্রমিক ও কৃষকদের, কেবল তাদের পরই আসতে পারে বুর্জোয়া পার্টিরা, যারা সংখ্যালঘু . সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা আসায় অস্তিত্বের মৌলিক পরিস্থিতিতে একটা আমূল রূপান্তর ঘটবে, সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও সে রূপান্তর অবশ্যই প্রকাশ পাবে.. ব্যাঙ্ক যদি আমরা জাতীয়করণ করতে চাই, তাহলে ফিনান্সিয়াল পত্রিকাগুলোকে কি সহ্য করা সম্ভব? পুরনো আমলকে মরতেই হবে, বরাবরের মতো সেটা সকলের বুঝে নেওয়া দরকার ..' করতালি, ক্রুদ্ধ চিৎকার।

কারেলিন ঘোষণা করলেন যে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে রায় দেবার অধিকার **ৎসে-ই-কার** নেই, বিশেষ একটা কমিশনে তা পাঠানো উচিৎ। পুনরায় আবেগভরে তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবি করলেন।

তারপর উঠলেন লেনিন, স্থির, অনুত্তেজিত, কুঁচকে উঠেছে শুধু কপাল, ধীরে ধীরে মেপে মেপে কথা কইছেন; প্রত্যেকটি বাক্য নেমে আসছে যেন হাতুড়ির আঘাত। 'গৃহযুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি, শত্রু এখনো বর্তমান; তাই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে দমনব্যবস্থা নাকচ করা অসম্ভব।

'আমরা বলশেভিকরা সর্বদাই বলে এসেছি যে ক্ষমতা পেয়ে আমরা বুর্জোয়া সংবাদপত্র বন্ধ করে দেব। বুর্জোয়া সংবাদপত্র সহ্য করার মানে সমাজতন্ত্র বিসর্জন দেওয়া। যখন বিপ্লব ঘটছে তখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। হয় ক্রমাগত এগুতে হবে নয় পেছুতে হবে। এখন যে 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার' কথা বলছে সে পেছিয়ে যাচ্ছে, সমাজতন্ত্রের দিকে আমাদের সম্মুখ যাত্রায় বাধা দিচ্ছে।

'প্রথম বিপ্লব যেমন জারতন্ত্রের জোয়াল ছুড়ে ফেলেছিল, আমরা ছুড়ে ফেলেছি পুঁজিবাদের জোয়াল। **প্রথম বিপ্লবের যদি রাজতান্ত্রিক পত্রিকা দমনের অধিকার থেকে থাকে,** তাহলে আমাদেরও অধিকার আছে বুর্জোয়া সংবাদপত্র দমনের। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটা শ্রেণী-সংগ্রামের অন্যান্য প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। এই সব কাগজ বন্ধের প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম, সেটা আমরা করবই। জনগণের বিপুল অধিকাংশই আমাদের পক্ষে!

'এখন, অভ্যুত্থান ঘটে যাবার পর অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক পার্টির পত্রিকা দমনের কোনো ইচ্ছেই আমাদের নেই, যদি অবশ্য তারা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও সোভিয়েত রাজকে অমান্যের আবেদন না জানায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে বুর্জোয়ার গোপন সহায়তায় ছাপাখানা, কালি, কাগজের ওপর তাদের একচেটিয়া আমরা বরদাস্ত করব না... এই মূল জিনিসগুলো হবে সোভিয়েত সরকারের সম্পত্তি, তা বরাদ্দ করা হবে সর্বাগ্রে সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলোর জন্য এবং তাদের অনুগামী সংখ্যার নিখুঁত অনুপাতে...'

এরপর ভোট। ৩১—২২ ভোটে পরাস্ত হল লারিন ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের প্রস্তাব; লেনিন প্রস্তাব পাশ হল ৩৪—২৪ ভোটে।* সংখ্যাল্পদের মধ্যে ছিলেন বলশেভিক রিয়াজানভ ও লজোভস্কি — এঁরা বললেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কোনো রূপ সংকোচনের পক্ষে ভোট দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব।

এরপর বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা ঘোষণা করলে, যা ঘটছে তার দায়িত্ব তারা নিতে পারে না, সামরিক বিপ্লবী কমিটি ও অন্যান্য কার্যনির্বাহ পদ থেকে তারা পদত্যাগ করছে।

পাঁচ জন সদস্য — নগিন, রিকভ, মিলিউতিন, তেওদরোভিচ এবং শ্লিয়াপনিকভ জনকমিশার পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে বিবৃতি দিলেন:

সোভিয়েতের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পার্টি নিয়ে একটি সমাজতান্ত্রিক সরকারের পক্ষপাতী আমরা। শ্রমিক শ্রেণী ও বিপ্লবী ফৌজের বীরোচিত সংগ্রামের ফলাফল নিশ্চিত করা কেবল এই রকম একটি সরকার প্রতিষ্ঠায় সম্ভব বলে আমরা মনে করি। অন্যথায় শুধু একটি পথ বাকি থাকে: রাজনৈতিক সন্ত্রাস মারফত একটি বিশুদ্ধ বলশেভিক সরকার গঠন। জনকমিশার পরিষদ এই শেষ পথটিই বেছেছে। আমরা তা অনুসরণ করতে পারি না ও করব না। আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সরাসরি পরিণাম দাঁড়াবে বহু প্রলেতারীয় সংগঠনের রাজনৈতিক জীবনাবসান, দায়িত্বহীন একটি আমলের প্রতিষ্ঠা, বিপ্লব ও দেশের ধ্বংস। এ কর্মনীতির দায়িত্ব আমরা নিতে অক্ষম এবং জনকমিশার হিসাবে আমাদের কর্মভার আমরা ৎসে-ই-কার কাছে প্রত্যর্পণ করছি।

---

* তথ্যে ভুল আছে। লারিন ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের প্রস্তাব নাকচ হয় ২৫—২০ ভোটে। — সম্পাঃ

আরো কিছু কমিশার পদত্যাগ না করলেও এ বিবৃতিতে সই দেন — রিয়াজানভ, প্রেস দপ্তরের দের্বিশেভ, সরকারী ছাপাখানার আর্বুজভ, লালরক্ষীদের ইউরেনেভ, শ্রম কমিশারিয়েতের ফিওদরভ এবং ডিক্রি সংরচন বিভাগের সেক্রেটারি লারিন।

একই সময়ে কামেনেভ, রিকভ, মিলিউতিন, জিনোভিয়েভ ও নগিন বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ করে প্রকাশ্যে তার হেতু প্রদর্শন করলেন:

...নতুন রক্তপাত, আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও কালেদিনপন্থীদের হাতে বিপ্লবের ধ্বংস নিবারণ করতে হলে, সঠিক সময়ে সংবিধান সভার আহ্বান নিশ্চিত এবং সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচি উপযুক্তরূপে কার্যকরী করতে হলে এরূপ সরকার গঠন (সোভিয়েতের অন্তর্গত সমস্ত পার্টি নিয়ে) অপরিহার্য...

প্রলেতারিয়েত ও সৈনিকদের যে বিপুল সংখ্যাধিক অংশ গণতন্ত্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে রক্তপাতের দ্রুত অবসান দেখতে উদগ্রীব, তাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে চালিত কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বনাশা নীতির দায়িত্ব আমরা নিতে অক্ষম... শ্রমিক ও সৈনিক জনগণের কাছে প্রকাশ্যে আমাদের মতামত পেশ করার জন্য আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করছি...

কেন্দ্রীয় কমিটি আমরা পরিত্যাগ করছি তার বিজয়ের মুহূর্তে; কেন্দ্রীয় কমিটির কর্তাদের নীতি যখন বিজয়ের ফলাফল নাশ ও প্রলেতারিয়েত ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে তখন চুপ করে বসে থাকতে আমরা পারি না...

ব্যাপক শ্রমিক জন, গ্যারিসনের সৈন্যেরা অশান্ত হয়ে উঠে প্রতিনিধি পাঠাতে লাগল স্মোলনিতে, নতুন সরকার গঠনের সম্মেলনে, যেখানে বলশেভিক দলে ভাঙনের সংবাদে প্রচণ্ড উল্লাস দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু লেনিনপন্থীদের জবাব এল দ্রুত ও নির্মম। শ্লিয়াপনিকভ ও তেওদরোভিচ পার্টি শৃঙ্খলা মেনে নিজ নিজ পদে ফিরলেন। ৎসে-ই-কা'র সভাপতি পদ থেকে অপসারিত হলেন কামেনেভ, তাঁর স্থান নিলেন স্ভের্দলভ। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সভাপতি পদ ত্যাগ করতে হল জিনোভিয়েভকে।

*২০শে নভেম্বর সকালে 'প্রাভদায়' প্রকাশিত হল রুশ জনগণের প্রতি এক দৃপ্ত আবেদন। লেনিনের লেখা এ বিবৃতি লক্ষ লক্ষ কপিতে ছাপিয়ে সর্বত্র আঁটা হল দেয়ালে, বিলি করা হল সারা রাশিয়া জুড়ে:**

দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্য পেয়েছে বলশেভিকরা। সেইজন্যই কেবল এই পার্টির সরকারই হল সোভিয়েত সরকার। এবং সবাই জানেন যে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নতুন সরকার গঠনের কয়েক ঘণ্টা আগে এবং দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে সে সরকারের সদস্যদের তালিকা পেশ করার পূর্বেই নিজ বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির তিন জন বিশিষ্ট সদস্য -- কামকভ, স্পিরো ও কারেলিনকে এবং নতুন সরকারে **তাঁদের** অংশগ্রহণের জন্য **আহ্বান জানান।** আমাদের পক্ষে খুবই পরিতাপের কথা যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কমরেডরা তা প্রত্যাখ্যান করেন, বিপ্লবীর পক্ষে, মেহনতীদের পক্ষপাতীদের পক্ষে এ প্রত্যাখ্যান অননুমোদনীয় বলে আমরা মনে করি, সরকারের মধ্যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের স্থান দিতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু সেই সঙ্গে এই ঘোষণাই আমরা করছি যে দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি হিসাবে আমরা নতুন সরকার গঠনের অধিকারী এবং সে সরকার গঠনে জনগণের কাছে বাধ্য

...কমরেডগণ, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ও জনকমিশার পরিষদের কিছু সভ্য -- কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, নগিন, রিকভ, মিলিউতিন এবং আরো কিছু লোক কাল ১৭ই নভেম্বর আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে এবং শেষ তিন জন জনকমিশার পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছেন... যে কমরেডরা ছেড়ে গেলেন তাঁরা দলত্যাগীর মতো কাজ করেছেন, শুধু অর্পিত দায়িত্বভারই তাঁরা বিসর্জন দেন নি, অন্তত পেত্রগ্রাদ ও মস্কো পার্টি সংগঠনের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পদত্যাগ মুলতুবী রাখার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি যে সোজাসুজি নির্দেশ দিয়েছিল তাও ভঙ্গ করেছেন। এই

---

* 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত পার্টি সভ্য ও রাশিয়ার সমস্ত মেহনতী শ্রেণীর প্রতি আবেদনের' কথা বলা হচ্ছে। এটি লেনিন লেখেন ১৮ই—১৯শে নভেম্বর এবং 'প্রাভদায়' প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের ২০শে নভেম্বর। — সম্পাঃ

দলদ্রোহিতাকে আমরা দৃঢ় কণ্ঠেই নিন্দিত করি। আমাদের এই গভীর বিশ্বাস আছে যে আমাদের পার্টির অন্তর্ভুক্ত বা তার প্রতি দরদী সমস্ত সচেতন শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক একই ভাবে দলত্যাগীদের আচরণের দৃঢ় নিন্দা করবেন...

মনে রাখবেন কমরেড, দলত্যাগীদের মধ্যে দুই জন, কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ পেত্রগ্রাদে অভ্যুত্থানের আগেও দলত্যাগী ও ধর্মঘটভঙ্গকারীর কাজ করেছেন, কেননা ১৯১৭ সালের ২৩শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্ধারক বৈঠকে তাঁরা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের পরেও পার্টি কর্মীদের কাছে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রচার চালান . এবং জনগণের বিপুল জোয়ার, পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয়, ফ্রন্টে, ট্রেঞ্চে ও গ্রামাঞ্চলে কোটি কোটি শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকের মহা বীরত্ব দলত্যাগীদের তেমনি অনায়াসেই ঠেলে সরিয়ে দেয়, যেভাবে ধুলো ছিটিয়ে যায় রেলগাড়ি

ধিক তাদের, যাদের আস্থা কম, যারা দোমনা, যারা সংশয়ী, যারা নিজেদের ভয় পেতে দেয় বুর্জোয়ার কাছে অথবা আত্মসমর্পণ করে বুর্জোয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়কদের চিৎকারে' পেত্রগ্রাদ, মস্কো ও রাশিয়ার অন্যান্য স্থানের জনগণের মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই

.. বুদ্ধিজীবী যে সব গোষ্ঠীর পেছনে জনগণ নেই, আসলে আছে কেবল কর্নিলভীরা, সাভিনকভীরা, যুঙ্কার ইত্যাদিরা, তাদের কোনো চরমপত্রেই আমরা পেছব না

গোটা দেশে এর সাড়া জাগল এক তুমুল ঝড় তুলে। 'শ্রমিক ও সৈনিক জনগণের কাছে প্রকাশ্যে মতামত পেশ করার' কোনো অবকাশই বিদ্রোহীরা পেল না। দিগদিগন্ত থেকে 'দলত্যাগীদের' তীব্র নিন্দার ঢেউ ছুটে এল স্মোল-ই-কাতে। ফ্রন্ট থেকে, ভলগা এলাকা থেকে, পেত্রগ্রাদের কলকারখানা থেকে আগত ক্রুদ্ধ প্রতিনিধিদল ও কমিটিতে স্মোলনি ভরে উঠতে থাকল দিনের পর দিন। 'কেন সরকার ছাড়ল ওরা? বিপ্লব ধ্বংসের জন্য বুর্জোয়ার টাকা খেয়েছে নাকি? ফিরে আসতে হবে তাদের, কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে!'

কেবল পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনেই তখনো কিছু অনিশ্চয়তা ছিল। বিরাট এক সৈনিক সভা হয় ২৪শে নভেম্বর, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির প্রতিনিধিরাই

বক্তৃতা দেয় তাতে। বিপুল ভোটাধিক্যে সমর্থিত হল লেনিনের নীতি; বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের জানিয়ে দেওয়া হল তাদের সরকারে প্রবেশ করা উচিত (৬)...

সর্বশেষ এক চরমপত্র দিয়ে মেনশেভিকরা দাবি করল সমস্ত মন্ত্রী ও যুঙ্কারদের ছেড়ে দিতে হবে, পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে সমস্ত সংবাদপত্রকে, লালরক্ষীদের নিরস্ত্র করতে হবে এবং গ্যারিসনকে ছেড়ে দিতে হবে পৌরসভার অধীনে। স্মোলনি জবাব দিলে, সমস্ত সমাজতন্ত্রী মন্ত্রী এবং অতি অল্প কয়েকজন বাদে সমস্ত যুঙ্কারদের ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বুর্জোয়া সংবাদপত্র ছাড়া সমস্ত সংবাদপত্রই স্বাধীন, এবং সশস্ত্র বাহিনী থাকবে সোভিয়েতের অধীনে... নতুন সরকার গঠনের সম্মেলন ভেঙে দেওয়া হয় ১৯শে নভেম্বর এবং বিরোধীরা একের পর এক পলায়ন করে মগিলিওভে, যেখানে জেনারেল স্টাফের পক্ষ ছায়ায় তারা অন্তিম কাল পর্যন্ত সরকারের পর সরকার গড়ে যেতে থাকে...

ইতিমধ্যে ভিকজেলের ক্ষমতাকে বলশেভিকরা খর্ব করছিল। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত সমস্ত রেল শ্রমিকদের নিকট এক আবেদনে ক্ষমতা ত্যাগে ভিকজেলকে বাধ্য করার জন্য আহ্বান জানাল। ৎসে-ই-কা কৃষকদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি নিয়েছিল, রেল শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতি গ্রহণ করে, ১৫ই তারিখে ডাকা হল সারা রুশ রেল শ্রমিক কংগ্রেস যা বসবে ১লা ডিসেম্বর; সঙ্গে সঙ্গেই ভিকজেলও তার নিজের কংগ্রেস ডাকল আরো দুই সপ্তাহ পেছিয়ে। ১৬ই নভেম্বর ভিকজেল সদস্যরা ৎসে-ই-কার অধিবেশনে আসন গ্রহণ করে। ২রা ডিসেম্বর রাত্রে সারা রুশ রেল শ্রমিক কংগ্রেসের উদ্বোধন অধিবেশনে ৎসে-ই-কা পথ ও যোগাযোগ কমিশারের পদ দিতে চাইল ভিকজেলকে — গৃহীত হল প্রস্তাব...

ক্ষমতার প্রশ্নটা নিষ্পত্তি করার পর প্রশাসনের ব্যবহারিক সমস্যায় মন দিলে বলশেভিকরা। শহরকে, দেশকে, সৈন্যবাহিনীকে খাদ্য দিতে হবে সর্বাগ্রে। দলে দলে সৈনিক ও লালরক্ষীরা গিয়ে হানা দিলে গুদামে, রেল স্টেশনে, এমনকি ক্যানেলের বজরাগুলোতে, টেনে বার করে বাজেয়াপ্ত করা হল চোরাবাজারীদের জমানো হাজার হাজার পুদ খাদ্য*। দূত ছুটল মফস্বলে,

* এক পুদে ৩৬ পাউণ্ড।

ভূমি কমিটিগুলোর সহায়তায় দখল করা হল বড়ো বড়ো শস্য কারবারীদের আড়ৎ। পাঁচ হাজারের এক একটা বাহিনী গড়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সমেত নাবিকরা অভিযানে গেল দক্ষিণে আর সাইবেরিয়ায় - ভ্রাম্যমাণ এই দলগুলোর কাজ হল শ্বেতরক্ষীদের অধিকারস্থ শহর দখল করা, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, খাদ্য সংগ্রহ করা। ট্রান্স সাইবেরীয় রেল পথে যাত্রী চলাচল বন্ধ রইল দুই সপ্তাহের জন্য, কারখানা কমিটিরা কাপড়ের গাঁইট আর লোহা লক্কর বোঝাই করে তেরটি মালগাড়ি পাঠাল পূর্ব দিকে, প্রতিটি গাড়ির দায়িত্ব রইল এক একজন কমিশারের ওপর - বিনিময় করে সাইবেরীয় কৃষকদের কাছ থেকে শস্য ও আলু সংগ্রহ করা হবে ...

দন এলাকার কয়লা খনিগুলো কালেদিনের হাতে থাকায় জ্বালানির সমস্যা হয়ে উঠল জরুরী। থিয়েটার, দোকান ও রেস্তোরাঁতে বিজলী বাতি বন্ধ করে দিলে স্মোলনি, ট্র্যামের সংখ্যা কমাল, জ্বালানি কারবারীদের ব্যক্তিগত লকড়ি গুদাম বাজেয়াপ্ত করলে ... আর কয়লার অভাবে পেত্রগ্রাদের কলকারখানা যখন বন্ধ হয়-হয়, তখন বল্টিক নৌবহরের নাবিকেরা যুদ্ধ-জাহাজের মজুত থেকে দু লাখ পুদ কয়লা তুলে দিলে মজুরদের হাতে ...

নভেম্বরের শেষে দেখা দিল 'মদের দাঙ্গা' (৭), শীত প্রাসাদের ভাঁড়ার লুটের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল মদের গুদাম লুট করা। রাস্তায় দিনের পর দিন ঘুরতে লাগল মাতাল সৈন্যেরা ... এ সবের পেছনেই হাত ছিল প্রতিবিপ্লবীদের, মদের গুদামগুলো কোথায় আছে তার প্ল্যান তারা ছড়িয়ে দেয় রেজিমেণ্টগুলোয়। স্মোলনির কমিশাররা মিনতি করলে, বোঝালে, কিন্তু ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা তাতে থামল না, দেখা দিল সৈনিক ও লালরক্ষীদের মধ্যে এলোমেলো সংঘর্ষ ... শেষ পর্যন্ত সামরিক বিপ্লবী কমিটি মেসিনগান সমেত নাবিকদের কয়েকটি কম্পানি পাঠালে - দাঙ্গাবাজদের ওপর নির্মম গুলি চালাতে থাকে তারা, মারা যায় অনেকে ... কর্তৃপক্ষের আদেশনামা নিয়ে কুড়ুল হাতে প্রেরিত হল সব কমিশন, বোতল ভেঙে ফেলতে থাকে, গুদাম উড়িয়ে দেয় ডিনামাইট দিয়ে ...

পেত্রগ্রাদের ওয়ার্ড সোভিয়েতের দপ্তরে পুরনো মিলিশিয়ার জায়গায় পাহারার কাজ তুলে নেয় লালরক্ষী কম্পানি, বেশ সুশৃঙ্খল তারা, বেতনও ভালো। শহরের সব এলাকাতেই ছোটোখাটো অপরাধ দমনের জন্য শ্রমিক সৈনিকেরা স্থাপন করলে ছোটো ছোটো নির্বাচিত বিপ্লবী ট্রাইবুনাল ...

বড়ো বড়ো যে সব হোটেলে ঘাঁটি নিয়ে চোরাবাজারীরা জোর কারবার চালাচ্ছিল তা ঘেরাও করলে লালরক্ষীরা, জেলে পোরা হতে থাকল চোরাবাজারীদের(৮)...

শহরের সন্দিগ্ধ ও সতর্ক শ্রমিক শ্রেণী নিজেরাই যেন পরিণত হল এক বিরাট গুপ্তচর ব্যবস্থায়, চাকরবাকর মারফত তাদের নজর রইল একেবারে বুর্জোয়া সংসারের মধ্যেই, সমস্ত খবর পেঁছিতে থাকল সামরিক বিপ্লবী কমিটিতে, আর অবিরাম লৌহহস্তে আঘাত হেনে চলল সে কমিটি। এইভাবেই ফাঁস হয়ে যায় একটি রাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র — প্রাক্তন পৌরসভা সদস্য পুরিশকেভিচ এবং এক দল অভিজাত ও অফিসার ছিল তাঁর নেতৃত্বে, একটি অফিসার-বিদ্রোহের মতলব ফেঁদেছিল তারা, পেত্রগ্রাদ অভিযানের জন্য আমন্ত্রণ করে তারা চিঠি পাঠিয়েছিল কালেদিনের কাছে(৯)... এইভাবেই অবারিত হয় পেত্রগ্রাদ কাদেতদের চক্রান্ত, যারা টাকাকড়ি ও রিক্রুট পাঠাচ্ছিল কালেদিনের কাছে...

নেরাতভের পলায়ন সংবাদে জনগণের মধ্যে যে রোষবহ্নি জ্বলে উঠেছিল তাতে ভয় পেয়ে নেরাতভ শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে গুপ্ত চুক্তিগুলো সমর্পণ করলেন ত্রৎস্কির কাছে, সারা দুনিয়াকে চমকে দিয়ে তা প্রকাশিত হতে থাকল 'প্রাভদায়'...

সংবাদপত্রের উপর বাধা-নিষেধ বাড়িয়ে তুলে একটি ডিক্রিতে(১০) বিজ্ঞাপন শুধু সরকারী সংবাদপত্রের একচেটিয়া বলে ঘোষিত হল। এতে প্রতিবাদ স্বরূপ সমস্ত সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রাখলে অথবা আদেশ অমান্য করে বন্ধ হল... তিন সপ্তাহ পরেই কেবল শেষ পর্যন্ত বশে আসে তারা...

তাহলেও মন্ত্রিদপ্তরগুলোতে ধর্মঘট তখনো চলছে, সাবোতাজ চালাচ্ছে পুরনো কর্মকর্তারা, বন্ধ হয়ে আছে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক জীবন। স্মোলনির পেছনে শুধু এক বিরাট, অসংগঠিত জনগণের অভিপ্রায়; আর তাদেরকে নিয়েই জনকমিশার পরিষদ শত্রুর বিরুদ্ধে হানতে থাকল বিপ্লবী গণ-অভিযান(১১)। সারা রাশিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া সহজ ভাষায় লিখিত প্রাঞ্জল ঘোষণাপত্রে(১২) লেনিন বোধগম্য করে তুললেন বিপ্লবকে, নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নেবার জন্য, সম্পত্তিধর শ্রেণীদের প্রতিরোধ জোর করে চূর্ণ করার জন্য, জোর করে সরকারী প্রতিষ্ঠান দখল করার জন্য ডাক দিলেন

জনগণকে। চাই বিপ্লবী ব্যবস্থা! বিপ্লবী শৃঙ্খলা! কঠোর হিসাব নিকাশ, নিয়ন্ত্রণ! ধর্মঘট নয়! আড্ডাবাজি নয়!

২০শে নভেম্বর এক হুঁশিয়ারি দিলে সামরিক বিপ্লবী কমিটি:

ধনী শ্রেণীরা সোভিয়েত ক্ষমতার, শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের সরকারের প্রতিবন্ধকতা করছে। সরকার ও পৌরসভার কর্মচারীদের কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে তাদের অনুগামীরা, ব্যাঙ্কে ধর্মঘট উসকিয়ে তুলছে, রেল, ডাক ও তারের যোগাযোগ ব্যাহত করার চেষ্টা করছে...

তাদের আমরা হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি — আগুন নিয়ে খেলছে তারা। দেশ ও ফৌজ খাদ্যাভাবে বিপন্ন। তার প্রতিকার করতে হলে সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়মিত কাজ চলা দরকার। দেশ ও ফৌজের জন্য যাকিছু প্রয়োজন তা নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক কৃষক সরকার সর্ববিধ ব্যবস্থা নিচ্ছে। **এ সব ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতার অর্থ জনগণের কাছে অপরাধ করা।** ধনী শ্রেণীদের ও তাদের অনুরাগীদের আমরা হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি: তারা যদি সাবোতাজ ও খাদ্য পরিবহন বন্ধের প্ররোচনা না থামায়, **তাহলে ক্লেশ ভোগ করতে হবে তাদেরই প্রথম। খাদ্য পাবার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবে। তাদের হাতে যাকিছু মজুত আছে সব রিকুইজিশন করা হবে। বাজেয়াপ্ত হবে প্রধান দুর্বৃত্তদের সম্পত্তি।**

আমাদের কর্তব্য আমরা করলাম, যারা আগুন নিয়ে খেলছে তাদের হুঁশিয়ার করে দিলাম।

এরপর চরম ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে সমস্ত শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক যে আমাদের সমর্থন করবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত(১৩)।

২২শে নভেম্বর শহরের দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা হল **'জরুরী সংবাদ'** নামে একটি বিজ্ঞপ্তি:

উত্তর ফ্রন্টের স্টাফের কাছ থেকে জনকমিশার পরিষদ একটি জরুরী তার পেয়েছেন...

'আর দেরি চলে না; অনশনে মরতে দেবেন না ফৌজকে; উত্তর ফ্রন্টের সৈন্যেরা আজ বেশ কতকদিন হল একটুকরো রুটিও পায় নি, দুই তিন দিনের

মধ্যে বিস্কুটও ফুরিয়ে যাবে, এতদিন পর্যন্তও এ মজুদটায় হাত দেওয়া হয় নি, এবার তাই বিলি করা শুরু হয়েছে... ফ্রন্টের সব জায়গা থেকেই প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছে যে ফৌজের একাংশকে পশ্চাদ্ভাগে সরিয়ে দেওয়া আবশ্যক; বেশ বোঝা যাচ্ছে ক্ষুধায় মুমূর্ষু, তিন বছরের ক্লেশ যুদ্ধে বিপর্যস্ত, রুগ্ন, বস্ত্রহীন, পাদুকাহীন, অমানুষিক দুর্দশায় উন্মাদ এই সৈন্যদের উদ্দাম পলায়ন শুরু হয়ে যাবে দিন কয়েকের মধ্যেই...'

সামরিক বিপ্লবী কমিটি এর প্রতি পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন ও পেত্রগ্রাদ শ্রমিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ফ্রন্টের যা অবস্থা তাতে অতি জরুরী ও চরম ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন... এদিকে সরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, ডাক ও তারের উচ্চপদস্থরা ধর্মঘট করে আছে, ফ্রন্টে রসদ পাঠানোর ব্যাপারে সরকারের কাজে বাধা দিচ্ছে... এক এক ঘণ্টার দেরিতে প্রাণ যেতে পারে হাজার হাজার সৈন্যের। প্রতিবিপ্লবী কর্মকর্তারাই হল ফ্রন্টের ক্ষুধার্ত ও মুমূর্ষু ভাইয়েদের প্রতি নৃশংস অপরাধী...

এ দুর্বৃত্তদের শেষ হুঁশিয়ারি দিচ্ছে সামরিক বিপ্লবী কমিটি। তাদের পক্ষ থেকে ন্যূনতম প্রতিরোধ বা বিরোধিতা দেখা গেলে তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার কঠোরতা হবে তাদের অপরাধ-গুরুত্বের সমতুল্য...

রোষের এক আরণ্যক কম্পনে সাড়া দিলে শ্রমিক ও সৈনিকেরা, সারা রাশিয়ায় তার ঢেউ ছড়াল। রাজধানীতে সরকারী ও ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা প্রতিবাদ ও আত্মসমর্থন করতে লাগল শত শত বিজ্ঞপ্তি ও আবেদনে(১৪)। যেমন এইটে:

সমস্ত নাগরিকদের অবধানার্থে

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক বন্ধ!
কেন?

কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের ওপর বলশেভিকরা যে জবরদস্তি চালিয়েছে তাতে আমাদের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনকমিশাররা তাদের প্রথম কীর্তি হিসাবে ১ কোটি রুবল দাবি করে, এবং ২৭শে নভেম্বর দাবি করে

আড়াই কোটি রুবল, সে টাকা কোথায় যাবে তার কোনো ইঙ্গিতও দেয় না।

...জনগণের সম্পত্তির এই লুণ্ঠনে আমরা অংশ নিতে পারি না। কাজ বন্ধ করি আমরা।

নাগরিকগণ! রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের টাকা আপনাদের টাকা, জনগণের টাকা, আপনাদের মেহনতে, আপনাদের স্বেদ ও রক্তে তা অর্জিত। নাগরিকগণ! ডাকাতির হাত থেকে জনগণের সম্পত্তিকে বাঁচান, আমাদের বাঁচান জবরদস্তির হাত থেকে, তাহলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গেই কাজে ফিরে যাব।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা

সরবরাহ মন্ত্রিদপ্তর থেকে, অর্থ মন্ত্রিদপ্তর থেকে, বিশেষ সরবরাহ কমিটি থেকে বিবৃতি দেওয়া হতে থাকল সামরিক বিপ্লবী কমিটি কর্মচারীদের পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব করে তুলেছে, স্মোলনির বিরুদ্ধে তাদের সমর্থনের জন্য আবেদন জানানো হল জনগণের কাছে... কিন্তু সাধারণ শ্রমিক ও সৈনিকেরা তা বিশ্বাস করলে না; জনগণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে কর্মচারীরা সাবোতাজ করছে, ফৌজকে না খাইয়ে মারছে, বুভুক্ষু রাখছে জনগণকে... রুটির জন্য আগের মতোই যে দীর্ঘ লাইন দাঁড়িয়ে থাকত তুহিন রাস্তায়, তাতে কিন্তু কেরেনস্কির আমলের মতো সরকারকে কেউ দুষত না, দোষ দিত চিনোভনিকদের, সাবোতাজকারীদের; কেননা সরকার যে তাদের সরকার, তাদের সোভিয়েত — তার বিরোধিতা করছে মন্ত্রিদপ্তরের কর্মচারীরাই...

আর এই সব বিরোধিতার কেন্দ্রস্থল ছিল পৌরসভা আর তার জঙ্গী মুখপাত্র ত্রাণ কমিটি — জনকমিশার পরিষদের প্রতিটি ডিক্রির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানাত তারা, সোভিয়েত সরকারকে স্বীকার না করার প্রস্তাবে বার বার করে ভোট দিত, মগিলিওভে প্রতিষ্ঠিত নতুন নতুন সব প্রতিবিপ্লবী 'সরকারের' সঙ্গে সহযোগিতা চালাত প্রকাশেই... যেমন ১৭ই নভেম্বর 'সমস্ত মিউনিসিপ্যাল স্বশাসন সংস্থা, জেমস্তভো এবং কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক ও অন্যান্য নাগরিকদের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী সংগঠনের প্রতি' ত্রাণ কমিটি আবেদন জানালে এই ভাবায়:

বলশেভিকদের সরকারকে স্বীকার করবেন না, তার বিরুদ্ধে লড়ুন।

দেশ ও বিপ্লব ত্রাণের স্থানীয় কমিটি গড়ুন, সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে **ঐক্যবদ্ধ করে** তা সারা রুশ ত্রাণ কমিটি যে কর্তব্য গ্রহণ করেছে তাতে সাহায্য করবে...

ইতিমধ্যে পেত্রগ্রাদে সংবিধান সভার নির্বাচনে(১৫) বলশেভিকরা প্রচণ্ড সংখ্যাধিক্য অর্জন করলে; সেটা এতই বেশি যে এমনকি আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকরাও ঘোষণা করলে যে পৌরসভার পুনর্নির্বাচন প্রয়োজন, কেননা পেত্রগ্রাদ জনসাধারণের রাজনৈতিক সংবিন্যাস তাতে আর প্রতিফলিত হচ্ছে না... সেই সঙ্গে শ্রমিক সংগঠন, সামরিক ইউনিট, এমনকি চারিপাশের গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের থেকেও বন্যার মতো সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছতে লাগল পৌরসভায় যাতে তাকে অভিহিত করা হল 'প্রতিবিপ্লবী, কর্নিলভপন্থী' বলে, দাবি করা হল তার পদত্যাগের। মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকদের বাঁচার মতো মজুরির দাবি ও ধর্মঘটের হুমকিতে ঝোড়ো হয়ে উঠল পৌরসভার শেষ দিনগুলো ..

২৩শে তারিখে সামরিক বিপ্লবী কমিটির এক আনুষ্ঠানিক ডিক্রিতে ভেঙে দেওয়া হল ত্রাণ কমিটি। ২৯শে তারিখ পেত্রগ্রাদ পৌরসভা ভেঙে দিয়ে নব নির্বাচনের আদেশ দিলে জনকমিশার পরিষদ:

২রা সেপ্টেম্বরে নির্বাচিত পৌরসভা যেহেতু.. পেত্রগ্রাদ জনসাধারণের মনোবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হওয়ায় পেত্রগ্রাদ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার হারিয়েছে... এবং পৌরসভার সংখ্যাধিক ব্যক্তিরা যেহেতু সমস্ত রাজনৈতিক অনুগামী হারিয়েও প্রতিবিপ্লবী ধরনে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের অভিপ্রায় প্রতিরোধ এবং সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্ম সাবোতাজ ও ব্যাহত করার জন্য তাদের পদাধিকার কাজে লাগাচ্ছে, তাই জনকমিশার পরিষদ মনে করে যে মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্তশাসন সংস্থার নীতি প্রসঙ্গে রায় দেবার জন্য রাজধানীর জনগণকে আহ্বান করা তার কর্তব্য।

এই উদ্দেশ্যে জনকমিশার পরিষদ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে:

(১) পৌরসভা ভেঙে দেওয়া হবে; তা কার্যকরী হবে ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর।

(২) নতুন পৌরসভার প্রতিনিধিদের দ্বারা পদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত

নির্বাচিত অথবা বর্তমান পৌরসভা কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত কর্মকর্তারা তাদের ভারপ্রাপ্ত কাজ চালিয়ে যাবেন।

(৩) সমস্ত মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী তাঁদের কর্তব্য পালন করে যেতে থাকবেন; স্বেচ্ছায় যাঁরা কাজ ছেড়ে যাবেন, তাঁরা বরখাস্ত বলে গণ্য হবেন।

(৪) পেত্রগ্রাদের পৌরসভার নতুন নির্বাচনের তারিখ ধার্য হল ১৯১৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর.

(৫) পেত্রগ্রাদের পৌরসভার অধিবেশন বসবে ১৯১৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর বেলা দুটোয়।

(৬) এ ডিক্রি যারা অমান্য করবে, এবং যারা ইচ্ছা করে মিউনিসিপ্যাল সম্পত্তির ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন করবে, তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করা হবে..

বিদ্রোহ করে বৈঠকে বসল পৌরসভা, সিদ্ধান্ত পাশ করল, 'শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাদের ঘাঁটি রক্ষা করে' যাবে তারা, জনগণের 'নিজস্ব নির্বাচিত পৌর স্বশাসনকে' রক্ষার জন্য মরীয়া আবেদন জানালে জনগণের কাছে। কিন্তু জনসাধারণ নির্বিকার, নয়ত বা বিরূপ। ৩০শে তারিখে মেয়র শ্রেইদের ও কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার ও জেরা করে ছেড়ে দেওয়া হল। এ দিন এবং পরের দিন সমানে বৈঠক চালিয়ে গেল পৌরসভা, আর বারে বারে লালরক্ষী ও নাবিকেরা এসে সভা ভেঙে দেবার জন্য সৌজন্য সহকারে অনুরোধ জানালে। ২রা ডিসেম্বরের অধিবেশনে একজন সদস্য যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন, তখন কিছু নাবিক সমেত একজন অফিসার নিকোলাই হলে ঢুকে হুকুম দিলেন সদস্যরা অবিলম্বে স্থান ত্যাগ না করলে বলপ্রয়োগ করা হবে। এবং শেষ অবধি প্রতিবাদ জানালেও স্থান ত্যাগ করলেন, শেষ পর্যন্ত 'আত্মসমর্পণ করলেন বলপ্রয়োগে'।

নতুন যে পৌরসভা নির্বাচিত হয় দশ দিন বাদে, তাতে 'নরমপন্থী' সমাজতন্ত্রীরা ভোট দিতে অস্বীকার করে এবং এটি হয়ে দাঁড়ায় প্রায় পুরোপুরি বলশেভিক(১৬)...

বিপজ্জনক বিরোধিতার আরো কয়েকটা কেন্দ্র তখনো ছিল, যেমন, ইউক্রেন ও ফিনল্যান্ডের 'প্রজাতন্ত্র', সুনির্দিষ্ট সোভিয়েত বিরোধী ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল এদের মধ্যে। হেলসিংফোর্স এবং কিয়েভ উভয় সরকারই আস্থাভাজন সৈন্য সংগ্রহ করে বলশেভিকবাদ দমন এবং রুশ সৈন্যদের নিরস্ত্র

ও বিতাড়িত করার অভিযানে নামছিল। ইউক্রেনের রাদা সমস্ত দক্ষিণ রাশিয়ার ওপর আধিপত্য করতে থাকে, কালেদিনকে বল ও রসদ জোগায়। ফিনল্যান্ড ও ইউক্রেন উভয়েই গোপন আলোচনা শুরু করে জার্মানদের সঙ্গে, মিত্রশক্তির সরকাররাও চট করে তাদের স্বীকার করে বিপুল ঋণ দেয় ও সম্পত্তিধর শ্রেণীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রতিবিপ্লবী ঘাঁটি গড়তে থাকে। পরে শেষ পর্যন্ত বলশেভিকরা যখন এই দুটি দেশেও বিজয় লাভ করে, তখন পরাজিত বুর্জোয়া ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য ডেকে নিয়ে আসে জার্মানদের...

তবে সোভিয়েত রাজের সবচেয়ে দুর্জয় বিপদটা ছিল আভ্যন্তরীণ এবং দুমুখো — কালেদিন আন্দোলন এবং মগিলিওভের স্টাফ, যেখানে সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল দুখোনিন।

সর্বত্র-বিদ্যমান মুরাভিওভ হলেন কসাকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি, কারখানা মজুরদের মধ্যে থেকে গড়ে তোলা হল এক লাল ফৌজ। শত শত প্রচারক গেল দন অঞ্চলে। কসাকদের প্রতি এক ঘোষণায় জনকমিশার পরিষদ ব্যাখ্যা করলে (১৭) সোভিয়েত রাজ কী বস্তু, কী ভাবে সম্পত্তিধর শ্রেণীরা, চিনোভনিকরা, জমিদার, ব্যাঙ্কার, এবং তাদের সহযোগীরা, কসাক অভিজাত, জমিদার ও জেনারেলরা বিপ্লব ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, জনগণের হাতে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্তি আটকাতে চাইছে।

২৭শে নভেম্বর লেনিন ও ত্রৎস্কির সঙ্গে দেখা করার জন্য কসাকদের এক কমিটি এল স্মোলনিতে। জানতে চাইল, কসাকদের জমি বড়ো রাশিয়ার চাষীদের মধ্যে বিলি করে দেবার কোনো অভিপ্রায় সোভিয়েত রাজের আছে কি না। 'না,' জবাব দিলেন ত্রৎস্কি। নিজেদের মধ্যে খানিক আলোচনা করলে কসাকেরা। তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, বড়ো বড়ো কসাক জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে মেহনতী কসাকদের মধ্যে বিলি করে দেবার কোনো অভিপ্রায় সোভিয়েত রাজের আছে কি?' এর জবাব দেন লেনিন। বলেন, 'সেটা আপনাদের কাজ। মেহনতী কসাকদের সমস্ত কাজই আমরা সমর্থন করব... ভালো হয় শুরুতে কসাক সোভিয়েত গড়া; ৎসে-ই-কাতে আপনাদের প্রতিনিধি থাকবে, তখন এ সরকার হয়ে দাঁড়াবে আপনাদেরও সরকার...'

ভাবতে ভাবতে চলে গেল কসাকেরা। দুই সপ্তাহ পরে জেনারেল কালেদিনের কাছে এক প্রতিনিধিদল এল সৈন্যদের পক্ষ থেকে। জিজ্ঞেস

করলে, 'কসাক জমিদারদের বড়ো বড়ো মহালগুলো মেহনতী কসাকদের কাছে বিলি করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেবেন আপনি?'

'প্রাণ থাকতে নয়,' বলেন কালেদিন। এক মাস পরে চোখের সামনেই তাঁর সৈন্যবাহিনীকে মিলিয়ে যেতে দেখে কালেদিন আত্মহত্যা করেন মাথায় গুলি চালিয়ে। সেই থেকেই কসাক অভিযানের ইতি..

এদিকে মোগিলওভে এসে জুটেছে পুরনো ৎসে-ই-কা, আভক্সেন্তিয়েভ থেকে শুরু করে চের্নভ পর্যন্ত 'নরমপন্থী' সব সমাজতন্ত্রী নেতা, পুরনো ফৌজ কমিটিগুলোর কর্মকর্তারা, প্রতিক্রিয়াশীল অফিসাররা। জনকমিশার পরিষদকে অস্বীকার করে রইল স্টাফ। মৃত্যু ব্যাটালিয়ন, গেওর্গি বাহাদুর আর ফ্রন্টের কসাকদের তারা জোটায় এবং মিত্রশক্তির সামরিক অ্যাটাশে, কালেদিন আন্দোলন ও ইউক্রেনীয় রাদার সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখে...

৮ই নভেম্বরের যে শান্তি ডিক্রিতে সোভিয়েত কংগ্রেস সাধারণ যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়েছিল, মিত্রশক্তিরা তার কোনো জবাব দেয় নি।

২০শে নভেম্বর মিত্রশক্তির রাষ্ট্রদূতদের কাছে ত্রৎস্কি এক নোট পাঠালেন (১৮):

যথাবিহিত সম্মান সহকারে রাষ্ট্রদূত মহাশয় আপনাকে জানাই যে সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস .. ৮ই নভেম্বর জনকমিশার পরিষদ নামে রুশ প্রজাতন্ত্রের এক নতুন সরকার গঠন করেছে। এ সরকারের সভাপতি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার পড়েছে আমার ওপর, পররাষ্ট্র দপ্তরের জনকমিশার হিসাবে...

যুদ্ধবিরতি এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে বিনা রাজ্যগ্রাস ও বিনা ক্ষতিপূরণে এক গণতান্ত্রিক শান্তির যে প্রস্তাব সারা রুশ কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়, তার বয়ানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনাকে অনুরোধ করি যেন দলিলটিকে সর্বফ্রন্টে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও অবিলম্বে শান্তি আলাপ আলোচনা শুরুর আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব বলে ধরেন; এ প্রস্তাব রুশ প্রজাতন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত সরকার যুধ্যমান সমস্ত জাতি ও তাদের সরকারের নিকট একই সময়ে পেশ করছে।

এই অতুলনীয় হত্যাকাণ্ডে অবসন্ন ও রক্তহীন অন্য সমস্ত জাতির মতো

আপনাদের যে জনগণও শান্তিতে আকাঙ্ক্ষী না হয়ে পারে না, তাদের প্রতি সোভিয়েত সরকারের গভীর শ্রদ্ধার নিশ্চিতি দিচ্ছি...

সেই রাতেই জনকমিশার পরিষদ জেনারেল দুখোনিনকে টেলিগ্রাম পাঠায়:

...জনকমিশার পরিষদ শত্রু মিত্র সমস্ত শক্তির কাছেই বিনা বিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া অত্যাবশ্যক বলে মনে করছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পররাষ্ট্র দপ্তরের কমিশার পেত্রগ্রাদে মিত্রশক্তি প্রতিনিধিদের নিকট একটি বিবৃতি পাঠিয়েছেন।

শত্রুর সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব দিয়ে শান্তির আলাপ আলোচনা শুরু করার জন্য জনকমিশার পরিষদ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছে। এই সব প্রাথমিক আলাপ চালাবার ভার আপনার ওপর অর্পণ করে জনকমিশার পরিষদ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছে

১। শত্রু সৈন্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যাকিছু ব্যবস্থা নেওয়া হল তা অবিলম্বে সরাসরি তারবার্তায় জানান।

২। জনকমিশার পরিষদে মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির দলিলে সই দেবেন না।

মিত্রশক্তির রাষ্ট্রদূতেরা ত্রৎস্কির নোট প্রসঙ্গে তাচ্ছিল্যের নীরবতা অবলম্বন করলে, সেই সঙ্গে সংবাদপত্রে শ্লেষে বিদ্বেষে ভরা সব বেনামী সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হতে থাকল। দুখোনিনের নিকট নির্দেশটাকে প্রকাশ্যেই বিশ্বাসঘাতকতা বলে ঘোষণা করা হল...

আর দুখোনিন — কোনো সাড়াই এল না তাঁর কাছ থেকে। ২২শে নভেম্বর রাত্রে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হল তাঁর সঙ্গে, জিজ্ঞেস করা হল আদেশ মানার কোনো অভিপ্রায় তাঁর আছে কিনা। দুখোনিন জবাব দিলেন, 'ফৌজ ও দেশের সমর্থনপ্রাপ্ত এক সরকারের' কাছ থেকে আদেশ না আসা পর্যন্ত তিনি তা মানবেন না।

তারবার্তায় সঙ্গে সঙ্গেই সর্বাধিনায়কের পদ থেকে বরখাস্ত করা হল তাঁকে, তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হলেন ক্রিলেঙ্কো। জনগণের কাছে আবেদন জানাবার নীতি অনুসরণ করে লেনিন সমস্ত রেজিমেন্ট, ডিবিসন ও কোর

কমিটি এবং ফৌজ ও নৌবহরের সমস্ত সৈনিক ও নাবিকদের কাছে রেডিওগ্রাম পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে দুখোনিন আদেশ মানতে অস্বীকার করেছেন, এবং নির্দেশ দিলেন, 'সম্মুখবর্তী শত্রু বাহিনীগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করার জন্য রেজিমেন্টগুলি তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করুক...'

২৩শে নভেম্বর নিজ নিজ সরকারের নির্দেশ অনুসারে মিত্রশক্তির সামরিক অ্যাটাশেরা দুখোনিনের কাছে নোট পাঠিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে হুঁশিয়ার করে দিলেন যেন 'মিত্রশক্তিদের মধ্যে নিষ্পন্ন চুক্তির সর্ত ভঙ্গ' না করা হয়। নোটে বলা হল, জার্মানির সঙ্গে একটা পৃথক যুদ্ধবিরতি করা হলে রাশিয়ার পক্ষে 'তার পরিণাম অতি গুরুতর দাঁড়াবে'। সমস্ত সৈনিক কমিটিতে দুখোনিন সঙ্গে সঙ্গেই খবরটা জানিয়ে দিলেন...

পরের দিন সকালে সৈন্যদের কাছে আরেকটি আবেদন জানালেন ত্রৎস্কি; ঘোষণা করলেন, মিত্রশক্তি প্রতিনিধিদের এ নোট হল রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্থূল হস্তক্ষেপ এবং 'জারের নিষ্পন্ন চুক্তি পালন করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে রুশ ফৌজ ও রুশ জনগণকে হুমকি দিয়ে বাধ্য করার' এক দুঃসাহসী অপচেষ্টা।

ঘোষণার পর ঘোষণা বেরুতে থাকল স্মোলনি থেকে (১৯), দুখোনিন ও তাঁর পার্শ্বচর প্রতিবিপ্লবী অফিসারদের ধিক্কার হানা হল, ধিক্কার হানা হল মগিলিওভে জোটা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকদের, হাজার মাইলী ফ্রন্টের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত উত্তেজিত করে তোলা হল লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধ, সন্দিগ্ধ সৈন্যদের। একই সময়ে প্রতিশোধের হুমকি দিয়ে বাছাই করা নাবিকদের তিনটি বাহিনী নিয়ে হেডকোয়ার্টার্সের দিকে যাত্রা করলেন ক্রিলেঙ্কো (২০), সর্বত্রই বিপুল অভিনন্দনে তাঁকে বরণ করলে সৈন্যেরা —সে এক জয়জয়ন্তী যাত্রা। কেন্দ্রীয় ফৌজ কমিটি দুখোনিনের অনুকূলে এক বিবৃতি দিলে, সঙ্গে সঙ্গেই দশ হাজার সৈন্য এগুলে মগিলিওভ আক্রমণে...

২রা ডিসেম্বর মগিলিওভের গ্যারিসন বিদ্রোহ করে শহর অধিকার করলে, গ্রেপ্তার করলে দুখোনিন ও ফৌজ কমিটিকে, তারপর বিজয়ের লাল ঝাণ্ডা উঁড়িয়ে এগিয়ে গেল নতুন সর্বাধিনায়ককে বরণ করতে। পরের দিন সকালে মগিলিওভে প্রবেশ করে ক্রিলেঙ্কো দেখেন এক বিক্ষুব্ধ জনতা জমা হয়েছে বন্দী দুখোনিনের রেলগাড়ি ঘিরে। ক্রিলেঙ্কো এক বক্তৃতা দিয়ে অনুরোধ করলেন যেন দুখোনিনের কোনো ক্ষতি করা না হয়, কেননা তাঁকে পেত্রগ্রাদে

পাঠাতে হবে, বিচার হবে বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের কাছে। বক্তৃতার শেষে হঠাৎ দুখোনিন স্বয়ং জানলায় এসে দাঁড়ান, সম্ভবত বক্তৃতা দেবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু তাই দেখেই প্রচণ্ড গর্জন করে লোকে ধেয়ে যায় গাড়ির দিকে, বৃদ্ধ জেনারেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে টেনে বার করে আনে, পিটিয়ে মেরে ফেলে প্ল্যাটফর্মের ওপরেই ...

এইভাবেই ইতি হল স্তাভকার বিদ্রোহ ...

রাশিয়ায় সামরিক শত্রু শক্তির শেষ গুরুত্বপূর্ণ এই ঘাঁটিটি ভেঙে পড়ায় এবার প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠল সোভিয়েত সরকার, রাষ্ট্র সংগঠনে মন দিলে বেশ ভরসা নিয়েই। পুরনো কর্মচারীদের অনেকেই তার ঝাণ্ডার চারিপাশে এসে জুটল, অন্যান্য পার্টির অনেক সদস্যও সরকারী চাকরি নিলে। তবে অর্থপিপাসুদের সংযত হতে হল সরকারী কর্মচারী বেতনের ভিত্তিতে — এতে দেশের সর্বোচ্চ বেতন, জনকমিশারদের বেতন ধার্য হল মাসে মাত্র পাঁচশ' রুবল (প্রায় পঞ্চাশ ডলার)... ইউনিয়ন সঙ্ঘের নেতৃত্বে চালিত সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের পেছনে যত অর্থপতি ও কারবারীরা ছিল তারা সরে যাওয়ায় ভেঙে পড়ল ধর্মঘট। কাজে ফিরল ব্যাঙ্ক কেরানীরা ...

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ডিক্রি, জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ গঠন, গ্রামাঞ্চলে ভূমি ডিক্রি কার্যকরী করণ, ফৌজের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন, প্রশাসন ও জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে ঢালাও পরিবর্তন — ব্যাপক শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক জনগণের অভিপ্রায়ের বলেই এই যে সব ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়া সম্ভব তার মধ্য দিয়ে বহু ভুল, বহু বাধা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে শুরু হল প্রলেতারীয় রাশিয়ার রূপায়ন।

বলশেভিকরা যে ক্ষমতা জয় করলে, সেটা সম্পত্তিবান শ্রেণী বা অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আপোসের পথে নয়, সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে তোষণ করে নয়। ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠীর সংগঠিত বলপ্রয়োগেও নয়। সারা রাশিয়ায় জনগণ যদি তৈরি না থাকত, তাহলে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হত। বলশেভিক সাফল্যের একমাত্র কারণ তারা জনগণের গভীরতম স্তরের সহজ-সরল বিপুল আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করে, পুরাতনকে ভেঙে বিধ্বস্ত করার জন্য তাদের ডাক দেয় আর পরে পড়ন্ত ধ্বংসস্তূপের ধোঁয়ার মধ্যেই তাদের সঙ্গে হাত লাগায় নতুনের কাঠামো খাড়া করার কাজে ...

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কৃষক কংগ্রেস

তুষারপাত শুরু হল ১৮ই নভেম্বর থেকে। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি জানলার কার্নিস স্তূপাকার শাদা, ঘূর্ণমান তুষার কণা পড়ছে এমন ঝপর্ঝাপিয়ে যে দশ ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না। রাস্তায় কাদা আর নেই। পলকের মধ্যেই নিষ্প্রভ নগর হয়ে উঠেছে ঝকঝকে শাদা। ঘোড়ার গাড়িগুলো বদলে গেছে স্লেজে, বালাপোষের পোষাক জড়ানো কোচোয়ানদের নিয়ে তা অসমান রাস্তার ওপর ছুটছে উন্দাম গতিতে, দাড়ি তাদের আড়ষ্ট, জমাট ... বিপ্লব সত্ত্বেও যার জন্য অজানা ভয়ঙ্কর এক ভবিষ্যতে সারা রাশিয়া যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মাতালের মতো, তা সত্ত্বেও তুষার সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল সারা শহরে। সবার মুখেই হাসি; লোকে ছুটে বেরুচ্ছে রাস্তায়, হাত পেতে নরম পড়ন্ত তুষার কণা মেখে হাসছে। ঢাকা পড়েছে সমস্ত ধূসরতা; শুধু সোনালী রঙচঙে মিনার আর গম্বুজগুলো জ্বলজ্বল করছে শাদা তুষারের মধ্যে, তাদের আদিম জাঁক যেন বেড়ে উঠেছে আরো।

দুপুরে এমনকি সূর্যেরও দেখা মিলল, নিষ্প্রভ, তরল। অদৃশ্য হয়েছে স্যাঁৎসেঁতে দিনগুলোর ঠাণ্ডা আর বাত। শহরের জীবন হয়ে উঠল প্রফুল্ল, এমনকি বিপ্লবটাও যেন হয়ে উঠল আরো গতিময় ...

এক সন্ধ্যায় বসে আছি ত্রাক্তিরে — শস্তা এক সরাইখানায়, স্মোলনির ফটকের সামনেকার রাস্তার ওপারে; নিচু সিলিঙ-ওয়ালা মুখর এই জায়গাটায়

নাম ছিল 'টম কাকার কুটির', লালরক্ষীরা প্রায়ই আড্ডা দিত এখানে। নোংরা টেবিল-ক্লথ ঢাকা ছোট ছোট টেবিলের ওপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিনেমাটির কেতলি ঘিরে আজো তারা ভিড় জমিয়েছে, বাতাস সিগারেটের ধোঁয়ায় আবিল, ব্যতিব্যস্ত ওয়েটাররা ছুটোছুটি করে চেঁচাচ্ছে, 'সেইচাস, সেইচাস! এক্ষুণি আসছি, এই এলাম!'

এক কোণে ক্যাপটেনের উর্দি পরে বসে আছে একটি লোক, চারপাশের লোকদের কী যেন বলছে, যারা পদে পদে বাধা দিচ্ছে তাকে।

'তোমরা খুনে ছাড়া কিছু নও!' গজরালে সে, 'রাস্তায় রুশী ভাইদের মারলে গুলি করে।'

'কবে মারলাম?' জিজ্ঞেস করলে একজন মজুর।

'গত রববার, যখন যুঙ্কাররা...'

'কিন্তু তারা গুলি চালায় নি আমাদের ওপর?' একজন তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত দেখালে, 'শালাদের মনে করে রাখার মতো কিছু আমারও জুটেছে!'

চিৎকার করে বললে ক্যাপটেন, 'নিরপেক্ষ থাকা উচিত ছিল তোমাদের! নিরপেক্ষ থাকা উচিত ছিল! আইনসম্মত সরকারকে ধ্বংস করার কী অধিকার আছে তোমাদের? কে এই লেনিন? একজন জার্মান...'

'আর তুমিই বা কে? প্রতিবিপ্লবী! প্ররোচক!' গর্জে উঠল সবাই।

কোলাহলের মধ্যে ক্যাপটেনের গলা যখন ফের শোনা গেল, তখন সে দাঁড়িয়ে উঠেছে। বললে, 'বেশ, দেখা যাবে! তোমরা বলো, তোমরাই নাকি রাশিয়ার জনগণ। কিন্তু রাশিয়ার জনগণ তোমরা নও! চাষীরাই হল রাশিয়ার আসল জনগণ! দাঁড়াও না, চাষীরা যখন...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাঁড়াও না,' বললে তারা, 'চাষীদের কথা বলতে দাও। আর কী যে তারা বলবে তা আমাদের জানা আছে... ওরা তো আমাদের মতোই মেহনতী।'

শেষ পর্যন্ত সবকিছুই নির্ভর করছিল চাষীদের ওপর। রাজনীতির ব্যাপারে চাষীরা পশ্চাৎপদ হলেও তাদের নিজস্ব কিছু ধারণাও ছিল আর তারাই ছিল রাশিয়ার জন সংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ। চাষীদের মধ্যে বলশেভিকদের অনুগামী ছিল অপেক্ষাকৃত কম আর রাশিয়ার ওপর শিল্প শ্রমিকদের কায়েমী একনায়কত্ব সম্ভব নয়... চিরাচরিত কৃষক পার্টি হল সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টি, সোভিয়েত সরকারকে যত পার্টি এখন

সমর্থন করছে তাদের মধ্যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরাই কৃষক নেতৃত্বের উত্তরাধিকার দাবি করতে পারে. সংগঠিত শহুরে প্রলেতারিয়েতের কৃপাপ্রার্থী হয়ে গেল তারা, কৃষকদের সমর্থন তাদের একান্ত প্রয়োজন . .

এদিকে স্মোলনিও চাষীদের কথা ভোলে নি। ভূমি ডিক্রির পরই নতুন ৎসে-ই-কার প্রথম একটি কাজই হয়েছিল কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটিকে ডিঙিয়ে কৃষক কংগ্রেস আহ্বান। কয়েক দিন বাদে বেরুল ভলোস্ত ভূমি কমিটির জন্য বিস্তারিত বিধিনিয়ম, তারপর কৃষকদের নিকট লেনিনের পত্র (১) — সহজ ভাষায় বলশেভিক বিপ্লব ও নতুন সরকারের মর্মার্থ বুঝিয়ে বলা হয় তাতে। তারপর ১৬ই নভেম্বর লেনিন ও মিলিউটিন প্রকাশ করলেন 'মফস্বলে প্রেরিত দূতদের জন্য নির্দেশ' - হাজারে হাজারে সোভিয়েত সরকার এই দূতদের পাঠায় গ্রামে।

১। বরাদ্দ প্রদেশে পৌঁছিয়েই দূত শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিগুলির এক যুক্ত অধিবেশন ডাকবেন, সেখানে তিনি কৃষি আইন সম্পর্কে রিপোর্ট দেবেন এবং সোভিয়েতগুলির একটি সম্মিলিত সাধারণ অধিবেশনের দাবি জানাবেন

২। প্রদেশের কৃষি সমস্যার অবস্থাটা তাঁকে পরিষ্কার করে জেনে নিতে হবে .

ক। জমিদারদের সম্পত্তি কি দখল করা হয়েছে, যদি হয়ে থাকে কোন কোন এলাকায় ?

খ। বাজেয়াপ্ত জমির বিলি ব্যবস্থা করছে কে, ভূতপূর্ব মালিক নাকি ভূমি কমিটি ?

গ। কৃষি যন্ত্র, পশুপালের কী করা হয়েছে ?

৩। চাষীদের আবাদী জমির আয়তন বেড়েছে কি ?

৪। সরকার যে গড়পড়তা ন্যূনতম পরিমাণ ধার্য করেছে তার সঙ্গে বর্তমানে আবাদী জমির পরিমাণের পার্থক্য কী ও কোন দিক থেকে ?

৫। কৃষকেরা জমি পাবার পর আবাদী জমির পরিমাণ যাতে যথাসম্ভব বাড়িয়ে তোলে এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের একমাত্র উপায় হিসাবে শহরে শস্য প্রেরণ ত্বরান্বিত করে তার জন্য জোর দিতে হবে দূতদের।

৬। জমিদারদের কাছ থেকে ভূমি কমিটি ও সোভিয়েত কর্তৃক নিযুক্ত অনুরূপ সংস্থার কাছে জমি হস্তান্তরের কী ব্যবস্থা পরিকল্পিত বা কার্যকরী হয়েছে?

৭। সুসংগঠিত যন্ত্রপ্রধান আবাদের ক্ষেত্রে নিপুণ কৃষিবিজ্ঞানীদের উপদেশানুসারে আবাদের নিয়মিত কর্মীদের এক সোভিয়েত কর্তৃক সে আবাদ চালানো বাঞ্ছনীয়।

গাঁয়ে গাঁয়ে পরিবর্তনের এক আলোড়ন চলতে লাগল, ভূমি ডিক্রির বৈদ্যুতিক ক্রিয়াই তার একমাত্র কারণ নয়, ফ্রন্ট থেকে গাঁয়ে ফিরছিল বৈপ্লবিক মেজাজের হাজার হাজার কৃষক-সৈনিক... সোভিয়েত কংগ্রেসের আহ্বানকে এরাই বিশেষভাবে স্বাগত করে।

শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেসের ব্যাপারে পুরনো ৎসে-ই-কা যা করেছিল সেইভাবে কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটিও স্মোলনির ডাকা কৃষক কংগ্রেস ঠেকাবার চেষ্টা করে। এবং প্রতিরোধ নিষ্ফল দেখে পুরনো ৎসে-ই-কার মতোই কার্যকরী কমিটি তাড়াতাড়ি করে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে রক্ষণশীল প্রতিনিধিদের নির্বাচনের আদেশ দেয়। কৃষকদের মধ্যে এমন গুজবও ছড়ায় যে কংগ্রেস বসবে মগিলিওভে, কিছু প্রতিনিধিও সেখানে গিয়ে হাজির হয়; কিন্তু ২৩শে নভেম্বর নাগাদ প্রায় চারশ' প্রতিনিধি এসে পৌঁছয় পেত্রগ্রাদে, শুরু হয়ে যায় উপদলগুলোর বৈঠক...

প্রথম অধিবেশন হয় পৌরসভা ভবনের আলেক্সান্দর হলে, এবং প্রথম ভোটাভুটিতেই দেখা গেল প্রতিনিধিদের অর্ধেকের বেশিই বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, বলশেভিকদের দখলে মাত্র এক পঞ্চমাংশ, রক্ষণশীল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের হাতে এক চতুর্থাংশ, এবং বাকি প্রতিনিধিদের ঐক্য দেখা গেল শুধু আভক্সেন্তিয়েভ, চাইকোভস্কি ও পেশেখোনভের কর্তৃত্বাধীন পুরনো কার্যকরী কমিটির প্রতি বিরোধিতায়...

বিরাট হলটা লোকে ঠাসা, অবিরাম কোলাহলে বিদীর্ণ; একরোখা গভীর বিদ্বেষে প্রতিনিধিরা দলে দলে বিভক্ত। ডান দিকে দেখা গেল কিছু কিছু অফিসারী কাঁধপট্টির ঝলক আর পুরনো যুগের, সমৃদ্ধ কৃষকদের পিতৃতান্ত্রিক শ্মশ্রুল মুখ; কেন্দ্রে আছে কিছু চাষী, কিছু নন-কমিশন্ড অফিসার এবং

কিছু সৈনিক; আর বাঁ দিকে প্রায় সমস্ত প্রতিনিধির পরনেই সাধারণ সৈনিকদের উর্দি। এরাই হল তরুণ পুরুষ, ফৌজে যোগ দিতে হয়েছে যাদের... গ্যালারি শ্রমিকে ভর্তি, রাশিয়ায় এরা এখনো তাদের কৃষক কুলচিহ্ন ভোলে নি...

পুরনো ৎসে-ই-কার পথে না গিয়ে কার্যকরী কমিটি সভা উদ্বোধনের সময় এ কংগ্রেসকে সরকারী কংগ্রেস বলে স্বীকার করলে না; সরকারী কংগ্রেস ডাকা হয়েছে ১৩ই ডিসেম্বর; করতালি ও রোষধ্বনির ঝড় তুলে বক্তা ঘোষণা করলেন যে এ সভা মাত্র 'জরুরী সম্মেলন...' কিন্তু 'জরুরী সম্মেলন' অচিরেই কার্যকরী কমিটির প্রতি তাদের মনোভাব দেখিয়ে দিলে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের নেত্রী মারিয়া স্পিরিদনোভাকে সভাপতি নির্বাচিত করে।

প্রথম দিনের অধিকাংশ সময়ই গেল ভলোস্ত সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে আসন পাবে নাকি শুধু প্রাদেশিক সংস্থার প্রতিনিধিরা থাকবে এই বিতর্কে; এবং শ্রমিক সৈনিক কংগ্রেসের মতোই এখানেও ব্যাপকতম প্রতিনিধিত্বের পক্ষেই মত দিলে বিপুল অধিকাংশ। পুরনো কার্যকরী কমিটি তখন হল ছেড়ে চলে যায়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বেশির ভাগ প্রতিনিধিই জনকমিশার সরকারের বিরোধী। বলশেভিকদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করেন জিনোভিয়েভ, কিন্তু শিস দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। যখন মঞ্চ থেকে নামছেন তখন চারিদিকে হাসাহাসির মধ্যে টিটকারি শোনা গেল, 'জনকমিশার মশায়ের দশা ল্যাজে গোবরে।'

মফস্বলের একজন প্রতিনিধি নাজারিয়েভ ঘোষণা করলেন, 'কৃষকেরা যতক্ষণ এ সরকারে প্রতিনিধিত্ব না পাচ্ছে ততক্ষণ আমরা বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা এই তথাকথিত শ্রমিক কৃষক সরকারকে মানতে রাজী নই। বর্তমানে এটা মজুরদের একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়... সমগ্র গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করার মতো এক নতুন সরকার গঠনের জন্যে আমরা দাবি করছি!'

প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিরা কৌশলে এই মেজাজকে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করলে। বলশেভিকদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তারা বলে বসল জনকমিশার পরিষদ নাকি মতলব করেছে হয় কংগ্রেসকে হাতের মুঠোয় রাখবে নয়

অস্ত্রবলে ভেঙে দেবে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রচন্ড ক্রোধগর্জন শুরু হল কৃষকদের মধ্যে...

তৃতীয় দিনে হঠাৎ মঞ্চে উঠলেন লেনিন; দশ মিনিটের জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠল সারা ঘর। চিৎকার উঠল, 'মুর্দাবাদ! তোমাদের কোনো জনকমিশারের কথাই আমরা শুনতে চাই না! মানি না তোমাদের সরকারকে!'

দুই হাতে টেবল ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন লেনিন, ছোটো ছোটো চোখে চিন্তিতের মতো যাচাই করতে লাগলেন নিচের উত্তাল হট্টগোলটাকে। শেষ পর্যন্ত ডান দিকটা ছাড়া বিক্ষোভ খানিকটা থিতিয়ে এল।

'জনকমিশার পরিষদের সদস্য হিসাবে আমি এখানে আসি নি,' বলে লেনিন অপেক্ষা করলেন গোলমাল থামার জন্য, 'এসেছি এ কংগ্রেসে যথাযথরূপে নির্বাচিত বলশেভিক দলের সদস্য হিসাবে।' সবাইকে দেখিয়ে তিনি তুলে ধরলেন তাঁর প্রত্যয় পত্র।

'তবে,' অবিচলিত কণ্ঠে বলে গেলেন তিনি, 'কেউই অস্বীকার করবে না যে রাশিয়ার বর্তমান সরকার বলশেভিক পার্টির গড়া,' আবার এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হল তাঁকে, 'তাই কার্যত ব্যাপারটা একই দাঁড়াচ্ছে...' এই জায়গায় দক্ষিণের বেঞ্চগুলো থেকে এক কর্ণভেদী কলরোল উঠল, কিন্তু মধ্য ও বাম দিকটা ততক্ষণে উৎসুক হয়ে উঠেছিল, বাকিদের চুপ করিয়ে দিলে তারা।

লেনিনের যুক্তি খুবই সহজ। 'খোলাখুলি বলুন তো, আপনারা চাষী, জমিদারদের জমি আমরা তুলে দিয়েছি আপনাদের হাতে; আপনারা কি এখন শিল্পের ওপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ আটকাতে চাইবেন? এ হল শ্রেণী যুদ্ধ। জমিদাররা অবশ্যই কৃষকদের বিরোধী, কলওয়ালারাও মজুরদের বিরোধী। আপনারা কি চান প্রলেতারিয়েত দলে ভাঙন ধরুক? কোন দলে যাবেন আপনারা?

'আমরা বলশেভিকরা হলাম প্রলেতারিয়েতের পার্টি — কৃষক প্রলেতারিয়েত, শিল্প প্রলেতারিয়েত -- উভয়েরই। আমরা বলশেভিকরা হলাম সোভিয়েতের রক্ষক — কৃষকদের সোভিয়েত এবং শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েত — উভয়েরই। বর্তমান সরকার হল সোভিয়েতের সরকার। সরকারে যোগ দেবার জন্যে আমরা শুধু কৃষক সোভিয়েতদেরই আমন্ত্রণ করি

নি, জনকমিশার পরিষদে স্থান নেবার জন্যে আমরা বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদেরও ডেকেছি . .

'সোভিয়েত হল জনগণের — কলকারখানা ও খনির মজুরদের, ক্ষেতের মেহনতীদের সবচেয়ে নিখুঁত প্রতিনিধি। সোভিয়েতকে যারা ধ্বংস করতে চায়, তারা গণতন্ত্র বিরোধী প্রতিবিপ্লবের অপরাধে অপরাধী। এবং এইখানে আপনাদের দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কমরেডদের এবং আপনাদের কাদেত মশায়দের জানিয়ে রাখছি, সংবিধান সভা যদি সোভিয়েতগুলোকে ধ্বংস করতে চায়, তাহলে সেটা আমরা সংবিধান সভাকে করতে দেব না।'

২৫শে নভেম্বর বিকালে কার্যকরী কমিটির ডাকে মগিলিওভ থেকে শশব্যস্তে ছুটে এলেন চের্নভ। মাত্র দু মাস আগেও এঁর খ্যাতি ছিল উগ্রবিপ্লবী বলে, কৃষকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর, বাঁয়ের দিকে কংগ্রেসের বিপজ্জনক ঝোঁক ঠেকাবার ভার পড়ল তাঁর ওপর। পেত্রগ্রাদে পোঁছতেই চের্নভকে গ্রেপ্তার করে স্মোলনিতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে কিছুটা আলাপের পর মুক্তি পান তিনি।

প্রথমে এসেই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে যাবার জন্য কার্যকরী কমিটিকে প্রচণ্ড তিরস্কার করলেন। কার্যকরী কমিটি ফিরতে রাজী হল, চের্নভ হলে ঢুকলেন অধিকাংশের বিপুল করতালি ও বলশেভিকদের শিস ও টিটকারিতে অভিনন্দিত হয়ে।

'কমরেডগণ, আমি এখানে ছিলাম না, পশ্চিম ফ্রন্টের সমস্ত ফৌজের কৃষক প্রতিনিধিদের একটা কংগ্রেস ডাকার প্রশ্ন নিয়ে ১২ নং ফৌজের যে সম্মেলন হচ্ছিল সেখানে ছিলাম আমি, এবং এখানে যে অভ্যুত্থান ঘটেছে সে সম্বন্ধে আমি জানি খুবই কম...'

আসন ছেড়ে উঠে চিৎকার করলেন জিনোভিয়েভ, 'হ্যাঁ, ছিলেন না আপনি কেবল কয়েক মিনিটের জন্যে!' প্রচণ্ড সোরগোল। চিৎকার উঠল, 'বলশেভিক মুর্দাবাদ!'

চের্নভ বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন, 'আমি নাকি পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে ফৌজ চালনায় সাহায্য করেছি এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। এটা একেবারেই

মিথ্যে কথা। এ অভিযোগ আসছে কোত্থেকে? তার উৎসটা কী আমায় দেখান?'

জিনোভিয়েভ: '"ইজ্‌ভেস্তিয়া' এবং 'দেলো নারোদা' — আপনাদের নিজেদেরই কাগজ — সেখান থেকেই আসছে!'

চের্নভের চওড়া মুখে ছোটো ছোটো চোখ, কোঁকড়ানো চুল, পাক-ধরা দাড়ি — রাগে লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখ, তাহলে আত্মসম্বরণ করে চালিয়ে গেলেন, 'ফের বলছি, এখানে আসলে কি ঘটেছে তার প্রায় কিছুই আমি জানি না। এই ফৌজটা ছাড়া আর কোনো ফৌজেরই নেতৃত্ব করি নি আমি' (কৃষক প্রতিনিধিদের দিকে দেখালেন তিনি), 'এদের এখানে নিয়ে আসার জন্যে আমিই প্রধানত দায়ী!' হাসি, চিৎকার উঠল: 'বাহবা!'

'এখানে ফিরে আমি স্মোল্‌নিতে গিয়েছিলাম। আমার বিরুদ্ধে এ রকম কোনো অভিযোগ সেখানে করা হয় নি... কিছুটা আলাপের পর চলে আসি — ব্যস! এখানে যাঁরা হাজির আছেন তাঁদের মধ্যে কে সে অভিযোগ করতে পারেন, করুন দেখি!'

হট্টগোল শুরু হয়ে গেল, বলশেভিক ও কিছু বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি এক যোগে লাফিয়ে উঠে ঘুষি পাকিয়ে চিৎকার জুড়লে, অন্যদিকে বাকি লোকেরাও পাল্টা চিৎকার করে চেষ্টা করলে তাদের থামিয়ে দিতে।

'একে কি সভা বলব, এ একেবারে অনাসৃষ্টি ব্যাপার!' চিৎকার করে হল ত্যাগ করলেন চের্নভ; হল্লা ও বিশৃঙ্খলার জন্য অধিবেশন মুলতুবী রইল...

ইতিমধ্যে কার্যকরী কমিটির অবস্থা কী দাঁড়াবে সেই প্রশ্নে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সবাই। এ সভাকে 'জরুরী সম্মেলন' ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ছিল কার্যকরী কমিটির পুনর্নির্বাচন আটকানো। কিন্তু এ চালে দু' দিকেই কাটে। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা ঠিক করলে কার্যকরী কমিটির ওপর যদি কংগ্রেসের কোনো ক্ষমতা না থাকে, তাহলে কার্যকরী কমিটিরও কোনো ক্ষমতা থাকা চলবে না কংগ্রেসের ওপর। ২৫শে নভেম্বর সভা সিদ্ধান্ত নিলে যে কার্যকরী কমিটির ক্ষমতা বর্তাবে জরুরী সম্মেলনে,

সে ক্ষেত্রে কার্যকরী কমিটির যে সব সদস্য প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে কেবল তাদেরই ভোটদানের অধিকার থাকবে...

পরের দিন বলশেভিকদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও এ সিদ্ধান্ত সংশোধিত হয়ে স্থির হল প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হোক না হোক, কার্যকরী কমিটির সমস্ত সদস্যই সভায় বক্তৃতা ও ভোটদানের অধিকার পাবে।

২৭শে নভেম্বর বিতর্ক শুরু হল ভূমি সমস্যা নিয়ে, এতে বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কৃষি কর্মসূচির পার্থক্যটা ফুটে উঠল।

বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষ থেকে কাচিনস্কি বিপ্লবের সময়টা ধরে ভূমি প্রশ্নের একটা ইতিহাস দিলেন। বললেন, কৃষক সোভিয়েতগুলোর প্রথম কংগ্রেসে অবিলম্বে ভূসম্পত্তি ভূমি কমিটির নিকট হস্তান্তরের এক সুনির্দিষ্ট ও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত পাশ হয়। কিন্তু বিপ্লবের পরিচালকেরা এবং সরকারের মধ্যস্থ বুর্জোয়ারা জেদ ধরে যে সংবিধান সভা না বসা পর্যন্ত প্রশ্নের কোনো সমাধান করা উচিত নয়... বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্বে, 'আপোসের' পর্বে চের্নভ মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন। কৃষকদেব দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে এ বার ভূমি সমস্যার ব্যবহারিক সমাধান শুরু হবে: কিন্তু প্রথম কংগ্রেসের বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীলেরা এবং কার্যকরী কমিটির অভ্যন্তরস্থ আপোসপন্থীরা কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে দেয় না। এ নীতিতে একের পর এক কৃষক হাঙ্গামা শুরু হয় যা দেখা দেয় কৃষকদের ধৈর্যচ্যুতি ও ব্যাহত-উদ্যমের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হিসাবে। বিপ্লবের সঠিক অর্থটা কৃষকেরা ঠিকই বুঝেছিল — কথাকে কাজে পরিণত করতে চায় তারা...

'বর্তমান ঘটনাবলী,' বললেন বক্তা, 'নিতান্তই একটা সাধারণ হাঙ্গামা বা 'বলশেভিক হঠকারিতা' নয়, এ এক সত্যিকারের জন অভ্যুত্থান, গোটা দেশ তাকে সাদরে স্বাগত জানিয়েছে...

'ভূমি সমস্যার প্রতি বলশেভিকরা সাধারণভাবে সঠিক মনোভাবই অবলম্বন করে; কিন্তু চাষীরা জোর করে জমি দখল করুক এই সুপারিশ দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ভুল করেছে তারা... প্রথম দিন থেকেই বলশেভিকরা ঘোষণা করে যে 'বিপ্লবী গণ অভিযানে' জমি দখল করতে হবে চাষীদের। এটা অরাজকতা ছাড়া কিছু নয়; সংগঠিতভাবেই জমি হস্তান্তর করা সম্ভব...

বিপ্লবের সমস্যাটা যথাসম্ভব ফয়সালা করাই ছিল বলশেভিকদের কাছে বড়ো কথা; সে সমস্যার কী ভাবে সমাধান হচ্ছে সেদিকে তাদের আগ্রহ ছিল না...

'সোভিয়েত কংগ্রেসের ভূমি ডিক্রিটা মূলত প্রথম কৃষক কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলে যায়। তাহলে সে কংগ্রেসের কর্মনীতিটা কেন নতুন সরকার অনুসরণ করলেন না? কারণ জনকমিশার পরিষদ তাড়াতাড়ি ভূমি সমস্যাটা চুকিয়ে দিতে চেয়েছিল যাতে সংবিধান সভার করার কিছু না থাকে...

'কিন্তু সরকারও বুঝতে পেরেছিল যে ব্যবহারিক ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার, তাই কোনো রকম না ভেবেচিন্তে সরকার ভূমি কমিটির বিধিনিয়ম গ্রহণ করে, ফলে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়; কেননা জনকমিশার পরিষদ ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ হল বলে ঘোষণা করেছেন, অথচ ভূমি কমিটিগুলোর বিধিনিয়ম ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে রচিত... অবিশ্যি তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি, কেননা ভূমি কমিটিগুলো সোভিয়েত ডিক্রির কোনো পরোয়া করছে না, তাদের নিজেদের ব্যবহারিক সিদ্ধান্তই চালু করছে -- যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে চাষীদের বিপুল অধিকাংশের ইচ্ছা মতো...

'এই ভূমি কমিটিগুলো ভূমি সমস্যার আইনী সমাধানের কোনো চেষ্টা করছে না, সেটার দায়িত্ব থাকছে একমাত্র সংবিধান সভার হাতে... কিন্তু সংবিধান সভা কি রুশ চাষীর অভিপ্রায় মান্য করতে চাইবে? সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই... আমরা শুধু এই বিষয়ে নিশ্চিত যে চাষীদের বিপ্লবী সংকল্প এখন দানা বেঁধে উঠেছে এবং কৃষকেরা যে ভাবে সমাধান চাইছে ভূমি সমস্যার সেই সমাধান করতেই সংবিধান সভা বাধ্য হবে... জনগণের অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করার সাহস হবে না সংবিধান সভার...'

এরপরে উঠলেন লেনিন, এ বার অখণ্ড মনোযোগে লোকে তাঁর কথা শুনলে। 'এই মুহূর্তে আমরা শুধু ভূমি সমস্যার ফয়সালাই নয়, সামাজিক বিপ্লবের সমস্যা এবং শুধু এখানে রাশিয়াতেই নয়, সারা বিশ্বে সামাজিক বিপ্লবের সমস্যারই সমাধান করতে চেষ্টা করছি। সামাজিক বিপ্লবের অন্যান্য সমস্যা থেকে স্বাধীনভাবে ভূমি সমস্যার সমাধান করা যায় না... যেমন ভূসম্পত্তির বাজেয়াপ্তিতে শুধু রুশ জমিদাররাই নয়, বিদেশী পুঁজিও

প্রতিরোধ দেবে, ব্যাঙ্ক মারফত বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তির সঙ্গে তা সংযুক্ত...

'রাশিয়ায় জমিতে ব্যক্তিমালিকানা এক অপরিসীম নিপীড়নের ভিত্তি, এবং কৃষকগণ কর্তৃক জমি বাজেয়াপ্ত বিপ্লবের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যবস্থা। কিন্তু অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে তাকে আলাদা করা যায় না, যেসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের বিপ্লবকে যেতে হয়েছে তাতে তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। প্রথম পর্যায় ছিল স্বৈরতন্ত্রের ধ্বংস এবং শিল্প পুঁজিপতি ও ভূমি মালিকদের ক্ষমতা ধ্বংস – স্বার্থ এদের নিবিড়ভাবে জড়িত। দ্বিতীয় পর্যায় হল সোভিয়েতগুলির শক্তিবৃদ্ধি এবং বুর্জোয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক আপোস। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের ভুলটা হল এই যে সে সময় তারা আপোস নীতির বিরোধিতা করে নি, কেননা তাদের তত্ত্ব ছিল যে জনগণের চেতনা এখনো পুরো বিকশিত হয়ে ওঠে নি...

'সমস্ত লোকের মানসিক বিকাশের দিক থেকে সম্ভবপর হলেই যদি সমাজতন্ত্র কার্যকরী করতে হয় তাহলে অন্তত পাঁচশ বছরের মধ্যেও আমরা সমাজতন্ত্র দেখব না সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক পার্টি – সে হল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনী, গড়পড়তা জনগণের শিক্ষাভাবে তার থমকে যাওয়া চলে না, বিপ্লবী উদ্যোগের সংস্থা হিসাবে সোভিয়েতগুলোকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাকে কিন্তু দ্বিধাগ্রস্তদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি কমরেডদের নিজেদের দ্বিধা বন্ধ করতে হবে

'গত জুলাইয়ে ব্যাপক জনগণ ও আপোসপন্থীদের মধ্যে একগুচ্ছ সম্পর্কচ্ছেদ শুরু হয়; কিন্তু এখন নভেম্বরে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা এখনো তাঁদের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন আভক্সেন্তিয়েভের দিকে যিনি নিজস্ব জনপ্রিয়তার শোচনীয় অবশেষটুকু আঁকড়ে ধরতে চান... আপোস যদি চলতে থাকে, তাহলে বিপ্লব ধ্বসে পাবে। বুর্জোয়ার সঙ্গে কোনো আপোস সম্ভব নয়, পুরোপুরি চূর্ণ করতে হবে তার ক্ষমতা...

'আমরা বলশেভিকরা আমাদের ভূমি কর্মসূচি বদলাই নি; জমিতে ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদের দাবি আমরা ছাড়ি নি, ছাড়বার কোনো ইচ্ছেও নেই। ভূমি কমিটিগুলির বিধিনিয়ম আদৌ ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে রচিত নয় -- সেটা আমরা গ্রহণ করেছি, কারণ জনগণ নিজেরা যেভাবে স্থির করেছে সেইভাবেই জনগণের অভিপ্রায় কার্যকরী করতে চাই আমরা,

সামাজিক বিপ্লবের জন্যে যারা লড়ছে তাদের সকলের জোট আরো নিবিড় করতে চাই।

'সে জোটে যোগ দেবার জন্যে আমরা বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের আমন্ত্রণ করছি, তবে দাবি করছি যেন তাঁরা পেছনে তাকানো বন্ধ করেন, তাঁদের পার্টির আপোসপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়েন ...

'আর সংবিধান সভার কথা ধরলে, পূর্ববর্তী বক্তা যা বলেছেন সেটা সত্যিই, সংবিধান সভার কাজ নির্ভর করবে জনগণের বিপ্লবী সংকল্পের ওপর। তবে আমি বলি, 'বিপ্লবী সংকল্পের ওপর ভরসা রেখো, কিন্তু হাতের বন্দুকটি ছেড়ো না!''

লেনিন তারপর বলশেভিক সিদ্ধান্ত পড়ে শোনালেন:

কৃষক কংগ্রেস ৮ই নভেম্বরের ভূমি ডিক্রি পুরোপুরি সমর্থন করে. শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে গঠিত রুশ প্রজাতন্ত্রের সাময়িক শ্রমিক কৃষক সরকারকে অনুমোদন করছে।

কৃষক কংগ্রেস .. আইনটিকে একবাক্যে সমর্থন ও অবিলম্বে নিজেরাই তা কার্যকরী করার জন্য সমস্ত কৃষকদের আহ্বান জানাচ্ছে; সেই সঙ্গে কৃষকদের আহ্বান করছে যেন তাঁরা দায়িত্বশীল পদে তাঁদেরই নির্বাচিত করেন যাঁরা শুধু কথায় নয় কাজে শোষিত মেহনতী চাষীর প্রতি তাঁদের সমূহ আনুগত্য এবং বড়ো বড়ো জমিদার ও পুঁজিপতি, তাদের পক্ষপাতী ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে সে স্বার্থ রক্ষা করার বাসনা ও ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন ..

কৃষক কংগ্রেস সেই সঙ্গে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছে যে ভূমি ডিক্রিতে যতকিছু ব্যবস্থার কথা আছে তার পরিপূর্ণ রূপায়ন সিদ্ধ হতে পারে কেবল ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বরে সূচিত শ্রমিকদের সামাজিক বিপ্লবের বিজয়ে, কেননা কেবল সামাজিক বিপ্লবেই প্রত্যর্পণের সম্ভাবনা নির্মূল করে মেহনতী চাষীদের কাছে জমির হস্তান্তর, আদর্শ খামারগুলির বাজেয়াপ্তি এবং কৃষক কমিউনের কাছে তার হস্তান্তর, বড়ো বড়ো জমিদারদের কৃষি যন্ত্র বাজেয়াপ্তি, মজুরি দাসত্ব পুরোপুরি উচ্ছেদ করে কৃষি-মজুরদের স্বার্থরক্ষা, রাশিয়ার সর্বাঞ্চলে কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের নিয়মিত ও পরিকল্পিত বণ্টন, ব্যাঙ্ক দখল

(ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদের পর জমির ওপর সমগ্র জনসাধারণের দখল এ ছাড়া অসম্ভব) এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের জন্য নানাবিধ সাহায্য রূপায়িত হতে পারে...

এই সব কারণে কৃষক কংগ্রেস ৭ই নভেম্বরের বিপ্লবকে পুরোপুরি সমর্থন করছে... এক সামাজিক বিপ্লব হিসাবে, এবং প্রয়োজনীয় অদলবদল সমেত কিন্তু বিনা দ্বিধায় রুশ প্রজাতন্ত্রের সামাজিক রূপান্তর কার্যকরী করার জন্য তার অটল অভিপ্রায় জ্ঞাপন করছে।

ভূমি ডিক্রির পাকা সাফল্য ও পূর্ণ রূপায়ন নিশ্চিত হবে একমাত্র যে সামাজিক বিপ্লবে তার বিজয়ের অপরিহার্য সর্ত হল শিল্পের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, সমস্ত অগ্রণী দেশের প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে মেহনতী চাষীদের নিবিড় জোট। এখন থেকে রুশ প্রজাতন্ত্রে ওপর থেকে নিচু পর্যন্ত রাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থা ও ব্যবস্থাপনাকে দাঁড়াতে হবে এই জোটের ওপর। বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশনের নীতিতে - বুর্জোয়া রাজনীতির কর্তাদের সঙ্গে কোয়ালিশনের অভিজ্ঞতায় অভিশপ্ত নীতিতে প্রত্যাবর্তনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত অপচেষ্টা চূর্ণ করে এই জোটই কেবল সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত করতে পারে

কার্যকরী কমিটির প্রতিক্রিয়াশীলেরা আর প্রকাশ্যে মুখ দেখাতে সাহস পাচ্ছিল না। তবে চের্নভ বক্তৃতা দেন কয়েকবার, নিরপেক্ষতার একটা নম্র মনোরঞ্জক সুর বজায় রাখলেন। মঞ্চে এসে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল তাকে কংগ্রেসের দ্বিতীয় রাতে বেনামী একটা চিট পৌঁছল সভাপতির কাছে, তাতে চের্নভকে অনরেরি সভাপতির পদ দেবার অনুরোধ জানানো হয়। উস্তিনভ চিটটা পড়ে শোনালেন, সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠলেন জিনোভিয়েভ, চিৎকার করলেন, এটা সম্মেলন দখল করার জন্য পুরনো কার্যকরী কমিটির একটা চাল। মুহূর্তের মধ্যেই আন্দোলিত বাহু ও ক্রুদ্ধ মুখগুলোর এক গর্জনকারী পিণ্ডে পরিণত হল প্রেক্ষাগৃহ... তাহলেও চের্নভের জনপ্রিয়তা কম ছিল না।

ভূমি সমস্যা ও লেনিন সিদ্ধান্তের ওপর প্রচণ্ড বিতর্কের সময় বলশেভিকরা দু' বার সভাকক্ষ ত্যাগ করে যাবার উপক্রম করে, কিন্তু দু'

বারই নেতারা তাদের থামায়... আমার মনে হচ্ছিল যেন কংগ্রেস এক অসম্ভব অচল অবস্থায় পৌঁছিয়েছে।

কিন্তু কেউই আমরা জানতাম না যে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশানারিদের সঙ্গে বলশেভিকদের গোপন কতকগুলো বৈঠক চলছিল স্মোলনিতে। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশানারিরা প্রথমে দাবি করেছিল যে সোভিয়েতের ভেতরকার বাইরেকার সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টি নিয়ে একটা সরকার গঠন করতে হবে, তারা দায়ী থাকবে এক গণ পরিষদের কাছে, সেখানে শ্রমিক ও সৈনিক সংগঠন এবং কৃষক সংগঠন উভয় পক্ষ থেকে প্রতিনিধি থাকবে সমান সমান সংখ্যায়, তাছাড়া থাকবে পৌরসভা ও জেমস্তভোর প্রতিনিধি; লেনিন আর ত্রৎস্কি বাদ যাবেন, সামরিক বিপ্লবী কমিটি ও অন্যান্য দমন যন্ত্র ভেঙে দিতে হবে।

২৮শে নভেম্বর বুধবার সকালে সারা রাত প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের পর একটা মিটমাট হল। ১০৮ জন সদস্যের ৎসে-ই-কাকে বাড়াতে হবে কৃষক কংগ্রেস থেকে আনুপাতিক ভিত্তিতে নির্বাচিত আরো ১০৮ জন সদস্য দিয়ে, ফৌজ ও নৌবহর থেকে তাতে সরাসরি আসবে আরো ১০০ জন প্রতিনিধি, ৫০ জন আসবে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি (সাধারণ ইউনিয়নগুলো থেকে ৩৫ জন, রেল শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ১০ জন, ডাক-তার শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ৫ জন)। পৌরসভা আর জেমস্তভোরা বাদ গেল। লেনিন ও ত্রৎস্কি সরকারে থাকবেন, সামরিক বিপ্লবী কমিটিও কাজ চালিয়ে যাবে।

কংগ্রেসের অধিবেশন এবার সরিয়ে আনা হল ৬ নং ফন্তানকায়, বাদশাহী আইন বিদ্যালয় ভবনে, এইটেই হল কৃষক সোভিয়েতের সদর আপিস। এইখানেই মস্ত সভাকক্ষে প্রতিনিধিরা জমা হল বুধবার বিকেলে। পুরনো কার্যকরী কমিটি কংগ্রেস ত্যাগ করে তার নিজস্ব একটা কংগ্রেস বসিয়েছে এই বাড়িরই আলাদা একটা ঘরে, যাতে যোগ দিয়েছে ভেঙে যাওয়া সব ডেলিগেট এবং ফৌজ কমিটির প্রতিনিধিরা।

চের্নভ দুই সভাতেই হাজিরা দিতে লাগলেন, সতর্ক নজর রাখলেন কার্যধারার ওপর। বলশেভিকদের সঙ্গে একটা মিটমাটের আলোচনা যে চলছিল, সেটা তিনি জানতেন, কিন্তু জানতেন না যে মিটমাট হয়ে গেছে।

খণ্ড কংগ্রেসে বক্তৃতা দিলেন তিনি, 'বর্তমানে সবাই যখন একটা সর্বদলীয় সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনের পক্ষপাতী, তখন অনেকেই প্রথম মন্ত্রিসভার

কথা ভুলে যাচ্ছেন, সেটা কোয়ালিশন সরকার ছিল না, এবং তাতে সমাজতন্ত্রী ছিলেন মাত্র একজন — কেরেনস্কি। সে সময় এ সরকার ছিল অতি জনপ্রিয়। আজ লোকে কেরেনস্কিকে দোষ দিচ্ছে, তারা ভুলে যাচ্ছে যে কেরেনস্কিকে ক্ষমতায় উঠিয়েছিল শুধু সোভিয়েতই নয় ব্যাপক জনগণও ..

'কেরেনস্কির প্রতি জনমত বদলে গেল কেন? অসভ্যেরা দেবতা প্রতিষ্ঠিত করে প্রার্থনা করে তার কাছে, আর কোনো একটা প্রার্থনার জবাব না এলে আবার সেই দেবতাকেই দন্ড দেয়. বর্তমান মুহূর্তে সেই ব্যাপারই ঘটছে... কাল কেরেনস্কি, আজ লেনিন আর ত্রৎস্কি, আগামী কাল আবার অন্য কেউ ..

'আমরা কেরেনস্কি এবং বলশেভিক উভয় পক্ষকেই ক্ষমতা ত্যাগ করতে বলেছি। কেরেনস্কি রাজী হয়েছেন আজ তিনি তাঁর গুপ্তাবাস থেকে ঘোষণা করেছেন যে তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছেন, কিন্তু বলশেভিকরা ক্ষমতা বহাল রাখতে চায় অথচ তা ব্যবহার করতে জানে না

'বলশেভিকরা সাফল্য লাভ করুক বা ব্যর্থ হোক তাতে রাশিয়ার ভাগ্য বদলাবে না। রুশ গ্রামেরা ভালোই জানে তারা কী চায় এবং এখন তারা নিজেদের ব্যবস্থাই চালু করছে . শেষ পর্যন্ত গ্রামই আমাদের বাঁচাবে...'

ইতিমধ্যে বড়ো সভাকক্ষে উস্তিনভ ঘোষণা করলেন যে কৃষক কংগ্রেস ও স্মোলনির মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেছে, উদ্দাম উল্লাসে সে সংবাদে স্বাগত জানাল প্রতিনিধিরা। হঠাৎ এসে দাঁড়ালেন চের্নভ, বক্তৃতা দিতে চাইলেন।

বললেন, 'কৃষক কংগ্রেস ও স্মোলনির মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে বলে শুনেছি। এ চুক্তি অবৈধ, কেননা কৃষক সোভিয়েতের আসল কংগ্রেস আগামী সপ্তাহের আগে বসছে না...

'তাছাড়া আপনাদের এখন সাবধান করে দিচ্ছি যে বলশেভিকরা কখনো আপনাদের দাবি মেনে নেবে না...'

প্রচন্ড এক হাস্য তরঙ্গে বাধা পেলেন তিনি; এবং অবস্থা উপলব্ধি করে মঞ্চ ও সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন, জনপ্রিয়তাও তাঁর ফুরুল।

২৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার বেশ সন্ধ্যায় জরুরী অধিবেশন বসল কংগ্রেসের। বাতাসে উৎসবের আমেজ, প্রতিটি মুখেই হাসি... কংগ্রেসের বাকি কাজগুলো তাড়াহুড়ো করে শেষ হল এবং বৃদ্ধ নাথানসন, বামপন্থী

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের শ্বেত-শ্মশ্রুল আচার্য কম্পিত কণ্ঠে সজল নয়নে কৃষক সোভিয়েতের সঙ্গে শ্রমিক সৈনিক সোভিয়েতের 'বিবাহ-মিলনের' রিপোর্ট দিলেন। 'মিলন' কথাটির প্রতিটি উল্লেখেই ধ্বনিত হয়ে উঠল সোল্লাস করতালি.. শেষ কালে উস্তিনভ ঘোষণা করলেন যে স্মোলনি থেকে একটি প্রতিনিধিদল এসেছে, সঙ্গে আছে লালরক্ষীদের প্রতিনিধিরা — উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দনোচ্ছ্বাসে স্বাগত করা হল তাদের। একজন মজুর, একজন সৈনিক, একজন নাবিক — একের পর এক মঞ্চে উঠে অভিনন্দন জানাল।

তারপর বরিস রেইনস্টেইন, আমেরিকান সোশ্যালিস্ট লেবর পার্টির প্রতিনিধি: 'কৃষক কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রমিক সৈনিক সোভিয়েতের মিলনের দিনটি বিপ্লবের অন্যতম এক মহাদিন। মন্দ্রিত প্রতিধ্বনিতে তার নির্ঘোষ বাজবে সারা বিশ্বে — প্যারিসে, লন্ডনে আর সাগর পেরিয়ে নিউ-ইয়র্কে। এ মিলনে সমস্ত মেহনতীর বুক ভরে উঠবে আনন্দে।

'জয়লাভ করেছে এক বিশাল ভাবনা। রাশিয়ার কাছে, রুশ প্রলেতারিয়েতের কাছে প্রতীচ্য এবং আমেরিকা বিপুল কিছু একটার প্রত্যাশী ছিল... রুশ বিপ্লবের জন্যে, যে মহাকীর্তি তা সাধন করেছে তার জন্যে অপেক্ষা করেছিল বিশ্বের প্রলেতারিয়েত...'

অভিনন্দন জানালেন ৎসে-ই-কার সভাপতি স্ভের্দলভ আর 'গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি জিন্দাবাদ! সম্মিলিত গণতন্ত্র জিন্দাবাদ!' ধ্বনি তুলে ভবন থেকে বেরিয়ে এল কৃষকেরা।

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে, জমাট তুষার কণার ওপর ঝিলমিল করছে চাঁদ তারার ঝাপসা আভা। ক্যানেলের তীর জুড়ে কুচকাওয়াজের সারি বেঁধেছে পাভলভস্ক রেজিমেন্টের সৈন্যেরা, তাদের বাদ্যকরদের দল তুললে 'মার্সেলেজের' ঝঙ্কার। সৈনিকদের কর্ণভেদী পূর্ণকণ্ঠ চিৎকারের মধ্যে সারি বাঁধলে কৃষকেরা, দুলে উঠল সারা রুশ কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটির প্রকাণ্ড লাল নিশান, সোনালী হরফে সদ্য তাতে লেখা হয়েছে: 'বিপ্লবী মেহনতী জনগণের ঐক্য জিন্দাবাদ!' তার পেছু পেছু আরো নানা ঝাণ্ডা, নগরের বিভিন্ন এলাকা সোভিয়েতের ঝাণ্ডা, পুতিলভ কারখানার নিশান, তাতে লেখা: 'সমস্ত জাতির ভ্রাতৃত্ব গড়ার জন্য এ ঝাণ্ডাকে সেলাম করি!'

কোথা থেকে যেন দেখা দিল মশাল — রাতের বুকে জ্বলন্ত সব কমলা, তুষারে তুষারে হাজারখানা হয়ে প্রতিফলিত, ধূমায়িত পুড়ছে তা এগিয়ে চলেছে, আর দু' পাশের বিস্মিত স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে পড়া জনতার মাঝখান দিয়ে পথ করে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলল মিছিল।

'বিপ্লবী ফৌজ জিন্দাবাদ! লালরক্ষী জিন্দাবাদ! কৃষক জিন্দাবাদ!'

শহরের ভেতর দিয়ে ঘুরে চলল মিছিল, ক্রমাগত বেড়ে উঠছে তা, ক্রমাগত অবারিত হয়ে উঠছে সোনালী হরফ আঁকা নতুন নতুন লাল ঝাণ্ডা। হাতে হাত দিয়ে হাঁটছিল দুজন বৃদ্ধ চাষী, মেহনতে ঝুঁকে পড়া দেহ, শিশুর মতো আনন্দে উদ্ভাসিত মুখ।

একজন বলছিল, 'হ্যাঁ, এবার জমি কাড়তে আসুক না দেখা যাবে!'

স্মোলনির কাছে রাস্তার দু' পাশে লাইন দিয়েছে লালরক্ষীরা, উল্লাসে উন্দাম। অপর চাষীটি বলছিল তার সাথীকে, 'একটুও হয়রান লাগছে না, হেঁটে এলাম যেন বাতাসে ভর বেয়ে!'

স্মোলনির সিঁড়িতে জমেছে শতখানেক শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি, খিলানগুলো থেকে বিচ্ছুরিত আলোর ঝলকপটে কালো দেখাচ্ছে তাদের ঝাণ্ডা। তরঙ্গের মতো হুড়মুড়িয়ে নিচে নেমে এল তারা, শুরু হল কৃষকদের সঙ্গে কোলাকুলি, চুম্বন; প্রকাণ্ড দরজা দিয়ে গলগলিয়ে ঢুকল মিছিল, বজ্রের মতো এক গর্জন তুলে উঠল সিঁড়ি দিয়ে..

ভেতরের প্রকাণ্ড শাদা সভাকক্ষে অপেক্ষা করে ছিল ৎসে-ই-কা, সেই সঙ্গে সমগ্র পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত আর হাজারখানেক দর্শক, শ্বসিত হয়ে উঠেছে সেই মহাগাম্ভীর্য যা দেখা দেয় ইতিহাসের বড়ো বড়ো আত্মসচেতন মুহূর্তে।

কৃষক কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার সংবাদ ঘোষণা করলেন জিনোভিয়েভ, কম্পমান এক গর্জন উঠে ভেঙে পড়ল ঝড়ের মতো, সঙ্গীতের নির্ঘোষ বইল করিডরে আর ভেতরে ঢুকল মিছিলের সম্মুখভাগ। মঞ্চে সভাপতিমণ্ডলী উঠে জায়গা করে দিলে কৃষক সভাপতিমণ্ডলীর জন্য, কোলাকুলি হল দুই দলে। আর পেছনে দেয়ালের যে ছবিটা থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে জারের মূর্তি, তার ফ্রেমের ওপর শাদা দেয়ালের পটে আলিঙ্গন করে রইল দুই পতাকা

তারপর শুরু হল 'সমারোহ অধিবেশন'। স্ভের্দলভের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত স্বাগত বাণীর পর মঞ্চে উঠলেন মারিয়া স্পিরিদনোভা — রোগা, ফ্যাকাশে

চেহারা, চোখে চশমা, টান করে চুল আঁচড়ানো, ভঙ্গিটা ঠিক নিউ ইংলণ্ডের এক শিক্ষয়িত্রীর মতো — সারা রাশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় নারী ইনি, সবচেয়ে প্রভাবশালী।

'...রাশিয়ার মজুরেরা ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব এক দিগন্ত উন্মোচন করার আগে... অতীতের সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনই পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান আন্দোলন আন্তর্জাতিক, তাই তা দুর্জয়। বিপ্লবের এ আগুন নেভাবার সাধ্য দুনিয়ার কোনো শক্তির নেই! ভেঙে পড়ছে পুরনো জগৎ, শুরু হচ্ছে নতুন দুনিয়া...'

তারপর অগ্নিবর্ষী ত্রৎস্কি: 'স্বাগত জানাই আপনাদের, কৃষক কমরেডরা! আপনারা এখানে আসছেন অতিথি হিসাবে নয়, সেই ভবনের গৃহস্বামী হিসাবে যেখানে রয়েছে রুশ বিপ্লবের হৃৎপিণ্ড। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের অভিপ্রায় এখানে কেন্দ্রীভূত রুশ ভূমির একচ্ছত্র এখন শুধু একজন: জোট-বদ্ধ শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক..'

তীব্র ব্যঙ্গে তিনি মিত্রশক্তির কূটনীতিকদের কথা বললেন, যুদ্ধবিরতির জন্য রাশিয়ার প্রস্তাবে তারা তখন পর্যন্ত উদাসিক, যদিও কেন্দ্রীয় শক্তিরা তা মেনে নিয়েছে।

'এ যুদ্ধ থেকে ভূমিষ্ঠ হবে এক নতুন মানবতা.. এই কক্ষ থেকে আমরা সকল দেশের শ্রমিকদের কাছে শপথ করছি, আমাদের বিপ্লবী ঘাঁটি ধরে থাকব আমরা। যদি চূর্ণ হই তবে চূর্ণ হব আমাদের ঝাণ্ডা রক্ষা করতে গিয়ে '

তারপরে উঠলেন ক্রিলেঙ্কো, ফ্রন্টের পরিস্থিতি বোঝালেন, দুখোনিন যেখানে জনকমিশার পরিষদকে প্রতিরোধের আয়োজন করছিলেন। 'দুখোনিন ও তাঁর সহগামীরা ভালো করে জেনে রাখুন যে শান্তির পথ যারা রোধ করে তাদের সঙ্গে ভালোমানুষি আমরা করব না!'

নৌবহরের পক্ষ থেকে সেলাম জানালেন দিবেঙ্কো আর ভিকজেলের সদস্য ক্রুশিনস্কি বললেন, 'সমস্ত সাচ্চা সমাজতন্ত্রীর ঐক্যের এই মুহূর্ত থেকেই রেল শ্রমিকদের গোটা বাহিনী বিপ্লবী গণতন্ত্রের সেবায় প্রস্তুত!' তারপর প্রায় সাশ্রু নয়নে বললেন লুনাচারস্কি, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষ থেকে প্রশিয়ান, এবং মার্তভ গোষ্ঠী ও গোর্কি গোষ্ঠী নিয়ে গড়া আন্তর্জাতিকতাবাদী সংযুক্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষ থেকে সাখারাশভিলি।

ইনি ঘোষণা করলেন, '**ৎসে-ই-কা** আমরা ছেড়ে গিয়েছিলাম বলশেভিকদের আপোসহীন মনোভাবের জন্যে, সমস্ত বিপ্লবী গণতন্ত্রের ঐক্যের খাতিরে ছাড় দিতে তাদের বাধ্য করার জন্যে। সে ঐক্য যখন গড়ে উঠল, তখন ফের **ৎসে-ই-কায়** আসন গ্রহণ আমাদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি। **ৎসে-ই-কা** ছেড়ে যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের সকলের প্রত্যাবর্তন করা উচিত বলে আমরা ঘোষণা করছি।'

কৃষক কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য স্তাশকভ — শ্রদ্ধাভাজন বৃদ্ধ কৃষক। সভার চার কোণের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন তিনি, 'নতুন এক রুশ জীবন ও স্বাধীনতার জন্মোৎসবে অভিনন্দন নিন।'

পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পক্ষ থেকে উনশ্লিখট, কারখানা কমিটির পক্ষ থেকে স্ক্রিপনিক, সালোনিকার রুশ সৈন্যদের পক্ষ থেকে ত্রিফোনভ — এবং আরো বক্তা, সফল আশার উল্লসিত মুখবন্ধে একের পর এক মন উজাড় করে দিলে সবাই

নিচের সিদ্ধান্তটি যখন একবাক্যে গৃহীত হল, ততক্ষণে বেশ রাত হয়ে এসেছে

'পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত ও জরুরী কৃষক কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে **ৎসে-ই-কা** শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত ভূমি ও শান্তির ডিক্রি অনুমোদন করছে এবং সেই সঙ্গে অনুমোদন করছে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের ডিক্রি এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছে যে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের জোট, সমস্ত মেহনতী ও সমস্ত শোষিতদের এই ভ্রাতৃবন্ধন বিজিত ক্ষমতাকে সংহত করবে, অন্যান্য দেশে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার জন্য সর্ববিধ বিপ্লবী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এইভাবে ন্যায্য শান্তি ও সমাজতন্ত্রের চিরস্থায়ী বিজয় নিশ্চিত করবে।'

জন রীডের

পরিশিষ্ট

জন রীড যে পরিশিষ্ট সংকলিত করেছেন সেটা তাঁর বইয়ের পক্ষে একটা মূল্যবান পরিপূরক। মূল রুশ দলিলগুলির তিনি যে ইংরেজি অনুবাদ দিয়েছেন তা রুশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। বাংলা অনুবাদ জন রীডের ইংরেজিকেই অনুসরণ করা হল, শুধু যে কয়েকটি জায়গায় স্পষ্টতই গুরুতর গরমিল আছে তার সংশোধন দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

ওবোরোনেৎস – 'প্রতিরক্ষাবাদী'। সমস্ত 'নরমপন্থী' সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী এই নাম ধারণ করে অথবা এই নামে অভিহিত হয় কেননা তারা মিত্রশক্তির নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে রাজী হয় এই যুক্তিতে যে ওটা জাতীয় প্রতিরক্ষার যুদ্ধ। বলশেভিক, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি, আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিক (মার্তভ গোষ্ঠী) এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট (গোর্কির গ্রুপ) ছিল গণতান্ত্রিক যুদ্ধ লক্ষ্য ঘোষণা করে সেই সর্তে জার্মানির নিকট শান্তি প্রস্তাব করার জন্য মিত্রশক্তিকে বাধ্য করার পক্ষে।

২

বিপ্লবের আগে ও বিপ্লবের সময়ে মজুরি ও জীবনধারণের খরচা

মজুরি ও খরচার এই তালিকা সংকলন করে ১৯১৭ সালের অক্টোবরে মস্কো বাণিজ্য সঙ্ঘ এবং শ্রম মন্ত্রিদপ্তরের মস্কো শাখার এক সম্মিলিত কমিটি; 'নভায়া জিজনে' তা প্রকাশিত হয় ২৬শে অক্টোবর, ১৯১৭:

দৈনিক মজুরি (রুবল ও কোপেক)

বৃত্তি	জুলাই ১৯১৪	জুলাই ১৯১৬	আগস্ট ১৯১৭
ছুতোর, আসবাবমিস্ত্রি . .	১·৬০—২	৪ —৬	৮·৫০
মাটি খোঁড়িয়ে	১·০০—১·৫০	৩ —৩·৫০	—
রাজমিস্ত্রি	১·৭০—২·৩৫	৪ —৬	৮
রঙমিস্ত্রি	১·৮০—২·২০	৩ —৫·৫০	৮
কামার	১ —২·২৫	৪ —৫	৮
চিমনিমিস্ত্রি	১·৫০—২	৪ —৫·৫০	৭·৫০
ফিটার	০ ৯০—২	৩·৫০—৬	৯·৫০
ফরমাশ-খাটা মজুর	১ —১·৫০	২·৬০—৪·৫০	৮

১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই বিপুল মজুরি বৃদ্ধির অসংখ্য কাহিনী সত্ত্বেও শ্রম মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত সারা রাশিয়ার পক্ষে প্রযোজ্য এই সংখ্যাগুলো থেকে দেখা যাবে যে ঠিক বিপ্লবের পরেই নয়, মজুরি বেড়েছে ধীরে ধীরে। গড়ে মজুরি বেড়ে ওঠে শতকরা ৫০০ ভাগের কিছু বেশি...

কিন্তু সেই সঙ্গে রুবলের দাম কমে যায় তার পূর্বতন ক্রয়শক্তির এক তৃতীয়াংশে। এবং জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর দাম বেড়ে যায় প্রচণ্ড।

নিচের তালিকাটা সংকলন করে মস্কো পৌরসভা, সেখানে খাদ্যদ্রব্য ছিল পেত্রগ্রাদের চেয়ে অনেক শস্তা ও প্রচুর:

খাদ্যের দাম (রুবল ও কোপেক)

	আগস্ট ১৯১৪	আগস্ট ১৯১৭	% বৃদ্ধি
কালো রুটি (১ পাউন্ড)	০·০২½	০·১২	৩৩০
সাদা রুটি "	০ ০৫	০·২০	৩০০
মাংস "	০ ২২	১·১০	৪০০
গোবৎসের মাংস "	০·২৬	২·১৫	৭২৭
শুকর মাংস "	০·২৩	২·০	৭৭০
হেরিং মাছ "	০·০৬	০·৫২	৭৬৭
পনীর "	০·৪০	৩·৫০	৭৫৪
মাখন "	০·৪৮	৩·২০	৫৫৭
ডিম (ডজন)	০·৩০	১·৬০	৪৪৩
দুধ (এক মগ)	০·০৭	০·৪০	৪৭১

গড়ে খাদ্যের দাম বাড়ে শতকরা ৫৫৬ ভাগ, অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধির তুলনায় শতকরা ৫১ ভাগ বেশি।

আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যা দাম বাড়ে সেটা প্রচণ্ড।

নিচের তালিকাটি সংকলিত করে শ্রমিক প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েতের অর্থনীতি বিভাগ এবং সামরিক সরকারের সরবরাহ দপ্তর তা সঠিক বলে মেনে নেয়।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম (রুবল ও কোপেক)

	আগস্ট ১৯১৪	আগস্ট ১৯১৭	% বৃদ্ধি
ক্যালিকো (আর্শিন)	০ ১১	১ ৪০	১১৭৩
সুতোকাপড় "	০ ১৫	২ ০	১২০০
পোষাকের কাপড় "	২·০	৪০ ০	১৯০০
কাস্তর কাপড় "	৬ ০	৮০ ০	১২০০
পুরুষের জুতো (জোড়া) . . .	১২ ০	১৪৪ ০	১০৯৭
সোলের চামড়া (আর্শিন)	২০ ০	৪০০ ০	১৯০০
রবারের জুতো (জোড়া)	২ ৫০	১৫ ০	৫০০
পুরুষের পোষাক (স্যুট) . . .	৪০ ০	৪০০ — ৪৫৫	৯০০ — ১১০৪
চা (পাউন্ড)	৪ ৫০	১৮ ০	৩০০
দেশলাই (বাক্স)	০·১০	০ ৫০	৪০০
সাবান (পুদ)	৪ ৫০	৪০ ০	৭৮০
কেরোসিন (বালতি)	১ ৭০	১১ ০	৫৪৭
মোমবাতি (পুদ)	৮ ৫০	১০০ ০	১০৭৬
কারামেল (পাউন্ড)*	০ ৩০	৪·৫০	১৪০০
লাকড়ি (এক গাড়ি)	১০ ০	১২০·০	১১০০
কাঠকয়লা	০ ৮০	১৩ ০	১৫২৫
ধাতুদ্রব্য	১·০	২০·০	১৯০০

গড়ে এই ধরনের জিনিসের দাম বাড়ে প্রায় শতকরা ১,১০৯ ভাগ, বেতন বৃদ্ধির দুগুণেরও বেশি। বলাই বাহুল্য উদ্বৃত্তটা যায় চোরাবাজারী ও কারবারীদের পকেটে।

---

* রুশ পাউন্ড — ৪১০ গ্রাম; পুদ — ১৬ ০৮ কিলোগ্রাম; আর্শিন — ৭১·১২ সেন্টিমিটার; কাস্তর হল পশমের মোটা ছিট। — সম্পাঃ

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে যখন আমি পেত্রগ্রাদে আসি, তখন একজন দক্ষ শিল্প শ্রমিকের, যেমন পুতিলভ কারখানার একজন ইস্পাৎ-মজুরের গড় দৈনিক মজুরি ছিল প্রায় ৮ রুবল। কিন্তু মুনাফা হচ্ছিল প্রচণ্ড... পেত্রগ্রাদের উপকণ্ঠে একটি বৃটিশ কারখানা থর্নটন পশম মিলের একজন মালিক আমায় বলেন যে তাঁর মিলে মজুরি প্রায় শতকরা ৩০০ ভাগ বাড়লেও মুনাফা বেড়েছে শতকরা ৯০০ ভাগ।

৩

সমাজতন্ত্রী মন্ত্রী

বুর্জোয়া মন্ত্রীদের সঙ্গে কোয়ালিশন মারফত নিজেদের কর্মসূচি হাসিল করার যে চেষ্টা জুলাই সাময়িক সরকারের সমাজতন্ত্রীরা করে তার ইতিহাসটা রাজনীতিতে শ্রেণী-সংগ্রামের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা হিসাবে লেনিন বলেন

'সরকারের অবস্থা টলমলে দেখে তারা যে পদ্ধতির আশ্রয় নেয় সেটা ১৮৪৮ সালের পর থেকে বহু দশক ধরে অন্যান্য দেশের পুঁজিপতিরা চালিয়ে এসেছে শ্রমিকদের বিমূঢ়, বিভক্ত ও শক্তিহীন করে তোলার জন্য। এটি হল তথাকথিত 'কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার' পদ্ধতি — অর্থাৎ বুর্জোয়াদের এবং সমাজতন্ত্র ত্যাগীদের নিয়ে সম্মিলিত সাধারণ মন্ত্রিসভা।

'যে সব দেশে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বর্তমান যেমন, ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে, সেখানে পুঁজিপতিরা এ পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছে এবং অতি সাফল্যের সঙ্গেই। মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করে 'সমাজতন্ত্রী' নেতারা অনিবার্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে সাক্ষীগোপাল, পুতুল, বুর্জোয়ার শিখণ্ডী, মজুরদের ধোঁকা দেবার হাতিয়ার। রাশিয়ার 'গণতন্ত্রী' ও 'প্রজাতন্ত্রী' পুঁজিপতিরা ঠিক এই পদ্ধতিই চালু করে। সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকরা সঙ্গে সঙ্গেই বোকা বনতে রাজী হয় এবং ৬ই মে চের্নভ, সেরেতেলি, স্কবেলেভ, আভক্সেন্তিয়েভ, সাভিনকভ, জারুদনি ও নির্কিতিনের* অংশগ্রহণে 'কোয়ালিশন' মন্ত্রিসভা হয়ে দাঁড়ায় বাস্তব সত্য...' – **বিপ্লবের সমস্যা।**

* লেনিনের মূল লেখায় শুধু চের্নভ আর সেরেতেলির নাম ছিল। — সম্পাঃ

৪

মস্কোর সেপ্টেম্বরের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন

১৯১৭ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে 'নভায়া জিজ্ন' নির্বাচন ফলাফলের নিম্নোক্ত তুলনামূলক তালিকা প্রকাশ করে ও মন্তব্য করে যে সম্পত্তিবান শ্রেণীদের সঙ্গে কোয়ালিশন নীতির দেউলিয়াপনাই এতে প্রকাশ পাচ্ছে। 'এখনো যদি গৃহযুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয় তবে তা এড়ানো যেতে পারে কেবল সমস্ত বিপ্লবী গণতন্ত্রের সম্মিলিত ফ্রণ্ট মারফত।'

মস্কোর কেন্দ্রীয় ও ওয়ার্ড পৌরসভার নির্বাচন

	জুন ১৯১৭	সেপ্টেম্বর ১৯১৭
সোশ্যালিস্ট রেভোলিউশনারি . .	৫৮ জন সদস্য	১৪ জন সদস্য
কাদেত	১৭ "	৩০ "
মেনশেভিক	১২ "	৪ "
বলশেভিক	১১ "	৪৭ "

৫

প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য

১৮ই সেপ্টেম্বর। কিয়েভের একটি সংবাদপত্রে কাদেত শুল্গিন লেখেন যে রাশিয়াকে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে সাময়িক সরকার তার ক্ষমতার স্থূল অপব্যবহার করেছে। 'প্রজাতন্ত্র বা বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক সরকার কোনোটাই আমরা মানতে পারি না . . আমরা যে রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্রই চাই সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ নই ...'

২০শে অক্টোবর। রিয়াজানে কাদেত পার্টির এক সভায় ম. দুখোনিন ঘোষণা করেন, '১লা মার্চ নাগাদ আমাদের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

করতেই হবে। সিংহাসনের বৈধ অধিকারী মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচকে আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না...'

২৭শে অক্টোবর। মস্কোয় ব্যবসায়ী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত*:

'সম্মেলন... দাবি করছে যে সাময়িক সরকারকে অবিলম্বে ফৌজে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

'১। ফৌজ থেকে সমস্ত রাজনৈতিক প্রচার নিষেধ; ফৌজ হবে রাজনীতি বহির্ভূত।

'২। জাতীয়তা-বিরোধী ও আন্তর্জাতিক ভাবনা ও তত্ত্ব প্রচারে ফৌজের প্রয়োজনীয়তা নাকচ করা হয় ও সামরিক শৃঙ্খলার ক্ষতি করে, তা চলতে দেওয়া হবে না এবং সমস্ত প্রচারকদের দণ্ডিত করতে হবে।

'৩। ফৌজ কমিটিগুলির ক্রিয়াকলাপ একান্তরূপে অর্থনৈতিক সমস্যায় সীমাবদ্ধ থাকবে। কমিটিগুলির সমস্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে তাদের উচ্চতন কর্তৃপক্ষের কাছে, যাদের যে কোনো সময় কমিটিগুলিকে ভেঙে দেবার ক্ষমতা থাকবে।

'৪। সামরিক সেলাম জ্ঞাপনের প্রথা অবিলম্বে পুনঃপ্রবর্তিত ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। অফিসারদের হাতে শাস্তি দানের ক্ষমতা পুনরর্পণ করতে হবে। রায় পুনর্বিচারের অধিকার থাকবে তাদের।

'৫। যে সব অফিসার সৈনিকজনগণের আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে যা তাদের অবাধ্যতা শেখাচ্ছে এবং তাতে করে অফিসার মহলের মর্যাদা হানি হচ্ছে, তাদের অফিসার মহল থেকে বহিষ্কার। সেই উদ্দেশ্যে মর্যাদা আদালতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

'৬। কমিটি ও অন্যান্য দায়িত্বহীন সব সংগঠনের প্রভাবে যে সব জেনারেল ও অফিসার সৈন্যবাহিনী থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত হয়েছে, সৈন্যবাহিনীতে তাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে সাময়িক সরকারকে।'

---

* ধারাগুলিকে জন রীড খুবই সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন, অনুবাদও খুব সঠিক নয়। তাছাড়া সিদ্ধান্তটা গৃহীত হয় ব্যবসায়ীদের নয়, সমাজ কর্মীদের এক সম্মেলনে। — সম্পাঃ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

কর্নিলভ বিদ্রোহের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে 'কর্নিলভ থেকে ব্রেস্ত-লিতোভস্ক' নামক আমার আসন্ন-প্রকাশ পুস্তকে। যে পরিস্থিতিতে কর্নিলভ অপচেষ্টা সম্ভব হয় তার পেছনে কেরেনস্কির দায়িত্ব এখন বেশ পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে। কেরেনস্কির সাফাইদাররা অনেকে বলেন যে তিনি কর্নিলভের পরিকল্পনার কথা জানতেন, চালাকি করে তাকে অকালে টেনে নামান ও চূর্ণ করেন। এমনকি 'রুশ গণতন্ত্রের জন্ম' পুস্তকে মিঃ এ জে স্যাক বলেন,

'কতকগুলি ব্যাপার ... প্রায় নিশ্চিত। প্রথমত, ফ্রন্ট থেকে পেত্রগ্রাদ অভিমুখে কতকগুলি ডিট্যাচমেন্ট সরিয়ে আনার কথা কেরেনস্কি জানতেন, এবং খুবই সম্ভব যে ক্রমবর্ধমান বলশেভিক বিপদ টের পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও সমরমন্ত্রী হিসাবে তিনিই তাদের তলব করেন ...'

এ যুক্তির একমাত্র গলতি এই যে 'বলশেভিক বিপদ' সে সময় কিছুই ছিল না; তখনো পর্যন্ত বলশেভিকরা সোভিয়েতে ক্ষমতাহীন সংখ্যালঘু মাত্র, নেতারা হয় জেলে নয় আত্মগোপনে।

২

গণতান্ত্রিক সম্মেলন

কেরেনস্কির কাছে যখন প্রথম গণতান্ত্রিক সম্মেলনের প্রস্তাব দেওয়া হয়, তখন তিনি দেশের সমস্ত লোকেদের, তাঁর ভাষায় 'সজীব শক্তিদের' এক লোকসভার কথা তোলেন যাতে ব্যাংকমালিক, কলমালিক, জমিদার এবং কাদেত পার্টির প্রতিনিধি সবাই থাকবে। সোভিয়েত এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি তালিকা হাজির করে যা কেরেনস্কি মেনে নেন,

১০০ প্রতিনিধি — শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধিদের সারা রুশ সোভিয়েত
১০০ " — সারা রুশ কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েত
৫০ " — শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধিদের প্রাদেশিক সোভিয়েত
৫০ " — কৃষকদের জেলা ভূমি কমিটি

১০০	"	— ট্রেড ইউনিয়ন
৮৪	"	ফ্রণ্টের ফৌজ কমিটি
১৫০	"	শ্রমিক কৃষকদের সমবায় সমিতি
২০	"	রেল শ্রমিক ইউনিয়ন
১০	"	ডাক তার শ্রমিক ইউনিয়ন
২০	"	বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কেরানিরা
১৫	"	বুদ্ধিজীবী — ডাক্তার, উকিল, সাংবাদিক ইত্যাদি
৫০	"	প্রাদেশিক জেমস্তভো
৫৯	"	জাতীয়তাবাদী সংগঠন — পোল, ইউক্রেনীয় প্রভৃতি

এই অনুপাতটা দুই তিন বার বদল করা হয়। শেষ বিন্যাসটা দাঁড়ায়

৩০০	প্রতিনিধি	— শ্রমিক সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সারা রুশ সোভিয়েত
৩০০	"	— সমবায় সমিতি
৩০০	"	মিউনিসিপ্যালিটি
১৫০	"	ফ্রণ্টের ফৌজ কমিটি
১৫০	"	প্রাদেশিক জেমস্তভো
২০০	"	ট্রেড ইউনিয়ন
১০০	"	জাতীয়তাবাদী সংগঠন
২০০	"	ছোটো ছোটো নানা গোষ্ঠী

৩

সোভিয়েতের কাজ ফুরিয়েছে

১৯১৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর **এসে-ই-কার** মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়ায়' একটি প্রবন্ধে ভূতপূর্ব সাময়িক সরকার প্রসঙ্গে বলা হয়:

'শেষ পর্যন্ত রুশ জনগণের সমস্ত শ্রেণীর অভিপ্রায়প্রসূত সত্যকারের এক গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হল — ভবিষ্যতের স্বাধীন পার্লামেণ্টতন্ত্রের প্রথম, এখনো কাঁচা একটা রূপ। আমাদের সামনে রয়েছে সংবিধান সভা, মৌলিক আইন সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হবে তাতে এবং সে আইন প্রণীত হবে সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক প্রেরণায়। সোভিয়েতের ব্রত সমাপ্ত, ইতিমধ্যেই কাছিয়ে আসছে এমন একটা সময় যখন স্বাধীন ও বিজয়ী জনগণের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে বিপ্লবী যন্ত্রের অন্যান্য সংস্থা সমেত সরে যেতে হবে তাদের, এ জনগণ তখন থেকে কেবল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের শান্তিপূর্ণ হাতিয়ারই কাজে লাগাবে।'

২৫শে অক্টোবরের 'ইজ্ভেস্তিয়ার' প্রধান প্রবন্ধের নাম 'সোভিয়েত সংগঠনের সংকট'। সর্বত্রই স্থানীয় সোভিয়েতগুলির ক্রিয়াকলাপ মন্দীভূতির খবর পাওয়া যাচ্ছে পরিব্রাজকেদের কাছ থেকে। এই ঘোষণা করে লেখক বলেন, 'এটা স্বাভাবিক, কেননা আরো কায়েমী চরিত্রের আইনপ্রণয়নী সংস্থায়, পৌরসভা ও জেমস্তভোতে আকৃষ্ট হচ্ছে লোকে .

'কিন্তু সবচেয়ে বৃহৎ কেন্দ্রগুলিতে পেত্রগ্রাদ ও মস্কোতে যেখানে সোভিয়েত সংগঠন সবচেয়ে ভালো, সেখানেও সোভিয়েত সংগঠনে সমস্ত গণতন্ত্র মিলিত হয় নি . বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাবহুল দলটা তাতে অংশ নিচ্ছে না, এমনকি অনেক শ্রমিকও তাতে নেই কেউ কেউ নিজেদের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণে, কেউ বা আবার এই জন্য যে, তাদের কাছে তাদের ট্রেড ইউনিয়নই ছিল আকর্ষণকেন্দ্র অস্বীকার করা যায় না' যে এই সংগঠনগুলো জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাদের চাহিদা মেটায় ভালোভাবে

'স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রশাসন যে সতেজে গড়ে উঠছে, এটা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত নাগরিক পৌরসভা বিশুদ্ধ স্থানীয় ব্যাপারের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের চেয়ে বেশি কর্তৃত্বসম্পন্ন, এবং কোনো গণতন্ত্রীই এতে অবাঞ্ছনীয় কিছু দেখবে না

' পৌরসভার নির্বাচন হয় সোভিয়েতের চেয়ে সেরা ও অনেক বেশি গণতান্ত্রিক নির্বাচন আইনে পৌরসভায় সমস্ত শ্রেণীই প্রতিনিধি পাঠায় .. স্থানীয় স্বশাসন সংস্থাগুলি মিউনিসিপ্যালিটির জীবন সংগঠিত করে তোলা মাত্র স্বভাবতই স্থানীয় সোভিয়েতগুলির ভূমিকা ফুরুচ্ছে।

'সোভিয়েতগুলির আকর্ষণ হ্রাসের পেছনে দুই ধরনের ব্যাপার আছে। প্রথমটা হল জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আগ্রহ হ্রাস; দ্বিতীয়, নতুন রাশিয়া গঠনের আয়োজনে প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রশাসন সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ . এই শেষোক্ত ধারায় কাজটা যত বেশি চলবে, সোভিয়েতের তাৎপর্যও তত দ্রুত ফুরতে থাকবে .

'বলা হচ্ছে আমরাই নাকি আমাদের নিজস্ব সংগঠনের 'সমাধিখনক'। আসলে আমরা হলাম নতুন রাশিয়া গড়ার সবচেয়ে পরিশ্রমী কর্মী ..

'স্বৈরতন্ত্র ও তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাটার যখন পতন হয়, তখন আমরা সোভিয়েতগুলিকে গড়ে তুলি ব্যারাক হিসাবে, সমস্ত

গণতন্ত্র যেখানে সাময়িক আশ্রয় পেত। এবার ব্যারাকের বদলে আমরা গড়ে তুলছি নব ব্যবস্থার পাকা দালান, স্বভাবতই লোকেও ক্রমশই ব্যারাক ছেড়ে ঠাঁই নেবে বেশি আরামপ্রদ বাসস্থানে।'

৪

রুশ প্রজাতন্ত্র পরিষদে ত্রৎস্কির বক্তৃতা*

'রসে-ই-কা কর্তৃক আহূত গণতান্ত্রিক সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল দায়িত্বহীন ব্যক্তিগত যে শাসনে কর্নিলভের সৃষ্টি হয়, তা নিশ্চিহ্ন করে দায়িত্বশীল এমন এক সরকার স্থাপন করা যা যুদ্ধ দূর করতে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংবিধান সভার অধিবেশন নিশ্চিত করতে সক্ষম। অথচ গণতান্ত্রিক সম্মেলনের পেছনে কেরেনস্কি, কাদেত এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির নেতাদের মধ্যে ফন্দিফিকির ও যোগসাজশ মারফত সরকারীভাবে ঘোষিত লক্ষ্যের ঠিক বিপরীত ফলাফলই ঘটেছে। গঠিত হয়েছে এমন এক ক্ষমতা যার ভেতরে ও যাকে ঘিরে নেতৃত্ব করছে প্রকাশ্য ও গোপন কর্নিলভরা। রুশ প্রজাতন্ত্র পরিষদ আইনপ্রণয়নী সংস্থা নয়, হবে পরামর্শমূলক প্রতিষ্ঠান, এই কথা ঘোষণা করায় সরকারের দায়িত্বহীনতাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়েছে। বিপ্লবের অষ্টম মাসে বুলিগিন দুমার এই নতুন সংস্করণে দায়িত্বহীন সরকার আড়াল রচনা করেছে নিজের জন্য।

'সাময়িক পরিষদে সম্পত্তিধর শ্রেণীরা যে পরিমাণে ঢুকে পড়েছে তার কোনো অধিকার তাদের অনেকের নেই, যা দেশের সমস্ত নির্বাচন থেকেই দেখা যাচ্ছে। এবং তা সত্ত্বেও যে কাদেত পার্টি গতকাল পর্যন্ত সাময়িক সরকারকে রাষ্ট্রীয় দুমার অধীনস্থ করতে চেয়েছিল সেই কাদেত পার্টিই প্রজাতন্ত্র পরিষদের কর্তৃত্ব থেকে সরকারকে স্বাধীন করে দিল। এই পরিষদের চেয়ে সংবিধান সভায় সম্পত্তিধর শ্রেণীরা নিঃসন্দেহেই অনেক কম অনুকূল অবস্থায় পড়বে। সংবিধান সভার কাছে তারা দায়ী না থেকে পারে না।

---

* এটি ত্রৎস্কির বক্তৃতা নয়, বলশেভিক দলের বিবৃতি, যা প্রজাতন্ত্র পরিষদে ত্রৎস্কি পড়ে শোনান ১৯১৭ সালের ২০শে অক্টোবর। — সম্পাঃ

'সম্পত্তিধর শ্রেণীরা যদি সত্য সত্যই দেড় মাসের মধ্যে সংবিধান সভা ডাকতে চাইত, তাহলে বর্তমানে সরকারের দায়িত্বহীনতা কায়েম করার কোনো কারণই তাদের থাকত না। আসল কথা হল এই যে, সাময়িক সরকারের নীতি-প্রণেতা বুর্জোয়ারা সংবিধান সভা বানচাল করার মতলব নিয়েছে। বর্তমানে সম্পত্তিধর শ্রেণীদের এই হল প্রধান উদ্দেশ্য, আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বহির্নীতি সমস্ত জাতীয় রাজনীতিই যাতে নির্ধারিত হচ্ছে। শিল্পের ক্ষেত্রে, কৃষি ও খাদ্যের ক্ষেত্রে সরকার ও সম্পত্তিধর শ্রেণীদের রাজনীতিতে যুদ্ধপ্রসূত স্বাভাবিক ভগ্নাবস্থা গভীরতর হচ্ছে। সেই সব সম্পত্তিধর শ্রেণী যারা প্ররোচিত করছে কৃষক বিদ্রোহ' সেই সব সম্পত্তিধর শ্রেণী, যারা প্ররোচিত করছে গৃহযুদ্ধ এবং প্রকাশ্যেই বুভুক্ষার অস্থিমজ্জ হস্তের নীতি নিয়েছে, যা দিয়ে চূর্ণ করতে চায় বিপ্লবকে এবং খতম করতে চায় সংবিধান সভাকে'

'বুর্জোয়া ও তার সরকারের আন্তর্জাতিক নীতিও কম অপরাধী নয়। যুদ্ধের চল্লিশ মাসের পর রাজধানী এক মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন। এর জবাবে সরকারকে মস্কোয় স্থানান্তরের পরিকল্পনা হাজির করা হচ্ছে। রাজধানী বিসর্জন দেবার কথায় বুর্জোয়াদের এতটুকু ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে না, বরং সেটা লুফে নেওয়া হচ্ছে তাদের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত এগিয়ে দেবার সাধারণ নীতির স্বাভাবিক ধাপ হিসাবে। শান্তি চুক্তি করাতেই যে দেশের পরিত্রাণ তা স্বীকার করার বদলে, সমস্ত কূটনীতিক ও সাম্রাজ্যবাদীদের মাথা টপকে অবশেষে সমস্ত জাতির কাছে অবিলম্বে শান্তি প্রস্তাব দিয়ে তাতে করে কার্যত যুদ্ধ চালানো অসম্ভব করে তোলার বদলে, সাময়িক সরকার কাদেত, প্রতিবিপ্লবী ও মিত্রশক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশে বিনা চৈতন্যে, বিনা লক্ষ্যে, বিনা পরিকল্পনায় টেনে চলেছে নরঘাতী যুদ্ধের বোঝা, আরো লক্ষ লক্ষ সৈনিক ও নাবিকদের দণ্ডিত করছে অর্থহীন মৃত্যুতে, তৈরি হচ্ছে পেত্রগ্রাদ সঁপে দিতে ও বিপ্লব চূর্ণ করতে। অপরের ভ্রান্তি ও অপরাধের পরিণামে অন্যান্য নাবিক ও সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে সৌনিক ও নাবিক হিসাবে বলশেভিকরাও যখন প্রাণ দিচ্ছে, সেই সময় তথাকথিত সর্বাধিনায়ক (কেরেনস্কি) বলশেভিক সংবাদপত্র দলন করে যাচ্ছে। পরিষদের নেতৃত্বকারী পার্টিরা এই সমগ্র নীতিটার স্বেচ্ছাব্রতী শিখণ্ডীর কাজ করছে।

'আমরা বলশেভিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দল ঘোষণা করছি: জনবিশ্বাসঘাতকতার এই সরকারের সঙ্গে* আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সরকারী যবনিকার আড়ালে এই সব নরঘাতকদের যে কাজ চলছে তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তার একটা দিনকে আমরা চাপা দিতে অস্বীকার করি। ভিলহেল্মের সৈন্যের সামনে যখন পেত্রগ্রাদ বিপন্ন তখন কেরেনস্কি কনোভালভের সরকার পেত্রগ্রাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে মস্কোকে প্রতিবিপ্লবের ঘাঁটিতে পরিণত করার উদ্যোগ করছে'

'মস্কো শ্রমিক ও সৈনিকদের হুঁশিয়ার হবার জন্য ডাক দিচ্ছি আমরা। এই পরিষদ পরিত্যাগ করে আমরা সারা রাশিয়ার শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের পৌরুষ ও বিচারশক্তির কাছে আবেদন জানাচ্ছি। পেত্রগ্রাদ বিপন্ন! বিপ্লব বিপন্ন! এ বিপদ বাড়িয়ে তুলেছে সরকার, শাসক শ্রেণীরা তাকে তীব্রতর করছে। নিজেদের এবং দেশকে বাঁচাতে পারে কেবল স্বয়ং জনগণ।

'আমরা ডাক দিচ্ছি জনগণকে। অবিলম্ব ন্যায্য গণতান্ত্রিক শান্তি জিন্দাবাদ' সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে! সমস্ত জমিতে চাই জনগণের অধিকার! সংবিধান সভা জিন্দাবাদ!'

৫

স্কবেলেভের প্রতি 'নাকাজ'

(উদ্ধৃতি)

(এ নাকাজ ৎসে-ই-কায় পাশ হয় ও স্কবেলেভকে দেওয়া হয় প্যারিস সম্মেলনে রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রের প্রতিনিধির নিকট নির্দেশ হিসাবে।)**

শান্তি চুক্তির মূলনীতি হওয়া চাই 'রাজ্যগ্রাস নয়, ক্ষতিপূরণ নয়, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার।'

---

* 'এবং প্রতিবিপ্লবী প্রস্রবণদানের এই পরিষদের সঙ্গে', এই কথাগুলো জন রীড এখানে বাদ দিয়েছেন। — সম্পাঃ

** 'যুদ্ধের লক্ষ্য নিয়ে প্রকাশ্যে নতুন চুক্তি ঘোষণা করতে হবে।' — কথাটা জন রীড বাদ দিয়েছেন। — সম্পাঃ

আঞ্চলিক প্রশ্ন

(১) রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চল থেকে জার্মান সৈন্যের অপসারণ। পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া ও লিভনিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার।

(২) তুরস্কাধীন আর্মেনিয়ার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ।

(৩) আলসাস-লোরেন সমস্যার নিষ্পত্তি হবে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের পর গণভোটে।

(৪) বেলজিয়ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। ক্ষতিপূরণ করতে হবে আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে।

(৫) সার্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে ও আন্তর্জাতিক ত্রাণ তহবিল থেকে সাহায্য পাবে। আড্রিয়াটিক সাগরে প্রবেশপথ দিতে হবে সার্বিয়াকে। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা হবে স্বায়ত্তশাসিত।

(৬) বলকানের বিতর্কমূলক অঞ্চলগুলিতে সাময়িকভাবে স্বায়ত্তশাসন ও পরে গণভোটের ব্যবস্থা হবে।

(৭) রুমানিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু দব্রুজাকে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দিতে সে বাধ্য থাকবে ইহুদিদের প্রসঙ্গে বার্লিন চুক্তির সর্ত অবিলম্বে কার্যকরী করতে রুমানিয়া বাধ্য থাকবে ও তাদের রুমানিয়ার নাগরিক বলে মেনে নেবে।

(৮) ইতালিয়া ইরিদেন্তায় সাময়িক স্বায়ত্তশাসন ও পরে রাষ্ট্রীয় অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে গণভোট।

(৯) জার্মান উপনিবেশগুলি ফেরত যাবে।

(১০) গ্রীস ও পারস্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

সাগরের স্বাধীনতা

আভ্যন্তরীণ সমস্ত সাগরে পৌছবার প্রণালী তথা সুয়েজ ও পানামা ক্যানেল নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত হবে। বাণিজ্য জাহাজ চলাচল অবাধ হবে। প্রাইভেটিয়ারিঙের অধিকার বিলুপ্ত হবে। বাণিজ্য জাহাজে টর্পেডো হানা নিষিদ্ধ।

ক্ষতিপূরণ

সমস্ত যুধ্যমান পক্ষ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে (যেমন বন্দীদের ভরণ পোষণ) ক্ষতিপূরণ দাবি করতে অস্বীকার করবে। যুদ্ধের সময় আদায় করা সমস্ত ক্ষতিপূরণ ফিরিয়ে দিতে হবে।

অর্থনৈতিক সর্ত

বাণিজ্য চুক্তি শান্তি সর্তের অঙ্গাঙ্গি অংশ নয়। প্রতিটি দেশই নিজেদের বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীন, শান্তির চুক্তিতে তাদের ওপর কোনো একটা অর্থনৈতিক চুক্তি করা বা না করার বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। তবে সমস্ত রাষ্ট্রকেই যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক অবরোধ না চালাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে শান্তি চুক্তি মারফত, পৃথক শুল্ক জোটও বাঁধা চলবে না এবং বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত রাষ্ট্রকেই সর্বাধিক প্রশ্রয়প্রাপ্ত জাতির অধিকার দিতে হবে।

শান্তির গ্যারাণ্টি

শান্তি নিষ্পন্ন হবে প্রত্যেক দেশের জাতীয় প্রতিনিধি সভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে শান্তি সম্মেলনে। শান্তির সর্ত অনুমোদিত হবে এই সব পার্লামেণ্টে।

গোপন কূটনীতির অবসান হবে; গোপন চুক্তি না করার জন্য সবাই বাধ্য। এরূপ চুক্তি আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী ও নাকচ বলে ঘোষিত হবে। বিভিন্ন দেশের পার্লামেণ্টে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত চুক্তি অকার্যকরী বলে গণ্য হবে।

স্থলভাগে ও সমুদ্রে ক্রমিক নিরস্ত্রীকরণ এবং মিলিশিয়া প্রথার প্রবর্তন। উইলসন প্রস্তাবিত 'লীগ অব নেশনস' আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে মূল্যবান হতে পারে যদি, (ক) সমাধিকারে সমস্ত রাষ্ট্র তাতে যোগ দিতে বাধ্য থাকে; (খ) যদি আন্তর্জাতিক নীতির গণতন্ত্রীকরণ হয়।

শান্তির পথ

শত্রু পক্ষ জবরদখল রাজ্যগ্রাস বর্জনে সম্মতি ঘোষণা করা মাত্র মিত্রশক্তিরা ঘোষণা করবে যে তারা শান্তির আলাপ আলোচনা চালাতে প্রস্তুত।

মিত্রশক্তিরা এই প্রতিশ্রুতি দেবে যে সমস্ত নিরপেক্ষ দেশের অংশগ্রহণ সহ সাধারণ শান্তি কংগ্রেসের মাধ্যমে ছাড়া তারা শান্তির কোনো আলাপ আলোচনা শুরু ও শান্তি চুক্তি নিষ্পন্ন করবে না।

স্টকহোম সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করা চাই এবং তাতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সমস্ত পার্টি ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের অবিলম্বে পাসপোর্ট দিতে হবে।

(কৃষক সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটিও নিজস্ব নাকাজ জারী করে, উপরোক্ত নাকাজের সঙ্গে তার তফাৎ নিতান্তই সামান্য।)

৬

রাশিয়ার ঘাড় ভেঙে শান্তি

ফ্রান্সের কাছে অস্ট্রিয়ার শান্তি প্রস্তাবের যে খবর রিবো* ফাঁস করে দেন, ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মে সুইজারল্যাণ্ডের বার্নে তথাকথিত যে 'শান্তি সম্মেলনে' সমস্ত যুধ্যমান দেশের বৃহৎ অর্থপতিদের প্রতিনিধিরা যোগ দেন, এবং বুলগেরিয়ার জনৈক উচ্চ যাজকের সঙ্গে একজন ইংরেজ এজেন্টের আলোচনা প্রচেষ্টা, এ সব থেকেই বোঝা যায় যে রাশিয়ার ঘাড় ভেঙে একটা শান্তি জোড়াতালি দিয়ে তোলার মতো প্রবল ঝোঁক ছিল দু পক্ষ থেকেই। আমার পরবর্তী 'কর্নিলভ থেকে ব্রেস্ত-লিতোভস্ক' পুস্তকে বিষয়টা সবিস্তারে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে, পেত্রোগ্রাদে পররাষ্ট্র দপ্তরে আবিষ্কৃত কিছু গুপ্ত দলিলও প্রকাশ করব।

---

* রিবো, আলেক্সান্দর ফেলিক্স জোসেফ — ফরাসী রাজনীতিক নেতা, ১৯১৭ সালে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী। — সম্পাঃ

৭

ফ্রান্সে রুশ সৈন্য

সাময়িক সরকারের রিপোর্ট*

'রুশ বিপ্লবের খবর প্যারিসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে অতি চরমপন্থী একগুচ্ছ রুশ পত্রিকা দেখা দিয়েছে। এই সব পত্রিকা তথা কিছু কিছু ব্যক্তি সৈন্যগণের অভ্যন্তরে প্রবেশের স্বাধীনতা পেয়ে তাদের মধ্যে বলশেভিক প্রচার শুরু করেছে, ফরাসী সংবাদপত্রের খবর থেকে আহরণ করে প্রায়ই তারা অসত্য সংবাদ দিচ্ছে। সরকারী সংবাদ ও সঠিক তথ্য কিছু না থাকায় এর ফলে সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ফলে অবিলম্বে রাশিয়ায় ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা এবং অফিসারদের প্রতি বেপরোয়া শত্রুতা দেখা দিয়েছে।

'শেষ পর্যন্ত সবকিছুই পরিণত হয় বিদ্রোহে। একটি সভায় সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করতে অস্বীকার করে একটি আবেদন জানায়, কেননা তারা স্থির করে যে আর লড়বে না। স্থির করা হয় বিদ্রোহীদের বিচ্ছিন্ন করা হবে এবং জেনারেল জাঙ্কেভিচ হুকুম দেন যে সাময়িক সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত সৈন্যেরা যেন সমস্ত গোলাগুলি নিয়ে কুর্তিন শিবির ছেড়ে যায়। ২৫শে জুন আদেশ পালিত হয় এবং শিবিরে থেকে যায় শুধু সেই সব সৈন্য যারা বলে সাময়িক সরকারকে তারা মানবে কেবল 'সর্তাধীনে।'। বিদেশস্থ রুশ সৈন্যের সর্বাধিনায়ক, সমর মন্ত্রিদপ্তরের কমিশার রাপ, বিখ্যাত কিছু রাজনৈতিক দেশান্তরী একাধিক বার এ শিবিরে আসেন সৈন্যদের প্রভাবিত করার জন্য, কিন্তু এ সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত রাপ জেদ করেন যে বিদ্রোহী সৈন্যদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে বাধ্যতা স্বীকারের নিদর্শনস্বরূপ ক্লোরাভো নামক একটি জায়গায় মার্চ করে জমা হতে হবে। কিন্তু এ হুকুম পালিত হয় মাত্র অংশত: প্রথমে বেরিয়ে আসে প্রায় ৫০০

---

* জন রীডের অনুবাদে রিপোর্টটি উদ্ধৃত হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে। মূল বয়ান থেকে কিছু বিচ্যুতিও আছে। — সম্পাঃ

লোক, তাদের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয় ২২ জন সৈনাকে, তারপর ২৯ ঘণ্টা বাদে আসে আরো প্রায় ৬,০০০... বাকি প্রায় ২,০০০ সৈনা থেকেই যায়...

'স্থির হয় চাপ বাড়িয়ে তুলতে হবে; বিদ্রোহীদের খাদ্যরসদ কমিয়ে দেওয়া হয়, বেতন কাটা হয়, কুর্তিনের সমস্ত পথে বসানো হয় ফরাসী পাহারা। একটি রুশ গোলন্দাজ ব্রিগেড ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এ খবর পেয়ে জেনারেল জাঙ্কোভিচ ঠিক করেন, বিদ্রোহী সৈন্যদের দমনের জন্য এই গোলন্দাজ ব্রিগেড ও পদাতিক ডিবিসনের অংশ নিয়ে মিশ্র বাহিনী গঠন করতে হবে। বিদ্রোহীদের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়, কয়েক ঘণ্টা পরে তারা আলাপ আলোচনার নিষ্ফলতায় নিঃসন্দেহ হয়ে ফিরে আসে। ১লা সেপ্টেম্বর জেনারেল জাঙ্কোভিচ এক চরমপত্র দিয়ে দাবি করেন যে বিদ্রোহীদের অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে এবং ৩রা সেপ্টেম্বর সকাল ১০টার মধ্যে এ আদেশ পালিত না হলে কামান দাগা শুরু হবে।

'এ হুকুম না মানায় যথানির্দিষ্ট সময়ে শিবিরের ওপর সামান্য কামান দাগা হয়, সর্বসমেত ১৮টি গোলা, এবং বিদ্রোহীদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে অগ্নিবর্ষণ তীব্রতর হবে। ৩রা সেপ্টেম্বর রাতে প্রায় ১৬০ জন আত্মসমর্পণ করে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ফের গোলাবর্ষণ শুরু হয় এবং বেলা ১১টায় ৩৬টি গোলা দাগার পর বিদ্রোহীরা দুটি শাদা পতাকা ওঠায় ও বিনা অস্ত্রে শিবির থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। সন্ধ্যা নাগাদ আত্মসমর্পণ করে প্রায় ৮,৩০০ জন। যে ১৫০ জন সৈন্য শিবিরে থেকে গিয়েছিল, তারা সে রাতে মেসিনগান চালাতে শুরু করে। ৫ই সেপ্টেম্বর ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলার জন্য তীব্র গোলাবর্ষণ শুরু হয় ও আমাদের সৈন্যরা ধীরে ধীরে শিবির দখল করতে থাকে। বিদ্রোহীরা মেসিনগান চালিয়ে যায়। ৬ই সেপ্টেম্বর ৯টা নাগাদ শিবির অধিকৃত হয় পুরোপুরি... বিদ্রোহীদের নিরস্ত্রীকরণের পর গ্রেপ্তার করা হয় ৮১ জনকে।'

এই হচ্ছে রিপোর্ট। পররাষ্ট্র দপ্তরে আবিষ্কৃত গোপন দলিল থেকে কিন্তু জানা যায় যে বিবরণটা পুরো সঠিক নয়। প্রথম হাঙ্গামা দেখা দেয় যখন সৈন্যেরা রাশিয়ার কমরেডদের মতো কমিটি গঠন করার চেষ্টা করে। তারা রাশিয়ায় ফেরত যাবার দাবি করে যেটা অস্বীকৃত হয়; তারপর ফ্রান্সে তাদের একটা বিপজ্জনক প্রভাব বলে বিবেচনা করে সালোনিকায়

পাঠাবার হুকুম দেওয়া হয়। ওরা যেতে অস্বীকার করে ও লড়াই বাধে..
জানা গেছে যে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার আগে তাদের প্রায় দুই মাস শিবিরে ফেলে রাখা হয় অফিসার ছাড়া এবং জুলুম চালানো হয়। যে 'রুশ গোলন্দাজ ব্রিগেড' গোলাবর্ষণ করেছিল তার নাম সনাক্ত করার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। মন্দিপ্তরে আবিষ্কৃত টেলিগ্রামগুলো থেকে অনুমান করার কারণ আছে যে আসলে ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীই ব্যবহৃত হয়েছিল..

আত্মসমর্পণের পর দুই শতাধিক বিদ্রোহীকে নির্বিকার চিত্তে গুলি করে মারা হয়।

৮

তেরেশ্চেঙ্কোর বক্তৃতা

(উদ্ধৃতি)

'...পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্ন জাতীয় প্রতিরক্ষার সঙ্গে নিবিড় সংযুক্ত... তাই জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রশ্নে রুদ্ধ দ্বার অধিবেশন যদি আপনারা প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে একই রকম গোপনীয়তা অবলম্বনে আমরা বাধ্য...

'জার্মান কূটনীতি জনমত প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে... সেইজন্য বড়ো বড়ো গণতান্ত্রিক সংগঠনের যে সব পরিচালকেরা উচ্চ কণ্ঠে বিপ্লবী কংগ্রেসের কথা তুলছেন ও আরেকটি শীত অভিযান অসম্ভব বলছেন, তাঁদের বিবৃতি খুবই বিপজ্জনক... এ সমস্ত বিবৃতিরই দাম দিতে হচ্ছে মানব জীবন দিয়ে...

'রাষ্ট্রের সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন একেবারে না তুলে আমি শুধু রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্ততার দিক থেকেই বলছি। এই যুক্তিযুক্ততার দিক থেকে রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতি চালিত হওয়া উচিত রাশিয়ার স্বার্থের সঠিক প্রণিধানে... এই স্বার্থে বলে যে আমাদের দেশের একলা থাকা চলে না এবং আমাদের বর্তমান জোট-টা (মিত্রশক্তি) সন্তোষজনক সমস্ত মানবজাতিই শান্তির

প্রত্যাশী, কিন্তু আমাদের পিতৃভূমির রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লাঙ্ঘিত হবে যে হীনতাসূচক শান্তিতে, রাশিয়ায় তা কেউ হতে দেবে না'

বক্তা বলেন যে তেমন শান্তিতে বহু শতকের জন্য না হলেও অন্তত বহু বছরের জন্য বিশ্বে গণতান্ত্রিক নীতির বিজয় ব্যাহত করবে এবং অনিবার্যই ঘটাবে নতুন যুদ্ধ।

'মে মাসের দিনগুলির কথা সবারই মনে আছে যখন আমাদের ফ্রণ্টে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপনের আন্দোলনে এই বিপদ দেখা দিয়েছিল যে স্রেফ সমর ক্রিয়া সোজাসুজি বন্ধ করার পথেই যুদ্ধের অবসান হবে ও দেশ পেঁছিবে এক লজ্জাকর পৃথক শান্তিতে. রুশ রাষ্ট্র যে এই পদ্ধতিতে যুদ্ধের অবসান ও তার স্বার্থ নিশ্চিত করতে পারে না সে কথা ফ্রণ্টের সৈনিকগণকে বোঝাতে কী প্রচেষ্টাই না করতে হয়েছিল'

জুলাই আক্রমণাভিযানের অলৌকিক প্রতিক্রিয়ার কথা বলেন তিনি, বিদেশে রুশ রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য তাতে কত জোরালো হয়, এবং রুশ বিজয়ে কী হতাশাই না জাগে জার্মানিতে। রুশ পরাজয়ের পর মিত্রশক্তিদের মধ্যে যে নৈরাশ্য জাগে সে কথাও.

'আর রুশ সরকার, মে-র সূত্র সে কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলে, 'রাজ্যগ্রাস নয়, ক্ষতিপূরণ নয়।' জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণাই শুধু নয়, সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য বর্জন করাও প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি'

জার্মানি অনবরত শান্তির জন্য চেষ্টা করছে। জার্মানিতে এখন কেবল শান্তিরই কথা। জিততে পারবে না সে জানে।

'যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে রুশ পররাষ্ট্র নীতি যথেষ্ট সুস্পষ্ট নয়, সরকারের প্রতি এ তিরস্কার আমি অস্বীকার করি

'মিত্রশক্তিরা কী লক্ষ্য অনুসরণ করছে সে প্রশ্ন উঠলে প্রথমে দাবি করতে হবে কেন্দ্রীয় শক্তিরা কী লক্ষ্যে একমত হয়েছে

'মিত্রশক্তিরা যে সব চুক্তিতে আবদ্ধ তার খুটিনাটি প্রকাশ করা হোক এই আকাঙ্ক্ষা আমরা প্রায়ই শুনি, কিন্তু লোকে ভুলে যান যে কেন্দ্রীয় শক্তিরা কী চুক্তিতে আবদ্ধ তা আমরা এখনো জানি না ..'

তিনি বলেন, জার্মানি স্পষ্টতই এক সারি দুর্বল অন্তর্বর্তী রাষ্ট্র মারফত পশ্চিম থেকে রাশিয়াকে তফাৎ রাখাতে চায়।

'রাশিয়ার মৌলিক স্বার্থে আঘাত হানার এই নীতিকে দমন করতে হবে...

'আর যে রুশ গণতন্ত্র তার পতাকায় জাতিসমূহের আত্মকর্তৃত্বের অধিকার মুদ্রিত করেছে, সে কি নির্বিকারে অতি সুসভ্য জাতিসমূহের ওপর নিপীড়ন চলতে দিতে পারে (অস্ট্রো-হাঙ্গেরিতে)?

'যাঁরা ভয় পান যে আমাদের দুরবস্থায় লাভ ওঠাতে চাইবে মিত্রশক্তি, যুদ্ধ বোঝার বেশিটা বওয়াবে আমাদের দিয়ে, আমাদের ঘাড় ভেঙে শান্তি সমস্যার সমাধান করবে, তাঁরা একেবারেই ভ্রান্ত... আমাদের শত্রু রাশিয়াকে দেখে তার মালের বাজার হিসাবে। যুদ্ধের শেষে আমরা পড়ব দুর্বল অবস্থায় এবং সীমান্ত খোলা থাকায় জার্মান মালের বন্যায় সহজেই বহু বছর যাবৎ আমাদের শিল্প বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে। ব্যবস্থা নিতে হবে তাব প্রতিকারের জন্য ..

'প্রকাশ্যে ও খোলাখুলিই আমি বলছি: যে শক্তি যোগাযোগে আমরা মিত্র দেশের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ তা **রাশিয়ার স্বার্থের পক্ষে অনুকূল** তাই যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে আমাদের মতামত যাতে যথাসম্ভব পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট রূপে মিত্রশক্তির মতামতের সঙ্গে মেলে সেটা জরুরী .. সমস্ত ভুলবোঝা এড়াবার জন্য খোলাখুলিই আমি বলব যে প্যারিস সম্মেলনে **একটি দৃষ্টিভঙ্গিই** পেশ করতে হবে রাশিয়াকে..'

স্কবেলেভের কাছে **নাকাজ** সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে তিনি চান না, কিন্তু স্টকহোমে সদ্য প্রকাশিত ওলন্দাজ-স্কাণ্ডিনেভীয় কমিটির ঘোষণাপত্রের উল্লেখ করেন। এ ঘোষণাপত্রে লিথুয়ানিয়া ও লিভনিয়ার স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করা হয়; 'কিন্তু সেটা স্পষ্টতই অসম্ভব,' বলেন তেরেশ্চেঙ্কো, 'কেননা বল্টিক সাগরে সারা বছরের জন্য খোলা বন্দর রাশিয়ার চাই...

'এই প্রশ্নে পররাষ্ট্র নীতির সমস্যা আভ্যন্তরীণ নীতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ জড়িত কেননা সমগ্র মহা রাশিয়ায় যদি একটা প্রবল ঐক্য বোধ থাকত তাহলে সর্বত্রই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হবার বাসনার এমন মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ দেখা যেত না... এরূপ বিচ্ছেদ রুশ স্বার্থের পরিপন্থী এবং রুশ প্রতিনিধিরা সে দাবি তুলতে পারেন না...'

৯

ব্রিটিশ নৌবহর

(ইত্যাদি)

রিগা উপসাগরে নৌ যুদ্ধের সময় শুধু বলশেভিকরা নয়, সাময়িক সরকারের মন্ত্রীদেরও এই মত ছিল যে ব্রিটিশ নৌবহর ইচ্ছে করেই বাল্টিক ত্যাগ করে গেছে; 'রাশিয়ার হয়ে গেছে, রাশিয়ার জন্যে ঝামেলা করে লাভ নেই!' এই যে মনোভাব ব্রিটিশ সংবাদপত্র বহুবার প্রকাশ্যে এবং রাশিয়ায় ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা আধা-প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে, এ ব্যাপারটা তারই একটা লক্ষণ।

কেরেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য (পরিশিষ্ট ১৩)।

জেনারেল গুর্কো ছিলেন জারের আমলে রুশ ফৌজের এক চীফ অব স্টাফ। দুর্নীতিগ্রস্ত বাদশাহী দরবারে তাঁর বেশ নামডাক ছিল। বিপ্লবের পর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত দুষ্কার্যের জন্য যে অতি অল্প কয়েক জন নির্বাসিত হন, তিনি তাঁদের একজন। রিগা উপসাগরে রাশিয়ার নৌ-পরাজয়ের সময়েই লণ্ডনে রাজা জর্জ জেনারেল গুর্কোকে প্রকাশ্যে আপ্যায়ন করেন, যাকে সাময়িক সরকার বিপজ্জনক রকমের জার্মান পক্ষপাতী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে ভাবত।

১০

অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে আবেদন

শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতি

'কমরেডগণ, পেত্রগ্রাদে ও অন্যান্য শহরে বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা বাধাবার জন্য তামস শক্তিরা অতি সক্রিয়। বিপ্লবী আন্দোলনকে রক্তে ডুবিয়ে দেবার সুযোগ লাভের জন্য সেটা তাদের দরকার। শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও অধিবাসীদের রক্ষা করার অজুহাতে তারা সেই কর্নিলভ আধিপত্যই স্থাপন করতে চায় যা কিছুকাল আগে দমন করেছে বিপ্লবী জনগণ। এ আশা যদি সফল হয় তবে জনগণের কপাল মন্দ! বিজয়ী প্রতিবিপ্লব ধ্বংস করবে

সোভিয়েত ও ফৌজ কমিটিগর্লিকে, সংবিধান সভা ভেঙে দেবে, ভূমি কমিটিগর্লির নিকট জমির হস্তান্তর বন্ধ করবে, দ্রুত শান্তির জন্য জনগণের সমস্ত আশা চূর্ণ করবে এবং কারাগার ভরে তুলবে বিপ্লবী শ্রমিক সৈনিকে।

'খাদ্য সরবরাহের বিশৃংখলা, যুদ্ধের প্রলম্বন এবং জীবনধারণের সাধারণ দুর্বিষহতায় জনগণের অশিক্ষিত অংশের গুরুতর অসন্তোষের ওপর ভরসা করছে প্রতিবিপ্লবীরা এবং কৃষ্ণশত নেতারা। শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিটি শোভাযাত্রাকেই তারা একটা দাঙ্গায় পরিণত করার আশা রাখে, যাতে শান্তিকামী জনগণ ভয় পেয়ে আইন শৃংখলার পুনঃপ্রবর্তকদের কোলে গিয়ে পড়বে।

'এই অবস্থায় অতি মহৎ উদ্দেশ্যে হলেও বর্তমানে কোনো শোভাযাত্রা সংগঠিত করতে যাওয়া হবে অপরাধ। সরকারের নীতিতে অসন্তুষ্ট সমস্ত সচেতন শ্রমিক ও সৈনিক যদি শোভাযাত্রায় প্রশ্রয় দেয় তাহলে তারা কেবল নিজেদের ও বিপ্লবেরই ক্ষতি করবে।

'সেইজন্য শোভাযাত্রার কোনো আবেদনে সাড়া না দেবার জন্য **ৎসে-ই-কা** সমস্ত শ্রমিকদের আহ্বান করছে।

'শ্রমিক ও সৈনিকগণ! প্ররোচনায় পা দেবেন না! দেশ ও বিপ্লবের প্রতি আপনাদের কর্তব্য মনে রাখুন! যে সব শোভাযাত্রা অসার্থক হতে বাধ্য তাতে যোগ দিয়ে বিপ্লবী ফ্রন্টের ঐক্য ধ্বংস করবেন না!'

শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি

(ৎসে-ই-কা)

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি

বিপদ সন্নিকট!

সমস্ত শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতি

(নিজে পড়ে অন্যকে পড়তে দিন)

কমরেড শ্রমিক ও সৈনিকেরা!

'আমাদের দেশ বিপন্ন। এই বিপদের কারণে আমাদের স্বাধীনতা ও আমাদের বিপ্লব চলেছে সংকঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে। শত্রু পেত্রগ্রাদের দ্বারদেশে। প্রতি ঘণ্টায় বেড়ে উঠছে বেবন্দোবস্ত। পেত্রগ্রাদের পক্ষে খাদ্য পাওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। ছোটো থেকে বড়ো পর্যন্ত সবাইকেই দ্বিগুণ উদ্যোগ নিতে হবে, চেষ্টা করতে হবে সুব্যবস্থার জন্য .. দেশকে বাঁচাতে হবে আমাদের, বাঁচাতে হবে স্বাধীনতা ফৌজের জন্য চাই আরো অস্ত্র ও রসদ! বড়ো বড়ো শহরের জন্য চাই রুটি। দেশের মধ্যে চাই শৃংখলা, সুব্যবস্থা ...

'আর এই ভয়ংকর সংকটজনক দিনগুলোয় গুজব ছড়াচ্ছে যে কোথায় যেন এক শোভাযাত্রার আয়োজন হচ্ছে, বিপ্লবী শান্তি ও শৃংখলা চূর্ণ করার জন্য কে যেন আহ্বান করছে শ্রমিক ও সৈনিকদের বলশেভিকদের সংবাদপত্র 'রাবোচি পুত' ঘৃতাহুতি দিচ্ছে আগুনে, অশিক্ষিত লোকেদের তোয়াজ করছে তা, তাদের তোষণ করার চেষ্টা করছে, প্রলুব্ধ করছে শ্রমিক ও সৈনিকদের, সরকারের বিরুদ্ধে তাদের ঠেলা দিচ্ছে, পাহাড়প্রমাণ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তারা বিশ্বাসপ্রবণ অজ্ঞ লোকেরা বিচার করে দেখে না, বিশ্বাস করে বসে. আর অন্যদিক থেকেও এই গুজব উঠছে যে তামস শক্তিরা, জারের বন্ধুরা, জার্মান গোয়েন্দারা আনন্দে হাত কচলাচ্ছে। বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিতে, তাদের সঙ্গে একত্রে বিশৃংখলাকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করতে তারা প্রস্তুত।

'বলশেভিকরা এবং তাদের দ্বারা প্রলোভিত অজ্ঞ সৈনিক ও শ্রমিকেরা নির্বোধের মতো চিৎকার করছে· 'সরকার মুর্দাবাদ! সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!' অন্যদিকে জারের তামসিক ভৃত্য ও ভিলহেল্মের দালালরা তাদের উস্কানি দেবে: 'ইহুদীদের পেটাও, দোকানদারদের পেটাও! বাজার লুট করো, পয়মাল করো দোকানপত্র, ডাকাতি করো মদের গুদামে! খুন করো, পোড়াও, লুঠ করো!'

'তখন শুরু হয়ে যাবে এক ভয়ংকর গোলমাল, জনগণের একাংশের সঙ্গে অপর অংশের যুদ্ধ। আরো বিশৃংখল হয়ে উঠবে সবকিছুই, হয়ত আরেকবার রক্ত বইবে রাজধানীর রাস্তায়। আর তারপর, কী দাঁড়াবে তখন?

'তখন ভিলহেল্মের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাবে পেত্রগ্রাদের পথ। তখন কোনো রুটি আসবে না পেত্রগ্রাদে, অনশনে মরবে শিশুরা। তখন ক্রন্টের

ফৌজ কোনো সহায়তা পাবে না এবং ট্রেঞ্চে আমাদের ভাইয়েদের সংগে দেওয়া হবে জার্মান অগ্নিবর্ষণের মুখে। তখন সমস্ত দেশেই মর্যাদা হারাবে রাশিয়া, আমাদের মুদ্রার মূল্য পড়ে যাবে; সবকিছুই এত অগ্নিমূল্য হয়ে উঠবে যে জীবনযাত্রা অসম্ভব দাঁড়াবে। তখন দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সংবিধান সভা মুলতুবী থাকবে, যথাসময়ে তার আহ্বান হবে অসম্ভব। তখন বিপ্লবের মৃত্যু, আমাদের স্বাধীনতার মৃত্যু...

'এই কি আপনারা চান, শ্রমিক ও সৈনিকেরা? না! আর যদি না চান, তাহলে যান বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা প্ররোচিত অজ্ঞ লোকেদের কাছে, আমরা আপনাদের যা বলছি সেই গোটা সত্যটা তাদের বলুন!

'সবাই জেনে রাখুন, **এই ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে যে আপনাদের ডাক দেয় সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামতে, সে হয় জারেরই এক গোপন ভৃত্য, প্ররোচক, নয় জন-শত্রুদের নির্বোধ সহায়ক, নয় ভিলহেল্মের বেতনভুক গোয়েন্দা!**

'প্রতিটি সচেতন শ্রমিক বিপ্লবী, প্রতিটি সচেতন চাষী, প্রতিটি বিপ্লবী সৈনিক, সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভযাত্রা বা বিদ্রোহে জনগণের কী ক্ষতি যে হবে সেটা যাঁরা বোঝেন তাঁদের সবাইকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, জন-শত্রুরা যে আমাদের স্বাধীনতা ধ্বংস করবে, সেটা হতে দেওয়া চলবে না।'

মেনশেভিক ওবোরোনেৎসদের পেত্রগ্রাদ নির্বাচনী কমিটি

১১

'কমরেডদের কাছে চিঠি'

১৯১৭ সালের অক্টোবরের শেষার্ধে 'রাবোচি পুত' পত্রিকায় পর পর প্রকাশিত হয়। তার মাত্র দুটি প্রবন্ধ থেকে অল্প কিছু অনুচ্ছেদ তুলে দিচ্ছি:

'জনগণের মধ্যে আমাদের কোনো সংখ্যাধিক্য নেই, এবং এই সর্ত ছাড়া অভ্যুত্থান নিষ্ফল...'

এ কথা যারা বলতে পারে তারা হয় সত্যের অপভাষী নয় এমন বিদ্যাবাগীশ যারা আগে থেকেই এই গ্যারাণ্টি চায় যে বলশেভিক পার্টি সারা দেশ জুড়ে ঠিক অর্ধেক ভোট ছাড়াও একটি ভোট বেশি পাচ্ছে,

বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র বিচার না করে যাই ঘটুক এই তাদের দাবি...

বর্তমান রুশ জীবনের সর্বশেষ (যদিও সর্বসামান্য নয়), সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কৃষকদের বিদ্রোহ.. তাম্বভ গুবের্নিয়ার কৃষক আন্দোলনটা কায়িক ও রাজনৈতিক উভয় অর্থেই একটা অভ্যুত্থান, সে অভ্যুত্থান কৃষকদের কাছে ভূমি হস্তান্তরের মতো চমৎকার রাজনৈতিক ফললাভ ঘটিয়েছে। 'দেলো নারোদা' সমেত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি যে দঙ্গলটা অভ্যুত্থানে ভীত, তারা যে এখন কৃষকদের কাছে জমি হস্তান্তরের জন্য চিৎকার জুড়েছে সেটা অকারণে নয় কৃষক অভ্যুত্থানের আরেকটি চমৎকার রাজনৈতিক ও বিপ্লবী সাফল্য হল তাম্বভ গুবের্নিয়ার রেল স্টেশনগুলিতে শস্য প্রদান .

এমনকি বুর্জোয়া সংবাদপত্র, এমনকি 'রুসকায়া ভলিয়া' পর্যন্ত খাদ্য সমস্যার এই রূপ সমাধানের (একমাত্র বাস্তব সমাধান) চমৎকার ফলাফল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এই সংবাদ প্রকাশ মারফত যে তাম্বভ গুবের্নিয়ার রেল স্টেশনগুলি শস্যে ছেয়ে গেছে . এবং সেটা ঘটেছে কৃষকেরা বিদ্রোহ করার পর!

'আমরা ক্ষমতা দখলের মতো শক্তিশালী নই এবং বুর্জোয়ারা সংবিধান সভার অধিবেশন ব্যাহত করার মতো শক্তিশালী নয়।'

এ যুক্তির প্রথমাংশ পূর্ববর্তী যুক্তিরই সরল অনুলিখন। তার প্রবক্তাদের বিভ্রান্তি এবং বুর্জোয়া-ভীতি যদি শ্রমিক প্রসঙ্গে নৈরাশ্য ও বুর্জোয়ার প্রসঙ্গে আশাবাদে প্রকাশ পায়, তাতে সে যুক্তির বলিষ্ঠতা বা প্রত্যয়জনকতা বৃদ্ধি পায় না। যুঙ্কাররা ও কসাকরা যদি বলে যে তারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়বে তবে সে কথা পুরোপুরিই বিশ্বাস্য; কিন্তু হাজার হাজার সভায় যদি শ্রমিক ও সৈনিকেরা বলশেভিকদের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং সোভিয়েতে ক্ষমতা হস্তান্তর রক্ষায় সম্মতি জানায়, তাহলে ভোট দেওয়া এক ব্যাপার লড়াই অন্য ব্যাপার এই কথা নাকি স্মরণ করা 'সময়োচিত' হয়ে ওঠে!

এ যুক্তি দেওয়া মানে অবশ্যই অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা 'অস্বীকার করা'। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, এই বিশেষ ধারার 'নৈরাশ্য' ও তার বিশেষ দাবির সঙ্গে বুর্জোয়ার দিকে রাজনৈতিক হেলনের তফাৎ কোথায়?..

এবং কর্নিলভ বিদ্রোহে কী প্রমাণ হয়েছে? প্রমাণ হয়েছে যে সোভিয়েতগুলো সত্যকার একটা শক্তি...

সংবিধান সভার অধিবেশন ব্যাহত করার মতো শক্তি বুর্জোয়াদের নেই, এটা প্রমাণ হচ্ছে কীসে?

বুর্জোয়াদের উৎখাত করার মতো শক্তি যদি সোভিয়েতগুলোর না থাকে তবে তার অর্থ সংবিধান সভার অধিবেশন রোধ করার মতো শক্তি প্রথমোক্তদের আছে, কেননা তাদের ঠেকাবার মতো আর কেউ নেই। কেরেনস্কি কোম্পানির প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করা, পদলেহী প্রাক-পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করা — এটা কি প্রলেতারীয় পার্টির কোনো সদস্য ও বিপ্লবীর যোগ্য?

বর্তমান সরকার যদি উৎখাত না হয় তাহলে সংবিধান সভার অধিবেশন রুদ্ধ করার মতো যথেষ্ট শক্তি বুর্জোয়াদের আছে তাই নয়, জার্মানদের কাছে পেত্রগ্রাদ সমর্পণ করে, ফ্রন্ট উন্মুক্ত করে দিয়ে, লক-আউট বাড়িয়ে তুলে এবং খাদ্য সরবরাহ বানচাল করে পরোক্ষে তারা এই একই ফলাফল ঘটাতে সক্ষম...

'সোভিয়েতগুলিকে হতে হবে সংবিধান সভার অধিবেশন ও সমস্ত কর্নিলভী চক্রান্ত বন্ধের দাবিতে সরকারের মাথার দিকে উ'চনো একটা রিভলবার।'

অভ্যুত্থানে আপত্তি করা আর 'সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে' এ ধ্বনিতে আপত্তি করা একই কথা।

সেপ্টেম্বর থেকে পার্টি অভ্যুত্থানের প্রশ্নটা আলোচনা করছে

অভ্যুত্থান নাকচ করার অর্থ সোভিয়েতের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর নাকচ করা এবং তার মানে দয়ালু বুর্জোয়ার কাছে সমস্ত আশা ও প্রত্যাশার 'হস্তান্তর' যারা সংবিধান সভা ডাকার 'প্রতিশ্রুতি দিয়েছে'...

সোভিয়েতের হাতে একবার ক্ষমতা গেলে সংবিধান সভা ও তার সাফল্য নিশ্চিত...

অভ্যুত্থান নাকচের অর্থ সোজাসুজি লিবেরদানদের পক্ষ নেওয়া...

হয় লিবেরদানদের পক্ষে চলে যান এবং 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতার' ধ্বনিটিকে প্রকাশ্যে বর্জন করুন, নয় শুরু করুন অভ্যুত্থান।

মাঝামাঝি কোনো পথ নেই।

'রদজিয়াঙ্কো চাইলেও বুর্জোয়ারা জার্মানদের হাতে পেত্রগ্রাদ সমর্পণ করতে পারে না কেননা লড়াই করছে বুর্জোয়ারা নয়, আমাদের বীর নাবিকেরা।'...

এ কথা তর্কাতীত সত্য যে ফিল্ড হেডকোয়ার্টার্সের কোনো সংস্কার হয় নি এবং সেনাপতিমণ্ডলীর চরিত্র কর্নিলভী।

কর্নিলভীরা যদি (কেরেনস্কির নেতৃত্বে কেননা তিনিও একজন কর্নিলভী) পেত্রগ্রাদ সমর্পণ করতে চায়, তাহলে সেটা তারা দুই এমনকি তিন ভাবেই করতে পারে।

প্রথমত, কর্নিলভী অফিসাররা বিশ্বাসঘাতকতা করে উত্তরের স্থল ফ্রন্ট উন্মুক্ত করে দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সমগ্র জার্মান নৌবহরের অবাধ ক্রিয়াকলাপে তারা 'রাজী হতে' পারে, এ নৌবহর আমাদের চেয়ে শক্তিশালী; জার্মান এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী উভয়ের সঙ্গেই তারা মিটমাট করে নিতে পারে। তাছাড়া যে সব অ্যাডমিরাল উধাও হয়েছে তারা জার্মানদের কাছে পরিকল্পনা সম্ভবত দিয়ে রেখেছে।

তৃতীয়ত, লক-আউট এবং খাদ্য সরবরাহ বানচাল করে তারা আমাদের সৈন্যদের পরিপূর্ণ হতাশা ও অক্ষমতায় ঠেলে দিতে পারে।

এই উপায়গুলির একটিও অস্বীকার করা যায় না। তথ্যে প্রমাণ হয়েছে যে রাশিয়ার বুর্জোয়া-কসাক পার্টি ইতিমধ্যেই তিনটি দরজাতেই ধাক্কা দিয়েছে এবং তার প্রত্যেকটিকেই জোর করে খোলার চেষ্টা করেছে।

বুর্জোয়ারা বিপ্লবকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো অধিকার আমাদের নেই...

রদজিয়াঙ্কো কাজের লোক .

দশকের পর দশক ধরে রদজিয়াঙ্কো অনুগত ও বিশ্বস্ত ভাবে পুঁজির নীতি কার্যকরী করে গেছে।

কী দাঁড়াচ্ছে? দাঁড়াচ্ছে এই যে বিপ্লবকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হিসেবে অভ্যুত্থানে দ্বিধা করার মানে বুর্জোয়ায় বিশ্বাস স্থাপনের কাপুরুষ প্রবণতা, যা অর্ধেকটা লিবেরদান, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি-মেনশেভিক মার্কা, অর্ধেকটা 'চাষী-মার্কা' প্রশ্নহীন বিশ্বাসপ্রবণতা, যার বিরুদ্ধে বলশেভিকরা সবচেয়ে বেশি লড়ে এসেছে...

'দিন দিনই প্রবল হয়ে উঠছি আমরা। সংবিধান সভায় আমরা প্রবেশ করতে পারি একটা প্রবল বিরোধী দল হিসাবে। সবকিছু ঝুঁকি নেবার কী দরকার?..'

এ এক কূপমণ্ডূকের যুক্তি যে কাগজে 'পড়েছে' যে সংবিধান সভা ডাকা হচ্ছে এবং অতি বৈধ, অতি অনুগত, অতি নিয়মতান্ত্রিক পথ যে ভক্তিভরে মেনে নেয়।

তবে আক্ষেপের কথা এই যে সংবিধান সভার জন্য বসে থাকলে দুর্ভিক্ষের সমস্যা অথবা পেত্রগ্রাদ সঁপে দেবার সমস্যা কিছুরই সমাধান হবে না। এই 'ছোট্ট কথাটি' ভুলে যাচ্ছে সরলমতিরা অথবা বিভ্রান্তেরা অথবা তারা যারা ভয় পেতে রাজী।

দুর্ভিক্ষ বসে থাকবে না। কৃষক অভ্যুত্থান বসে থাকে নি। যুদ্ধ বসে থাকবে না। যে অ্যাডমিরালরা উধাও হয়েছে তারা বসে থাকে নি...

আর অন্ধেরা এখনো ভেবে পাচ্ছে না কেন জেনারেল ও অ্যাডমিরালরা যাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেই সৈনিকেরা ও ক্ষুধার্ত লোকেরা নির্বাচনের প্রতি উদাসীন! হায়রে সব বিচক্ষণ!

'কর্নিলভীরা আবার শুরু করতে গেলে আমরা দেখিয়ে দেব! কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে আমরা শুরু করব কেন?'...

ইতিহাস কখনো নিজের পুনরাবৃত্তি করে না, কিন্তু আমরা যদি ইতিহাসের দিকে পেছন ফিরে প্রথম কর্নিলভ বিদ্রোহের ধ্যান করি ও বলতে থাকি: 'কর্নিলভীরা যদি একবার শুরু করে' — এই যদি আমরা করি তাহলে কী চমৎকার বৈপ্লবিক রণনীতিই না তা হয়...

প্রলেতারীয় নীতির কোন ধরনের নিশ্চিত ভিত্তি এটা?

কিন্তু কর্নিলভীরা যদি...

শুরু করার আগে অপেক্ষা করে বুভুক্ষু হাঙ্গামা আরম্ভের জন্য, ফ্রন্ট ভেঙে যাবার জন্য, পেত্রগ্রাদ সমর্পিত হবার জন্য? তাহলে?

প্রস্তাব করা হচ্ছে যে কর্নিলভীরা তাদের পুরনো একটা ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করবে এই সম্ভাবনার ওপর আমরা প্রলেতারীয় পার্টির রণকৌশল গড়ে তুলি!

ভুলে যাওয়া যাক শতেকবার বলশেভিকরা যা দেখাচ্ছিল ও দেখিয়ে দিয়েছে, আমাদের বিপ্লবের ছয় মাসের ইতিহাসে যা প্রমাণিত হয়েছে, যথা:

হয় কার্নিলভীদের একটা একনায়কত্ব নয় প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, এছাড়া কোনো পথ নেই, কোন বাস্তব পথ নেই এবং থাকতে পারে না। এটা ভুলে যাওয়া যাক, এ সবই বিসর্জন দিয়ে বসে থাকা যাক! বসে থাকব কিসের জন্য? অলৌকিক ঘটনার জন্য..

১২

মিলিউকভের বক্তৃতা
(উদ্ধৃতি)

'মনে হয় সবাই স্বীকার করেন যে দেশ রক্ষাই আমাদের প্রধান কর্তব্য, এবং সেটা নিশ্চিত করতে হলে সৈন্যবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা এবং পশ্চাদ্ভাগে শৃঙ্খলা আমাদের প্রয়োজন। তার জন্য এমন শক্তি থাকা চাই যা শুধু বোঝাবার নয় বলপ্রয়োগ করারও স্পর্ধা রাখে . সমস্ত অভিশাপের বীজাণুটা হল পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে অতি মৌলিক একান্ত রুশীয় এক মতবাদ যা আন্তর্জাতিকতাবাদী মতবাদ বলে পরিচিত।

'শ্রীমান লেনিন কেবল শ্রীমান কেরেনস্কিরই অনুকরণ করেন যখন তিনি বলেন যে, রাশিয়া থেকেই দেখা দেবে নতুন দুনিয়া যা জরাগ্রস্ত প্রতীচ্যকে নবায়িত করবে, মতবাগীশ সমাজতন্ত্রের পুরনো ঝাণ্ডার বদলে তা আনবে বুভুক্ষু জনগণের নতুন এক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, মানবজাতিকে তা ঠেলে এগিয়ে নিয়ে সামাজিক স্বর্গের দ্বার খোলাবে..

'এ'রা সত্যি করেই বিশ্বাস করেন যে, রাশিয়ার ভাঙনে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই ভেঙে যাবে। এই দৃষ্টি অনুসরণ করে এ'রা যুদ্ধকালে নির্বিকারচিত্তে সৈনাদের ট্রেঞ্চ পরিত্যাগ করার উপদেশ দান এবং বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বদলে আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ ও সম্পত্তিমালিক ও পুঁজিপতিদের আক্রমণ করার মতো অচেতন রাষ্ট্রদ্রোহিতা করতে সক্ষম...'

এইখানটায়, কোন সমাজতন্ত্রী সে পরামর্শ দিয়েছে, বামপক্ষ থেকে এই রুষ্ট চিৎকারে মিলিউকভ বাধা পান...

'মার্তভ বলছেন যে কেবল প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী চাপেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলির দুরভিসন্ধিকে ধিক্কৃত ও পরাস্ত করা সম্ভব এবং ধ্বংস করা যায়

তাদের একনায়কত্ব... অস্ত্র সীমাবদ্ধ করার জন্য সরকারসমূহের মধ্যে সম্মতি মারফত নয়, সেই সরকারগুলিরই নিরস্ত্রীকরণ ও সামরিক ব্যবস্থার আমূল গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে...'

মার্তভকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি, তারপর মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের উদ্দেশে এই অভিযোগ করেন যে, তারা সরকারে মন্ত্রী হয়ে ঢুকেছে কেবল শ্রেণী-সংগ্রাম চালাবার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে!

'জার্মানি ও মিত্রশক্তির সমাজতন্ত্রীরা এই সব ভদ্রমহোদয়দের প্রতি তাঁদের ঘৃণা বিশেষ গোপন রাখেন না, কিন্তু ঠিক করেছেন ওটা রাশিয়ায় চলবে তাই বিশ্বজনীন দাবদাহের কিছু পয়গম্বরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের এখানে...

'আমাদের গণতন্ত্রের সূত্রটি খুবই সরল· কোনো দরকার নেই পররাষ্ট্র নীতির, কোনো দরকার নেই কূটনৈতিক নৈপুণ্যের, অবিলম্বেই চাই একটা গণতান্ত্রিক শান্তি, মিত্রশক্তিদের কাছে বিবৃতি দাও, 'কিছুই আমরা চাই না, এমন কোনো কিছু নেই আমাদের যার জন্য লড়তে পারি!' তারপর আমাদের শত্রুরাও ওই একই বিবৃতি দেবে এবং হাসিল হয়ে যাবে জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্ব!'

ৎসিমের্ভাল্দ ঘোষণাপত্রের ওপর এক হাত নিলেন মিলিউকভ এবং ঘোষণা করলেন যে, 'বরাবরের মতো আপনাদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগপত্র হয়ে থাকবে যে অলক্ষণে দলিলটা,' তার প্রভাব থেকে এমনকি কেরেনস্কি পর্যন্ত নিষ্কৃতি পান নি। তারপব আক্রমণ করলেন স্কবেলেভকে, পররাষ্ট্রীয় সমাবেশে তিনি দেখা দেবেন রুশ প্রতিনিধি হয়ে, অথচ নিজ সরকারের পররাষ্ট্র নীতির বিরোধিতা করবেন — এ অবস্থাটা এতই তাজ্জব যে লোকে বলবে, 'ভদ্রলোকের মতলবটা কী, কী নিয়েই বা কথা বলব ওঁর সঙ্গে?' আর মাকলাকোর কথা যদি ধরতে হয়, তাহলে মিলিউকভ বললেন, তিনি নিজেই শান্তিবাদী; আন্তর্জাতিক এক সালিশ সংস্থা গঠনে তিনি বিশ্বাসী, অস্ত্রের সীমাবদ্ধতা এবং গোপন কূটনীতির ওপর পার্লামেন্টী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন, কিন্তু তার অর্থ গোপন কূটনীতির বিলোপ নয়।

আর মাকলাকোর ভেতরে সমাজতান্ত্রিক যে সব ভাবনা আছে, যাকে তিনি

বললেন 'স্টকহোমী ভাবনা' — বিজয়হীন শান্তি, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, অর্থনৈতিক সমর বর্জন — সে প্রসঙ্গে —

'নিজেদের যারা বিপ্লবী গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেন জার্মান সাফল্য হল ঠিক তাদের সাফল্যের সমানুপাতে। বলছি না 'বিপ্লবের সাফল্যের' সমানুপাতে কেননা আমি মনে করি যে বিপ্লবী গণতন্ত্রের পরাজয়ই হল বিপ্লবের বিজয়...

'বিদেশে সোভিয়েত নেতাদের প্রভাব গুরুত্বহীন নয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তৃতা শুনলেই আর সন্দেহ থাকে না যে, এই সভাকক্ষে পররাষ্ট্র নীতির ওপর বিপ্লবী গণতন্ত্রের প্রভাব এতই বেশি যে রাশিয়ার সম্মান ও মর্যাদার কথা এখানে মুখামুখি বলার সাহস নেই মন্ত্রীর'

'সোভিয়েত নাকাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টকহোম ঘোষণাপত্রের ভাবনা এখানে বিস্তারিত হয়েছে দুই দিক দিয়ে - ইউটোপীয়বাদের দিক থেকে এবং জার্মান স্বার্থের দিক থেকে '

বামপন্থীয়দের ক্রুদ্ধ চিৎকারে বাধা পেয়ে এবং সভাপতির কাছে তিরস্কৃত হয়ে মিলিউকভ জিদ করতে থাকেন যে কূটনীতিকদের বদলে লোকসভা কর্তৃক শান্তি নিষ্পত্তির প্রস্তাব এবং শত্রু রাজ্যগ্রাস করবে না ঘোষণামাত্র শান্তি আলাপ শুরু করলে জার্মানদেরই কাজ হাসিল হবে। কুলমান সম্প্রতি বলেছেন যে, ব্যক্তিগত কোনো বিবৃতিতে শুধু সেই ব্যক্তিই তার জন্য দায়ী হতে পারে . 'অন্তত শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের অনুকরণ করার বদলে বরং জার্মানদের আমরা অনুসরণ করব '

যে সব ধারায় লিথুয়ানিয়া ও লিভোনিয়ার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে তা হল রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লক্ষণ, যার পেছনে আছে, বললেন মিলিউকভ, জার্মান টাকার জোর... বামপন্থীয়দের দিক থেকে তুমুল কোলাহলের মধ্যে মিলিউকভ নাকাজের যে সব ধারায় আলসাস-লোরেন, রুমানিয়া ও সার্বিয়ার কথা আছে তার সঙ্গে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার জাতিসত্তাগুলি সম্পর্কিত ধারার তুলনা করেন। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে নাকাজ, বলেন মিলিউকভ।

তেরেশ্চেঙ্কোর বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ঘৃণাভরে অভিযোগ করেন যে তেরেশ্চেঙ্কো যা ভাবছেন তা প্রকাশ করতে ভীত এবং রাশিয়ার মহিমার

পরিপ্রেক্ষিতে কিছু চিন্তা করতেও সন্ত্রস্ত। দার্দানেলিস রাশিয়ার চাই-ই...

'কেবালি আপনারা বলছেন যে সৈন্যেরা কেন লড়ছে তা জানে না, সেটা জানলে তবে তারা লড়বে... এ কথা সত্যি যে কেন লড়ছে সেটা সৈন্যেরা জানে না, কিন্তু আপনারা এখন তো তাকে বলেই দিয়েছেন যে তার পক্ষে লড়বার কোনো কারণই নেই, কোনো জাতীয় স্বার্থ নেই আমাদের, লড়ছি আমরা পরের স্বার্থে...'

মিত্রশক্তিদের প্রশস্তি করেন তিনি; আমেরিকার সাহায্য নিয়ে তারাই 'মানবজাতির স্বার্থ রক্ষা করবেই,' এই ঘোষণা করে তিনি শেষ করেন:

'দীর্ঘজীবী হোক মানবতার আলোকরশ্মি — পশ্চিমের অগ্রণী গণতন্ত্রগুলি, বহুদিন থেকেই তারা সেই পথেই এগিয়েছে, যাতে আমরা এখন সবে প্রবেশ করতে শুরু করেছি অনিশ্চিত দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে! বীর্যবান মিত্রশক্তি জিন্দাবাদ!'

১৩

কেরেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎকার

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাংবাদিকটি একবার বাজিয়ে দেখলেন। 'মিঃ কেরেনস্কি', শুরু করলেন তিনি, 'ইংলন্ড ও ফ্রান্সে লোকে বিপ্লবের ভবিষ্যতে হতাশ হয়ে পড়েছে —'

'হ্যাঁ, আমি জানি,' ঠাট্টা করে বাধা দিলেন কেরেনস্কি, 'বিদেশে বিপ্লব আর ফ্যাশনসম্মত নয়!'

'রুশেরা যে লড়াই বন্ধ করেছে, আপনার মতে সেটার ব্যাখ্যা কী?'

'এটা একটা বোকার মতো প্রশ্ন!' বিরক্ত হলেন কেরেনস্কি। 'সমস্ত মিত্রশক্তিদের চেয়ে আগে লড়াইয়ে নামে রাশিয়া, তার গোটা বোঝাটাই সে বহন করেছে অনেক দিন। অন্য সমস্ত জাতির যা ক্ষতি হয়েছে সব একত্রে ধরলেও রাশিয়ার ক্ষতি তার চেয়ে বেশি। মিত্রশক্তি বেশি শক্তি নিয়োগ করুক এ দাবি করার অধিকার তার এখন আছে।' এক মুহূর্ত থেমে তাকিয়ে রইলেন প্রশ্নকর্তার দিকে। 'আপনি জিজ্ঞেস করছেন রুশেরা লড়াই থামাল কেন, আর রুশেরা জিজ্ঞেস করছে রিগা উপসাগরে যখন

জার্মান যুদ্ধজাহাজ তখন বৃটিশ নৌবহর কোথায়?' আবার থেমে গেলেন হঠাৎ এবং হঠাৎই বলে উঠলেন, 'রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হয় নি, বিপ্লবী ফৌজও ব্যর্থ হয় নি। সৈন্যবাহিনীর যে বিশৃংখলা সেটা বিপ্লবের সৃষ্টি নয়, সে বিশৃংখলা ঘটেছে বহু বছর আগে, সাবেকী আমলেই। কেন লড়ছে না রুশেরা? আপনাকে বলছি শুনুন। তার কারণ জনগণ অর্থনৈতিকভাবে অবসন্ন এবং মিত্রশক্তিদের সম্পর্কে তারা হতাশ হয়ে উঠেছে!'

যে সাক্ষাৎকারের এটা শুধু একটা অংশ, সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেব্‌ল ক'রে পাঠানো হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তা ফেরৎ পাঠিয়ে দাবি করে যে সাক্ষাৎকারটায় 'অদলবদল' করতে হবে। কেরেনস্কি অস্বীকৃত হন; কিন্তু সেটা করেন তাঁর সেক্রেটারি ডাঃ দাভিদ সস্কিস। মিত্রশক্তিদের প্রতি বিরূপ সমস্ত উল্লেখ থেকে পরিশুদ্ধ হবার পর সাক্ষাৎকারটি পেঁছিয় দুনিয়ার সংবাদপত্রে...

তৃতীয় পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

কারখানা কমিটির সিদ্ধান্ত

১। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী জার আমলের উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদনের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয় সাধনে চেষ্টিত। এ প্রয়াসের অভিব্যক্তি ঘটছে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের ধারণায়, যা শাসক শ্রেণীর অপরাধী নীতির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিশৃংখলা থেকে স্বভাবতই দেখা দিয়েছে।

২। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন পার্টি সংগঠন, চাকুরির ক্ষেত্রে যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, পরিভোগের ক্ষেত্রে সমবায় এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন ক্লাব, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও সেই একই সুস্থ ক্রিয়াকলাপের অভিব্যক্তি হল শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।

৩। পুঁজিপতি শ্রেণীর চেয়ে... কলকারখানার যথোপযুক্ত ও অব্যাহত সচলতায় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ আছে বেশি। এই দিক থেকে কেবলমাত্র বৈষয়িক লাভ বা রাজনৈতিক সুবিধার স্বার্থপর বাসনায় চালিত মালিকদের স্বৈরতান্ত্রিক খেয়ালের চেয়ে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণেই আধুনিক সমাজের, গোটা জাতির স্বার্থ সুরক্ষিত হয় ভালো। সেইজন্যই প্রলেতারিয়েত শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ দাবি করছে শুধু তার নিজ স্বার্থেই নয়, গোটা দেশের স্বার্থে এবং বিপ্লবী কৃষককুল ও বিপ্লবী ফৌজের পক্ষ থেকেও তা সমর্থন করা উচিত।

৪। বিপ্লবের প্রতি পুঁজিপতি শ্রেণীর অধিকাংশের শত্রুতার কথা মনে রাখলে অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে কাঁচা মাল ও জ্বালানির উপযুক্ত বণ্টন তথা কলকারখানার সুদক্ষ পরিচালনা শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ বিনা অসম্ভব।

৫। পুঁজিবাদী উদ্যোগের উপর কেবলমাত্র শ্রমিক নিয়ন্ত্রণই কাজের প্রতি শ্রমিকের সচেতন মনোভাবের সৃষ্টি করে ও তার সামাজিক তাৎপর্য সুস্পষ্ট করে এমন অবস্থা গড়ে তুলতে পারে যা শ্রমের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় আত্মশৃঙ্খলা ও সমস্ত শ্রমের সম্ভাব্য উৎপাদনশীলতা বিকাশের অনুকূল।

৬। সামরিক ভিত্তি থেকে শান্তির ভিত্তিতে শিল্পের আসন্ন উৎক্রমণ এবং সারা দেশে তথা বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমের পুনর্বণ্টন বৃহৎ বাধাবিঘ্ন ছাড়াই কার্যকরী করা যায় কেবল স্বয়ং শ্রমিকদেরই গণতান্ত্রিক আত্মশাসন মারফত... সেইজন্যই শিল্পের অসামরীকরণের অনিবার্য প্রাথমিক ব্যবস্থাই হল শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।

৭। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ঘোষিত ধ্বনি অনুসারে, শ্রমিক নিয়ন্ত্রণকে ফলপ্রসূ হতে হলে জাতীয় আয়তনে তাকে প্রসারিত করতে হবে সমস্ত পুঁজিবাদী উদ্যোগেই, এবং তার সংগঠন করতে হবে আপাতিকভাবে নয়, প্রণালীহীনভাবে নয়; তাকে হতে হবে সুপরিকল্পিত এবং সমগ্রভাবে দেশের শিল্পজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তা চলবে না।

৮। দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে — কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহনকে হতে হবে একটি একীভূত পরিকল্পনার অধীন, যা এমন ভাবে রচিত হবে যাতে ব্যাপক জনগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা মেটাতে পারে; তা অনুমোদিত হওয়া চাই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা

এবং কার্যকরী হবে এই সমস্ত প্রতিনিধিদের পরিচালনায় জাতীয় ও স্থানীয় সংগঠন মারফত।

৯। পরিকল্পনার যে অংশটা কৃষি শ্রম নিয়ে তা কার্যকরী হবে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনগুলির তত্ত্বাবধানে; যে অংশটা মজুরি শ্রমিক ভিত্তিক শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহন নিয়ে, তা কার্যকরী হবে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ মারফত; কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক সংস্থা হবে কারখানা বা অনুরূপ কমিটি; শ্রম বাজারে ট্রেড ইউনিয়ন।

১০। শ্রমের যে কোনো শাখায় অধিকাংশ শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন যে যৌথ মজুরি চুক্তি নিষ্পন্ন করবে তা নির্দিষ্ট এলাকাটিতে এই রূপে শ্রমনিয়োগকারী সমস্ত মালিকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে।

১১। নিয়োগ ব্যুরোগুলিকে তুলে দিতে হবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধীনে। তারা শ্রেণী সংগঠন হিসাবে কাজ চালাবে সমগ্র শিল্প পরিকল্পনার সীমার মধ্যে ও পরিকল্পনা অনুসারে।

১২। যে সব নিয়োগকর্তা শ্রম চুক্তি বা শ্রম আইন ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে নিজ উদ্যোগে তথা শিল্পের যে কোনো শাখায়, যে কোনো ব্যক্তিগত শ্রমিকের পক্ষে মামলা দায়েরের অধিকার থাকবে ট্রেড ইউনিয়নের।

১৩। উৎপাদন, বণ্টন ও নিয়োগের ওপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের সমস্ত প্রশ্নে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এক একটি কারখানায় কারখানা কমিটি মারফত সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করবে।

১৪। নিয়োগ ও বরখাস্ত, ছুটি, বেতন হার, কাজ না-মঞ্জুর, উৎপাদনশীলতা ও নৈপুণ্যের মাত্রা, চুক্তি নাকচের কারণ, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ এবং কারখানার আভ্যন্তরীণ জীবনের অনুরূপ সব প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে একান্ত রূপে কারখানা কমিটির রায় অনুসারে, কারখানা কর্তৃপক্ষের যে কোনো সদস্যকে আলোচনা থেকে বহিষ্কৃত করার অধিকার থাকবে তার।

১৫। কারখানায় কাঁচা মাল, জ্বালানি, বায়না, শ্রমবল ও টেকনিক্যাল স্টাফের (যন্ত্রসরঞ্জাম সমেত) ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সরবরাহ ও বন্দোবস্তের ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য তথা সাধারণ শিল্প পরিকল্পনার অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য কারখানা কমিটি একটি কমিশন গঠন করবে। শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ

সংস্থাকে সাহায্য করা ও ওয়াকিবহাল রাখার জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পেশ করতে, সে তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ দিতে এবং কারখানা কমিটি দাবি করলে কোম্পানির সমস্ত খাতাপত্র হাজির করতে কারখানা কর্তৃপক্ষ বাধ্য।

১৬। কারখানা কমিটির কাছে যদি কর্তৃপক্ষের কোনো বেআইনী কাজ ধরা পড়ে বা সন্দেহ হয়, যার তদন্ত বা প্রতিকার করা একলা শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে সেটা নির্দিষ্ট শ্রম শাখার ভারপ্রাপ্ত কারখানা কমিটির কেন্দ্রীয় জেলা সংগঠনে পাঠাতে হবে, কেন্দ্রীয় সংগঠন ব্যাপারটির আলোচনা করবে সাধারণ শিল্প পরিকল্পনা কার্যকরী করার ভারপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে এবং কারখানা বাজেয়াপ্ত করা পর্যন্ত যে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭। সমগ্র শিল্প শাখাটির উপর নিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য করার জন্য বিভিন্ন কারখানার কারখানা কমিটিগুলির ঐক্য সাধন করতে হবে আলাদা আলাদা বৃত্তি অনুসারে যাতে সাধারণ শিল্প পরিকল্পনা মেনে চলা যাবে; যাতে বিভিন্ন কারখানার মধ্যে বায়না, কাঁচামাল, জ্বালানি, যন্ত্র ও শ্রম শক্তির বণ্টনের একটা কার্যকরী পরিকল্পনা স্থির করা যাবে; এবং বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে গঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গেও সহযোগিতা সুসাধ্য হবে।

১৮। ট্রেড ইউনিয়ন ও কারখানা কমিটিগুলির কেন্দ্রীয় নগর পরিষদ হল সাধারণ শিল্প পরিকল্পনা সংরচন ও কার্যকরী করা এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে (শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে) অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংগঠিত করার জন্য সৃষ্ট সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক ও স্থানীয় সংস্থাটিতে প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি। এলাকায় শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কারখানা কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির পরিচালন ব্যাপারেও ঐ কেন্দ্রীয় পরিষদগুলিই সর্বোচ্চ সংস্থা; উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক বিধিনির্দেশও তারাই দেবে, যা অবশ্যই খোদ শ্রমিকদের ভোটেই অনুমোদিত হবে।*

---

* জন রীড ১১শ ধারাটি বাদ দিয়েছেন যথা: 'দেশব্যাপী আয়তনে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের দাবি করে সম্মেলন প্রতিটি নির্দিষ্ট স্থানের শক্তি বিন্যাস অনুসারে যতটা সম্ভব সেই পরিমাণে এখনই তা প্রবর্তনের জন্য কমরেডদের আহ্বান জানাচ্ছে ও ঘোষণা করছে যে একান্তই শ্রমিকদের নিজস্ব উপকারে লাগাবার উদ্দেশ্যে কারখানা দখল করলে সেটা শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে খাপ খাবে না।' — সম্পাঃ

২

বলশেভিক প্রসঙ্গে বুর্জোয়া সংবাদপত্র

'রুস্কায়া ভলিয়া', ২৮শে অক্টোবর -- 'চরম মুহূর্ত এগিয়ে আসছে... বলশেভিকদের পক্ষে তা নির্ধারক। হয় তারা দেবে... ১৬ই-১৮ই জুলাই ঘটনাবলীর এক দ্বিতীয় সংস্করণ নয় তাদের মানতে হবে যে তাদের পরিকল্পনা ও অভিসন্ধিতে, সচেতনভাবে যা জাতীয় এমন সবকিছু থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেবার উদ্ধত নীতিতে তারা সুনিশ্চিতরূপেই পরাস্ত হয়েছে...

'বলশেভিক সাফল্যের আশা কতটা?

'এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কেননা তাদের প্রধান ভরসা . জনগণের অজ্ঞতা। তার ওপরেই ভরসা করছে তারা, তাকেই উস্কিয়ে তুলছে এমন এক বাগাড়ম্বরে যা কিছুতেই থামার নয় ..

'এ ব্যাপারে যোগ্য ভূমিকা নিতে হবে সরকারকে। প্রজাতন্ত্র পরিষদের নৈতিক সমর্থনের জোরে বলশেভিকদের প্রতি একটি সুস্পষ্ট মনোভাব অবলম্বন করতে হবে সরকারকে.

'এবং বৈধ শক্তির বিরুদ্ধে যদি বলশেভিকরা একটি অভ্যুত্থান প্ররোচিত করে তোলে ও এইভাবে জার্মান আক্রমণ সহজ করে দেয়, তাহলে দাঙ্গাবাজ ও দেশদ্রোহী হিসাবে তাদের দেখতে হবে .'

'বির্জেভিয়ে ভেদোমস্তি', ২৮শে অক্টোবর · 'গণতন্ত্রের অন্য সবার কাছ থেকে যেহেতু বলশেভিকরা এখন নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তাই তাদের সঙ্গে সংগ্রাম এখন অনেক সহজ, এবং লড়াই করতে গিয়ে তাদের শোভাযাত্রা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নয়। সরকারের পক্ষে শোভাযাত্রা হতে দেওয়াই উচিত নয়..

'অভ্যুত্থান ও অরাজকতার জন্য বলশেভিকদের যে আবেদন তা ফৌজদারী আদালতে দণ্ডিত হবার মতো কাজ এবং মুক্ততম দেশগুলিতে তার উদ্যোক্তারা কঠোর দণ্ডই পেত। কেননা বলশেভিকরা যা চালাচ্ছে সেটা সরকারের বিরুদ্ধে, এমনকি ক্ষমতালাভের জন্যও কোনো রাজনৈতিক সংগ্রাম নয়; এটা হল অরাজকতা, হত্যাকাণ্ড ও গৃহযুদ্ধের প্রচার। এ প্রচারকে

সম্বন্ধে নিশ্চিহ্ন করা উচিত; দাঙ্গা প্রচারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সত্য সত্যই দাঙ্গা ঘটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা তাজ্জব ব্যাপার...'

'নভোয়ে ভ্রেমিয়া', ১লা নভেম্বর — '...১২ই সেপ্টেম্বর বা ৩রা অক্টোবর নিয়ে নয়, সরকার কেন কেবল ২রা নভেম্বর নিয়েই (সোভিয়েত কংগ্রেস আহ্বানের তারিখ) উত্তেজিত?

'রাশিয়া অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভেঙে পড়ছে, সাংঘাতিক সে দাবদাহের ধোঁয়ায় আমাদের মিত্রশক্তিদের চোখ জ্বালা করছে সে তো আর এই প্রথম নয়...

'ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকার কি অরাজকতা রোধের উদ্দেশ্যে একটা আদেশও জারি করেছে, রুশ অগ্নিকান্ড নেভাবার জন্য একটা চেষ্টাও কি হয়েছে?

'তার বদলে করা হয়েছে অন্য ব্যাপার...

'আরো জরুরী এক কর্তব্যে মন দেয় সরকার। এমন একটা বিদ্রোহ সে দমন করে (কর্নিলভ হাঙ্গামা) যা নিয়ে সবাই এখন জিজ্ঞাসা করছে, 'আদৌ তেমন একটা বিদ্রোহের অস্তিত্ব ছিল কি?''

৩

বলশেভিক প্রসঙ্গে নরমপন্থী সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র

'দেলো নারোদা', ২৮শে অক্টোবর (সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি) — 'বিপ্লবের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধ হল এই যে জনগণ যে সব বিপর্যয়ে এত সাংঘাতিক পীড়িত তার সমস্ত দায়িত্বই তারা চাপাচ্ছে বিপ্লবী সরকারের দুরভিসন্ধির ওপর, যেখানে আসলে এ সব বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে বাস্তব কারণহেতু।

'জনগণকে তারা সোনার পাহাড়ের আশ্বাস দিচ্ছে এই কথা জেনে রেখেই যে তার কোনোটাই তারা পূরণ করতে পারে না; জনগণকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক মিথ্যা রাস্তায়, ছলনা করছে তাদের দুঃখকষ্টের কারণ নিয়ে...

'বিপ্লবের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু হল বলশেভিকরা.'

'দিয়েন,' ৩০শে অক্টোবর (মেনশেভিক) -- 'এই কি 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা'? 'নভায়া রুস' ও 'রাবোচি পুত' প্রতিদিন খোলাখুলি অভ্যুত্থানের প্ররোচনা দিচ্ছে। কাগজ দুটি তাদের স্তম্ভে সত্যকার অপরাধ করছে প্রতিদিন। প্রতিদিন তারা দাঙ্গার উসকানি দিচ্ছে.. এই কি 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা'?..

'আত্মরক্ষা ও আমাদের রক্ষা করা উচিত সরকারের। নাগরিকদের জীবন যখন রক্তাক্ত দাঙ্গার হুমকিতে বিপন্ন তখন সরকারী যন্ত্র যাতে নিষ্ক্রিয় না থাকে এ দাবি করার অধিকার আছে আমাদের'

৪

'ইয়েদিনস্তভো'

বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের কয়েক সপ্তাহ পরে প্লেখানভের পত্রিকা 'ইয়েদিনস্তভো' উঠে যায়। অতি প্রচারিত গুজব হলেও সোভিয়েত সরকার এটিকে দমন করে নি। এ পত্রিকার শেষ সংখ্যায় এই মর্মে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয় যে অতি অল্প সংখ্যক গ্রাহক থাকায় পত্রিকাটি চালু থাকতে পারছে না

৫

বলশেভিকরা কি ষড়যন্ত্রী?

পেত্রগ্রাদের ফরাসী পত্রিকা *Entente* ১৫ই নভেম্বর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে যার একাংশ এই রকম.

'কেরেনস্কির সরকার আলোচনা করে ও দ্বিধা করে। লেনিন ও ট্রটস্কির সরকার আক্রমণ করে ও কাজ করে।

'শেষের এই সরকারকে বলা হয় ষড়যন্ত্রীদের সরকার, কিন্তু সেটা ভুল। জবরদখলীদের সরকার তা ঠিক, প্রতিপক্ষের ওপর বিজয়ী যে কোনো বিপ্লবী সরকারের মতোই। কিন্তু ষড়যন্ত্রী নয়!

'না, ষড়যন্ত্র করে নি তারা। বরং প্রকাশ্যেই, সদর্পেই, মোলায়েম না করে, অভিসন্ধি না লুকিয়ে তারা কলকারখানায়, ব্যারাকে, ফ্রণ্টে, গ্রামাঞ্চলে সর্বত্রই বাড়িয়ে তোলে আন্দোলন, বাড়িয়ে তোলে প্রচার, এমনকি আগে থেকেই ধার্য করে দেয় তাদের অস্ত্রধারণের তারিখ, ক্ষমতা দখলের তারিখ.

'তারা ষড়যন্ত্রী? কখনোই নয়...'

৬

অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে আবেদন

কেন্দ্রীয় ফৌজ কমিটি থেকে

'...সবার ওপরে আমরা জনগণের অধিকাংশের সংগঠিত অভিপ্রায়ের অটল পালন দাবি করি, যা অভিব্যক্ত হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের পরিষদ ও এসে-ই-কার সঙ্গে মতৈক্যে জনশক্তির সংস্থা হিসাবে সাময়িক সরকার মারফত...

'সরকারী সংকটে যখন অবার্থই ঘটবে বিশৃঙ্খলা, দেশের ধ্বংস ও গৃহযুদ্ধ তখন বলপ্রয়োগে এ ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করার জন্য যে কোনো শোভাযাত্রাকেই ফৌজ প্রতিবিপ্লবী কার্য বলে গণ্য করবে ও অস্ত্রবলে দমন করবে...

'বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর স্বার্থকে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনধারণ সামগ্রীর ন্যায্য বণ্টন এই একটিমাত্র স্বার্থের অধীন হতে হবে...

'যারা অন্তর্ঘাত, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ঘটাতে পারে এমন সমস্ত লোককে, সমস্ত সৈন্যদলত্যাগী, আলসে ও লুঠেরাদের সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে গতর খাটা কাজে বাধ্য করতে হবে...

'সাময়িক সরকারকে আমরা আহ্বান করছি জনাভিপ্রায়ের এই লক্ষকর্দের নিয়ে, বিপ্লবের এই শত্রুদের নিয়ে শ্রমবাহিনী গঠন করা হোক, যারা কাজ করবে পশ্চাদ্ভাগে, ফ্রন্টে, শত্রুর অগ্নিবর্ষণের সামনে ট্রেঞ্চে '

৭

৬ই নভেম্বর রাতের ঘটনাবলী

সন্ধ্যার দিকে লালরক্ষী বাহিনীরা বুর্জোয়া সংবাদপত্রের ছাপাখানা দখল করতে শুরু করে এবং সেখান থেকে 'রাবোচি পুৎ', 'সলদাৎ' ও ঘোষণাপত্র ছাপা হতে থাকে লাখ লাখ সংখ্যায়। এ জায়গাগুলো অধিকার করার জন্য নগর মিলিশিয়াকে নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু তারা এসে দেখে অফিসগুলি ব্যারিকেড করা সশস্ত্র লোকে তা রক্ষা করছে। ছাপাখানা আক্রমণের জন্য সৈনাদের আদেশ দেওয়া হলে তারা তা অগ্রাহ্য করে।

'রাবোচি পুৎ'এর সম্পাদককে গ্রেপ্তারের ওয়ারেন্ট নিয়ে রাত বারোটা নাগাদ একদল য়ুঙ্কার সহ 'মুক্ত মানস' ক্লাবে এসে হানা দেয় একজন কর্নেল। সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের রাস্তায় এক বিপুল জনতা জমা হয়ে য়ুঙ্কারদের খুন করার হুমকি দেয়। কর্নেল তখন মিনতি করেন যে তাঁকে এবং য়ুঙ্কারদের গ্রেপ্তার করে পিটার-পল দুর্গে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রাণ বাঁচান হোক। অনুরোধ মেনে নেওয়া হয়।

রাত ১টায় স্মোলনি থেকে প্রেরিত সৈন্য ও নাবিকদের একটি ডিটাচমেন্ট টেলিগ্রাফ এজেন্সি দখল করে*। পোস্ট অফিস দখল হয় ১.৩৫ মিনিটে। সকাল নাগাদ অধিকৃত হয় সামরিক হোটেল এবং ভোর পাঁচটায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ**। ভোরে ঘেরাও করা হয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং সকাল দশটায় শীত প্রাসাদের কাছে সারি দেয় সৈন্যেরা।

---

* টেলিগ্রাফ অধিকৃত হয় রাত ২টায়। — সম্পাঃ

** টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অধিকৃত হয় ভোর ৭টায়। — সম্পাঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

৭ই নভেম্বরের ঘটনাবলী

রাত ৪টে থেকে ভোর পর্যন্ত কেরেনস্কি থাকেন পেত্রগ্রাদ স্টাফ হেডকোয়ার্টার্সে, সেখান থেকে কসাকদের এবং পেত্রগ্রাদের ও চারিপাশের অফিসার স্কুলের যুঙ্কারদের কাছে হুকুম পাঠান। সবাই তারা জবাব দেয় যে নড়া অসম্ভব।

নগরের কম্যাণ্ডাণ্ট কর্নেল পলকোভনিকভ শীত প্রাসাদ ও স্টাফ হেডকোয়ার্টার্সের মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়ান, স্পষ্টতই কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। সেতুগুলো খুলে ফেলার আদেশ দেন কেরেনস্কি; তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও সে অনুসারে কোনো কাজ হয় না, তখন একজন অফিসার পাঁচ জন সৈন্য নিয়ে নিজেদের উদ্যোগেই একদল লালরক্ষীকে বিতাড়িত করে নিকোলাই ব্রিজ খুলে ফেলে। কিন্তু তারা চলে যাওয়া মাত্র কিছু নাবিক এসে তা ফের জুড়ে দেয়।

'রাবোচি পুত'এর ছাপাখানা দখলের হুকুম দেন কেরেনস্কি। তার জন্য বরাদ্দ অফিসারটিকে আশা দেওয়া হয় এক স্কোয়াড সৈন্য আসবে; দু ঘণ্টা বাদে বলা হয় কিছু যুঙ্কার সে পাবে; তারপর আদেশটাই চাপা পড়ে বিস্মৃতির তলে।

পোস্ট অফিস ও টেলিগ্রাফ এজেন্সি পুনরধিকারের একটা চেষ্টা হয়; কিছু গুলি চলে, তারপর সরকারী সৈন্যেরা ঘোষণা করে যে তারা আর সোভিয়েতের বিরোধিতা করবে না।

যুঙ্কারদের এক প্রতিনিধিদলের কাছে কেরেনস্কি বলেন, 'সাময়িক সরকারের কর্তা হিসাবে এবং সর্বাধিনায়ক হিসাবে যদি জিজ্ঞেস করো তো আমি কিছুই জানি না, কোনো উপদেশই দিতে পারি না। কিন্তু প্রবীণ বিপ্লবী হিসাবে তরুণ বিপ্লবী তোমাদের কাছে আবেদন করছি নিজের নিজের জায়গায় থেকে বিপ্লবের বিজয় রক্ষা করো।'

কিশকিনের আদেশ, ৭ই নভেম্বর:

'সামরিক সরকারের ডিক্রি অনুযায়ী... পেত্রগ্রাদে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর পরিপূর্ণ নেতৃত্ব সহ জরুরী ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে আমার ওপর .'

* * *

'সামরিক সরকার কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা বলে আমি পেত্রগ্রাদ সামরিক এলাকার কম্যাণ্ডান্ট কর্নেল গেওর্গি পলকোভনিকভকে পদ থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি ..'

* * *

সাময়িক সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী কনোভালভের **জনগণের নিকট আবেদন**, ৭ই নভেম্বর ·

'নাগরিকগণ, পিতৃভূমিকে, প্রজাতন্ত্রকে, আপনাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করুন। জনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একমাত্র রাষ্ট্র শক্তি সাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে উন্মত্তেরা।

'সাময়িক সরকারের সদস্যরা তাদের কর্তব্য পালন করছে, স্বপদে বহাল আছে এবং পিতৃভূমির কল্যাণের জন্য, শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তথা রাশিয়া ও সমস্ত রুশ জনগণের ভবিষ্যৎ সার্বভৌম সংবিধান সভা আহ্বানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে...

'নাগরিকগণ, সাময়িক সরকারকে সমর্থন করতে হবে আপনাদের। তার কর্তৃত্ব জোরদার করতে হবে। সংবিধান সভা ধ্বংসের জন্য, বিপ্লবের বিজয় ও আদরের পিতৃভূমির ভবিষ্যৎ চূর্ণের জন্য এই যে সব উন্মত্তদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মুক্তি ও শৃঙ্খলার সমস্ত শত্রুরা এবং জার আমলের অনুগামীরা, তাদের বিরোধিতা করতে হবে আপনাদের ..

'নাগরিকগণ, শৃঙ্খলা ও সমস্ত জনগণের সুখের স্বার্থে সাময়িক সরকারের চারিপাশে সংগঠিত হোন তার সাময়িক কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য...'

* * *

সামরিক সরকারের ঘোষণা

'পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত... সামরিক সরকারকে পদচ্যুত ঘোষণা করেছে এবং পিটার-পল দুর্গ ও নেভায় নোঙর ফেলা যুদ্ধজাহাজ আভরোরা কামান

থেকে শীত প্রাসাদে গোলা দাগার হুমকি দিয়ে দাবি করেছে সরকারী ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

'সরকার তার ক্ষমতা সমর্পণ করতে পারে কেবল সংবিধান সভার কাছে. সেইজন্য সরকার স্থির করেছে সে আত্মসমর্পণ করবে না এবং সমস্ত জনসাধারণ ও ফৌজের কাছ থেকে সাহায্য দাবি করবে। ফৌজ হেডকোয়ার্টার্সে একটি তারবার্তা পাঠানো হয়েছে; প্রাপ্ত একটি জবাবে বলা হয়েছে যে প্রবল একটি বাহিনী পাঠানো হচ্ছে .

'পশ্চাদ্ভাগে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য বলশেভিকদের দায়িত্বহীন অপচেষ্টার জবাব দিক ফৌজ ও জনগণ .'

সকাল প্রায় ৯টার সময় কেরেনস্কি ফ্রন্টের দিকে যাত্রা করেন ..*

সন্ধ্যার দিকে সাইকেল-আরোহী দুজন সৈন্য স্টাফ হেডকোয়ার্টার্সে হাজির হয় পিটার-পল দুর্গ সৈন্যের প্রতিনিধি হিসাবে। স্টাফের যে অধিবেশন কক্ষে তখন উপস্থিত ছিলেন কিশকিন, রুতেনবের্গ, পালচিনস্কি, জেনারেল বাগ্রাতুনি, কর্নেল পারাদেলভ এবং কাউণ্ট তলস্তয়, সেখানে ঢুকে তারা স্টাফকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে বলে এবং অস্বীকারের ক্ষেত্রে হেডকোয়ার্টার্সে গোলা দাগার হুমকি দেয় . আতঙ্কিত দুটি অধিবেশনের পর স্টাফ শীত প্রাসাদে পশ্চাদপসরণ করে এবং হেডকোয়ার্টার্স দখল করে লালরক্ষীরা .

বিকেলের দিকে কিছু বলশেভিক আর্মর্ড কার প্রাসাদ স্কোয়ারে টহল দিতে থাকে এবং সোভিয়েত সৈন্যেরা যুঙ্কারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়..

প্রাসাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু হয় সন্ধ্যা প্রায় ৭টায়।

রাত দশটায় তিন দিক থেকে কামান দাগা হয়, অধিকাংশই ছিল ফাঁপা তোপ, শুধু তিনটে ছোটো গোলার টুকরো লাগে প্রাসাদের সম্মুখভাগে...

---

* আহুত সৈন্যদের সঙ্গে 'সাক্ষাৎ' করার জন্য কেরেনস্কি পেত্রগ্রাদ থেকে ফ্রন্টে যাত্রা করেন সকাল সাড়ে এগারোটায়। — সম্পাঃ

২

কেরেনস্কির পলায়ন

৭ই নভেম্বর সকালে পেত্রগ্রাদ ত্যাগ করে কেরেনস্কি মোটর গাড়ি করে গাৎচিনায় আসেন ও একটি বিশেষ রেলগাড়ির দাবি করেন। সন্ধ্যা নাগাদ তিনি পৌঁছন পস্কভ প্রদেশের ওস্ত্রভে। পরদিন সকালে স্থানীয় শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের জরুরী অধিবেশন বসে যাতে কসাক প্রতিনিধিরাও অংশ নেয়। ওস্ত্রভে তখন ছিল ৬,০০০ কসাক।

সভায় বক্তৃতা দেন কেরেনস্কি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান প্রায় কেবল কসাকদের কাছে। সৈনিক প্রতিনিধিরা তার প্রতিবাদ করে।

হাঁক শোনা যায়, 'এখানে এসেছেন কেন?' কেরেনস্কি জবাব দেন, 'বলশেভিক অভ্যুত্থান দমনের জন্যে কসাকদের সাহায্য চাইতে।' তাতে প্রবল প্রতিবাদ জাগে ও সেটা বাড়তে থাকে যখন কেরেনস্কি বলতে থাকেন, 'কর্নিলভ হাঙ্গামা আমি চূর্ণ করেছি, বলশেভিকদেরও চূর্ণ করব।' হাল্লা এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে তাঁকে মঞ্চ ত্যাগ করতে হয়।

সৈনিক প্রতিনিধি ও উসুরি কসাকরা ঠিক করে কেরেনস্কিকে গ্রেপ্তার করবে, কিন্তু দন কসাকরা বাধা দেয় এবং ট্রেনে করে তাকে পাচার করে... দিনের বেলাতেই গঠিত একটি সামরিক বিপ্লবী কমিটি পস্কভ গ্যারিসনে খবর দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন আগেই কেটে রাখা হয়।

কেরেনস্কি পস্কভে আসেন না। রাজধানীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে বাধা দেবার জন্য বিপ্লবী সৈনিকেরা রেল লাইন ছিন্ন করে ফেলেছিল। ৮ই নভেম্বর রাতে কেরেনস্কি মোটরে করে এসে পৌঁছন লুগায়, সেখানকার মৃত্যু ব্যাটালিয়নরা তাকে ভালোই অভ্যর্থনা জানায়।

পরের দিন তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের ট্রেন ধরেন ও হেডকোয়ার্টার্সে ফৌজ কমিটিতে আসেন। কিন্তু বলশেভিক সাফল্যের সংবাদে পঞ্চম ফৌজে

প্রচণ্ড উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং ফৌজ কমিটি কেরেনস্কিকে কোনো সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।

এখান থেকে তিনি যান মগিলিওভের হেডকোয়ার্টার্সে, সেখানে ফ্রন্টের বিভিন্ন এলাকা থেকে পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে দশ রেজিমেণ্ট সৈন্য পাঠাবার হুকুম দেন। প্রায় একবাক্যেই আপত্তি করে সৈন্যরা; যে সব রেজিমেণ্ট রওনা দিয়েছিল তারাও পথের মধ্যে থেমে যায়। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করে প্রায় ৫,০০০ কসাক ..

৩

শীত প্রাসাদে লুটপাট

শীত প্রাসাদে কোনোই লুট হয় নি এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। শীত প্রাসাদ পতনের পরে এবং আগেও সেখানে যথেষ্ট লুঠতরাজ হয়। কিন্তু ৫০ কোটি রুবল পরিমাণ জিনিসপত্র চুরি হয়েছে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পত্রিকা 'নারোদ' এবং পৌরসভা সদস্যদের এই উক্তি একান্তই অতিরঞ্জন।

সেপ্টেম্বর মাসেই প্রাসাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সম্পদ — চিত্র, মূর্তি, সূচিকর্ম, দুর্লভ চীনা মাটির বাসন ও প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র মস্কোয় স্থানান্তরিত হয়। বলশেভিক সৈন্যদল কর্তৃক ক্রেমলিন দখলের দশ দিন পরেও সম্রাট ভবনের তলকুঠরিতে তা বেশ অক্ষতই ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি তার সাক্ষ্য দিতে পারি ...

তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ, বিশেষ করে শীত প্রাসাদ দখলের পর কয়েকদিন ধরে শীত প্রাসাদে যে সাধারণ লোকেদের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় তারা রুপোর ছুরি কাঁটা, ঘড়ি, বিছানা ঢাকা, আয়না এবং দামী চীনা মাটির ফুলদানি ও কিছু রত্নপ্রস্তর মেরে দেয়, যার মোট পরিমাণ প্রায় ৫০,০০০ ডলার।

সোভিয়েত সরকার সঙ্গে সঙ্গেই অপহৃত সামগ্রী পুনরুদ্ধারের জন্য শিল্পী ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে। ১৪ই নভেম্বর দুটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়:

'পেত্রগ্রাদবাসীগণ!

'৭ই-৮ই নভেম্বর রাত্রে শীত প্রাসাদ থেকে যে সব জিনিস চুরি যায় তা যেখানেই পাওয়া যাবে আবিষ্কার করে শীত প্রাসাদের কমান্ডান্টের কাছে জমা দেবার জন্য আমরা সমস্ত নাগরিকের কাছে জরুরী আবেদন জানাচ্ছি।

'চোরাই মালের জিম্মাদার ও যে সব পুরাদ্রব্যদোকানীর কাছে এ সব জিনিস পাওয়া যাবে তাদের আইনত দায়ী ও কঠোরভাবে দণ্ডিত করা হবে।

'মিউজিয়াম ও শিল্প ভাণ্ডার রক্ষার কমিশার

'গ. ইয়াৎমানভ, ব. মান্দেলবাউম।'

. . .

'রেজিমেণ্ট ও নৌবহর কমিটিদের কাছে

'রুশ জনগণের অলঙ্ঘনীয় সম্পত্তি শীত প্রাসাদে ৭ই-৮ই নভেম্বরের রাত্রে মূল্যবান সব শিল্প সামগ্রী চুরি গেছে।

'অপহৃত বস্তু যাতে শীত প্রাসাদে ফেরত যায় তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য সকলের কাছে জরুরী আবেদন জানাচ্ছি আমরা।

'কমিশার

'গ. ইয়াৎমানভ, ব. মান্দেলবাউম।'

প্রায় অর্ধেক লুটই উদ্ধার করা হয়, তার কিছু কিছু পাওয়া যায় রাশিয়া-ত্যাগী বিদেশীদের মালপত্রের মধ্যে।

স্মোলনির প্রস্তাবক্রমে শিল্পী ও পুরাতাত্ত্বিকদের এক সম্মেলন থেকে একটি কমিশন গঠিত হয় শীত প্রাসাদের সম্পদের একটি তালিকা প্রণয়নের জন্য, প্রাসাদের এবং পেত্রগ্রাদের সমস্ত শিল্পসংগ্রহ ও রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ামের

পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয় তার ওপর। ১৬ই নভেম্বর শীত প্রাসাদ জনগণের জন্য বন্ধ করে দিয়ে তালিকা করা হতে থাকে...

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে জনকমিশার পরিষদ একটি ডিক্রি জারী করে শীত প্রাসাদের নাম বদলে করে 'জনগণের মিউজিয়ম', তার পুরো ভার ছেড়ে দেয় শিল্প-পুরাতাত্ত্বিক কমিশনের হাতে এবং ঘোষণা করে যে এ ভবনের অভ্যন্তরে কোনো রকম সরকারী কাজ আর চলবে না ..

৪

নারী ব্যাটালিয়নের উপর বলাৎকার

শীত প্রাসাদ দখলের পরই বলশেভিক-বিরোধী সংবাদপত্রে ও পৌরসভার অধিবেশনে প্রাসাদরক্ষী নারী ব্যাটালিয়নের দুর্ভাগ্য নিয়ে নানা রকম চাঞ্চল্যকর কাহিনী রটতে থাকে। বলা হয়, কিছু কিছু নারী সৈনাকে নাকি জানলা দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা হয়, বাকিদের অধিকাংশের ওপরেই ধর্ষণ চলে, লাঞ্ছনা সইতে না পেরে অনেকেই নাকি আত্মহত্যা করে।

ব্যাপার তদন্তের জন্য পৌরসভা একটি কমিশন নিয়োগ করে। নারী ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার্স লেভাশভো থেকে কমিশন ফেরে ১৬ই নভেম্বর। মাদাম তির্কোভা রিপোর্ট দেন যে মেয়েদের প্রথমে পাভলভস্ক রেজিমেণ্টের ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে খারাপ ব্যবহার করা হয় কিছু মেয়ের সঙ্গে, কিন্তু বর্তমানে এদের অধিকাংশই আছে লেভাশভোতে, বাকিরা ছড়িয়ে আছে শহরের নানা ব্যক্তিগত গৃহে। কমিশনের আরেকজন সদস্য ডাঃ মান্দেলবাউম শুকনো মুখে সাক্ষ্য দেন যে শীত প্রাসাদের জানলা দিয়ে কোনো মেয়েকেই ছুঁড়ে ফেলা হয় নি, কেউ জখম হয় নি, তিন জন মেয়ে ধর্ষিত হয় এবং একজন আত্মহত্যা করে এই চিঠি লিখে যে 'আদর্শে মোহভঙ্গ ঘটেছে তার'।

২১শে নভেম্বর সামরিক বিপ্লবী কমিটি সরকারীভাবে নারী ব্যাটালিয়ন ভেঙে দেয় নারী সৈনাদেরই অনুরোধক্রমে -- বেসামরিক পোষাকে ফিরে আসে তারা।

লুইস ব্রায়াণ্টের 'রাশিয়ায় ছয়টি লাল মাস' বইয়ে এই সময়কার নারী সৈনাদের একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

আবেদন ও ঘোষণা

সামরিক বিপ্লবী কমিটির পক্ষ থেকে

৮ই নভেম্বর

'সমস্ত ফৌজ কমিটি এবং সৈনিক প্রতিনিধিদের সমস্ত সোভিয়েতের নিকট।

'বিপ্লব ও জনগণের বিরুদ্ধে উত্থিত কেরেনস্কি সরকারকে পেত্রগ্রাদ গ্যারিসন উৎখাত করেছে. ফ্রন্ট ও দেশের নিকট এই সংবাদ পাঠিয়ে সামরিক বিপ্লবী কমিটি অনুরোধ করছে যেন সমস্ত সৈন্য অফিসারদের আচরণের ওপর সতর্ক নজর রাখে। যে সব অফিসার অকপটে ও খোলাখুলি বিপ্লবের পক্ষ নেবে না, শত্রু হিসাবে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

'পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের মতে নতুন সরকারের কর্মসূচি হবে. অবিলম্বে গণতান্ত্রিক সার্বিক শান্তির প্রস্তাব, অবিলম্বে কৃষকদের কাছে বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তির হস্তান্তর, সোভিয়েতগুলির নিকট সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ, এবং সততা সহকারে সংবিধান সভা আহ্বান। জনগণের বিপ্লবী ফৌজ যেন সন্দেহজনক মনোবৃত্তির সৈন্যদের কিছুতেই পেত্রগ্রাদে পাঠাতে না দেয়। যুক্তি দিয়ে বোঝান, নৈতিক চাপ দিয়ে চেষ্টা করুন, কিন্তু তা ব্যর্থ হলে নির্মম শক্তিপ্রয়োগ করেই সৈন্য প্রেরণ বন্ধ করুন।

'ফৌজের প্রতিটি শাখার সমস্ত সামরিক ইউনিটের কাছে বর্তমান আদেশ পড়ে শোনাতে হবে। সৈনিক জনগণের কাছ থেকে এই আদেশের

খবর যে চেপে রাখবে সে... বিপ্লবের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধী, বিপ্লবী আইনের সমস্ত কঠোরতায় শাস্তি পাবে সে।

'সৈনিকগন! চাই শান্তি, রুটি, জমি ও জনগণের সরকার!'

• • •

'ফ্রন্ট ও পশ্চাদ্ভাগের সমস্ত ফৌজ, কোর, ডিবিসন, রেজিমেন্ট ও কম্পানি কমিটি এবং শ্রমিক সৈনিক কৃষক প্রতিনিধিদের সমস্ত সোভিয়েতের নিকট।

'সৈনিক ও বিপ্লবী অফিসারগণ'

'অধিকাংশ শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের সঙ্গে একমত হয়ে সামরিক বিপ্লবী কমিটি আদেশ দিয়েছে যে, জেনারেল কর্নিলভ ও তার সহচক্রীদের অবিলম্বে পেত্রগ্রাদে আনতে হবে পিটার-পল দুর্গে কারারুদ্ধ ও সামরিক বিপ্লবী কোর্ট মার্শালের কাছে সোপর্দ করার জন্য .

'এ আদেশ পালনে যারা বাধা দেবে কমিটি তাদের বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করছে এবং তাদের আদেশ অবৈধ গণ্য হবে।'

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের
সামরিক বিপ্লবী কমিটি

• • •

'শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সমস্ত প্রাদেশিক ও জেলা সোভিয়েতের নিকট।

'সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তক্রমে ভূমি কমিটিগুলির সমস্ত ধৃত সদস্যদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। যে কমিশাররা তাদের গ্রেপ্তার করেছিল, তাদেরই গ্রেপ্তার করতে হবে।

'এই মুহূর্ত থেকে সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে। সামরিক সরকারের কমিশাররা পদচ্যুত হল। বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় সোভিয়েতের সভাপতিদের আহ্বান করা হচ্ছে।'

সামরিক বিপ্লবী কমিটি

পৌরসভার প্রতিবাদ

'অতি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় পৌরসভা সর্বাধিক বিশৃঙ্খলার সময় মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা ও খাদ্য সরবরাহের ভার নিয়েছে। সংবিধান সভার নির্বাচনের মাত্র তিন সপ্তাহ আগে এবং বহিঃশত্রুর বিপদ সত্ত্বেও বলশেভিকরা অস্ত্রবলে একমাত্র বৈধ বিপ্লবী কর্তৃপক্ষকে অপসারিত করে মিউনিসিপ্যাল স্বশাসনের অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে চাইছে, তাদের কমিশার ও অবৈধ কর্তৃত্বের নিকট পৌরসভার আত্মসমর্পণ দাবি করছে।

'এই ভয়ঙ্কর ও বিয়োগাত্মক মুহূর্তে পেত্রগ্রাদ পৌরসভা তার নির্বাচকমণ্ডলী ও সমগ্র রাশিয়ার সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে যে, পৌরসভা তার অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর কোনো হস্তক্ষেপ মেনে নেবে না এবং রাজধানীর জনসাধারণের অভিপ্রায়ক্রমে যে দায়িত্বের পদে তা আহূত হয়েছে সেখানেই থাকবে।

'পেত্রগ্রাদের কেন্দ্রীয় পৌরসভা রুশ প্রজাতন্ত্রের সমস্ত পৌরসভা ও জেমস্তভোর নিকট আবেদন জানাচ্ছে, রুশ বিপ্লবের অন্যতম বৃহৎ যে বিজয়, জন স্বশাসনের সেই স্বাধীনতা ও অলঙ্ঘনীয়তা রক্ষার জন্য সমবেত হোন।'

৩

ভূমির ডিক্রি — কৃষক 'নাকাজ'

পরিপূর্ণ আকারে ভূমি সমস্যার সমাধান করতে পারে কেবল সংবিধান সভা।

ভূমি সমস্যার সর্বাধিক ন্যায্য সমাধান হওয়া চাই নিম্ন রূপ:

১। **ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা চিরকালের জন্য উচ্ছেদ হল।** বিক্রয়-ক্রয়, ইজারা, বন্ধক বা অন্যভাবে জমির হস্তান্তর চলবে না। **খোদকস্ত রাষ্ট্রীয়, রাজ পরিবারভুক্ত, সরকারী, মঠ, গির্জা, কলকারখানা, জোতাধিকারভুক্ত, ব্যক্তিগত**

মহাল, গোষ্ঠীগত, কৃষক ইত্যাদি সর্বপ্রকার জমি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত হয়ে জাতীয় সম্পত্তি হবে এবং এ সব জমিতে মেহনতকারী সকলের ব্যবহারের জন্য তা তুলে দেওয়া হবে।

সম্পত্তির এই বিপ্লবে যাদের ক্ষতি হবে তারা জীবনের নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার সময়টুকুর জন্য সামাজিক সাহায্য পাবার অধিকারী হবে।

২। সমস্ত ভূমিগর্ভ যথা আকরিক, তেল, কয়লা, লবণ ইত্যাদি, তথা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন সমস্ত বন ও জল সম্পদ চলে যাবে একমাত্র রাষ্ট্রের ব্যবহারে। ছোটোখাটো সমস্ত নদী, জলাশয়, জঙ্গল ইত্যাদির ব্যবহার স্বত্ব যাবে গোষ্ঠীর হাতে এই সর্তে যে স্থানীয় স্বশাসন সংস্থারা তার পরিচালনা করবে।

৩। যে সব জমির ওপর উচ্চ পদ্ধতির চাষ চালু আছে যথা ফলের বাগান, চা প্রভৃতি আবাদ, নার্সারি, হট হাউস ইত্যাদি, সেগুলিকে ভাগাভাগি না করে আদর্শ খামারে পরিণত করা হবে এবং আয়তন ও গুরুত্ব অনুসারে তা যাবে রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর অধিকারে।

ঘরোয়া বাগান ও শব্জী ভুঁই সমেত গ্রাম ও শহরের বাস্তু জমি থাকবে তাদের বর্তমান মালিকদের ভোগে। সে জমির আয়তন ও তা ভোগের ট্যাক্স নির্ধারিত হবে আইন দ্বারা।

৪। সমস্ত ঘোড়াশাল এবং গবাদি পশুপাখি প্রজননের সরকারী বা ব্যক্তিগত খামার ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত ও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে এবং তাদের আয়তন ও গুরুত্ব অনুসারে প্রদত্ত হবে রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর ব্যবহারে।

এর ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন সংবিধান সভার বিচার্য।

৫। বাজেয়াপ্ত জমির যাবতীয় পশুপাল ও চাষের যন্ত্রপাতি বিনা ক্ষতিপূরণে তাদের পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুসারে প্রদত্ত হবে কেবল রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর ব্যবহারে।

অল্প জমিওয়ালা কৃষকদের ক্ষেত্রে কৃষিপশু বা যন্ত্রের বাজেয়াপ্তি প্রযোজ্য নয়।

৬। নিজেদের পরিবারবর্গের সাহায্যে অথবা গাদায় খেটে নিজেরা জমি চাষে ইচ্ছুক, রুশ রাষ্ট্রের এমন সমস্ত নাগরিক নরনারী নির্বিশেষে ভূমি ভোগের অধিকার পাবে শুধু ততদিন পর্যন্ত যতদিন সে কাজ করতে সক্ষম। ক্ষেতমজুর নিয়োগ নিষিদ্ধ হল।

গ্রাম্য গোষ্ঠীর কোনো সভ্য দুই বৎসর অবধি অক্ষম থাকলে এই মেয়াদ পর্যন্ত সে পুনরায় কার্যক্ষম হয়ে না ওঠা পর্যন্ত যৌথভাবে তার জমি চাষ করে সাহায্য করার জন্য গ্রাম গোষ্ঠী বাধ্য থাকবে।

যে সব চাষী বার্ধক্য বা পঙ্গুতার জন্য নিজে জমি চাষ করার ক্ষমতা চিরকালের মতো হারিয়েছে তাদের জমি ছেড়ে দিতে হবে, তবে তার বদলে তারা রাষ্ট্র থেকে পেনসন পাবে।

৭। জমির ভোগস্বত্ব হওয়া চাই সমমাত্রিক অর্থাৎ স্থানীয় পরিস্থিতিতে মেহনত বা পরিভোগের নর্ম অনুসারে জমি বিলি করা হবে।

ভূমি ভোগের ধরন হবে একেবারেই স্বাধীন — গেরস্থালী চাষ, খামারী চাষ, গোষ্ঠীগত, আর্তেল ধরনে চাষ, বিভিন্ন গ্রাম ও বসতিতে যা স্থির হবে।

৮। বাজেয়াপ্ত সমস্ত জমি সর্বজাতীয় ভূমি ভাণ্ডারে জমা পড়বে। মেহনতীদের মধ্যে সে জমি বিলির কাজ চালাবে গণতান্ত্রিক ভাবে সংগঠিত গ্রাম গোষ্ঠী থেকে শুরু করে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সংস্থা পর্যন্ত প্রশাসনের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সংগঠন।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং উৎপাদিকা শক্তি ও কৃষি পদ্ধতির উন্নতি অনুযায়ী পর্যায়ে পর্যায়ে ভূমি ভাণ্ডার পুনর্বণ্টিত হবে।

জোতের চৌহদ্দি বদলাবার সময় তার মূল কেন্দ্রটা অক্ষুন্ন থাকবে।

গোষ্ঠী পরিত্যাগী ব্যক্তির জমি জমা পড়বে ভূমি ভাণ্ডারে। সে জমি পাবার অগ্রাধিকার থাকবে সে ব্যক্তির নিকট আত্মীয় অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত লোকের।

জোত ভূমি ভাণ্ডারে জমা পড়ার সময় সে জমিতে সার দেওয়া ও উন্নয়ন বাবদ যে টাকা তখনো পর্যন্ত উশুল হয় নি তার ক্ষতিপূরণ করা হবে।

কোনো এলাকায় ভূমি ভাণ্ডার যদি স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল হয়, তাহলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসন করাতে হবে অন্যত্র।

পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং তজ্জনিত খরচা এবং যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় পশুপাল সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রকে।

পুনর্বাসন হবে নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমে, প্রথমে পুনর্বাসনেচ্ছু ভূমিহীন চাষী, তার পরে সমাজের দুষ্ট সভ্য, সৈন্যদলত্যাগী ইত্যাদি এবং শেষত, লটারি করে বা আপোসে।

সারা রাশিয়ার সচেতন চাষীদের বিপুল অধিকাংশের তর্কাতীত

অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসাবে এ নাকাজের সবকিছুই সাময়িক আইন হিসাবে ঘোষিত হল এবং সংবিধান সভা না বসা পর্যন্ত তা কার্যকরী হবে যথাসম্ভব অবিলম্বেই এবং কোনো কোনো অংশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ধীরতার সঙ্গে, যা স্থির করবে কৃষক প্রতিনিধিদের উয়েজদ সোভিয়েত।

৪

জমি ও সৈন্যদলত্যাগী

জমিতে সৈন্যদলত্যাগীদের অধিকার নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজন হয় নি সরকারের। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় এবং ফৌজ থেকে সৈন্যখালাসির ফলে আপনা থেকেই দলত্যাগী সমস্যার নিষ্পত্তি হয়ে যায়...

৫

জনকমিশার পরিষদ

জনকমিশার পরিষদ প্রথমে গঠিত হয় শুধু বলশেভিকদের নিয়ে। তবে সেটা বলশেভিকদের দোষ নয়। ৮ই নভেম্বর তারা বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির সদস্যদের মন্ত্রিপদ দিতে চায়, তারা অস্বীকার করে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

আবেদন ও বিজ্ঞার

সমস্ত নাগরিকদের প্রতি ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির সমস্ত সামরিক সংগঠনের প্রতি।

'বলশেভিকদের উন্মত্ত প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ ব্যর্থতা আসন্ন। গ্যারিসন অসন্তুষ্ট... মন্ত্রিদপ্তরগুলি কাজ করছে না, রুটি নেই। মুষ্টিমেয় বলশেভিকরা

ছাড়া সমস্ত দলই সোভিয়েত কংগ্রেস ত্যাগ করে গেছে। বলশেভিকরা একা। নানা ধরনের অনাচার, লুটপাট, শীত প্রাসাদে গোলাবর্ষণ, স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তার বলশেভিকদের এই সব দুষ্কার্যে অধিকাংশ নাবিক ও সৈনিক তাদের ওপর রুষ্ট হয়ে উঠেছে। ৎসেন্ত্রোফ্লোৎ বলশেভিকদের আদেশ মানতে অস্বীকার করেছে . .

'সমস্ত বিবেচক লোকদের আমরা আহ্বান করছি, দেশ ও বিপ্লব ত্রাণ কমিটির চারপাশে সামিল হোন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম ডাকেই প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তৈরি থাকুন বলশেভিক হঠকারিতায় প্ররোচিত এই সব হাঙ্গামার সুযোগ তারা নিঃসন্দেহেই নেবে, বহিঃশত্রুর ওপর সতর্ক নজর রাখুন ফ্রন্ট যখন দুর্বল তখনকার এই অনুকূল মুহূর্তের সুযোগ এরাও নিতে চাইবে '

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির
কেন্দ্রীয় কমিটির
সামরিক বিভাগ

• • •

'প্রাভদা' থেকে:

'কেরেনস্কি কে?

'একজন জবরদখলী, যার স্থান কর্নিলভ ও কিশকিনের সঙ্গে পিটার-পল দুর্গে।

'তাকে যারা বিশ্বাস করেছিল সেই সব শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক দুর্বৃত্ত।

'কেরেনস্কি? সৈনাদের ঘাতক।

'কেরেনস্কি? কৃষকদের জল্লাদ।

'কেরেনস্কি? মজুরদের হত্যাকারী।

'এ হল সেই দ্বিতীয় কর্নিলভ যে এখন খুন করতে চাইছে স্বাধীনতাকে!'

সপ্তম পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

দুটি ডিক্রি

সংবাদপত্র প্রসঙ্গে

বিপ্লবের গুরুভার চরম মুহূর্তে এবং তার অব্যবহিত পরের দিনগুলোয় সাময়িক বিপ্লবী কমিটি নানা ধারার প্রতিবিপ্লবী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক থেকে এই চিৎকার উঠেছে যে নতুন সমাজতন্ত্রী রাজ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে তার নিজ কর্মসূচির মূলনীতিগুলিকেই লঙ্ঘন করছে।

শ্রমিক কৃষক রাজ জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করছে এই দিকে যে আমাদের দেশে এই উদারনৈতিক আবরণের আড়ালে সমস্ত সংবাদপত্রের মোটা অংশ দখল করে জনমানসকে বিষাক্ত ও জন চেতনায় বিভ্রান্তি ঘটাবার সুযোগ নিচ্ছে সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলি।

সবাই জানেন যে বুর্জোয়া সংবাদপত্র হল বুর্জোয়ার অন্যতম একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। বিশেষ করে এই সংকট মুহূর্তে যখন শ্রমিক কৃষকদের নতুন ক্ষমতা সংহত হতে উঠতে শুরু করেছে, তখন সে সংবাদপত্র শত্রুর হাতে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব, যখন বোমা ও মেশিনগানের চেয়ে তা কম মারাত্মক নয়। সেইজন্যই পীত ও সবুজ সংবাদপত্র জনগণের নবীন বিজয়কে সানন্দেই যে আবর্জনা ও নিন্দায় নিমজ্জিত করতে উৎসুক, তার প্রবাহ রোধ করার জন্য সাময়িক ও জরুরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

নতুন আমল যেই সংহত হবে, সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হবে, ব্যাপকতম ও অতি প্রগতিশীল বিধিনিয়ম অনুসারে আইনের সমক্ষে দায়িত্বশীলতার পরিসীমার মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে সংবাদপত্রকে...

তবে এমনকি সংকট মুহূর্তেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচন চলতে

পারে যে কেবল নিতান্তই আবশ্যকের সীমার মধ্যে এই কথা মনে রেখে জনকমিশার পরিষদ এই ডিক্রি জারী করছে :

১। নিম্নোক্ত শ্রেণীর সংবাদপত্র বন্ধ করা যাবে : (ক) শ্রমিক কৃষক রাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিরোধ বা অবাধ্যতায় যারা উসকানি দিচ্ছে, (খ) স্পষ্টতই ও ইচ্ছা করেই সংবাদ বিকৃত করে যারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে (গ) আইনে দণ্ডনীয় অপরাধমূলক কাজে যারা প্ররোচনা দিচ্ছে।

২। সংবাদ জগতের কোনো মুখপত্রের সাময়িক বা বরাবরের মতো বন্ধের ব্যবস্থা কার্যকরী হবে কেবল জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত বলে।

৩। বর্তমান ডিক্রিটি সাময়িক, সমাজ জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র একটি বিশেষ অনুজ্ঞা বলে তা নাকচ করা হবে।

জনকমিশার পরিষদের সভাপতি,
ভ্লাদিমির উলিয়ানভ (লেনিন)

. . .

শ্রমিক মিলিশিয়া

১। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সমস্ত সোভিয়েতই শ্রমিক মিলিশিয়া গঠন করবে।

২। এই শ্রমিক মিলিশিয়া থাকবে পুরোপুরি শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের আদেশাধীন।

৩। শ্রমিকদের সশস্ত্রীকরণের ব্যাপারে এবং তাদের টেকনিক্যাল সাজসরঞ্জাম সরবরাহে সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সর্ববিধ সাহায্য দিতে হবে, এমনকি সরকারের সমর বিভাগের মালিকানাধীন অস্ত্রও সে উদ্দেশ্যে রিকুইজিশন করা যাবে।

৪। এই ডিক্রি জারী হচ্ছে তারবার্তা মারফত।

পেত্রগ্রাদ, ১০ই নভেম্বর, ১৯১৭।

আভ্যন্তরীণ জনকমিশার,
আ. ই. রিকভ

এই ডিক্রিতে সারা রাশিয়া জুড়ে লালরক্ষী বাহিনী গঠনে প্রেরণা জোগায় এবং আসন্ন গৃহযুদ্ধে তা সোভিয়েত সরকারের এক মূল্যবান হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

২

ধর্মঘট তহবিল

ধর্মঘটী সরকারী কর্মচারীদের জন্য তহবিল জোগায় পেত্রগ্রাদ ও অন্যান্য শহরের ব্যাঙ্ক ও কারবারী কোম্পানিরা এবং রাশিয়ায় ব্যবসারত বিদেশী করপোরেশন। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যারা রাজী হয় তাদের পুরো মাইনে দেওয়া হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধিও ঘটে। তহবিলদাতারা যখন টের পায় যে বলশেভিকদের ক্ষমতা টলবার নয় ও ধর্মঘট ভাতা দেওয়া বন্ধ করে, তখন ধর্মঘট পুরোপুরি ভেঙে যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

কেরেনস্কির অভিযান

৯ই নভেম্বর কেরেনস্কি তাঁর কসাক সৈন্য সমভিব্যাহারে গাৎচিনায় এসে পৌঁছন, দুই দলে বিভক্ত গ্যারিসন সেখানে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করে। গাৎচিনা সোভিয়েতের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে প্রথমে মৃত্যুদণ্ডের হুমকি দেওয়া হয়; পরে ছেড়ে দেওয়া হয় সদাচারের সর্তে।

কসাকদের অগ্রবাহিনীগুলি প্রায় বিনা প্রতিরোধে পাভলভস্ক, আলেক্সান্দ্রভস্ক ও অন্যান্য স্টেশন দখল করে ৎসারস্কোয়ে সেলোর উপকণ্ঠে পৌঁছয় পরদিন ১০ই নভেম্বর সকালে। সঙ্গে সঙ্গেই গ্যারিসন বিভক্ত হয়ে যায় তিন দলে — অফিসার থাকে কেরেনস্কির প্রতি বিশ্বস্ত; সৈন্য ও নন-কমিশণ্ড অফিসারদের একাংশ নিজেদের 'নিরপেক্ষ' ঘোষণা করে; সাধারণ সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল বলশেভিকদের পক্ষে। নেতৃহীন ও সংগঠনহীন বলশেভিক সৈন্যেরা পেছিয়ে আসে রাজধানীর দিকে। স্থানীয় সোভিয়েতও উঠে যায় পুলকভোতে।

প্লেকভো থেকে ৎসারস্কোয়ে সেলো সোভিয়েতের ৬জন সদস্য এক গাড়ি ঘোষণাপত্র নিয়ে গাৎচিনায় আসে কসাকদের মধ্যে প্রচার করার জন্য। প্রায় গোটা দিনটাই তারা কসাকদের ব্যারাক থেকে ব্যারাকে ঘুরিয়ে যুক্তি দিয়ে তর্ক করে বেড়ায়। সন্ধ্যার দিকে কিছু অফিসার তাদের সন্ধান পেয়ে গ্রেপ্তার করে জেনারেল ক্রাসনভের কাছে হাজির করে। ক্রাসনভ বলেন, 'তোমরা কর্নিলভের বিরুদ্ধে লড়েছ, এখন লড়ছ কেরেনস্কির বিরুদ্ধে। তোমাদের সবাইকেই মারব গুলি করে।'

ক্রাসনভকে পেত্রগ্রাদ এলাকার সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করার আদেশ-পত্রটা ওদের কাছে পড়ে শুনিয়ে ক্রাসনভ জিজ্ঞেস করেন তারা বলশেভিক কিনা। সবাই হাঁ জবাব দিলে ক্রাসনভ চলে যান, কিছুক্ষণ পরে একজন অফিসার এসে তাদের খালাস করে বলে, মুক্তি দেওয়া হল জেনারেল ক্রাসনভের আদেশে .

ইতিমধ্যে অনবরত প্রতিনিধিদল আসতে থাকে পেত্রগ্রাদ থেকে, পৌরসভার প্রতিনিধি, ত্রাণ কমিটির প্রতিনিধি, সর্বশেষে ভিকজেলের প্রতিনিধি। রেল শ্রমিক ইউনিয়ন দাবি করে যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আপোসে আসতেই হবে, বলশেভিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হবে কেরেনস্কিকে এবং পেত্রগ্রাদে অভিযান থামাতে হবে। অন্যথায় ১১ই নভেম্বর রাত ১২টায় সাধারণ ধর্মঘটের হুমকি দেয় ভিকজেল।

কেরেনস্কি বলেন সমাজতন্ত্রী মন্ত্রী ও ত্রাণ কমিটির সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করে দেখতে চান। স্পষ্টতই কোনো স্থির মত তাঁর ছিল না।

১১ই তারিখ কসাকদের অগ্রদলগুলি ক্রাস্নোয়ে সেলো পৌঁছয়, এখান থেকে স্থানীয় সোভিয়েত ও সামরিক বিপ্লবী কমিটির পাঁচমিশেলী লোকেরা আগেই সরে যায়, কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করে .. সেই রাত্রেই পুলকভোতেও পৌঁছয় কসাকরা, সত্যকার প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তারা এইখানেই প্রথম ...

কসাক বাহিনী থেকে দলত্যাগীরা পেত্রগ্রাদে এসে ঘোষণা করে যে কেরেনস্কি তাদের মিছে কথা বলেছে, ফ্রন্টে যে বিবৃতি তিনি প্রচার করেছেন তাতে বলা হয়েছে পেত্রগ্রাদ নাকি আগুনে পুড়ছে, বলশেভিকরা জার্মানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, নারী ও শিশুদের হত্যা করে নির্বিচারে লুটপাট চালাচ্ছে তারা ...

সত্যকার অবস্থা কসাকদের জানাবার জন্য সামরিক বিপ্লবী কমিটি সঙ্গে সঙ্গেই হাজার হাজার ছাপা আবেদন সমেত অনেক 'আন্দোলক' পাঠায় কসাকদের কাছে ...

২

সামরিক বিপ্লবী কমিটির ঘোষণা

'শ্রমিক সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সমস্ত সোভিয়েতের প্রতি।

'শ্রমিক সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সারা রুশ কংগ্রেস সমস্ত প্রতিবিপ্লবী ইহুদী বিরোধী অশান্তি এবং যে কোনো রকমের হাঙ্গামার প্রতিরোধের অবিলম্বে অতি উদ্যোগী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সোভিয়েত গুলির ওপর ভার দিচ্ছে। শ্রমিক কৃষক ও সৈনিক বিপ্লবের পক্ষে কোনো বিশৃঙ্খলা চলতে দেওয়া তার মর্যাদার পরিপন্থী।

'পেত্রগ্রাদের লালরক্ষীরা, বিপ্লবী গ্যারিসন ও নাবিকেরা রাজধানীতে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে।

'শ্রমিক সৈনিক ও কৃষকগণ, সর্বত্রই পেত্রগ্রাদের শ্রমিক ও সৈনিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন।

'কমরেড সৈনিক ও কসাকগণ, সত্যকারের বিপ্লবী শৃঙ্খলা বজায় রাখা আমাদেরই কর্তব্য।

'সমস্ত বিপ্লবী রাশিয়া, সারা দুনিয়া তাকিয়ে আছে আপনাদের দিকে '

. . .

'সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস ডিক্রি জারী করছে

'ফ্রন্টে কেরেনস্কি যে মৃত্যুদণ্ডের বিধি পুনঃপ্রবর্তন করেন তা নাকচ হল।

'দেশে প্রচারের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তথাকথিত 'রাজনৈতিক' অপরাধের জন্য যেসব সৈনিক ও বিপ্লবী অফিসার এখন আটক আছেন তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

. . .

'জনগণের দ্বারা উৎখাত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেরেনস্কি সোভিয়েত কংগ্রেসকে মানতে অস্বীকার করেছেন এবং সারা রুশ কংগ্রেসে নির্বাচিত বৈধ সরকার জনকমিশার পরিষদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেষ্টা করছেন। কেরেনস্কিকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছে ফ্রন্ট। নতুন সরকারের পক্ষে যোগ দিয়েছে মস্কো। বহু শহরে (মিনস্ক, মগিলিওভ, খার্কভ) ক্ষমতা গেছে সোভিয়েতের হাতে। শ্রমিক কৃষক সরকারের বিরুদ্ধে অভিযানে নামতে কোনো পদাতিক বাহিনী রাজী নয়। সৈন্যবাহিনী ও জনগণের দৃঢ় অভিপ্রায় মেনে শান্তি আলোচনা শুরু করেছে এ সরকার, জমি দিয়েছে কৃষকদের।

'কসাকদের প্রতারিত করে পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করছেন কেরেনস্কি, আমরা এই প্রকাশ্য হুঁশিয়ারি দিচ্ছি যে কসাকরা যদি কেরেনস্কিকে না থামায়, তাহলে বিপ্লবের মহামূল্য বিজয় — শান্তি ও ভূমি রক্ষার জন্য বিপ্লবী শক্তিরা উঠে দাঁড়াবে সর্বপরাক্রমে।

'পেত্রগ্রাদের নাগরিকগণ! শহর থেকে কেরেনস্কি পালিয়েছেন, কর্তৃত্ব দিয়ে গেছেন কিশকিনের হাতে, যিনি রাজধানী ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন জার্মানদের কাছে, রুতেনবের্গের হাতে, কৃষ্ণশতকী যে ভদ্রলোক মিউনিসিপ্যাল খাদ্য সরবরাহ বানচাল করেছেন, পালচিনস্কির হাতে, যাঁকে ঘৃণা করে সমগ্র গণতন্ত্র। কেরেনস্কি পালিয়েছেন, আপনাদের ফেলে দিয়ে গেছেন জার্মানদের কবলে, দুর্ভিক্ষ ও রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের কবলে। বিদ্রোহী জনগণ কেরেনস্কির মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করেছে এবং আপনারা দেখেছেন কী ভাবে সঙ্গে সঙ্গেই পেত্রগ্রাদের শৃঙ্খলা ও সরবরাহের উন্নতি ঘটেছে। অভিজাত মালিক, পুঁজিপতি, চোরাকারবারীদের আদেশে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযান করছেন কেরেনস্কি জমিদারদের হাতে জমি ফিরিয়ে দেবার জন্য, উপরন্তু সর্বনাশা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য।

'পেত্রগ্রাদবাসীগণ! আমরা জানি আপনাদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশই জনগণের বিপ্লবী রাজের পক্ষে, কেরেনস্কি পরিচালিত কর্নিলভীদের বিরুদ্ধে। অক্ষম বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রীদের মিথ্যা ঘোষণায় প্রতারিত হবেন না, নির্মমভাবে দমন করা হবে তাদের।

'শ্রমিক, সৈনিক, কৃষকগণ! বিপ্লবী আনুগত্য ও শৃঙ্খলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদের।

'কোটি কোটি কৃষক ও সৈনিক আমাদের পক্ষে।
'গণ বিপ্লবের বিজয় সুনিশ্চিত!'

পেত্রগ্রাদ, ২৮শে অক্টোবর, ১৯১৭

শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের
পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের
সামরিক বিপ্লবী কমিটি

৩

জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি

এই পুস্তকে আমি শুধু সেই সব ডিক্রির উল্লেখ করছি যা আমার মতে বলশেভিক ক্ষমতা দখলের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক। অন্যান্য ডিক্রিতে সোভিয়েত রাষ্ট্র কাঠামোর একটা বিশদ বিবরণ মিলবে, স্থানাভাববশত যা এ রচনার বদলে আমার 'কর্নিলভ থেকে ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক' নামক দ্বিতীয় যে খণ্ড প্রস্তুত করছি, তাতে অনেক সম্পূর্ণাকারে বিবৃত হবে।

বাসস্থান

১। সমস্ত জনশূন্য খালি বাসা দখলের অধিকার থাকছে স্বাধীন পৌর স্বশাসন সংস্থার।

২। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি তাদের গৃহীত বিধিবিধান অনুসারে, যেসব নাগরিকের থাকার কোনো জায়গা নেই, অথবা যারা ঘেঁসাঘেঁসি করে বা অস্বাস্থ্যকর বাসায় থাকে তাদের বসাতে পারবে তাদের হস্তস্থিত বাসস্থানে।

৩। বাসস্থান পরিদর্শনের একটি ব্যবস্থা চালু করতে পারবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি, তা সংগঠিত করে তার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করতে পারবে।

৪। গৃহ কমিটি গঠনের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিরা আদেশ জারী করতে পারবে, তাদের সংগঠন ও ক্ষমতা নির্ধারিত করে দিতে ও গৃহ কমিটিগুলিকে বৈধ প্রতিষ্ঠা দিতে পারবে।

৫। মিউনিসিপ্যালিটিরা গৃহ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

৬। এ ডিক্রি জারী করা হল টেলিগ্রাফ যোগে।

আভ্যন্তরীণ জনকমিশার,

আ. ই. রিকভ

• • •

সামাজিক নিরাপত্তা

মজুরি শ্রমিকদের তথা শহর ও গ্রামের গরিবদের পরিপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রুশ প্রলেতারিয়েত তার ঝাণ্ডায় উৎকীর্ণ করে নিয়েছে। জার সরকার, মালিক ও পুঁজিপতিদের সরকার তথা কোয়ালিশন ও আপোসের সরকার সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিকদের বাঞ্ছা পূরণ করে নি।

শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির সমর্থনের ওপর ভরসা করে শ্রমিক কৃষক রাষ্ট্র রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী এবং শহর গ্রামের গরিবদের কাছে এই ঘোষণা করছে যে শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রস্তাবিত নিম্নোক্ত সূত্র অনুসারে অবিলম্বে এ সরকার আইন রচনা করবে

১। বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত মজুরি শ্রমিক তথা শহর গ্রামের গরিবদের জন্য বীমা।

২। পীড়া, পঙ্গুতা, বার্ধক্য, প্রসব, বৈধব্য, অনাথাবস্থা ও বেকারি — কর্মক্ষমতাহানির এই সর্ববিধ অবস্থার জন্য ভাতা।

৩। সামাজিক নিরাপত্তার সমস্ত খরচা বহন করবে নিয়োগকারীরা।

৪। সর্ববিধ কর্মক্ষমতাহানি ও বেকারির ক্ষেত্রে অন্তত পুরো মজুরি ক্ষতিপূরণ।

৫। সমস্ত সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থায় শ্রমিকদের পূর্ণ আত্মশাসন।

রুশ প্রজাতন্ত্রের সরকারের পক্ষ থেকে

শ্রমের জনকমিশার,

আলেক্সান্দর শ্লিয়াপনিকভ

• • •

রুশ নাগরিকগণ!

৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানে মেহনতী জনগণ সত্যকার ক্ষমতা পেয়েছে এই প্রথম।

সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস সে ক্ষমতা সাময়িকভাবে ন্যস্ত করেছে তার কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের হাতে।

বিপ্লবী জনগণের অভিপ্রায়ক্রমে আমি শিক্ষার জনকমিশার নিযুক্ত হয়েছি।

জনশিক্ষার ব্যাপারটা যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকছে, তাই সংবিধান সভা না বসা পর্যন্ত সাধারণভাবে জনশিক্ষা ব্যবস্থাপনার কাজটা দেওয়া হয়েছে জনশিক্ষার একটি কমিশনের উপর যার সভাপতি ও কার্যনির্বাহক হলেন জনকমিশার।

এই রাষ্ট্রীয় কমিশন কী মূলনীতিতে চলবে? তার এক্তিয়ার নির্দিষ্ট হবে কী ভাবে?

শিক্ষামূলক কাজের সাধারণ ধারা: যে দেশে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার একান্ত প্রাধান্য সেখানে সত্যকার গণতান্ত্রিক প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত এই তমসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আধুনিক শিক্ষণ বিদ্যার চাহিদা মেটানো বিদ্যালয়ের ব্যাপক জালবিস্তার করে স্বল্পতম সময়ে **সার্বজনীন সাক্ষরতা** অর্জন করতে হবে তাকে, সকলের জন্য সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্য শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে তাকে, এবং সেই সঙ্গে এক রাশি এমন সব শিক্ষণ কলেজ ও সেমিনারি স্থাপন করতে হবে যা থেকে আমাদের সীমাহীন রাশিয়ার জনগণের সার্বজনীন শিক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জন শিক্ষকদের এক শক্তিশালী ফৌজ বেরিয়ে আসবে।

বিকেন্দ্রীকরণ: জনশিক্ষার রাষ্ট্রীয় কমিশন মোটেই তালিম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোর একটা কেন্দ্রীয় ক্ষমতা নয়। বরং বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ স্থানান্তরিত করা উচিত স্থানীয় স্বশাসন সংস্থাগুলির হাতে। নিজস্ব উদ্যোগে সাংস্কৃতিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের স্বাধীন কাজে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র ও মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র উভয়ের পক্ষ থেকেই পুরো স্বায়ত্তাধিকার দিতে হবে।

মিউনিসিপ্যাল ও ব্যক্তিগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে, বিশেষ করে শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠিত যেসব প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী চরিত্র আছে তাদের জন্য বৈষয়িক ও নৈতিক সঙ্গতির ব্যাপারে যোগসূত্র ও সহায়কের কাজ করবে রাষ্ট্রীয় কমিশন।

জনশিক্ষার রাষ্ট্রীয় কমিটি: জনশিক্ষার রাষ্ট্রীয় কমিটি সংবিন্যাসের দিক থেকে মোটের ওপর গণতান্ত্রিক এবং বিশেষজ্ঞে সমৃদ্ধ. বিপ্লবের শুরু থেকে এ কমিটি একগুচ্ছ মহামূল্য আইনের প্রকল্প রচনা করেছে। রাষ্ট্রীয় কমিশন আন্তরিকভাবেই এ কমিটির সহযোগিতা প্রার্থী।

নিম্নলিখিত কর্মসূচি পূরণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে কমিটির একটি জরুরী অধিবেশন ডাকার জন্য কমিশন ওই কমিটির ব্যুরোর নিকট আবেদন জানিয়েছে

১। অধিকতর গণতন্ত্রীকরণের দিক থেকে কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের নিয়ম সংশোধন।

২। কমিটির অধিকার প্রসারিত করার দিক থেকে এবং গণতান্ত্রিক নীতিতে রাশিয়ায় জনশিক্ষা পুনর্গঠিত করার লক্ষ্যে কমিটিকে আইনের খসড়া রচনার মতো একটি মৌলিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার দিক থেকে তার অধিকার সংশোধন।

৩। নতুন রাষ্ট্রীয় কমিশনের সহিত একযোগে কমিটি কর্তৃক ইতিমধ্যেই রচিত আইনের সংশোধন — এর প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে এইজন্য যে আইনগুলির সম্পাদনার সময় কমিটিকে প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীগুলির বুর্জোয়া মনোবৃত্তির কথা হিসাবে রাখতে হয়েছিল, যারা আইনগুলির সংকুচিত রূপেও বাধা দেয়।

সংশোধনের পর এই আইনগুলি কোনোরূপ আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি ছাড়াই বিপ্লবী কায়দায় কার্যকরী হবে।

শিক্ষাবিদ ও সমাজ: দেশের প্রকৃত জনগণকে শিক্ষাদানের উজ্জ্বল ও সম্মানীয় কাজে শিক্ষাগুরুদের স্বাগত করছে রাষ্ট্রীয় কমিশন।

শিক্ষাগুরুদের যাঁরা প্রতিনিধি তাঁদের মনোযোগী বিচার ছাড়া জনশিক্ষার ব্যাপারে কোনো একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করাও কোনো রাষ্ট্রের উচিত নয়।

পক্ষান্তরে, শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনী থেকেই কোনো সিদ্ধান্ত কখনো গৃহীত হওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

সামাজিক শক্তিগুলির সঙ্গে শিক্ষাগুরুদের সহযোগিতা — **এই পথেই কমিশন চলবে** তার নিজের সংবিন্যাসের ব্যাপারে, রাষ্ট্রীয় কমিটির ক্ষেত্রে এবং **সমস্ত ক্রিয়াকলাপে।**

প্রথম কর্তব্য হিসাবে কমিশন শিক্ষকদের অবস্থা, বিশেষ করে **যাঁরা** অতি গরিব হলেও সংস্কৃতির কার্যে প্রায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ **অবদান যোগ** করছেন সেই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের অবস্থা উন্নয়নের **কথা বিবেচনা করছে।** যে কোনো মূল্যেই এ'দের ন্যায্য দাবি অবিলম্বে মেটাতে হবে। বেতন বাড়িয়ে মাসে একশ' রুবল করার দাবি তুলে এতদিন বিদ্যালয়ের প্রলেতারিয়েতরা ব্যর্থ হয়েছেন। রুশ জনগণের বিপুল সংখ্যাধিক্যের যাঁরা শিক্ষাগুরু, তাঁদের এখনো দারিদ্র্যে নিপীড়িত রাখা লজ্জার কথা।

সংবিধান সভা নিঃসন্দেহেই শীঘ্র তার কাজ শুরু করবে। শুধু এই সভাই **পাকাপাকি** রূপে আমাদের দেশের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে জনশিক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ চরিত্র নির্ধারিত করতে পারে।

এখন, সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা যাওয়ায় সংবিধান সভার সত্যকার **গণতান্ত্রিক** চরিত্র নিশ্চিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কমিটির উপর ভরসা করে রাষ্ট্রীয় **কমিশন** যে নীতি অনুসরণ করবে, সংবিধান সভার ফলে সেটার বিশেষ কিছু **রূপান্তর** হবে না। আগে থেকেই স্থিরীকৃত হিসাবে চাপিয়ে না দিলেও **জনগণের** নতুন সরকার মনে করে দেশের আত্মিক জীবন যথাশীঘ্র সমৃদ্ধ ও আলোকিত করার লক্ষ্যে একগুচ্ছ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার তার আছে।

মন্ত্রিদপ্তর: অন্তর্বর্তী কালে এই কাজটা চলবে জনশিক্ষার মন্ত্রিদপ্তর **মারফত।** তার কাঠামো ও সংবিন্যাসের প্রয়োজনীয় অদল বদলের ভার থাকবে **সোভিয়েতের কার্যকরী** কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রীয় কমিশনের উপর **এবং রাষ্ট্রীয়** কমিটির উপর। বলাই বাহুল্য জনশিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের **কী ব্যবস্থা হবে** তা ঠিক হবে সংবিধান সভায়। ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কমিটি **ও জনশিক্ষার রাষ্ট্রীয় কমিশন উভয়েরই কার্যনির্বাহক যন্ত্র** হিসাবে **মন্ত্রিদপ্তরকে** তার ভূমিকা পালন করে যেতে হবে।

দেশের নিরাপত্তার গ্যারান্টি হল তার সমস্ত প্রাণবান ও সাচ্চা গণতান্ত্রিক শক্তিদের সহযোগিতা।

আমরা বিশ্বাস করি, মেহনতী জনগণ ও আলোকপ্রাপ্ত সৎ বুদ্ধিজীবীদের

তৎপর প্রচেষ্টায় দেশ তার যন্ত্রণাকর সংকট উত্তীর্ণ হয়ে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছবে সমাজতন্ত্র ও জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্বের আমলে।

শিক্ষার জনকমিশার,

আ. ভ. লুনাচারস্কি

• • •

আইন অনুমোদন ও প্রকাশের নিয়ম

১। সংবিধান সভা না বসা পর্যন্ত আইন প্রণয়ন ও প্রচলনের কাজ চলবে শ্রমিক সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সারা রুশ কংগ্রেসে নির্বাচিত বর্তমান সাময়িক শ্রমিক কৃষক সরকার কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি অনুসারে।

২। সরকারের বিবেচনার জন্য আইনের প্রতিটি খসড়া যথারীতি নিযুক্ত জনকমিশারের স্বাক্ষরে পেশ করবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তর, অথবা তা পেশ করবে সরকারের অধীনস্থ আইনপ্রণয়নী বিভাগের কর্তার স্বাক্ষরে সেই বিভাগ।

৩। সরকার কর্তৃক তা অনুমোদনের পর ডিক্রির চূড়ান্ত ভাষাটিতে রুশ প্রজাতন্ত্রের নামে স্বাক্ষর দেবেন জনকমিশার পরিষদের সভাপতি অথবা তাঁর বদলে, সরকারের বিবেচনার জন্য যিনি আইনটি পেশ করেছিলেন সেই জনকমিশার, এবং তখন সেটি প্রকাশিত হবে।

৪। 'সাময়িক শ্রমিক কৃষক সরকারের' সরকারী 'মুখপত্রে' আইনটি যে দিন প্রকাশিত হবে সেই দিন থেকেই তা আইন হিসাবে জারী হবে।

৫। প্রকাশ তারিখ ছাড়া ডিক্রিতে আইন হিসাবে জারী হবার অন্য কোনো তারিখও ধার্য করা যাবে, অথবা তা টেলিগ্রাফ যোগেই জারী করা যাবে; সে ক্ষেত্রে প্রতি এলাকায় টেলিগ্রাম প্রকাশিত হবার তারিখ থেকেই তা আইন হিসাবে জারী হবে।

৬। রাষ্ট্রীয় সিনেট মারফত সরকারের আইন জারীর ব্যবস্থা রহিত হল। জনকমিশার পরিষদের অধীনস্থ আইনপ্রণয়নী বিভাগ পর্যায়ে পর্যায়ে আইনের ক্ষমতা ধরে সরকারের তেমন সব বিধি নির্দেশের সংকলন প্রকাশ করবে।

৭। শ্রমিক কৃষক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি যে কোনো সময়ে যে কোনো সরকারী ডিক্রি নাকচ বা অদল বদল করার অধিকারী।

রুশ প্রজাতন্ত্রের নামে, জনকমিশার পরিষদের সভাপতি,

ভ. উলিয়ানভ-লেনিন

৪

মদ্য সমস্যা

সামরিক বিপ্লবী কমিটির আদেশ

১। পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সুরাসার ও সর্ববিধ সুরা উৎপাদন নিষিদ্ধ হল।

২। সুরাসার ও সর্ববিধ সুরার সমস্ত উৎপাদকদের আদেশ দেওয়া হচ্ছে তাদের ভাণ্ডারের সঠিক ঠিকানা তাদের জানাতে হবে এই মাসের ২৭শে তারিখের মধ্যে।

৩। এ আদেশ ভঙ্গকারী আসামীদের বিচার হবে বিপ্লবী সামরিক আদালতে।

সামরিক বিপ্লবী কমিটি

৫

২ নং আদেশ

ফিনল্যাণ্ড গার্ড মজুত রেজিমেণ্টের কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত গৃহ কমিটি ও ভাসিলি ওস্ত্রভের সমস্ত নাগরিকদের নিকট।

প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক জঘন্য পদ্ধতি নিয়েছে বুর্জোয়ারা। শহরের বিভিন্ন এলাকায় তারা বড়ো বড়ো মদের ডিপো খুলেছে এবং সৈনিকদের মধ্যে মদ বিলিয়ে বিপ্লবী ফৌজের মধ্যে অসন্তোষ বপনের চেষ্টা করছে।

সমস্ত গৃহ কমিটির নিকট এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই আদেশ লটকাবার তিন ঘণ্টার মধ্যে, তাদের ব্যক্তিগতভাবে এসে গৃহে কী পরিমাণ মদ আছে তা ফিনল্যাণ্ড গার্ড রেজিমেণ্টের কমিটির সভাপতিকে গোপনে জানাতে হবে।

যারা এ আদেশ লঙ্ঘন করবে তাদের **গ্রেপ্তার করে ক্ষমাহীন এক আদালতের কাছে সোপর্দ করা হবে, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে** এবং আবিষ্কৃত মদের ভাঁড়ার

ডিনামাইটে উড়িয়ে দেওয়া হবে
এ হুঁশিয়ারির দু ঘণ্টা বাদে,

কেননা অভিজ্ঞতায় যা দেখা গেছে, নরম ব্যবস্থায় বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় নি।

মনে রাখবেন, উড়িয়ে দেবার আগে আর কোনো হুঁশিয়ারি দেওয়া হবে না।

ফিনল্যান্ড গার্ড রেজিমেন্টের কমিটি

নবম পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

সামরিক বিপ্লবী কমিটির ২ নং বুলেটিন

১২ই নভেম্বর সন্ধ্যায় কেরেনস্কি 'অস্ত্রত্যাগের' প্রস্তাব দেন বিপ্লবী সৈন্যদের কাছে। কামানে গোলাবর্ষণ শুরু করে কেরেনস্কির সৈন্যেরা। আমাদের কামান জবাব দেয় ও শত্রুকে স্তব্ধ হতে বাধ্য করে। কসাকরা আক্রমণ শুরু করে। নাবিক, লালরক্ষী ও সৈন্যদের মারাত্মক অগ্নিবর্ষণে কসাকরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমাদের আর্মর্ড কারেরা শত্রু সৈন্যদের ভেতরে ধেয়ে যায়। শত্রু পালাচ্ছে। পেছনে অনুসরণ করছে আমাদের সৈন্যেরা। কেরেনস্কিকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বিপ্লবী সৈন্যরা ৎসারস্কোয়ে সেলো অধিকার করেছে।

লেটিশ রাইফেল: সামরিক বিপ্লবী কমিটি এই সঠিক সংবাদ পেয়েছে যে সাহসী লেটিশ রাইফেল সৈন্যেরা ফ্রন্ট থেকে এসে কেরেনস্কি দঙ্গলের পশ্চাদ্ভাগে ঘাঁটি নিয়েছে।

সামরিক বিপ্লবী কমিটির স্টাফ থেকে

কেরেনস্কির সৈন্যেরা যে গাৎচিনা ও ৎসারস্কোয়ে সেলো দখল করেছিল তার কারণ এই সব জায়গায় আমাদের কামান ও মেসিনগান আদৌ ছিল না, অথচ কেরেনস্কির ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সঙ্গে গোড়া থেকেই কামান ছিল। গত দুই দিন ধরে বিপ্লবী সৈন্যদের উপযুক্ত পরিমাণ কামান, মেসিনগান, ফিল্ড টেলিফোন ইত্যাদি জোগাবার জন্য আমাদের স্টাফকে জোর কাজ চালাতে হয়। এলাকা সোভিয়েত ও কারখানাগুলির (পুতিলভ, ওবুখভ প্রভৃতি) সাহায্যে এ কাজ যখন সমাপ্ত হয়, তখন প্রত্যাশিত সংঘর্ষের ফলাফল কী হবে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। বিপ্লবী সৈন্যদের পক্ষে শুধু একটা পরিমাণগত ভারাধিক্য এবং পেত্রগ্রাদের মতো একটা শক্তিশালী বৈষয়িক ঘাঁটিই ছিল না বিপুল একটা নৈতিক প্রাধান্যও ছিল। প্রচণ্ড উদ্দীপনায় পেত্রগ্রাদের সমস্ত রেজিমেণ্ট নিজ নিজ অবস্থানে এগিয়ে যায়। গ্যারিসন সম্মেলনে নির্বাচিত হয় পাঁচ জন সৈন্যের এক নিয়ন্ত্রণ কমিশন, তাতে করে সর্বাধিনায়ক ও গ্যারিসনের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্যারিসন সম্মেলনে চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সর্ববাদীসম্মতরূপে।

১২ই নভেম্বরের কামান আক্রমণ অসাধারণ জোরালো হয়ে ওঠে বেলা তিনটে নাগাদ। একেবারে দমে যায় কসাকরা। তাদের পক্ষ থেকে একজন পার্লামেণ্টারিয়ান আসে ক্রাস্নোয়ে সেলোর স্টাফের কাছে এবং অগ্নিবর্ষণ বন্ধের প্রস্তাব দেয়; অন্যথায় ভয় দেখায় 'চূড়ান্ত' ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। তাকে জবাব দেওয়া হয় অগ্নিবর্ষণ বন্ধ হবে কেরেনস্কি অস্ত্রত্যাগ করলে।

বিকাশমান সংঘর্ষে সৈন্যদের সমস্ত বিভাগই — নাবিক, সৈনিক ও লালরক্ষীরা অসীম সাহস দেখায়। সমস্ত কার্তুজ ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এগুতে থাকে নাবিকেরা। হতাহতের সংখ্যা এখনো সঠিক জানা যায় নি, তবে প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদের মধ্যে তা অনেক বেশি — আমাদের একটি আর্মর্ড কার তাদের প্রচণ্ড ক্ষতি করে।

ঘেরাও হয়ে পড়ার ভয়ে কেরেনস্কির স্টাফ পিছু হটার আদেশ দেয়, দ্রুত তা একটা বিশৃঙ্খল চরিত্র নেয়। রাত ১১টা-১২টা নাগাদ রেডিও-

টেলিগ্রাফ স্টেশন সমেত ৎসারস্কোয়ে সেলো পুরোপুরি দখল করে সোভিয়েত সৈন্য। কসাকরা পিছিয়ে যায় গাৎচিনা ও কল্পিনোর দিকে।

সৈন্যদের মনোবল তারিফ করার মতো। পশ্চাদপসরণকারী কসাকদের তাড়া করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ৎসারস্কোয়ে সেলো স্টেশন থেকে ফ্লুস্টে এবং সারা রাশিয়ার সমস্ত স্থানীয় সোভিয়েতগুলির কাছে অবিলম্বে একটি রেডিও-টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। আরো বিশদ খবর পরে জানানো হবে...

২

পেত্রগ্রাদে ১৩ই নভেম্বরের ঘটনাবলী

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের অধিবেশনে জিনোভিয়েভ বলেন, 'শত্রুকে পরাস্ত করা যায় কেবল বলপ্রয়োগে। কসাকদের স্বপক্ষে টানার জন্যে শান্তিপূর্ণ সবকিছু উপায়ে চেষ্টা করে না দেখা আমাদের পক্ষে অপরাধ... আমাদের দরকার একটা সামরিক বিজয়... যুদ্ধবিরতির কথা এখনো আসে না। আর কোনো ক্ষতি করা যখন শত্রুর পক্ষে অসাধ্য হবে তখন যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে আমাদের স্টাফ তৈরি থাকবে...

'বর্তমানে আমাদের বিজয়ের প্রভাবে নতুন রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে... নতুন সরকারে বলশেভিকদের প্রবেশাধিকার দিতে আজ সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা নিমরাজী... চূড়ান্ত বিজয় অপরিহার্য, যারা দ্বিধা করছে তাদের তখন আর কোনো দ্বিধা থাকবে না...

পৌরসভায় সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত নতুন সরকার গঠনের প্রশ্নে।

কাদেত পার্টির শিঙ্গারিওভ ঘোষণা করেন যে বলশেভিকদের সঙ্গে কোনোরকম মিটমাটে আসা পৌরসভার উচিত নয়... 'অস্ত্রত্যাগ করে স্বাধীন আদালতের কর্তৃত্ব না মেনে নেওয়া পর্যন্ত উন্মত্তদের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া অসম্ভব...'

ইয়েদিনস্তভো গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ইয়ার্ৎসেভ ঘোষণা করেন যে বলশেভিকদের সঙ্গে কোনো রকম মিটমাট আর বলশেভিক বিজয় সমান কথা...

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের পক্ষ থেকে মেয়র শ্রেইদের বলেন যে বলশেভিকদের সঙ্গে কোনো রকম মিটমাটের তিনি বিরোধী… 'সরকারের কথা যদি বলেন, তবে সরকারকে আসতে হবে জনসাধারণের অভিপ্রায় থেকে; আর মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে যেহেতু জনসাধারণের অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে, তাই সরকার গঠনের মতো জন অভিপ্রায় আসলে কেন্দ্রীভূত হয়েছে পৌরসভাতে…'

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে কেবল আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকরাই নতুন সরকারে বলশেভিকদের প্রবেশাধিকার বিবেচনা করতে রাজী ছিল। পৌরসভা প্রস্তাব নেয় যে **ভিকজেলের** সম্মেলনে তার প্রতিনিধিরা কাজ চালিয়ে যাবে, তবে সর্বাগ্রে সাময়িক সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জিদ করবে এবং নতুন মন্ত্রিপরিষদ থেকে বলশেভিকদের বহিষ্কৃত রাখার দাবি জানাবে…

৩

যুদ্ধবিরতি। ত্রাণ কমিটির নিকট ক্রাসনভের জবাব

'অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে আপনারা যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন তার জবাবে জানাই যে অনর্থক রক্তপাত আর চালাতে না চেয়ে সর্বাধিনায়ক আলাপ আলোচনায় নামতে এবং সরকার ও অভ্যুত্থানীদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজী হয়েছেন। অভ্যুত্থানীদের জেনারেল স্টাফের নিকট তিনি প্রস্তাব দিচ্ছেন যে তারা তাদের বাহিনী সরিয়ে নিয়ে যাক পেত্রগ্রাদে, লিগভো-পুলকভো-কল্পিনো লাইনকে নিরপেক্ষ ঘোষণা করা হোক, এবং শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অগ্রদলদের ৎসারস্কোয়ে সেলোয় প্রবেশ করতে দেওয়া হোক। কাল সকাল আটটার আগে এ প্রস্তাবের জবাব আমাদের দূতদের হাতে পৌঁছন চাই।

ক্রাসনভ'

৪

ৎসারস্কোয়ে সেলোর ঘটনাবলী

কেরেনস্কির সৈনারা যখন ৎসারস্কোয়ে সেলো থেকে পিছ্‌ হটে, সেই সন্ধ্যায় কিছ্‌ পাদ্রী শহরের রাস্তায় একটি ধর্মীয় মিছিল বার করে নাগরিকদের কাছে বক্তৃতা দেয় ও বৈধ ক্ষমতা, সাময়িক সরকারকে সমর্থন করতে বলে। কসাকরা যখন চলে যায় ও প্রথম লালরক্ষীরা শহরে ঢোকে, তখন প্রত্যক্ষদর্শীরা সাক্ষী দেয় যে পাদ্রীরা জনগণকে সোভিয়েতের বির্‌দ্ধে ওসকায় এবং সম্রাট প্রাসাদের পেছন দিকে রাসপ্‌তিনের যে কবর আছে সেখানে প্রার্থনা করে। ইভান কুচুরভ নামে একজন পাদ্রীকে গ্রেপ্তার করে ক্রুদ্ধ লালরক্ষীরা গ্‌লি করে মারে..

লালরক্ষীরা শহরে ঢোকা মাত্র বিজলী বাতি কেটে দেওয়া হয়, রাস্তাঘাট একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। বিজলী কারখানার পরিচালক লিউবোভিচকে সোভিয়েত সৈন্যেরা গ্রেপ্তার করে ও জিজ্ঞেস করে কেন সে আলো কেটে দিয়েছে। যে ঘরে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেখানে কিছ্‌ক্ষণ পরে তাকে দেখা যায় হাতে রিভলবার, মাথায় গ্‌লির ফুটো।

পেত্রগ্রাদের বলশেভিক বিরোধী পত্রিকায় পরের দিন শিরোনামা বেরোয় 'প্লেখানভের ৩৯ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড জ্বর।' প্লেখানভ থাকতেন ৎসারস্কোয়ে সেলোয়, তখন তিনি জ্বরে শয্যাশায়ী। লালরক্ষীরা তাঁর বাড়ি এসে হাতিয়ারের সন্ধানে খানাতল্লাসী চালায় ও ব্‌দ্ধকে জেরা করে।

'সমাজের কোন শ্রেণীর লোক আপনি?' জিজ্ঞেস করে তারা।

প্লেখানভ বলেন, 'আমি বিপ্লবী, স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্যে আমি ব্যয় করেছি জীবনের চাল্লিশ বছর।'

'সে যাই হোক,' বলে একজন মজ্‌র, 'এখন আপনি ব্‌র্জোয়ার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন!'

র্‌শ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির প্রতিষ্ঠাতা প্লেখানভকে মজ্‌ররা আর চিনত না!

৫

সোভিয়েত সরকারের আবেদন

'কেরেনস্কি কর্তৃক প্রতারিত গাৎচিনার সৈন্যদল অস্ত্র পরিত্যাগ করে স্থির করেছে কেরেনস্কিকে গ্রেপ্তার করবে। প্রতিবিপ্লবী অভিযানের এই নায়কটি পালিয়েছেন। ফৌজ বিপুলে সংখ্যাধিক্যে দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস ও তৎসৃষ্ট সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে। ফ্রন্ট থেকে প্রচুর প্রতিনিধি পেত্রগ্রাদে আসছে সোভিয়েত সরকারের প্রতি ফৌজের আনুগত্য জ্ঞাপনের জন্য। সত্যের কোনো বিকৃতি, বিপ্লবী শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে কোনো অপবাদেই জনগণকে পরাস্ত করা সম্ভব হয় নি। বিজয়ী হয়েছে শ্রমিক ও সৈনিকদের বিপ্লব...

'প্রতিবিপ্লবের ঝাণ্ডা নিয়ে যে সৈন্যেরা অভিযান করছে তাদের কাছে **ৎসে-ই-কা** আবেদন জানাচ্ছে, আহ্বান করছে — অস্ত্র ত্যাগ করুন, মুষ্টিমেয় জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে আর ভ্রাতৃরক্ত পাত করবেন না। মুহূর্তের জন্যও যাঁরা জনশত্রুর পতাকাতলে থাকবেন, তাঁদের অভিশাপ দিচ্ছে শ্রমিক সৈনিক ও কৃষকদের রাশিয়া...

'কসাকগণ! চলে আসুন বিজয়ী জনগণের পঙক্তিতে! রেলকর্মী, ডাককর্মী, টেলিগ্রাফিস্ট — সবাই, সবাই আপনারা সমর্থন করুন জনগণের নতুন সরকারকে!'

দশম পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

ক্রেমলিনের ক্ষতি

গোলাবর্ষণের অব্যবহিত পরেই আমি ক্রেমলিনে যাই ও নিজে ক্ষতি যাচাই করি। নিকোলাইয়ের ছোট প্রাসাদ ভবনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়, মাঝে মধ্যে কোনো এক গ্র্যান্ড ডাচেস এটি ব্যবহার করেছেন অভ্যর্থনা কক্ষ হিসাবে — এই ভবনটিতেই যুঙ্কাররা ব্যারাক করে। এটির ওপর শুধু গোলা

দাগাই হয় নি, বেশ লুটপাটও চলেছিল। সৌভাগ্যবশত ঐতিহাসিক মূল্যের বিশেষ কিছু এখানে ছিল না।

একটি গোলা উসপেনস্কি ক্যাথেড্রালের একটি গম্বুজ ভেদ করে, কিন্তু সিলিঙের কয়েক ফুট মের্জোরিক ছাড়া তার আর কোনো ক্ষতি হয় নি। ভ্যাগোভেশ্চেনস্কি গির্জার অলিন্দের ফ্রেস্কো গোলায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরেকটি গোলা লাগে মহান ইভান ঘণ্টি ঘরের কোণে। চুদোভস্কি মঠে গোলা পড়ে প্রায় তিরিশ বার, কিন্তু শুধু একটি গোলাই জানলা ভেদ করে ভেতরে পৌঁছয়, অন্য গোলাগুলোয় ইটের দেয়াল ও ছাতের কার্নিসের ক্ষতি হয়।

স্পাস্কিয়ে ফটকের ওপরকার ঘড়িটি চূর্ণ হয়। ট্রইৎস্কি ফটক গোলাবিক্ষত হয়, তবে তা সহজেই মেরামত করা সম্ভব। নিচু একটি মিনারের ইটের চুড়ো ভেঙে পড়ে।

ভাসিলি ব্লাজেনির গির্জায় হাত পড়ে নি, বিরাট সম্রাট ভবনটিও অক্ষত ছিল, পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর সমস্ত সম্পদ মজুত ছিল তার ভূগর্ভ কুঠরিতে এবং রাজকীয় হীরা জহরৎ ছিল কোষাগারে। এখানে কেউ প্রবেশও করে নি।

২

লুনাচারস্কির বিবৃতি

'কমরেডগণ, আপনারা দেশের নবীন প্রভু, আপনাদের করবার ও ভাববার অনেক কিছু থাকলেও দেশের শিল্প ও বিজ্ঞানের সম্পদ কী ভাবে রক্ষা করা দরকার সেটা আপনাদের জানা উচিত।

'কমরেডগণ, মস্কোয় যা হচ্ছে সে এক ভয়ঙ্কর অপূরণীয় দুর্ভাগ্য... ক্ষমতার সংগ্রামে জনগণ আমাদের যশোধনা রাজধানীকে বিধ্বস্ত করেছে।

'হিংস্র সংগ্রাম ও বিধ্বংসী যুদ্ধের এই দিনগুলিতে জনশিক্ষার কমিশার থাকা এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সান্ত্বনা পাই শুধু সমাজতন্ত্রের বিজয়ের আশায়, যা এক নতুন ও উচ্চতর সংস্কৃতির উৎস। জনগণের শিল্প সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব ভার আমার ওপর.. এ পদে আমার কোনো প্রভাব না থাকায় আমি সেখানে থাকতে পারি নি, পদত্যাগ করেছি*।

---

* আ. ভ. লুনাচারস্কি শিক্ষার জনকমিশার পদেই থাকেন। — সম্পাঃ

'কিন্তু আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, কমরেড, আমায় সমর্থন করুন... আপনাদের জন্য, আপনাদের বংশধরদের জন্য রক্ষা করুন দেশের সৌন্দর্য; জনগণের সম্পত্তির প্রহরী হোন।

'শীঘ্রই, অতি অচিরেই যে এত দীর্ঘদিন অজ্ঞতায় বন্দী ছিল সেই অতি অজ্ঞও জেগে উঠে অনুভব করবে কী আনন্দ, শক্তি ও প্রজ্ঞার উৎস হল শিল্প...'

৩রা নভেম্বর, ১৯১৭

শিক্ষার জনকমিশার,
আ. লুনাচারস্কি

৩

বুর্জোয়াদের জন্য প্রশ্ন পত্র

ওয়ার্ড	উপাধি	গৃহ কমিটি . . . . . .
নং		
ঠিকানা	নাম	নং . . . .

নারীপুরুষ	বয়স	বর্তমান মজুদ			
		বস্ত্র	আর্শিন	তৈরি পোষাক	সংখ্যা
মাসিক গড়		অন্তর্বাসের উপযোগী	. . .	ওভারকোট, শীতের . .	. . . .
আয়	ব্যয়			গ্রীষ্মের . .	. . . .
		স্যুটের উপযোগী	. . .	হেমন্তের . .	. . . .
		ওভারকোটের উপযোগী	. .	স্যুট ও গাউন	. . . .
				অন্তর্বাস . .	. . . .
				জুতা . .	. . . .
মাসিক ভাড়া				রবারের জুতা	. . . .
গৃহভাড়া	ঘরভাড়া				
		অন্যাবিধ	. . .		

৪

বৈপ্লবিক আর্থিক ব্যবস্থা

আদেশ

শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েতের অধীনস্থ সামরিক বিপ্লবী কমিটি থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আমি আদেশ দিচ্ছি

১। পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাখা সমেত সমস্ত ব্যাঙ্ক, শাখা সমেত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সেভিংস ব্যাঙ্ক, এবং ডাক-তার অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কগুলিকে ২২শে নভেম্বর থেকে বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে।

২। চলতি একাউণ্টে এবং সেভিংস ব্যাঙ্ক বহি বাবদ উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আমানৎকারী পিছু পরবর্তী সপ্তাহে ১৫০ রুবলের বেশি টাকা দেবে না।

৩। চলতি একাউণ্ট ও সেভিংস ব্যাঙ্ক বহি বাবদ এবং অন্য নানাবিধ একাউণ্ট বাবদ সপ্তাহে ১৫০ রুবলের বেশি টাকা দেওয়া যেতে পারে কেবল পরবর্তী তিন দিন - ২২শে, ২৩শে, ২৪শে নভেম্বরের মধ্যে শুধু নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে

(ক) সামরিক সংগঠনগুলির প্রয়োজন মেটাবার জন্য তাদের একাউণ্টে,

(খ) কারখানা কমিটি বা কর্মচারী সোভিয়েত কর্তৃক নিশ্চয়ীকৃত এবং কমিশার অথবা সামরিক বিপ্লবী কমিটির প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সামরিক বিপ্লবী কমিটি কর্তৃক প্রত্যয়ীকৃত তালিকা অনুসারে কর্মচারীদের বেতন ও মজুরদের মজুরি দানের জন্য।

৪। ড্রাফট বাবদ ১৫০ রুবলের বেশি পরিশোধ করা চলবে না। বাকি টাকাটা চলতি একাউণ্টের অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং তা বাবদ পরিশোধ চলবে বর্তমান ডিক্রি অনুযায়ী ব্যবস্থায়।

৫। এই তিন দিনের জন্য অন্য সমস্ত ব্যাঙ্ক লেনদেন নিষিদ্ধ।

৬। যে কোনো একাউণ্ট বাবদ যে কোনো পরিমাণ টাকার আমানৎ গ্রহণ করা চলবে।

৭। ৩ ধারায় নির্দিষ্ট প্রত্যয় দানের জন্য অর্থপরিষদের প্রতিনিধিদের

দপ্তর খোলা থাকবে ইলিঙ্কা স্ট্রিটে স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনে বেলা ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত।

৮। ব্যাঙ্ক ও সেভিংস ব্যাঙ্কগুলি তাদের দৈনিক নগদ লেনদেনের মোট পরিমাণ জানাবে বেলা পাঁচটা নাগাদ স্কবেলেভ স্কোয়ারে সোভিয়েত সদরদপ্তরে, সামরিক বিপ্লবী কমিটিতে অর্থপরিষদের জন্য।

৯। এ ডিক্রি মানতে যারা অস্বীকার করবে, সর্ববিধ ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের তেমন সমস্ত কর্মচারী ও পরিচালকরা বিপ্লব ও জনগণের শত্রু হিসাবে বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে দায়ী হবে, তাদের নাম প্রকাশিত হবে সাধারণ অবগতির জন্য।

১০। এই ডিক্রির আওতার মধ্যে ব্যাঙ্ক ও সেভিংস ব্যাঙ্কের শাখাগুলির লেনদেন নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় সামরিক বিপ্লবী কমিটি তিন জন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে ও তাদের অফিসঘর ঘোষণা করবে।

সামরিক বিপ্লবী কমিটির পূর্ণাধিকারপ্রাপ্ত কমিশার,

স. শেভের্দিন-মাক্সিমেঙ্কো

একাদশ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

পরিচ্ছেদের সীমাবদ্ধতা

পরিচ্ছেদটি মোটামুটি দুই মাস নিয়ে। মিত্রশক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, জার্মানির সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও যুদ্ধবিরতি, এবং ব্রেস্ত-লিতোভস্ক শান্তি আলোচনার সূত্রপাত এবং সেই সঙ্গে সোভিয়েত রাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় যে পর্বে, সবই এর অন্তর্গত।

তবে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই সব ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেবার উদ্দেশ্য আমার এই বইয়ে ছিল না। তার জন্য অনেক স্থান দরকার। 'কর্নিলভ থেকে ব্রেস্ত-লিতোভস্ক' নামক আরেকটি খণ্ডের জন্য সেটা তুলে রেখেছি।

এই পরিচ্ছেদে তাই আমি সীমাবদ্ধ থেকেছি স্বদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহতির জন্য সোভিয়েত সরকারের প্রচেষ্টায় এবং আভ্যন্তরীণ শত্রুদের উপর তার ক্রমাগত বিজয়ের রূপরেখা দিয়েছি — এ প্রক্রিয়াটা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় সর্বনাশা ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক শান্তিতে।

২

রাশিয়া জাতিসমূহের অধিকার ঘোষণা — মুখবন্ধ

শ্রমিক ও কৃষকদের অক্টোবর বিপ্লব শুরু হয়েছে মুক্তির সাধারণ ঝাণ্ডায়।

কৃষকেরা মুক্তি পাচ্ছে জমিদারদের প্রভুত্ব থেকে, কেননা ভূমিতে জমিদারের স্বত্ব আর নেই, তার উচ্ছেদ হয়েছে। সৈনিক ও নাবিকেরা মুক্তি পাচ্ছে স্বৈরাচারী জেনারেলদের প্রভুত্ব থেকে, কেননা এখন থেকে জেনারেলরা হবে নির্বাচনাধীন ও প্রত্যাহার্য। শ্রমিকেরা মুক্তি পাচ্ছে পুঁজিপতিদের খামখেয়াল ও স্বৈরাচার থেকে, কেননা এখন থেকে স্থাপিত হবে কলকারখানায় ওপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ। জীবন্ত প্রাণবান সবকিছুই মুক্তি পাচ্ছে ঘৃণিত সব নিগড় থেকে।

বাকি আছে কেবল রাশিয়ার জাতিসমূহ, যারা অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচার সয়েছে ও সইছে, অবিলম্বেই তাদের মুক্তি শুরু হওয়া দরকার, দৃঢ়সংকল্পে সুনির্দিষ্টরূপেই তাদের মুক্তি সাধন করতে হবে।

জার আমলে রাশিয়ার জাতিসমূহকে নিয়মিতভাবেই পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগানো হত। এ নীতির ফলাফল সুবিদিত, একদিকে দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড, অন্যদিকে জাতিসমূহের দাসত্ব।

এই জঘন্য নীতিতে প্রত্যাবর্তন চলতে পারে না, চলবে না। এখন থেকে তার জায়গা নেবে রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিসমূহের এক স্বেচ্ছাকৃত সং সম্মিলন।

সাম্রাজ্যবাদের পর্বে মার্চ বিপ্লবের পর যখন ক্ষমতা যায় কাদেত বুর্জোয়াদের হাতে, তখন প্ররোচনার অনাবৃত নীতির জায়গা নেয় রাশিয়ার জাতিসমূহ সম্পর্কে একটা ভীত অবিশ্বাসের নীতি, ছিদ্রান্বেষণের নীতি,

জনগণের অর্থহীন 'স্বাধীনতা' ও 'সমতার' বুলি। এ নীতির ফলাফল সুবিদিত: জাতীয় শত্রুতার বৃদ্ধি, পারস্পরিক আস্থা হানি।

এই মিথ্যা ও অবিশ্বাস, ছিদ্রান্বেষণ ও প্ররোচনার মর্যাদাহীন নীতির অবসান ঘটাতে হবে। এখন থেকে এর জায়গা নেবে রাশিয়ার জাতিসমূহের পরিপূর্ণ পারস্পরিক আস্থা স্থাপনের মতো এক অকপট সৎ নীতি। এই আস্থার ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে রাশিয়ার জাতিসমূহের এক অকপট ও চিরস্থায়ী সম্মিলন। কেবল এই সম্মিলনের ফলেই রাশিয়ার নানা জাতির শ্রমিক ও কৃষকেরা একীভূত হতে পারে এমন এক বিপ্লবী শক্তিতে যা সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যগ্রাসী বুর্জোয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা প্রতিরোধে সক্ষম।

৩

ডিক্রি

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ

জাতীয় অর্থনীতির নিয়মিত সংগঠন, ব্যাঙ্ক দাঁওবাজির পরিপূর্ণ অবসান এবং ব্যাঙ্ক পুঁজির শোষণ থেকে শ্রমিক কৃষক ও সমগ্র মেহনতী জনগণের মুক্তির স্বার্থে এবং জনগণ ও দরিদ্র শ্রেণীগুলির সত্যকার স্বার্থাধীন রুশ প্রজাতন্ত্রের একটি একক জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে:

১। ব্যাঙ্ক ব্যবসা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া বলে ঘোষিত হল।

২। বর্তমানের সমস্ত ব্যক্তিগত জয়েন্ট-স্টক ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং অফিস রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে সম্মিলিত হল।

৩। উঠে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলির দেনা পাওনা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক গ্রহণ করছে।

৪। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কগুলির মিলনের বিধি ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হবে একটি বিশেষ ডিক্রিতে।

৫। ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কগুলির সাময়িক ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের পরিষদে।

৬। ক্ষুদে আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকবে।

সমস্ত সমরসেবীদের সম ক্ষমতা

ফৌজে প্রাক্তন অসাম্যের সমস্ত জের দ্রুত ও চূড়ান্ত রূপে বিদূরণের জন্য বিপ্লবী জনগণের অভিপ্রায় পূরণার্থে জনকমিশার পরিষদ নির্দেশ দিচ্ছে:

১। কর্পোরেল থেকে শুরু করে জেনারেল পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর সমস্ত পদভেদ ও পর্যায়ভেদ বিলুপ্ত হল। রুশ প্রজাতন্ত্রের ফৌজ এখন থাকবে শুধু স্বাধীন ও সমাধিকারী নাগরিকদের নিয়ে, তারা বিপ্লবী ফৌজের সৈনিক এই সম্মানীয় খেতাব বহন করবে।

২। প্রাক্তন পদভেদ ও পর্যায়ভেদ সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিশেষ সুবিধা তথা বৈশিষ্ট্যের সর্বকিছু বহিঃপ্রতীক তুলে দেওয়া হল।

৩। খেতাব উল্লেখ করে সম্ভাষণ তুলে দেওয়া হল।

৪। মর্যাদার সমস্ত ভূষণ, পদক ও অন্যান্য প্রতীক বিলুপ্ত হল।

৫। অফিসার পদভেদের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অফিসারদের আলাদা সমস্ত সংগঠনও লুপ্ত হল।

৬। সংগ্রামী ফৌজে প্রচলিত আর্দালি প্রথা বিলুপ্ত হল।

দ্রষ্টব্য: আর্দালি থাকবে শুধু সদরদপ্তরে, কমিটিতে ও অন্যান্য ফৌজ সংগঠনে।

জনকমিশার পরিষদের সভাপতি,
ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)
সমর ও নৌব্যাপারের জনকমিশার,
ন. ক্রিলেঙ্কো
সামরিক ব্যাপারের জনকমিশার,
ন. পদ্‌ভইস্কি
পরিষদের সেক্রেটারি,
ন. গর্বুনভ

ফৌজে নির্বাচন নীতি এবং কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা

১। মেহনতী জনগণের অভিপ্রায় পালনকারী ফৌজ জনগণের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি জনকমিশার পরিষদের অধীন।

২ । প্রতিটি সামরিক ইউনিট ও তার সম্মিলনের পরিসীমার মধ্যে

সমস্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত হল সংশ্লিষ্ট সৈনিক কমিটি ও সোভিয়েতগুলির হাতে।

৩। সৈনাদের জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকলাপের যেসব শাখা ইতিমধ্যেই কমিটির এক্তিয়ারে গেছে তা এখন তাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে তুলে দেওয়া হল। ক্রিয়াকলাপের যেসব শাখা কমিটির এক্তিয়ারে নয় তার ওপর সৈনিক সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল।

৪। পরিচালক স্টাফ ও অফিসারদের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। রেজিমেন্টের কম্যান্ডার পর্যন্ত সমস্ত কম্যান্ডার নির্বাচিত হবে স্কোয়াড, প্লেটুন, কম্পানি, স্কোয়াড্রন, ব্যাটারি, ডিবিসন (গোলন্দাজ বাহিনী, ২-৩ ব্যাটারি) ও রেজিমেন্টের সার্বজনীন ভোটে। রেজিমেন্টের চেয়ে উচ্চতর সমস্ত কম্যান্ডার তথা সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হবে কমিটিগুলির কংগ্রেস বা সম্মেলন থেকে।

দ্রষ্টব্য: সম্মেলন বলতে বোঝাবে এক পর্যায় নিচের কমিটিগুলি থেকে প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলির সভা (যেমন রেজিমেন্ট কমিটির সম্মেলন হবে কম্পানি কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে — লেখক।)

৫। রেজিমেন্ট কম্যান্ডারের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের সমস্ত নির্বাচিত কম্যান্ডারকে অনুমোদন করবে সন্নিহিত সর্বোচ্চ কমিটি।

দ্রষ্টব্য: নাকচের কারণ দর্শানো বিবৃতি সহ সর্বোচ্চ কমিটি নির্বাচিত কম্যান্ডারকে অনুমোদন করতে অস্বীকার করার পর নিম্নতন কমিটি দ্বিতীয় বার যে কম্যান্ডারকে নির্বাচন করবে তাকে অনুমোদন করতে উচ্চতন কমিটি বাধ্য।

৬। ফৌজের কম্যান্ডাররা নির্বাচিত হবেন ফৌজ কংগ্রেসে। ফ্রন্টের কম্যান্ডাররা নির্বাচিত হবেন সংশ্লিষ্ট ফ্রন্টের কংগ্রেসে।

৭। টেকনিক্যাল যেসব পদে বিশেষ জ্ঞান ও অন্যান্য ব্যবহারিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, টেকনিসিয়ান, টেলিগ্রাফার, ওয়ারলেস অপারেটর, এভিয়েটর, অটোমোবিল কর্মী ইত্যাদি, সেখানে সংশ্লিষ্ট বৃত্তির কমিটি থেকে নির্বাচিত হতে পারবে কেবল তেমন ব্যক্তি যার প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞতা আছে।

৮। স্টাফ কর্তাদের নির্বাচন করা হবে সে পদের জন্য বিশেষ তালিমপ্রাপ্ত লোকেদের মধ্য থেকে।

৯। স্টাফের অন্যান্য সদস্যদের নিযুক্ত করবে স্টাফ কর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস তা অনুমোদন করবে।

দ্রষ্টব্য: বিশেষ তালিমপ্রাপ্ত সমস্ত ব্যক্তির একটি বিশেষ তালিকা থাকবে।

১০। সক্রিয় বাহিনীতে কর্মরত যেসব কম্যান্ডারদের সৈন্যরা কোনো পদে নির্বাচিত করবে না, এবং সেই হেতু যারা সাধারণ সৈনিক বলে গণ্য হবে, তাদের অবসর গ্রহণের অধিকার থাকবে।

১১। সরবরাহ বিভাগগুলি ছাড়া সেনাপত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন সমস্ত পদ পূর্ণ হবে সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত কম্যান্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ মারফত।

১২। কম্যান্ডিং স্টাফের নির্বাচন সম্পর্কে বিশদ নির্দেশনামা আলাদাভাবে প্রকাশিত হবে।

জনকমিশার পরিষদের সভাপতি,
ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)
সামরিক ও নৌব্যাপারের জনকমিশার,
ন. ক্রিলেঙ্কো
সামরিক ব্যাপারের জনকমিশার,
ন. পদ্‌ভইস্কি
পরিষদের সেক্রেটারি,
ন. গর্বুনভ

• • •

সামাজিক বর্গভেদ ও খেতাব প্রথার বিলোপ

১। সমস্ত সামাজিক বর্গ ও বর্গভেদ, সামাজিক বিশেষাধিকার ও বাধানিষেধ, সমস্ত সমাজবর্গীয় সংগঠন এবং সমস্ত নাগরিক পদভেদ বিলুপ্ত হল।

২। সমাজের সমস্ত স্তর (অভিজাত, বণিক, পেটি বুর্জোয়া) এবং সমস্ত খেতাব (কাউন্ট, রাজাবাহাদুর ইত্যাদি) এবং নাগরিক পদমর্যাদার সমস্ত আখ্যা

(প্রিভি কাউন্সিলর ইত্যাদি) বিলুপ্ত হয়ে রুশ প্রজাতন্ত্রের নাগরিক এই সাধারণ আখ্যা প্রবর্তিত হল।

৩। অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরিত হল তথাকার স্বায়ত্তশাসিত জেমস্তভোয়।

৪। বণিক ও বুর্জোয়া সংস্থাগুলির সম্পত্তি অবিলম্বে হস্তান্তরিত হল মিউনিসিপ্যাল স্বশাসন সংস্থায়।

৫। সামাজিক বর্গভিত্তিক সমস্ত প্রতিষ্ঠান, তাদের সম্পত্তি, কারবার ও মহাফেজখানা হস্তান্তরিত হল মিউনিসিপ্যালিটি ও জেমস্তভোর কর্তৃত্বে।

৬। প্রচলিত আইনের যেসব ধারা এ আদেশের পরিপন্থী তা নাকচ হল।

৭। বর্তমান ডিক্রি কার্যকরী হবে তার প্রকাশের দিন থেকে এবং তা কার্যকরী করবে শ্রমিক সৈনিক কৃষক প্রতিনিধিদের স্থানীয় সোভিয়েত।

ৎসে-ই-কার ১৯১৭, ২৩শে নভেম্বরের সভায় বর্তমান ডিক্রি অনুমোদিত হয়েছে, স্বাক্ষর করেছেন:

ৎসে-ই-কার সভাপতি,
স্ভের্দলভ
জনকমিশার পরিষদের সভাপতি,
ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)
জনকমিশার পরিষদের কার্যনির্বাহক,
ভ. বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ
পরিষদের সেক্রেটারি,
ন. গর্বুনভ

* * *

৩রা ডিসেম্বর 'সাধারণ অথবা বিশেষ, বিনা ব্যতিক্রমে সর্বপ্রকার সরকারী প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন হ্রাসের' সিদ্ধান্ত নেয় জনকমিশার পরিষদ।

শুরু হিসাবে পরিষদ জনকমিশারের বেতন স্থির করে মাসে ৫০০ রুবল, এবং পরিবারের কর্মক্ষমতাহীন প্রতিটি বয়স্ক সদস্যের জন্য আরো ১০০ রুবল...

যে কোনো রকম সরকারী কর্মকর্তার সর্বোচ্চ বেতন ছিল এই...

৪

কাউন্টেস পানিনাকে গ্রেপ্তার করে প্রথম সর্বোচ্চ বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের সামনে বিচারের জন্য হাজির করা হয়। আমার আসন্ন 'কর্নিলভ থেকে ব্রেস্ত-লিতোভ্‌স্ক' পুস্তকে 'বিপ্লবী বিচার' পরিচ্ছেদে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বন্দীর উপর দণ্ডাজ্ঞা হয় 'টাকা ফেরত দিক এবং জনসাধারণের ঘৃণায় ছেড়ে দেওয়া হোক' অর্থাৎ মুক্তি পান তিনি।

৫

নতুন আমল নিয়ে বিদ্রুপ

'দ্রুগ নারোদা' (মেনশেভিক), ১৮ই নভেম্বর·

'বলশেভিকদের 'অবিলম্ব শান্তির' কাহিনী শুনে বায়স্কোপের একটা মজাদার দৃশ্য মনে পড়ছে. নেরাতভ দৌড়চ্ছেন, পেছু তাড়া করেছেন ত্রৎস্কি। দেয়াল বেয়ে উঠছেন নেরাতভ; ত্রৎস্কিও। জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন নেরাতভ; সঙ্গে সঙ্গে ত্রৎস্কিও. নেরাতভ উঠলেন ছাদে. ঠিক পেছনে ত্রৎস্কি. নেরাতভ লুকলেন খাটের তলে. অমনি ধরে ফেললেন ত্রৎস্কি! ধরে ফেলেছেন! সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই সই হয়ে গেল শান্তি...

'পররাষ্ট্র দপ্তরে সবই ফাঁকা, চুপচাপ। বার্তাবহরা শ্রদ্ধাবনত, কিন্তু মুখে একটা বাঁকা ভাব...

'কোনো একটা রাষ্ট্রদূতকে গ্রেপ্তার করে তার সঙ্গে একটা যুদ্ধবিরতি কি শান্তি চুক্তি করে নিলে কেমন হয়? তবে ভারি অদ্ভুত লোক এই রাষ্ট্রদূতেরা। এমন চুপচাপ থাকবে যেন কিছুই কানে যায় নি। আরে ওহে — ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি — তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি সই করেছি আমরা! তোমরা সে কথা কিছুই জানো না তা কি হতে পারে? সে তো সমস্ত কাগজেই প্রকাশিত হয়েছে, সমস্ত দেয়ালেই লটকানো আছে। বলশেভিক আমরা মাইরি বলছি, শান্তি স্বাক্ষর হয়ে গেছে! তোমাদের কাছ থেকে বেশি কিছু আমরা চাইছি না, কেবল দুটো কথা লিখে দাও...

'চুপ করেই থাকছে রাষ্ট্রদূতেরা। চুপ করেই থাকছে শক্তিরা। পররাষ্ট্র দপ্তরে সবই ফাঁকা, চুপচাপ।

''শুনুন,' রবেসপিয়েরে-গ্রংস্কি বলেন তাঁর সহকারী মারাৎ-উরিংস্কিকে, 'দৌড়ে যান না একবার বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে, বলুন আমরা শান্তির প্রস্তাব দিচ্ছি!'

''নিজেই গিয়ে দেখুন,' বলেন মারাৎ-উরিংস্কি, 'উনি দেখা করছেন না।'

''টেলিফোন করুন তাহলে।'

''সে চেষ্টাও করেছি, রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন।'

''টেলিগ্রাম পাঠান।'

''পাঠিয়েছি।'

''তা কী হল?'

'মারাৎ-উরিংস্কি জবাব না দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। রবেসপিয়েরে-গ্রংস্কি সরোষে থুৎকার নিক্ষেপ করলেন .

'এক মুহূর্ত পরে শুরু করেন গ্রংস্কি, 'শুনুন মারাৎ, আমরা যে একটা সক্রিয় বৈদেশিক নীতি চালাচ্ছি সেটা দেখাতেই হবে। কী করা যায় বলুন তো?'

''নেরাতভকে গ্রেপ্তারের জন্যে আরেকটা ডিক্রি জারী করুন,' গম্ভীর মুখে জবাব দেন উরিংস্কি।

''মারাৎ, আপনি একটা নির্বোধ,' চেঁচিয়ে ওঠেন গ্রংস্কি। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তিনি — ভয়াবহ, মহীয়ান, এ মুহূর্তে ঠিক রবেসপিয়েরের মতোই দেখাল তাঁকে।

'ভয়ঙ্কর গলায় বললেন, 'লিখুন উরিংস্কি, একটা চিঠি লিখুন বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে, রেজিস্ট্রি চিঠি, রসিদ সমেত। আপনি লিখুন, আমিও লিখছি! বিশ্বের জনগণ অবিলম্বে শান্তির আশা করে আছে!'

'পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাণ্ড ফাঁকা আপিসে শোনা যাচ্ছে কেবল দুটি টাইপরাইটারের শব্দ। স্বহস্তেই এক সক্রিয় পররাষ্ট্র নীতি চালাচ্ছেন গ্রংস্কি ...'

৬

মিটমাটের প্রশ্নে

সমস্ত শ্রমিক ও সৈনিকদের অনুধাবনার্থে।

প্রেওব্রাজেনস্কি রেজিমেন্টের ক্লাবে ১১ই নভেম্বর পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের সমস্ত ইউনিটের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জরুরী সভা হয়।

প্রেওব্রাজেনস্কি ও সেমিওনভস্কি রেজিমেন্টের উদ্যোগে এ সভা আহূত হয়েছিল, কোন কোন সমাজতন্ত্রী পার্টি সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষে এবং কারা বিপক্ষে, কারা জনগণের পক্ষে কারা বিপক্ষে এবং এদের মধ্যে কোনো মিটমাট সম্ভব কিনা তা আলোচনার জন্য।

এসে-ই-কা, পৌরসভা, আভক্সেন্তিয়েভ কৃষক সোভিয়েত এবং বলশেভিক থেকে শুরু করে জন-সমাজতন্ত্রী পর্যন্ত সব রাজনৈতিক পার্টির প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এ সভায়।

সমস্ত পার্টি ও সংগঠনের বিবৃতি শোনার পর দীর্ঘ আলোচনান্তে সভা বিপুল ভোটাধিক্যে স্থির করে যে কেবল বলশেভিক ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরাই জনগণের পক্ষে, এবং অন্য সমস্ত পার্টিই মিটমাট প্রচেষ্টার আড়ালে নভেম্বরের মহান শ্রমিক কৃষক বিপ্লবের দিনগুলিতে অর্জিত বিজয় থেকে জনগণকে বঞ্চিত করতে চাইছে।

পেত্রগ্রাদ গ্যারিসনের সভা ১২ জন ভোট দানে বিরত, ১১ জন বিপক্ষে ও ৬১ জন পক্ষে ভোট দিয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার বয়ান নিচে দেওয়া হল:

'সেমিওনভস্কি ও প্রেওব্রাজেনস্কি রেজিমেন্টের উদ্যোগে আহূত গ্যারিসন সম্মেলন বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে মিটমাটের প্রশ্নে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টি ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনার পর দেখতে পাচ্ছে যে:

'১। এসে-ই-কা, বলশেভিক পার্টি ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের প্রতিনিধিরা সুনির্দিষ্টরূপেই ঘোষণা করেছে যে তারা সোভিয়েত রাজ, ভূমি ডিক্রি, শান্তি ডিক্রি ও শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে এবং এই কর্মসূচিতে সমস্ত সমাজতন্ত্রী পার্টির সঙ্গে মিটমাট করতে রাজী।

'২। অথচ অন্যান্য পার্টি (মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি) হয় এর কোনো জবাব দেয় নি, নয়ত সোজাসুজি বলেছে যে তারা সোভিয়েত রাজ এবং ভূমি, শান্তি ও শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ডিক্রির বিরোধী।

'সেই হেতু সম্মেলন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে:

''১। মিটমাটের আড়ালে যেসব পার্টি কার্যত নভেম্বর বিপ্লবে জনগণের অর্জিত বিজয় নাকচ করতে চায় তাদের কঠোর সমালোচনা করা হোক।

''২। ৎসে-ই-কা ও জনকমিশার পরিষদে পরিপূর্ণ আস্থা ঘোষণা করা হোক ও তাদের পরিপূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক।'

'সেই সঙ্গে সম্মেলন মনে করে যে জনগণের সরকারে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কমরেডদের প্রবেশ করা উচিত।'

৭

মদ্য 'দাঙ্গা'

পরে আবিষ্কৃত হয় যে সৈনিকদের মধ্যে দাঙ্গার প্ররোচনা দেবার জন্য কাদেতদের অর্থপুষ্ট একটি নিয়মিত সংগঠন ছিল। বিভিন্ন ব্যারাকে টেলিফোন করে বলা হত অমুক অমুক ঠিকানায় মদ বিলি করা হচ্ছে এবং সৈনিকেরা সে জায়গায় গিয়ে হাজির হলে একজন এসে মদ্য ভাণ্ডারের অবস্থানটা দেখিয়ে দিত...

জনকমিশার পরিষদ মাতলামির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একজন কমিশার নিযুক্ত করে, ইনি নির্মম হস্তে মদ্য দাঙ্গা দমন করা ছাড়াও লক্ষ লক্ষ বোতল মদ চূর্ণ করেন। শীত প্রাসাদের ভূগর্ভ কুঠরিতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষাধিক ডলার মূল্যের অতি বিরল অনেক সুরা ছিল। প্রথমে তা ভূগর্ভ কুঠরিতেই ভেঙে চূর্ণ করা হয়, বাকি সমস্ত মদ পাঠানো হয় ক্রনশ্‌তাদ্‌ত-এ এবং সেখানে তা ধ্বংস করা হয়।

এ কাজে ক্রনশ্‌তাদ্‌ত নাবিকেরা, ত্রৎস্কি যাদের বলতেন, 'বিপ্লবী বাহিনীর মুকুটমণি ও গৌরব', তারা অটুট আত্মশৃঙ্খলার পরিচয় দেয়...

৮

চোরাবাজারীদের নিয়ে

দুটি আদেশ:

জনকমিশার পরিষদের কাছ থেকে
সামরিক বিপ্লবী কমিটির নিকট

যুদ্ধ ও অব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট খাদ্য সংকট চূড়ান্ত মাত্রায় তীব্র হয়ে উঠছে চোরাবাজারী, লুঠেরা এবং রেলওয়ে, স্টিমার ঘাট ও পরিবহন দপ্তরগুলিতে অবস্থিত তাদের বন্ধুদের দৌলতে।

জাতির বৃহত্তম দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে এই দুর্বৃত্ত অপরাধীরা নিজেদের মুনাফার জন্য লক্ষ লক্ষ সৈনিক ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে খেলা শুরু করেছে।

এ অবস্থা আর একদিনও সহ্য করা চলে না।

চোরাবাজারি, সাবোতাজ, মজুদ গোপন, ইচ্ছাকৃত চালান আটক ইত্যাদি বন্ধের জন্য অতি দৃঢ়সংকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনকমিশার পরিষদ সামরিক বিপ্লবী কমিটির নিকট অনুরোধ করছে।

এই ধরনের ক্রিয়াকলাপে যারা অপরাধী তাদের সবাইকে বিপ্লবী আদালতে সোপর্দ না হওয়া পর্যন্ত সামরিক বিপ্লবী কমিটির বিশেষ আদেশ বলে ক্রনশ্তাদ্ত জেলে আটক রাখা চলবে।

খাদ্যশ্বাপদদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহযোগিতার জন্য সমস্ত জনসংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

জনকমিশার পরিষদের সভাপতি,
ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)

• • •

সমস্ত সৎ নাগরিকদের প্রতি

সামরিক বিপ্লবী কমিটির আদেশ:

খাদ্যচোর, লুঠেরা ও চোরাবাজারীদের জন শত্রু ঘোষণা করা হল...

সমস্ত জন সংগঠন, সমস্ত সৎ নাগরিকের কাছে সামরিক বিপ্লবী কমিটি

অনুরোধ করছে: খাদ্যচুরি, লুট ও চোরাবাজারির যে কোনো ঘটনা জানলেই তা অবিলম্বে সামরিক বিপ্লবী কমিটিকে জানান।

এ আপদের বিরুদ্ধে লড়াই সমস্ত সৎ ব্যক্তির কর্তব্য। জনগণের স্বার্থ যাদের কাছে মূল্যবান তাদের সকলের সমর্থন আশা করছে সামরিক বিপ্লবী কমিটি।

চোরাবাজারী ও লুঠেরাদের দমনে সামরিক বিপ্লবী কমিটি হবে নির্মম।

সামরিক বিপ্লবী কমিটি

পেত্রগ্রাদ, ২রা ডিসেম্বর, ১৯১৭

৯

কালেদিনের নিকট পুরিশকেভিচের পত্র

'পেত্রগ্রাদের মরীয়া অবস্থা। শহরটি বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং পুরোপুরি বলশেভিকদের হাতে রাস্তায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে লোককে, ছুড়ে ফেলা হচ্ছে নেভা নদীতে, ডুবিয়ে মারা হচ্ছে, কারারুদ্ধ করা হচ্ছে বিনা বিচারে। এমনকি বুর্ৎসেভ পর্যন্ত কড়া পাহারায় আটক আছেন পিটার-পল দুর্গে।

'আমার নেতৃত্বাধীন সংগঠনটি সমস্ত অফিসারদের এবং যুঙ্কার বিদ্যালয়গুলির যারা অবশিষ্ট আছে তাদের ঐক্যবদ্ধ ও সশস্ত্র করার জন্য অবিশ্রাম কাজ চালাচ্ছে। অফিসার ও যুঙ্কারদের রেজিমেণ্ট গঠন না করলে অবস্থা বাঁচানো যাবে না। এই রেজিমেণ্টগুলি দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে প্রথম সাফল্য লাভের পর আমরা গ্যারিসন সৈন্যদের সাহায্য লাভ করতে পারি। কিন্তু এই প্রথম সাফল্য ছাড়া একটি সৈন্যের উপরেও আমরা ভরসা করতে পারি না, কেননা প্রতি রেজিমেণ্টেই যে হারামজাদারা আছে তারা তাদের বিভক্ত ও সন্ত্রস্ত করে রেখেছে হাজারে হাজারে। জেনারেল দুতোভের বিচিত্র নীতির কল্যাণে অধিকাংশ কসাকই বলশেভিক প্রচারে কলুষিত—দৃঢ়সংকল্প

ব্যবস্থায় যখন কিছু একটা করা যেত, সে মুহূর্তটিকে তিনি ফসকে যেতে দেন। আলাপ আলোচনা ও ছাড়দান নীতির ফল ফলেছে; ভদ্রের সবকিছুই নির্যাতিত হচ্ছে, আধিপত্য করছে কেবল দুর্বৃত্ত ও ছোটো লোকেরা — তাদের গুলি না করে ও ফাঁসি না দিয়ে কিছুই করা যাবে না।

'আপনার জন্য আমরা এখানে অপেক্ষা করে আছি জেনারেল, এবং আপনি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে অগ্রসর হব। কিন্তু তার জন্য আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা চাই এবং সর্বাগ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার:

'(১) আপনি কি জানেন যে আপনার সঙ্গে যোগ দেবার অজুহাতে লড়াইয়ে অংশ নিতে পারত এমন সমস্ত অফিসারদের পেত্রগ্রাদ ত্যাগের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে?

'(২) কবে আন্দাজ আপনার পেত্রগ্রাদে আগমনের ভরসা করতে পারি? আমাদের ক্রিয়াকলাপ সুসমন্বিত করার জন্য এটা আমাদের জানা দরকার।

'এখানকার সচেতন ব্যক্তিদের অপরাধজনক যে নিষ্ক্রিয়তার ফলে আমাদের ওপর বলশেভিকদের জোয়াল চাপতে পেরেছে তা সত্ত্বেও, যে অফিসারদের সংগঠিত করা অতি কঠিন তাদের অধিকাংশের অসাধারণ গোঁতোমি সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি যে সত্য আমাদের পক্ষে এবং দেশপ্রেম ও দেশত্রাণের জন্য আমরা জঘন্য দুর্বৃত্ত ব্যক্তিদের পরাস্ত করব। যাই ঘটুক না কেন, মনোবল হারাব না এবং শেষ পর্যন্ত অটল থাকব।'

বিপ্লবী ট্রাইবুনালে পুরিশকেভিচের বিচার হয়, স্বল্প মেয়াদের কারাদণ্ড হয় তার...

১০

বিজ্ঞাপনের একচেটিয়া

১। সংবাদপত্র, পুস্তক, নোটিস বোর্ড, কিওস্ক, অফিস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপন মুদ্রণ রাষ্ট্রের একচেটিয়া বলে ঘোষিত হল।

২। বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে পারবে কেবল পেত্রগ্রাদের সাময়িক শ্রমিক কৃষক সরকারের মুখপত্রগুলিতে এবং স্থানীয় সোভিয়েতগুলির মুখপত্রে।

৩। সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীরা এবং সেখানকার কর্মচারীরা রাষ্ট্রের নিকট বিজ্ঞাপন ব্যবসায় হস্তান্তর পর্যন্ত স্বপদে থাকবেন... কারবার যাতে অব্যাহত চলে তা দেখবেন এবং সমস্ত ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন, তার বাবদ প্রাপ্ত টাকা এবং সমস্ত হিসাব ও কপি সোভিয়েতের হাতে তুলে দেবেন।

৪। প্রকাশ ভবন ও বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত পরিচালকেরা তথা তাদের শ্রমিক, কর্মচারীরা একটি নগর কংগ্রেস ডেকে প্রথমে নগর ট্রেড ইউনিয়নে পরে সারা রুশ ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য। বিজ্ঞাপন ব্যবসায় তাঁরা আরো আমূল ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে সংগঠিত করবেন এবং বিজ্ঞাপনের জনোপযোগিতার জন্য উন্নততর নিয়ম প্রণয়ন করবেন।

৫। কেউ দলিল বা অর্থ গোপন করলে বা ৩ ও ৪ ধারায় উল্লিখিত বিধি বানচাল করলে অনধিক তিন বছর কারাবাসের শাস্তি পাবেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে।

৬। ব্যক্তিগত প্রকাশনে অথবা ছদ্মরূপে অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশও কঠোর দণ্ড পাবে।

৭। বিজ্ঞাপন অফিসগুলিকে সরকার বাজেয়াপ্ত করছে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মালিকরা ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী। বাজেয়াপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদে মালিক, আমানৎকারী বা শেয়ার হোল্ডাররা ব্যবসায়ে ঢালা তাঁদের সমস্ত টাকার জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন।

৮। সমস্ত প্রকাশন, অফিস এবং সাধারণভাবে বিজ্ঞাপনের ব্যবসা করে এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের নিকট তাদের ঠিকানা জানাতে হবে এবং ব্যবসা হস্তান্তরের কাজ শুরু করতে হবে ৫ ধারায় উল্লিখিত দণ্ডের কথা মনে রেখে।

জনকমিশার পরিষদের সভাপতি,
ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)
জনশিক্ষার জনকমিশার,
আ. ভ. লুনাচারস্কি
পরিষদের সেক্রেটারি,
ন. গর্বুনভ

১১

বাধ্যতামূলক অর্ডিন্যান্স

১। পেত্রগ্রাদে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হল।

২। রাস্তা ও স্কোয়ারে সর্ববিধ জমায়েৎ, সভা ও সমাবেশ নিষিদ্ধ।

৩। মদ্য ভান্ডার, গুদাম, কারখানা, দোকান, ব্যবসাগৃহ, ব্যক্তিগত ভবন ইত্যাদি লুটের চেষ্টা **বন্ধ করা হবে বিনা হুঁশিয়ারিতে মেশিনগান চালিয়ে।**

৪। সমস্ত ভবনে, ভবনপ্রাঙ্গণে ও রাস্তায় কঠোর শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব রইল গৃহ কমিটি, দারোয়ান, জমাদার ও মিলিশিয়ার উপর, ভবনের ফটক ও প্রবেশ-দরজাগুলিকে রাত ৯টায় বন্ধ ও সকাল ৭টায় খুলতে হবে। রাত ৯টার পর গৃহ কমিটির কঠোর নিয়ন্ত্রণে গৃহ থেকে বেরুতে পারবে কেবল গৃহবাসীরাই।

৫। যে কোনো ধরনের মদ্য বিতরণ, ক্রয় বা বিক্রয়ে যারা অপরাধী এবং ২ ও ৪ ধারা যারা ভঙ্গ করবে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর দন্ডদান করা হবে।

পেত্রগ্রাদ, ৬ই ডিসেম্বর, ভোর তিনটে।

শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের
কার্যকরী কমিটির অধীনস্থ
দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কমিটি

১২

দুটি ঘোষণা

জনগণের প্রতি, লেনিন:

'শ্রমিক সৈনিক ও কৃষক কমরেডরা — সমস্ত মেহনতীরা!

'শ্রমিক কৃষক বিপ্লব বিজয়ী হয়েছে পেত্রগ্রাদে, মস্কোয়... ফ্রন্ট থেকে এবং গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতিদিন প্রতিঘন্টায় নতুন সরকারের প্রতি অভিনন্দন

আসছে... বিপ্লবের বিজয়... সুনিশ্চিত, কেননা তাকে সমর্থন করছে অধিকাংশ জনগণ।

'জমিদার ও পুঁজিপতিরা, বুর্জোয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তারা, সংক্ষেপে সমস্ত ধনী ও তাদের হাতধরারা যে নতুন বিপ্লবের সঙ্গে শত্রুতা করবে, তার সাফল্যের বিরোধিতা করবে, ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ করে দেবার হুমকি দেবে, অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ সাবোতাজ ও ব্যাহত করবে তা খুবই বোঝা যায়... সচেতন প্রতিটি মজুরই ভালোই জানে যে এ শত্রুতা এড়ানো অসম্ভব... কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী মুহূর্তের জন্যও এ প্রতিরোধে ভীত নয়। জনগণের অধিকাংশই আমাদের পক্ষে। সারা দুনিয়ার অধিকাংশ শ্রমিক ও নিপীড়িতরা আমাদের পক্ষে। ন্যায় আমাদের পক্ষে। চূড়ান্ত বিজয় আমাদের নিশ্চিত।

'পুঁজিপতি ও উচ্চ কর্মচারীদের প্রতিরোধ চূর্ণ হবে। ব্যাঙ্ক ও ফিনান্স সিন্ডিকেটগুলি জাতীয়করণের একটি বিশেষ আইনে ছাড়া কারো সম্পত্তি খোয়া যাবে না। এ আইনটি তৈরি হচ্ছে। কোনো শ্রমিকের একটি কোপেকও লোকসান যাবে না। বরং তাকে সাহায্য করা হবে। এই মুহূর্তে নতুন কর ধার্য না করে নতুন সরকার মনে করে আগের আমলে ধার্য কর আদায়ে কঠোর হিসাব ও নিয়ন্ত্রণই তার প্রাথমিক কর্তব্য...

'কমরেড শ্রমিকেরা, মনে রাখবেন এখন আপনারাই সরকার চালাচ্ছেন। আপনারা নিজেরা সংগঠিত হয়ে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা স্বহস্তে না নিলে কেউ আপনাদের সাহায্য করবে না। আপনাদের সোভিয়েতগুলিই এখন রাষ্ট্রক্ষমতার সংস্থা... তাদের জোরদার করুন, কঠোর বিপ্লবী নিয়ন্ত্রণ চালু করুন, মাতাল, গুণ্ডা, প্রতিবিপ্লবী যুঙ্কার ও কর্নিলভীদের পক্ষ থেকে অরাজকতার চেষ্টা নির্মম হাতে দমন করুন।

'উৎপাদনের উপর, উৎপন্নের হিসাবের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করুন। উৎপাদনের সাবোতাজ করে, শস্য মজুত ও অন্যান্য দ্রব্যের মজুত লুকিয়ে রেখে, শস্য চালান ঠেকিয়ে রেখে, রেলওয়ে, ডাক ও টেলিগ্রাফে গোলমাল ঘটিয়ে অথবা সাধারণভাবে শান্তি স্থাপন ও কৃষকদের নিকট জমি হস্তান্তরের মহাকর্মের বিরোধিতা করে যারা জনগণের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করবে তাদের গ্রেপ্তার করে বিপ্লবী ট্রাইবুনালের হাতে তুলে দিন...

'শ্রমিক সৈনিক কৃষক ও সমস্ত মেহনতী কমরেডরা!

'স্বস্থানে সমস্ত ক্ষমতা তুলে নিন নিজেদের সোভিয়েতের হাতে... ক্রমে ক্রমে, অধিকাংশ কৃষকদের সায় ও অনুমোদন নিয়ে আমরা দৃঢ় ও অটল পায়ে এগিয়ে যাব সমাজতন্ত্রের বিজয়ে যাকে সংহত করবে সভ্যতর দেশের অগ্রণী শ্রমিকেরা, যা থেকে জনগণ পাবে চিরস্থায়ী শান্তি এবং সর্ববিধ নিগড় ও সর্ববিধ শোষণ থেকে মুক্তি।'

জনকমিসার পরিষদের সভাপতি,
ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)

পেত্রগ্রাদ, ১৮ই নভেম্বর, ১৯১৭

১০

'পেত্রগ্রাদের সমস্ত শ্রমিকদের প্রতি!

'কমরেডরা! বিপ্লব জয়লাভ করছে, বিপ্লব জয়লাভ করেছে। সমস্ত ক্ষমতা এসেছে আমাদের সোভিয়েতগুলির হাতে। প্রথম সপ্তাহগুলিই সবচেয়ে কঠিন। ইতিমধ্যেই ভগ্ন প্রতিক্রিয়াকে চূর্ণ করতে হবে শেষ পর্যন্ত, আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। সোভিয়েতের নতুন জনগণের সরকারের পক্ষে যাতে তার সমস্ত কর্তব্য পালন সহজ হয়, তার জন্য এই দিনগুলিতে অসীম দৃঢ়তা ও সহ্যশক্তি দেখানো শ্রমিক শ্রেণীর উচিত, দেখাতে তারা বাধ্য। এই দিনগুলিতেই শ্রমিক সমস্যায় নতুন আইন জারী হবে, তার মধ্যে থাকবে উৎপাদনের উপর শ্রমিক তদারকি এবং শিল্প নিয়ন্ত্রণের প্রথম একটি আইন।

'পেত্রগ্রাদে শ্রমিক জনগণের ধর্মঘট ও বিক্ষোভে এখন কেবল ক্ষতিই হবে।

'আপনাদের অনুরোধ করছি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্ত ধর্মঘট বন্ধ করুন, সকলেই কাজে ফিরুন, কাজ চালান পরিপূর্ণ শৃঙ্খলায়। কারখানায় এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যাতে কাজ চলে সেটা নতুন সরকারের কাছে অত্যাবশ্যক, কেননা কাজের যে কোনো বানচালেই আমাদের পক্ষে নতুন দুরূহতার সৃষ্টি হয়, যা এমনিতেই যথেষ্ট। নিজের নিজের কাজে ফিরুন সবাই।

'এই দিনগুলোয় নতুন সরকারকে সমর্থনের সেরা উপায় নিজের নিজের কাজ করা।

'প্রলেতারিয়েতের অটুট দৃঢ়তা জিন্দাবাদ! বিপ্লব জিন্দাবাদ!'

শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত।
ট্রেড ইউনিয়নের পেত্রগ্রাদ কাউন্সিল।
কারখানা কমিটিগুলির পেত্রগ্রাদ পরিষদ।

১৪

আবেদন, পাল্টা আবেদন

রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পক্ষ থেকে
পেত্রগ্রাদবাসীদের প্রতি:

'কমরেড শ্রমিক, সৈনিক ও নাগরিকগণ!

'সামরিক বিপ্লবী কমিটি একটি 'জরুরী বিজ্ঞপ্তিতে' রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 'ফ্রন্টে রসদ জোগানের লক্ষ্যে সরকারের কাজ ব্যাহত করার' অভিযোগ এনেছেন।

'কমরেড ও নাগরিকগণ, আমরা যারা শ্রমের সাধারণ বাহিনীর একাংশ, তাদের বিরুদ্ধে আনীত এ অপবাদ বিশ্বাস করবেন না।

'আমাদের হাড়-ভাঙা মেহনতের জীবনে জবরদস্তি হস্তক্ষেপের অবিরাম আশঙ্কায় কাজ করে যাওয়া আমাদের পক্ষে যত কঠিনই হোক, আমাদের দেশ ও বিপ্লব ধ্বংসের মুখে এ চেতনা যত নৈরাশ্যেরই হোক, তা সত্ত্বেও উপর থেকে নিচু পর্যন্ত আমরা সবাই, কর্মচারী আর্কেজাঙ্কিক, গণনাকারী, মজুর, পিয়ন ইত্যাদিরা ফ্রন্টের জন্য ও দেশের জন্য রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র জোগানের সঙ্গে সম্পর্কিত আমাদের সমস্ত কর্তব্যই পালন করে যাচ্ছি।

'শ্রমিক ও সৈনিক কমরেডগণ, ফিনান্স ও ব্যাঙ্কিঙের ব্যাপারে আপনাদের অবগতিহীনতার ভরসায় আপনাদের ওসকানো হচ্ছে আপনাদেরই মতো মজুরদের বিরুদ্ধে, কেননা ফ্রন্টে অনশনরত ও মুমূর্ষু সৈনিক ভাইদের জন্য দায়িত্ব দোষীদের বদলে চাপানো ভালো নির্দোষ শ্রমিকদের ওপর, যারা

াধারণ দারিদ্র্য ও বিশৃঙ্খলার বোঝার তলেই নিজের কর্তব্য পালন করে াচ্ছে।

'শ্রমিক ও সৈনিকগণ! মনে রাখবেন, কর্মচারীরা নিজেরাই যে মেহনতী জনগণের একাংশ তাদের স্বার্থের জন্য তারা চিরকালই াঁড়িয়েছে এবং চিরকালই দাঁড়াবে, ফ্রন্ট ও মজুরদের জন্য প্রয়োজনীয় একটি কোপেকও কখনো ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা আটকায় ন, আটকাবে না।

'৬ই নভেম্বর থেকে ২৩শে নভেম্বর, এই ১৭ দিনে অন্যান্য শহরে প্রেরিত াকা বাদে ৫০ কোটি রুবল পাঠানো হয়েছে ফ্রন্টে এবং ১২ কোটি মস্কোয়।

'জনগণের সম্পদের মালিক হতে পারে কেবল সংবিধান সভাই, জনগণের স সম্পদ পাহারা দিচ্ছে কর্মচারীরা, তাই এমন কোনো ক্ষেত্রে টাকা দিতে ারা প্রস্তুত নয়, যার উদ্দেশ্য তাদের কাছে অজানা।

'জুলুম চালাতে যারা আপনাদের ডাক দিচ্ছে সেই কুৎসা প্রচারকদের বিশ্বাস করবেন না!'

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সারা রুশ কর্মচারী ইউনিয়নের
কেন্দ্রীয় পরিষদ।

ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের সারা রুশ ট্রেড ইউনিয়নের
কেন্দ্রীয় পরিষদ।

• • •

পেত্রগ্রাদবাসীদের প্রতি

'নাগরিকগণ, সরবরাহ মন্ত্রিদপ্তরের কর্মচারী এবং অন্যান্য সরবরাহ সংগঠনের যে কর্মীরা এই দুর্যোগের দিনে রাশিয়ার পরিত্রাণের জন্য কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর সব অপবাদ রটিয়ে যে দায়িত্বহীনেরা আপনাদের মনে মিথ্যা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করছে তাদের বিশ্বাস করবেন না। নাগরিকগণ, ইস্তাহার এঁটে আপনাদের তাতানো হচ্ছে আমাদের খুন করতে, অন্তর্ঘাত ও ধর্মঘটের মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে, লোকে যত দুঃখকষ্টে ভুগছে তার সবকিছুর জনাই দোষ দেওয়া হচ্ছে আমাদের,

যদিও অনশনের বিভীষিকা থেকে রুশ জনগণকে রক্ষার জন্য অক্লান্ত ও অব্যাহত চেষ্টা আমরা চালিয়ে গেছি ও চালাচ্ছি। অভাগা রাশিয়ার নাগরিক হিসাবে থাকিছ, আমাদের সইতে হয়েছে সব সত্ত্বেও ফৌজ ও জনগণকে খাদ্য সরবরাহের গুরুভার ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমরা এক ঘণ্টার জন্যও ফেলে রাখি নি।

'শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত যে ফৌজ তার ক্লেশ ও রক্ত দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করছে তার কথা আমরা মুহূর্তের জন্যও ভুলি নি।

'নাগরিকগণ, আমাদের জনগণের জীবন ও ইতিহাসের দারুণতম দুর্দিন যদি আমরা উত্তীর্ণ হয়ে থাকি, পেত্রগ্রাদে দুর্ভিক্ষ যদি আমরা রোধ করতে পেরে থাকি, বিপুল, প্রায় অতিমানবিক প্রচেষ্টায় যদি আমরা ক্লেশার্ত ফৌজের জন্য রুটি ও ঘোড়ার খাবার জুগিয়ে থাকি, তাহলে তা সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে আমরা সততার সঙ্গে আমাদের কাজ চালিয়েছিলাম ও চালাচ্ছি...

'ক্ষমতা জবরদখলীদের 'শেষ হুঁশিয়ারির' জবাবে আমরা বলি: দেশকে ধ্বংসে হতে না দেবার জন্য যারা যথাসাধ্য করছি সেই আমাদের হুমকি দেওয়া তোমাদের সাজে না, যারা দেশকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে। হুমকির ভয় করি না আমরা; সামনে আমাদের নিপীড়িত রাশিয়ার পবিত্র মূর্তি। দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য সাধনে যতক্ষণ না তোমরা আমাদের বাধা দিচ্ছ, ততক্ষণ শেষ শক্তি দিয়ে আমরা ফৌজ ও জনগণকে রুটি জোগাবার কাজ চালিয়ে যাব। আর যদি বাধা দাও, তাহলে ফৌজ ও জনগণের সামনে নামবে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা, কিন্তু তার জন্য দায়ী হবে জুলুমবাজেরা।'

খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের কর্মচারীদের
কার্যকরী কমিটি

• • •

সরকারী কর্মচারীদের প্রতি

এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, সরকারী ও সামাজিক দপ্তরের কাজে যারা ইস্তফা দিয়েছে অথবা সাবোতাজের জন্য বা নির্ধারিত দিনে কাজে হাজির না হওয়ার জন্য বরখাস্ত হয়েছে, অথচ কাজ না করা সময়ের জন্য আগেই অগ্রিম

বেতন পেয়ে গেছে, তারা সে বেতন যে প্রতিষ্ঠানে তারা কাজ করত সেখানে ১৯১৭ সালের ২৭শে নভেম্বরের মধ্যে ফেরত দিতে বাধ্য।

অন্যথায় রাজকোষের সম্পদ চুরির অভিযোগে তাদের জবাবদিহি করতে হবে এবং সামরিক বিপ্লবী আদালতে তাদের বিচার হবে।

সামরিক বিপ্লবী কমিটি

• • •

সরবরাহের বিশেষ বোর্ডের পক্ষ থেকে

নাগরিকগণ!

'পেত্রগ্রাদে খাদ্য জোগানোর ব্যাপারে আমাদের কাজের পরিস্থিতি দিন দিনই কঠিন হয়ে উঠছে।

'আমাদের কাজে সামরিক বিপ্লবী কমিটির কমিশারদের হস্তক্ষেপ এখনো চলছে — যা সমস্ত ব্যাপারটার পক্ষে মারাত্মক।

'তারা যে স্বেচ্ছাচারী কাজ করছে, আমাদের হুকুম নাকচ করে দিচ্ছে, তাতে বিপর্যয় ঘটতে পারে।

'জনসাধারণের জন্য মাংস ও মাখন জমা আছে এমন একটি শীতল-ভাণ্ডার সীল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফলে খাদ্য যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

'এক গাড়ি আলু ও এক গাড়ি বাঁধাকপি আটক করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেউ জানে না।

'যেসব চালান রিকুইজিশন যোগ্য নয় (হালুয়া), কমিশাররা তা রিকুইজিশন করছেন এবং একবার যা হয়েছিল, কমিশার নিজের ব্যবহারের জন্য দখল করেন পাঁচ বাক্স হালুয়া।

'আমাদের গুদামের বিলি ব্যবস্থা করতে আমরা পারছি না, আত্মনির্বাচিত কমিশাররা সেখানে মাল বেরুতে দিচ্ছে না এবং কর্মচারীদের ভয় দেখাচ্ছে, গ্রেপ্তারের হুমকি দিচ্ছে।

'পেত্রগ্রাদে যা ঘটছে সেটা মফস্বলের লোক জানতে পেরেছে

এবং দন এলাকা থেকে, সাইবেরিয়া থেকে, ভরোনেজ ও অন্যান্য জায়গা থেকে লোকে ময়দা ও রুটি পাঠাতে অস্বীকার করছে।

'এ আর বেশি দিন চলতে পারে না।

'আমাদের হাত থেকে কাজটা খসে পড়ছে।

'জনসাধারণকে তা জানানো আমাদের কর্তব্য।

'যতদূর সম্ভব জনসাধারণের স্বার্থের প্রহরায় থাকব আমরা।

'আসন্ন দুর্ভিক্ষ পরিহারের জন্য সবকিছুই আমরা করব, কিন্তু এই সব দুঃসহ পরিস্থিতির ফলে যদি আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে জনগণ জেনে রাখুন যে দোষটা আমাদের নয়...'

১৫

পেত্রগ্রাদে সংবিধান সভার নির্বাচন

পেত্রগ্রাদে ছিল ১৯টি প্রার্থী দল। ৩০শে নভেম্বর নিম্নলিখিত ফলাফল প্রকাশিত হয়:

পার্টি	ভোট
জন-সমাজতন্ত্রী	১৯,১০৯
কাদেত	২,৪৫,০০৬
খৃষ্টীয় গণতন্ত্রী	৩,৭০৭
বলশেভিক	৪,২৪,০২৭
সমাজতন্ত্রী ইউনিভার্সালিস্ট	১৫৮
ইউক্রেনীয় ও ইহুদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি	৪,২১৯
নারী সাম্য সংঘ	৫,৩১০
সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি (প্রতিরক্ষাবাদী)	৪,৬৯৬
বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি	১,৫২,২০০
জাতীয় বিকাশ সংঘ	৩৮৫
র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাট	৪১৩
সনাতনী ধর্মসম্প্রদায়	২৪,১৩৯
দেশ ত্রাণের নারী সংঘ	৩১৮
শ্রমিক সৈনিক ও কৃষকদের স্বাধীন সমিতি	৪,৯৪২
খৃষ্টীয় ডেমোক্রাট (ক্যাথলিক)	১৪,৩৮২
সম্মিলিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাট	১১,৭৪০
মেনশেভিক	১৭,৪২৭
ইয়েদিনস্তভো গোষ্ঠী	১,৮২৩
কসাক সৈন্য সমিতি	৬,৭১২

১৬

কেন্দ্রীয় পৌরসভার জনশিক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে

'মেহনতী নরনারী কমরেডরা'

'পরবের কিছু দিন আগে শহরের শিক্ষকেরা ধর্মঘট ঘোষণা করেন। শ্রমিক কৃষক রাজের বিরুদ্ধে শিক্ষকেরা যোগ দিয়েছেন বুর্জোয়ার পক্ষে।

'কমরেডগণ, অভিভাবক কমিটি গঠন করে শিক্ষক ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিন। প্রতিবাদ সভা সংগঠনের জন্য শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধিদের ওয়ার্ড সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন, কারখানা কমিটি ও পার্টি কমিটির কাছে প্রস্তাব দিন। আপনাদের নিজেদের উদ্যোগে খৃস্টমাস তরুর আসর বসান, ছেলেমেয়েদের জন্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করুন এবং দাবি করুন যেন পরবের পর পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত তারিখেই স্কুল খোলে।

'কমরেডগণ, জনশিক্ষার ব্যাপারে নিজেদের কর্তৃত্ব জোরদার করুন, বিদ্যালয়ের উপর প্রলেতারীয় সংগঠনগুলির তদারকি দাবি করুন।'

কেন্দ্রীয় পৌরসভার জনশিক্ষা কমিশন

১৭

মেহনতী কসাকদের প্রতি জনকমিশার পরিষদ

'কসাক ভাইয়েরা,

'আপনাদের প্রতারণা করা হচ্ছে। জনগণের বিরুদ্ধে উসকানো হচ্ছে আপনাদের। আপনাদের বলা হচ্ছে শ্রমিক সৈনিক কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত নাকি আপনাদের শত্রু, তারা নাকি আপনাদের কসাক জমি, আপনাদের কসাক 'স্বাধীনতা' কেড়ে নিতে চায়। এ কথা বিশ্বাস করবেন না কসাকেরা... আপনাদের নিজেদের জেনারেল আর জমিদাররা আপনাদের ঠকাচ্ছে আপনাদের অন্ধকারে ও দাসত্বে বেঁধে রাখার জন্য। আমরা জনকমিশার পরিষদ নিচের বক্তব্য নিয়ে হাজির হচ্ছি আপনাদের কাছে। ভালো করে তা

পড়ে নিজেরাই বিচার করে দেখুন কোনটা সত্যি, কোনটাই বা নিষ্ঠুর মিথ্যা। কসাকের জীবন ও সমর সেবা ছিল চিরকালই গোলামি আর কয়েদখাটুনি। কর্তৃপক্ষের প্রথম ডাকেই কসাককে ঘোড়ার ওপর জিন চাপিয়ে বেরিয়ে পড়তে হত অভিযানে। তার সমস্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম কসাককে জোগাড় করতে হত তার নিজের কষ্টার্জিত রোজগার দিয়ে। আর কসাক যখন তার সমর সেবা দিচ্ছে, তার খামারটি ওদিকে তখন উচ্ছন্নে যাচ্ছে। এ অবস্থা কি ন্যায্য? না, চিরকালের মতো তা বদলে দিতে হবে। **গোলামি খত থেকে মুক্তি দিতে হবে কসাকদের।** এখন নতুন জনগণের সোভিয়েত রাজ মেহনতী কসাকদের সাহায্যে আসতে প্রস্তুত। দরকার শুধু এইটে যাতে কসাকরা নিজেরাই সাবেকী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল অফিসারদের, জমিদারদের, ধনীদের বশীভূত হতে অস্বীকার করে, ঘাড় থেকে অভিশপ্ত জোয়ালটা যেন তারা ঝেড়ে ফেলে। উঠে দাঁড়ান কসাকেরা, ঐক্যবদ্ধ হোন! নতুন, মুক্ত আরো সুখী একটা জীবনের জন্য জনকমিশার পরিষদ আপনাদের ডাক দিচ্ছে।

'নভেম্বর ও ডিসেম্বরে পেত্রগ্রাদে শ্রমিক সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের সারা রুশ কংগ্রেস হয়। এই কংগ্রেস সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে বিভিন্ন অঞ্চলের সোভিয়েতের হাতে অর্থাৎ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত লোকেদের হাতে। এখন থেকে রাশিয়ায় আর কোনো শাসক ও কর্মকর্তা থাকবে না যারা ওপর থেকে জনগণের ওপর হুকুম দিয়ে তাদের চালাবে। জনগণ নিজেরাই তাদের কর্তৃত্ব গড়ছে। সৈনিকের যা অধিকার, জেনারেলের অধিকারও তার বেশি নয়। সবাই সমান। ভেবে দেখুন কসাকেরা, এটা কি ন্যায় নাকি অন্যায়? আপনাদের আমরা ডাক দিচ্ছি কসাকেরা, এই নতুন আমলের সঙ্গে যোগ দিয়ে আপনাদের নিজস্ব কসাক প্রতিনিধি সোভিয়েত গড়ে তুলুন। বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের সোভিয়েতের হাতেই থাকা চাই সমস্ত ক্ষমতা। জেনারেল পদাধিকারী আতামানদের হাতে নয়, মেহনতী কসাকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে, আপনাদের নিজস্ব বিশ্বাসভাজন, আস্থাভাজন লোকেদের হাতে।

'শ্রমিক সৈনিক কৃষক প্রতিনিধিদের সারা রুশ কংগ্রেস সমস্ত জমিদারী জমি মেহনতী জনগণের কাছে হস্তান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা কি ন্যায্য নয়? কর্নিলভ, কালেদিন, দুতোভ, কারাউলভ, বার্দিজেরা সবাই সর্বান্তঃকরণে রক্ষা করছে ধনীদের স্বার্থ, জমিদারদের হাতে জমি রাখতে

পারলে তারা রাশিয়াকে রক্তে ডুবিয়ে দিতেও রাজী। কিন্তু আপনারা মেহনতী কসাকেরা, আপনারা কি নিজেরাও দারিদ্র্য, নিপীড়ন ও ভূমিহীনতায় ভোগেন না? মাথা পিছু চার পাঁচ দেসিয়াতিনার বেশি জমি নেই এমন কসাক কয়জন? কিন্তু যে জমিদারদের আছে হাজার হাজার দেসিয়াতিনা নিজস্ব জমি, তারা এ ছাড়াও কসাক ফৌজের জমি হাত করতে উৎসুক। নতুন সোভিয়েত আইন অনুসারে কসাক জমিদারদের জমি বিনা ক্ষতিপূরণে যাবে মেহনতী কসাকদের হাতে, গরিব কসাকদের হাতে। আপনাদের বলা হচ্ছে সোভিয়েত আপনাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিতে চায়। কে আপনাদের এ ভয় দেখাচ্ছে? ধনী কসাকেরা, যারা জানে যে সোভিয়েত রাজ জমিদারদের জমি হস্তান্তরিত করতে চায় আপনাদের কাছে। বেছে নিন কসাকেরা কার পক্ষে আপনারা দাঁড়াবেন। কর্নিলভ আর কালেদিনদের পক্ষে, জেনারেল আর ধনীদের পক্ষে, নাকি শ্রমিক সৈনিক কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের পক্ষে।

'সারা রুশ কংগ্রেসে নির্বাচিত জনকমিশার পরিষদ সমস্ত জাতির কাছে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং কোনো জাতির ক্ষতি বা লোকসান না ঘটিয়ে একটি সসম্মান গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব দিয়েছে। সোভিয়েতের শান্তি নীতির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে সমস্ত পুঁজিপতিরা, জমিদাররা, কর্নিলভী জেনারেলরা। যুদ্ধ থেকে তারা মুনাফা পাচ্ছিল, ক্ষমতা পাচ্ছিল, পদ পাচ্ছিল। আর আপনারা কী পাচ্ছিলেন সাধারণ কসাক সেনারা? আপনারা মরছিলেন বিনা কারণে, বিনা লক্ষ্যে, আপনাদের অন্যান্য সৈনিক ও নাবিক ভাইদের মতোই। এই অভিশপ্ত যুদ্ধের শিগগিরই সাড়ে তিন বছর হবে, নিজেদের মুনাফার জন্য, তাদের দুনিয়া জোড়া ডাকাতির জন্য এ যুদ্ধ পাকিয়ে তুলেছে সমস্ত দেশের পুঁজিপতি আর জমিদাররা। মেহনতী কসাকদের জন্য যুদ্ধ এনে দিয়েছে কেবল ধ্বংস ও মৃত্যু। কসাক জোত থেকে সমস্ত সম্পদ শুষে নিয়েছে যুদ্ধ। আমাদের গোটা দেশের পক্ষে, বিশেষ করে কসাকদের পক্ষেও একমাত্র পরিত্রাণ হল ত্বরিৎ ও সততাপূর্ণ একটি শান্তি। সমস্ত সরকার ও সমস্ত জাতির কাছে জনকমিশার পরিষদ ঘোষণা করেছে: অন্য জাতির সম্পত্তি আমরা চাই না, আমাদের সম্পত্তিও আমরা দিতে রাজী নই। শান্তি চাই রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ ছাড়া। প্রতি জাতি তার নিজ ভাগ্য নির্ধারণ করবে। জাতির ওপর জাতির নিপীড়ন চলবে না। এই ধরনের সৎ, গণতান্ত্রিক, জনগণের যে শান্তি, জনকমিশার পরিষদ

তারই প্রস্তাব দিচ্ছে শত্রু মিত্র সমস্ত সরকারের কাছে, সমস্ত জাতির কাছে। তার ফলও দেখা যাচ্ছে: রুশ ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতি হয়েছে।

'সৈনিক ও কসাকদের রক্ত সেখানে আর বইছে না। এবার বেছে নিন কসাকেরা, এই সর্বনাশা, অর্থহীন অপরাধী হত্যাকান্ড আপনারা চালিয়ে যেতে চান? তাহলে সমর্থন করুন জনশত্রু কাদেতদের, সমর্থন করুন চের্নভ, সেরেতেলি, স্কবেলেভকে, যাঁরা আপনাদের আক্রমণে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন ১লা জুলাই; সমর্থন করুন কর্নিলভকে যিনি ফ্রন্টে সৈন্য ও কসাকদের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রবর্তন করেন। কিন্তু যদি চান একটি ত্বরিৎ ও সাধু শান্তি, তাহলে সোভিয়েতের পক্ষে যোগ দিন, সমর্থন করুন জনকমিশার পরিষদকে।

'আপনাদের ভাগ্য কসাকেরা আপনাদেরই হাতে। আমাদের যারা সাধারণ শত্রু সেই জমিদাররা, পুঁজিপতিরা, কর্নিলভী অফিসাররা, বুর্জোয়া সংবাদপত্র আপনাদের সঙ্গে ছলনা করছে, আপনাদের ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের পথে। ওরেনবুর্গে দুতোভ সোভিয়েতকে গ্রেপ্তার করেছেন, নিরস্ত্র করেছেন গ্যারিসনকে। দন অঞ্চলে সোভিয়েতগুলিকে হুমকি দিচ্ছেন কালেদিন। এ এলাকাকে তিনি যুদ্ধরত বলে ঘোষণা করেছেন এবং সৈন্য জমায়েত করছেন। কারাউলভ ককেশাসে গুলি চালাচ্ছেন স্থানীয় উপজাতিদের উপর। কাদেত বুর্জোয়ারা লাখ লাখ টাকা দিচ্ছে তাঁদের। তাঁদের সাধারণ লক্ষ্য হল জনগণের সোভিয়েতকে দমন করা, শ্রমিক ও মজুরদের চূর্ণ করা, ফৌজে ফের ডাণ্ডার শৃঙ্খলা চালু করা, মেহনতী কসাকদের গোলামি খত চিরস্থায়ী করা।

'আমাদের বিপ্লবী সৈন্যেরা জন বিরোধী এই অপরাধী বিদ্রোহের অবসান করার জন্য দন ও উরালের দিকে এগুচ্ছে। বিপ্লবী সৈন্যদের কম্যাণ্ডারদের আদেশ দেওয়া হয়েছে বিদ্রোহী জেনারেলদের সঙ্গে কোনো আলাপ আলোচনা যেন তারা না চালায়, দৃঢ় ও নির্মম ব্যবস্থা নেয়।

'কসাকেরা, আপনাদের ওপরেই নির্ভর করছে ভ্রাতৃরক্ত আরো বইবে কিনা। আপনাদের দিকে আমরা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। সমগ্র জনগণের সঙ্গে যোগ দিন তার শত্রুদের বিরুদ্ধে। কালেদিন, কর্নিলভ, দুতোভ, কারাউলভ এবং তাদের সহায়কদের জনশত্রু, দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করুন। তাঁদের গ্রেপ্তার করে আপনাদের নিজেদের শক্তিতে তুলে দিন সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের হাতে, প্রকাশ্য বিপ্লবী আদালতে বিচার হবে তাঁদের।

'কসাকেরা, কসাক প্রতিনিধি সোভিয়েত গড়ুন। কসাকদের সমস্ত

ব্যাপারের ব্যবস্থাপনার ভার তুলে নিন আপনাদের নিজস্ব মেহনতী হাতে। আপনাদের নিজস্ব ধনী ভূস্বামীর জমি নিন। তাদের শস্য, যন্ত্রপাতি ও পশুপাল নিন যুদ্ধবিধ্বস্ত মেহনতী কসাকদের জমি চাষের জন্য।

'জনগণের সাধারণ স্বার্থের সংগ্রামে সামনে এগোন কসাকেরা।'

'মেহনতী কসাক জিন্দাবাদ!

'কসাক, সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিকদের ঐক্য জিন্দাবাদ'

'কসাক, সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত রাজ জিন্দাবাদ!

'নিপাত যাক যুদ্ধ' নিপাত যাক জমিদাররা, কর্নিলভী জেনারেলরা!

'জাতিতে জাতিতে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব জিন্দাবাদ'

জনকমিশার পরিষদ

১৮

সোভিয়েত সরকারের কূটনৈতিক পত্রাবলী

মিত্রশক্তি ও নিরপেক্ষ শক্তিদের কাছে ত্রৎস্কি যেসব নোট পাঠান এবং মিত্রশক্তির সামরিক অ্যাটাশেরা যে নোট পাঠান জেনারেল দুখোনিনের কাছে তা অনেক জায়গা নেবে বলে এখানে দেওয়া গেল না। তাছাড়া সেটা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের আরেকটা ঐতিহাসিক পর্যায়ের ব্যাপার, -- যথা সোভিয়েত সরকারের বৈদেশিক সম্পর্ক, এ বইয়ের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক নেই। সেটা আমি বিশদে আলোচনা করব 'কর্নিলভ থেকে ব্রেস্ত-লিতোভস্ক' নামক আমার পরবর্তী পুস্তকে।

১৯

দুখোনিনের বিরুদ্ধে ক্রুপেন্কার নিকট আবেদন

'...শান্তির সংগ্রাম বুর্জোয়া ও প্রতিবিপ্লবী জেনারেলদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে. সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় যে প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক

দ্যুখোনিনের হেডকোয়ার্টার্সে জমা হচ্ছেন বুর্জোয়াদের দালাল ও সহযোগীরা — ভের্খোভ্স্কি, আভক্সেন্তিয়েভ, চের্নভ, গোৎস, সেরেতেলি প্রভৃতিরা। মনে হচ্ছে তাঁরা এমনকি সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নতুন এক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতেও ইচ্ছুক।

'কমরেড সৈনিকেরা! যেসব লোকেদের নাম উল্লেখ করলাম এ'রা সবাই মন্ত্রী ছিলেন। কেরেনস্কি ও বুর্জোয়াদের সঙ্গে একযোগেই তাঁরা কাজ করেন। পয়লা জুলাইয়ের আক্রমণ এবং যুদ্ধ প্রলম্বনের জন্য এ'রা দায়ী। কৃষকদের জমি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এ'রা, কিন্তু তারপর গ্রেপ্তার করেন ভূমি কমিটিগুলিকে। সৈন্যদের জন্য মৃত্যুদণ্ড এ'রা পুনরায় চালু করেন। ফরাসী, ইংরেজ ও মার্কিন অর্থপতিদের আদেশ পালন করেন এ'রা...

'জনকমিশার পরিষদের আদেশ মানতে অস্বীকার করায় জেনারেল দ্যুখোনিনকে সর্বাধিনায়কের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে... এর জবাবে তিনি সাম্রাজ্যবাদী মিত্রশক্তির সামরিক অ্যাটাশেদের নোট প্রচার করছেন সৈন্যদের মধ্যে এবং প্রতিবিপ্লব খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন

'দ্যুখোনিনের আদেশ মানবেন না! কান দেবেন না তাঁর প্ররোচনায়! সাবধানে নজর রাখুন তাঁর ওপর এবং তাঁর প্রতিবিপ্লবী জেনারেল গোষ্ঠীর ওপর...'

২০

ক্রিলেঙ্কোর কাছ থেকে
২ নং আদেশ

'...পদচ্যুতির আদেশ মানতে একরোখা অস্বীকৃতি এবং গৃহযুদ্ধের নতুন বিস্ফোরণ ঘটাবার মতো অপরাধজনক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক জেনারেল দ্যুখোনিনকে জনশত্রু বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। দ্যুখোনিনকে যারা সমর্থন করে তাদের সামাজিক ও পার্টি প্রতিষ্ঠা এবং অতীত কীর্তি নির্বিশেষে গ্রেপ্তার করা হবে। গ্রেপ্তারের ভার দেওয়া হবে এই কাজের জন্য বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপর। উপরোক্ত আদেশদানের ভার দিচ্ছি জেনারেল মানিকোভস্কির উপর...'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১

কৃষকদের জিজ্ঞাসার জবাবে

কৃষকদের অসংখ্য জিজ্ঞাসার জবাবে বলি যে রাষ্ট্রক্ষমতা বর্তমানে পুরোপুরি শ্রমিক সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের হাতে চলে এসেছে। পেত্রগ্রাদ ও মস্কোয় বিজয়ী হবার পর শ্রমিক বিপ্লব রাশিয়ার বাকি সব জায়গাতেও জয়লাভ করছে। শ্রমিক কৃষক রাজ, জমিদারদের বিরুদ্ধে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সঙ্গে কৃষক জনগণের, গরিব কৃষকদের, অধিকাংশ কৃষকদের জোট নিশ্চিত করছে।

সেইজন্য কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েৎগুলি, সর্বাগ্রে উয়েজদ সোভিয়েত ও তৎপর গুবের্নিয়া সোভিয়েতগুলিই এখন থেকে সংবিধান সভা বসা পর্যন্ত স্বস্থানে রাষ্ট্রক্ষমতার পূর্ণাধিকারী সংস্থা। দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস ভূমিতে জমিদারদের স্বত্ব নাকচ করেছে। বর্তমানের সাময়িক শ্রমিক কৃষক রাজ ইতিমধ্যেই একটি ভূমি ডিক্রি জারী করেছে। এ ডিক্রির বলে এতদিন পর্যন্ত জমিদারদের হাতে যে জমি ছিল তা এখন পুরোপুরি চলে যাচ্ছে কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের হাতে। ভলোস্ত ভূমি কমিটিগুলিকে অবিলম্বে জমিদারদের সমস্ত জমি দখল করে তার কড়া হিসাব রাখতে হবে, দেখতে হবে যেন শৃংখলা বজায় থাকে, সমস্ত মহাল যেন সুরক্ষিত থাকে, কেননা সমস্ত ব্যক্তিগত মহাল এখন থেকে জনগণের সম্পত্তি, তাই স্বয়ং জনগণকেই তা রক্ষা করতে হবে।

বিপ্লবী রাজের ডিক্রি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে কৃষক প্রতিনিধিদের উয়েজদ সোভিয়েতের সম্মতিক্রমে ভলোস্ত ভূমি কমিটি যে আদেশ দেবে তা সবই পুরোপুরি বৈধ এবং অবধারিত রূপে অবিলম্বে তা কার্যকরী করতে হবে।

দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে নিযুক্ত শ্রমিক কৃষক রাজের নাম জনকমিশার পরিষদ।

প্রতিটি এলাকায় সমগ্র ক্ষমতা স্বহস্তে নেবার জন্য জনকমিশার পরিষদ কৃষকদের ডাক দিচ্ছে।

শ্রমিকেরা সর্বোপায়ে পুরোপুরি কৃষকদের সমর্থন করবে, যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করবে, পরিবর্তে খাদ্য চালানে সাহায্যের জন্য তারা কৃষকদের অনুরোধ করছে।

জনকমিশার পরিষদের সভাপতি,
ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)

প্রকাশকের উপসংহার

আমেরিকান লেখক ও কমিউনিস্ট জন রীডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছাপা হয় ১৯১৯ সালে। সোভিয়েত ইউনিয়নে রুশ ভাষায় তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে এবং তারপর থেকে একাধিক পুনর্মুদ্রণ হয়েছে।

আমেরিকান সংস্করণের জন্য ভ ই লেনিন যে মুখবন্ধ করেন তাতে বইটির প্রচুর প্রশংসা করা হয়। জনসাধারণের গণ বিপ্লব হিসাবে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সঠিকভাবে দেখানো হয়েছে এতে, জনগণের ঐতিহাসিক সৃজনোদ্যোগ এবং শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষক ও সৈনিক জনগণের অভিপ্রায়ের প্রবক্তা বলশেভিকদের ভূমিকা জ্বলজ্বলিয়ে ফুটে উঠেছে।

মহান অক্টোবর বিপ্লব হল মানব ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব এক বিপ্লব। তার উদ্গাতা, নেতা ও সংগঠক ছিল বলশেভিক পার্টি, লেনিন পরিচালিত তার কেন্দ্রীয় কমিটি।

বলশেভিক পার্টি ও তার নেতা লেনিন প্রতিভার দিব্যদৃষ্টিতে বিপ্লবের গোটা গতিটা, তার সম্ভাব্য সব আঁকাবাঁকাগুলো, তার মধ্যে বিপ্লবী জনগণ এবং শত্রুদলীয় সব শ্রেণী ও পার্টির আচরণ সঠিক ধরতে পেরেছিল। অভ্যুত্থানের যাকিছু পরিচালক সংস্থা -- বলশেভিক পার্টির পলিটব্যুরো ও পার্টি কেন্দ্র, পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত ও অভ্যুত্থান পরিচালনার হাতিয়ার সামরিক বিপ্লবী কমিটি — তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই ছিল লেনিনের ভাবনায় উদ্দীপ্ত।

লেনিনের ভাবনাকে পথ করে নিতে হয়েছিল সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। প্রলেতারীয় বিপ্লবের শক্তিতে, রাশিয়ায় তার বিজয়ের সম্ভাবনায় এরা বিশ্বাস করে নি। এই আত্মসমর্পণবাদীরা হয়

সোজাসুজি সশস্ত্র জনবিদ্রোহের লেনিনীয় কর্মপ্রণালীর বিরোধিতা করে, নয় মুখে অভ্যুত্থান মেনে নিয়ে এমন রণকৌশলের প্রস্তাব দেয় যাতে আসলে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতে বাধ্য হত।

অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) লেখা লেনিনের সমস্ত পত্র ও প্রবন্ধই জনগণের বিজয়ের বিপুল বিশ্বাসে স্পন্দিত — যে বিশ্বাস এসেছে বিপ্লবের শিবির আর শত্রু শিবিরের বাস্তব পরিস্থিতির স্থির মস্তিষ্ক বিচার থেকে। আর এ সমস্ত লেখাতেই যে কাপুরুষ ও বেইমানেরা বিপ্লবের সংকট মুহূর্তে শত্রুর সামনে অস্ত্র সংবরণ করতে উন্মুখ তাদের তিনি নগ্ন করে দেখিয়েছেন ও কষাঘাত করেছেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর 'সংকট পেকে উঠেছে' প্রবন্ধে লেনিন বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, ত্রংস্কি এবং পার্টির ওপরতলায় তাঁদের অনতিবৃহৎ অনুগামীরা যে মত পোষণ করতেন তার তীব্র সমালোচনা করেন। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন এই জন্য যে তাঁরা প্রাক পার্লামেণ্টে বলশেভিকদের অংশ গ্রহণের জন্য অবিরাম দাবি তোলেন — এতে করে ভাবাদর্শের দিক থেকে নিরস্ত্র করা হত বিপ্লবের শক্তিকে, অভ্যুত্থান প্রস্তুতির কাজ থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হত। ত্রংস্কি সমেত অন্য আরো কিছু কর্মীর স্বরূপ লেনিন খুলে দেখান, যাঁরা 'অবিলম্বে ক্ষমতা দখলের বিরোধিতা করেছিলেন' এবং ব্যবহারিক কর্তব্য হিসাবে যা হয়ে দাঁড়িয়েছে দিনের অপরিহার্য কর্মসূচি সেই 'অবিলম্ব অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত কংগ্রেস পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন'।

'এই ধারা বা মতামতকে পরাস্ত করা উচিত,' সরোষে লিখেছিলেন লেনিন, 'অন্যথায় চিরকালের জন্য নিজেদের কলঙ্কিত করবে বলশেভিকরা, পার্টি হিসাবে শূন্যে পরিণত হবে। কেননা এরূপ মুহূর্ত ছেড়ে দিয়ে সোভিয়েত কংগ্রেসের জন্য 'অপেক্ষা করা' হল পুরোপুরি নির্বুদ্ধিতা অথবা পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকতা... সোভিয়েত কংগ্রেসের জন্য 'প্রতীক্ষা করার' অর্থ কয়েক সপ্তাহ সময় নষ্ট করা আর বর্তমানে কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক দিনেই স্থির হয়ে যাবে সবকিছু... বর্তমানে ক্ষমতা দখল না করা, 'অপেক্ষা করা', গাল-ই-কয় বচন ঝাড়া, (সোভিয়েতের) 'সংস্থার জন্য সংগ্রামে', 'কংগ্রেসের জন্য

সংগ্রামে' সীমাবদ্ধ থাকার অর্থ বিপ্লব জলাঞ্জলি দেওয়া।' (Lenin, *Collected Works*, Vol. 26, pp. 83, 84.)

কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্যন্তরে আত্মসমর্পণবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিনের একরোখা সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১০ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটিতে বর্তমান মুহূর্ত প্রসঙ্গে লেনিন প্রদত্ত রিপোর্টের উপর লেনিন লিখিত যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে অভ্যুত্থান অপরিহার্য ও পুরোপুরি পরিপক্ক বলে স্বীকৃত হয় এবং ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে পার্টির সমস্ত সংগঠনকে সেই অনুসারে পরিচালিত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেন জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ, ট্রটস্কি তাঁর প্রাক্তন মত অনুসরণ করে প্রস্তাব দেন যে দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের আগে যেন অভ্যুত্থান শুরু করা না হয়। এর অর্থ দাঁড়াত পরিপক্ক অভ্যুত্থানের ব্যাপারে গড়িমসি করা এবং শত্রুদের কাছে অভ্যুত্থানের তারিখ ফাঁস করে দেওয়া।

এই মত ট্রটস্কি বিশেষ করে পেশ করেন পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের ২৩শে অক্টোবরের পূর্ণাধিবেশনে। জন রীড তাঁর বইয়েও ট্রটস্কির বক্তৃতার এই রিপোর্টই দিয়েছেন। বলশেভিকরা অভিযানের আয়োজন করছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে ট্রটস্কি বলেন

'সারা রুশ কংগ্রেস থেকে এই ক্ষমতা হস্তান্তর হবে আমরা আশা করি যে জনগণের সংগঠিত স্বাধীনতার ওপর যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দণ্ডায়মান সেটা সারা রুশ কংগ্রেস স্বহস্তে গ্রহণ করবে।' (বর্তমান পুস্তকের ৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

বিপ্লবের পক্ষে সর্বনাশা এই রণকৌশলের দৃঢ় প্রতিবাদ করে লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিকট তাঁর ২৪শে অক্টোবরের পত্রে প্রাণপণে বোঝান, যে করেই হোক না কেন আজকে সন্ধ্যায়, আজকে রাতেই সরকারকে গ্রেপ্তার করতে হবে, এক্ষুণি ক্ষমতা দখল করতে হবে। 'দেরি করা চলে না!! সবকিছুই লোকসান হয়ে যেতে পারে' ইতিহাস গড়িমসি মার্জনা করে না বিপ্লবীদের কাছে যাদের পক্ষে আজ জয়লাভ করা সম্ভব (এবং নিশ্চিতই আজই জয়লাভ করবে) অথচ অনেক কিছুই লোকসান দেবার ঝুঁকি থাকবে কাল, সবকিছুই লোকসান যাবার ঝুঁকি থাকবে। আজ ক্ষমতা দখল করলে সেটা আমরা দখল করব সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নয়, তাদের হয়েই... ২৫শে অক্টোবরের দোদুল্যমান ভোটাভুটির জন্য অপেক্ষা করা হবে সর্বনাশা নয়ত বাহ্যানুষ্ঠান, এরূপ সমস্যার ভোটাভুটিতে নয় বল প্রয়োগে সমাধান করার

অধিকার জনগণের আছে এবং তাই করতেই তারা বাধ্য; বিপ্লবের সংকট মুহূর্তে জনগণ নিজেদের প্রতিনিধিদের জন্য অপেক্ষা না করে... তাদের চালিত করার অধিকার রাখে এবং তা করতে তারা বাধ্য।' (Lenin, *Collected Works*, Vol. 26, pp. 234-35.)

২৪শে-২৫শে অক্টোবরের রাত্রে স্মোলনিতে এসেই লেনিন অভ্যুত্থান পরিচালনার সমস্ত সূত্র স্বহস্তে নেন। ২৫শে অক্টোবরের রাত্রে স্মোলনিতে লেনিনের কাছে আসতে থাকে দলে দলে শ্রমিক আর সৈনিক, লালরক্ষী বাহিনীর নেতারা আর যোগাযোগকারীরা, বিভিন্ন এলাকা, কলকারখানা ও সামরিক ইউনিটের প্রতিনিধিরা। সামরিক বিপ্লবী কমিটির কাজে দেখা দেয় অসাধারণ একটা জোয়ার, শ্রমিক ও সৈনিকদের যে উদ্যোগ ও স্বাবলম্বন লেনিন অবারিত করে দেন তার ওপর পাকা ভিত্তি গাড়ে তা।

জয় হয় লেনিনের প্রতিভাদীপ্ত রণকৌশলের।

লেনিনের দুর্বার শক্তির উৎস এই যে তার মধ্যে অতিকায় মানস শক্তি ও তাত্ত্বিক ক্ষমতার সঙ্গে মিলেছিল সাংগঠনিক প্রতিভা। অভ্যুত্থান পরিচালনায় পার্টি কেন্দ্র ও সামরিক বিপ্লবী কমিটির সমস্ত কাজ চলে কাঁটায় কাঁটায় লেনিন রচিত পরিকল্পনা অনুসারে, যা তিনি পেশ করেছিলেন সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে তার রণকৌশল-বিষয়ক পত্রাবলীতে।

জন রীড বলেছেন, লেনিন এক অনন্যসাধারণ নেতা। সত্যিই অনন্যসাধারণ নেতাই লেনিন ছিলেন' পশ্চিম ইউরোপের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতাদের মতো নাটুকেপনার কোন ঝোঁক ছিল না তাঁর। অসাধারণ সাধাসিধে ছিলেন তিনি, আর সেই সঙ্গে তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে ভাবনায় ছিলেন অসাধারণ প্রাজ্ঞ। জন রীড লিখেছেন যে লেনিনের আছে 'গভীরতম ভাবনাকে সহজে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নিখুঁত বিশ্লেষণের শক্তি, বিচক্ষণতার সঙ্গে মিলনে যা এক মেধাশক্তির মহত্তম স্পর্ধা।' মহান লেনিনের এই গুণাবলীর ভিত্তি তাঁর জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থেকে। এই জনগণকেই তিনি জেনেছিলেন ইতিহাসের স্রষ্টা বলে, তাদের সৃজন শক্তিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ।

২৫শে অক্টোবর দুপুরবেলায় জন-অভ্যুত্থানের বিজয়ের পর পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের পূর্ণাধিবেশনে তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেই লেনিন এ বিজয়ের দৃঢ়তায় অসীম বিশ্বাস জানান ও নতুন সোভিয়েত রাশিয়ার ভবিষ্যৎ দর্শন করে

বলশেভিকদের, শ্রমিক শ্রেণীর, ব্যাপক জনগণের সম্মুখস্থ কর্তব্য কী তা সূত্রবদ্ধ করেন পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল করে: প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়।

বলশেভিকদের এই স্থির মস্তিষ্ক আশাবাদের বিপরীতে ছিল দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে ত্রংস্কির পরিপ্রেক্ষিতহীন পরাজয়বাদী বিবৃতি। জন রীড কংগ্রেসে ত্রংস্কির বক্তৃতার এই অংশটার বিবরণ দিয়েছেন এই ভাবে:

'ইউরোপে যদি সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার শাসন চলতেই থাকে, তাহলে তো সব ক্ষেত্রেই বিপ্লবী রাশিয়ার ধ্বংস অনিবার্য... শুধু দুটি গত্যন্তর আছে: হয় রুশ বিপ্লব ইউরোপে একটি বিপ্লবী আন্দোলন জাগিয়ে তুলবে নয় ইউরোপীয় শক্তিরা রুশ বিপ্লবকে চূর্ণ করবে।' (বর্তমান পুস্তকের ১৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

ত্রংস্কির এ দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে রাশিয়ার বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের পেছনে মেহনতী কৃষকদের বিপ্লবী সমর্থনে অবিশ্বাস থেকে। প্রলেতারিয়েত যে কৃষক জনগণকে পক্ষে টানতে পারে এটা তিনি বিশ্বাস করেন নি। এতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ১৯০৫ সালে প্রদত্ত 'নিরন্তর বিপ্লবের' মেনশেভিক তত্ত্ব। এ তত্ত্বে বলা হয় যে ইউরোপের প্রধান দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েত যতদিন না ক্ষমতা জয় করতে পারছে ততদিন একক কোনো একটা দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব। অক্টোবর বিপ্লবের কিছু আগে ত্রংস্কি তাঁর 'শান্তির কর্মসূচি' পুস্তিকায় লেখেন, 'জার্মানিতে বিপ্লব ছাড়া রাশিয়ায় বা ইংলণ্ডে বিজয়ী বিপ্লব অকল্পনীয়, তেমনি রাশিয়ায় বা ইংলণ্ডে বিপ্লব ছাড়া জার্মানিতেও বিপ্লব সম্ভব নয়।' ইউরোপের মূল দেশগুলিতে যুগপৎ বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় সম্ভব নয় এই ধারণাটাই ত্রংস্কি ১৭ই অক্টোবরে জন রীডের নিকট প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে প্রকাশ করেন। ভবিষ্যৎ সরকারের বহির্নীতি প্রসঙ্গে ত্রংস্কি বলেন, 'আমি দেখছি যুদ্ধের শেষে ইউরোপ পুনর্গঠিত হবে তবে সেটা ঘটাবে কূটনীতিকরা নয়, প্রলেতারিয়েত। ফেডারেটেড ইউরোপীয় প্রজাতন্ত্র বা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র...' (এই পুস্তকের ৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) এখানে ত্রংস্কি একটি দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ের লেনিনীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে রাখছেন তার ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বনি, যা আসছে তাঁর 'নিরন্তর বিপ্লবের' পরাজয়বাদী তত্ত্ব থেকে।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনমনীয় যুক্তিতে আত্মসমর্পণবাদের

প্রতিনিধিরা কখনো কখনো নিজেদের অভিমতের বিরুদ্ধেই বক্তৃতা দিতে ও কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। অভ্যুত্থানের সময় ত্রৎস্কির বেলাতেও তাই ঘটেছে, যখন পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সভাপতি হিসাবে বিপ্লবের বাস্তব গতির চাপে অভ্যুত্থানের লেনিনীয় রণকৌশল কার্যকরী না করে তিনি পারেন নি। ২৫শে অক্টোবর পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের অধিবেশনে অভ্যুত্থানী জনগণের বিজয়ের বাস্তব তথ্যের সম্মুখীন ত্রৎস্কিকে যখন শ্রোতাদের একজন এই প্রশ্ন করেন যে অধিবেশনে অভ্যুত্থান বিজয়ের যে খবর শোনা গেল তাতে অবৈধভাবে আগে থেকেই সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের অভিপ্রায় স্থির করে দেওয়া হচ্ছে, তখন লেনিনীয় রণকৌশলের প্রেরণাতেই ত্রৎস্কি জবাব দিতে বাধ্য হন, 'পেত্রগ্রাদ শ্রমিক সৈনিকদের অভ্যুত্থানেই সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের অভিপ্রায় ধার্য হয়ে গেছে" (বর্তমান পুস্তকের ১১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের পূর্ণাধিবেশনে, দু' দিন আগে, ২৩শে অক্টোবর তিনি যা বলেছিলেন তার বিপরীত কথাই বলতে বাধ্য হন তিনি।

কিন্তু রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভাবনা নীতিগতভাবে অস্বীকার করে মূলত বুর্জোয়া পার্লামেন্টী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ন্যায্যতায় বিশ্বাসী ত্রৎস্কি ও তাঁর অনুগামী ও অন্যান্য আত্মসমর্পণবাদীদের সুবিধাবাদী চরিত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যুক্তিতেও মূলত বদলায় নি, বদলানো সম্ভব নয়। পার্টির মধ্যে এবং দেশের ক্ষেত্রে তাঁরা ভবিষ্যতে যে পথ অবলম্বন করেন তাতে সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লেনিনীয় সাধারণ নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা একাধিকবার বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ চালান। ব্রেস্ত শান্তি আলাপের সময় তাঁদের যে মত ছিল সেটা বিশ্বাসঘাতকতার অনুরূপ, নয়া অর্থনৈতিক পলিসির ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের লেনিনীয় নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা বাগাড়ম্বরী আক্রমণ চালান, দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ও কৃষি যৌথীকরণের লেনিনীয় ধারা অনুসরণ করার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অলঙ্ঘনীয় লাইনের সম্বন্ধে তাঁরা কুৎসা রটনা করেন। লেনিনীয় সাধারণ নীতির বিরুদ্ধে এই সব বিরোধী আত্মসমর্পণী গোষ্ঠী ও উপদল যে অবিরাম সংগ্রাম চালায় তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই তারা পার্টি থেকে পুরোপুরি সরে গিয়ে পৌঁছয় সোভিয়েত বিরোধী মতবাদে।

যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে জন রীডকে তাঁর পুস্তকের মালমসলা সংগ্রহ ও

তা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়, তাতে অভ্যুত্থান প্রস্তুতির পর্যায়ে ও অভ্যুত্থানের সময়ে বলশেভিক পার্টি কেন্দ্রগুলি যে কাজ চালিয়েছিল তা প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষতায় ও সঠিকতায় অনুধাবন করা জন রীডের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেননা বিপ্লব বিজয় লাভ করা পর্যন্ত বলশেভিক পার্টির ও লেনিনের ক্রিয়াকলাপ চলেছিল গোপনে। তাই লেনিন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা আত্মসমর্পণবাদীদের বিরুদ্ধে এবং ত্রৎস্কির রণকৌশলের বিরুদ্ধে যে অবিচল সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, জন রীডের পুস্তকে স্বভাবতই তার পর্যাপ্ত প্রতিফলন নেই। অক্টোবরের বিপ্লবের প্রথম দিনগুলিতে ত্রৎস্কির বক্তৃতাগুলি যে স্ববিরোধী সেটা তাই লেখক লক্ষ করতে পারেন নি।

'বলশেভিকরা যে তিন দিনেরও বেশি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে — সেটা সম্ভবত লেনিন, ত্রৎস্কি ও পেত্রগ্রাদের মজুর আর সাধারণ সৈনিকেরা ছাড়া আর কেউ ভাবতেই পারে নি,' জন রীডের এই উক্তি ভুল। লেনিনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং স্থানীয় বলশেভিক সংগঠনগুলির বিপুল সংখ্যাধিকাই অর্জিত বিজয়ের স্থায়িত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের পেটিবুর্জোয়া পার্টিরা, ক্ষমতাচ্যুত শোষক শ্রেণীগুলির প্রতিনিধিরা ও তাদের ধ্বজাধারীরা এবং বলশেভিক পার্টির অভ্যন্তরের কিছু আত্মসমর্পণবাদীরাই কেবল বিজয়ী বিপ্লবের অনিবার্য ধ্বংসের 'দিব্যবাণী' করেছিল। আর ত্রৎস্কির কথা যদি ধরি, তাহলে রাশিয়ার বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নিয়ে সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের বক্তৃতায় তিনি যে নিরুপায় নৈরাশ্য প্রকাশ করেন, সেটা ঠিক এই পর্বেরই ব্যাপার। কেন্দ্রীয় কমিটির সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নিয়ে পুস্তকে ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা ঐতিহাসিকভাবে যথার্থ নয়। (দ্রষ্টব্য ৭১ পৃঃ এবং পাদটীকা।)

তবে পুস্তকের এই সব ত্রুটি ও অন্যান্য কিছু গরমিলের চরিত্র আংশিক, মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে সত্য কাহিনী শোনানো এক প্রামাণিক সাহিত্যকর্ম হিসাবে বইটির মূল্য তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না।

অভ্যুত্থানের যেসব বলশেভিক পরিচালক সংস্থা বৈধভাবে কাজ চালিয়েছিল, তাদের ক্রিয়াকাণ্ডে, বীরত্বে, পৌরুষে এবং উত্থিত জনগণের বিপ্লবী সৃজনোদ্যোগে যা প্রকাশ পেয়েছিল, লেনিনের এবং বলশেভিক পার্টির সেই সব ভাবাদর্শে লেখক অনুপ্রাণিত হলেন। সেই কারণেই দৃপ্ত বিপ্লবী ও প্রতিভাবান শিল্পীর তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে তিনি উদ্বেলিত বিপ্লবী ঘটনাবলীর

মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তার গভীরতম ঐতিহাসিক তাৎপর্য। এইটেই এ বইয়ের প্রধান কৃতিত্ব, যাতে লেনিনের কথায় 'প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব আসলে কী জিনিস তা বোঝার পক্ষে অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলীর সত্যনিষ্ঠ, অতি জাজ্বল্যমান বর্ণনা আছে।'

রাশিয়ায় অক্টোবর গণ বিপ্লবের যে মহাসত্যের জন্য জন রীডের বইটি উৎসর্গিত, তা মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দ হয় নি, নিজেদের সংবাদপত্রে তারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে, রাশিয়ায় সোভিয়েত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ ছড়িয়ে তার দ্বারা শোষিত জনগণের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করে রুশ শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের বিপ্লবী শৌর্যবীর্যের সংক্রামক দৃষ্টান্ত থেকে। জন রীড যে মালমসলা সংগ্রহ করেছিলেন তা বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করে তারা, পাণ্ডুলিপি ধ্বংসের জন্য প্রকাশভবনের দপ্তরে ছয় বার গুণ্ডা হামলা চালিয়ে তা চুরি করার চেষ্টা করে।

কিন্তু সমস্ত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও জন রীডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। মানব ইতিহাসে নতুন যুগ, প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগ সূচিত হয়েছে রাশিয়ায় যে বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, বিশ্ব সাহিত্যে তার সত্য কাহিনী শোনায় এই বইটিই প্রথম।

আলবার্ট উইলিয়মস

জন রীডের জীবনী

(রুশ থেকে অনুবাদ)

কলচাক বাহিনীর জন্য সামরিক মাল বোঝাই করতে শ্রমিকেরা সর্বপ্রথম অস্বীকার করে যে প্রথম আমেরিকান শহরটিতে সেটি হল প্রশান্ত মহাসাগর তীরের পোর্টল্যান্ড। এই শহরেই জন রীডের জন্ম হয় ১৮৮৭ সালের ২২শে অক্টোবর।

আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে গল্পে জ্যাক লন্ডন যেসব জবরদস্ত সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরীদের ছবি এঁকেছেন, জন রীডের পিতা ছিলেন তাঁদেরই একজন। প্রখর বুদ্ধি ছিল তাঁর, ভণ্ডামি ও কপটতা সইতে পারতেন না। প্রভাবশালী ধনী লোকেদের হাত করার বদলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, এবং অতিকায় অক্টোপাসের মতো ট্রাস্টগুলো যখন রাজ্যের সমস্ত বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ গ্রাস করতে থাকে তখন তাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর লড়াই চালান তিনি। নিপীড়ন চলে তাঁর ওপর, মারপিট চলে, চাকরি যায়, কিন্তু শত্রুর কাছে একবারও তিনি মাথা নোয়ান নি।

এই দিক থেকে জন রীড বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন ভালোই -- যোদ্ধার রক্ত, প্রথম শ্রেণীর মেধা, নির্ভয় প্রাণ। তাঁর অপূর্ব মেধা প্রকাশ পায় ছেলেবেলাতেই, মাধ্যমিক স্কুল শেষ করার পর তাঁকে পাঠানো হয় আমেরিকার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে — হার্ভার্ডে। এখানে সাধারণত পড়তে আসত তৈলকুবের, কয়লারাজ আর ইস্পাৎ প্রভুদের ছেলেরা। এঁরা খুব ভালোই জানতেন যে খেলাধুলায়, বিলাসে এবং 'অপক্ষপাত বিদ্যার উদাসীন পঠনে' চার বছর সময় কাটিয়ে তাঁদের ছেলেরা ফিরবে যে মন নিয়ে তাতে র‍্যাডিক্যালিজমের গন্ধমাত্র থাকবে না। ঠিক এই পদ্ধতিতেই আমেরিকান কলেজ

ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার মার্কিন তরুণ পরিণত হয় বর্তমান ব্যবস্থার রক্ষকে, প্রতিক্রিয়ার শ্বেতরক্ষী বাহিনীতে।

হার্ভার্ডে জন রীড চার বছর কাটান, নিজের চারিত্রিক মাধুর্য ও গুণে তিনি সেখানকার সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ধনীর দুলালদের সঙ্গে রোজই তার সংস্রব ঘটত। সমাজবিদ্যার সনাতনী অধ্যাপকদের গালভরা বক্তৃতা শুনতে হত তাঁকে। পুঁজিবাদের যাঁরা মহাচার্য সেই অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকদের বচনামৃত শুনেছেন তিনি। এবং পরিণামে চক্রতন্ত্রের এই দুর্গটির মাঝখানেই গড়ে বসলেন এক সমাজতান্ত্রিক ক্লাব। এটা একেবারে পণ্ডিত মূর্খদের গণ্ডে চপেটাঘাত। কর্তারা এই ভেবে প্রবোধ মানলেন যে এটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষী খেয়াল। বলাবলি করলেন, 'কলেজ থেকে বেরিয়ে জীবনের প্রসর রঙ্গমঞ্চে পা দেওয়া মাত্র এ র‍্যাডিক্যালিজম ওর চলে যাবে।'

পাঠ শেষ করলেন জন রীড, ডিগ্রি পেলেন, বিশাল দুনিয়াতেই পা দিলেন এবং অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়েই বশীভূত করলেন তাকে। বশীভূত করলেন তাঁর জীবনপ্রীতি দিয়ে, উদ্দীপনা দিয়ে, লেখনী দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেই ব্যঙ্গ পত্র *Lampoon* এর সম্পাদক হিসাবে রীড তাঁর চমৎকার লঘু শৈলীর ওস্তাদি দেখিয়েছিলেন। এবার তাঁর কলম থেকে বেরুতে লাগল কবিতা, কাহিনী, নাটক। প্রস্তাব আসতে থাকল প্রকাশভবন থেকে, সচিত্র পত্রিকারা তাঁকে যে টাকা দিতে লাগল তাকে প্রায় অকল্পনীয় বলা যায়, বৈদেশিক ঘটনাবলীর পরিক্রমা লেখার ডাক এল বড়ো বড়ো সংবাদপত্র থেকে।

এইভাবেই বিশ্বের রাজপথে এসে দাঁড়ালেন তিনি। আধুনিক ঘটনাবলীতে কেউ ওয়াকিবহাল থাকতে চাইলে শুধু জন রীডকে অনুসরণ করলেই হত, কেননা এতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ কোথাও কিছু ঘটলেই ঠিক যেন এক ঝোড়ো পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়তেন রীড।

পিটার্সনের সুতী মজুরদের ধর্মঘট পরিণত হল এক বিপ্লবী ঝঞ্ঝায়, জন রীডকে দেখা গেল তার মাঝখানে।

কলোরেডোয় রকেফেলারের গোলামেরা যখন বিবর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, সশস্ত্র প্রহরীদের লাঠিগুলি সত্ত্বেও সেখানে আর ফিরতে রাজি হল না — দেখা গেল জন রীডও আছেন তাদের সঙ্গে একত্রে।

মেক্সিকোয় খতবন্দী চাষীরা (পিয়নরা) বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে পাঞ্চো

ভিল্লার নেতৃত্বে অভিযান করল কাপির্তালিতে — ঘোড়ার পিঠে জন রীডও চললেন তাদের সঙ্গে।

এই শেষোক্ত ঘটনার রিপোর্ট বেরয় 'মেট্রোপলিটেন' পত্রিকায় এবং পরে 'বিপ্লবী মেক্সিকো' নামক পুস্তকে। লাল বেগুনী পাহাড় আর ঢালাও মরুভূমির কাব্যময় বর্ণনা দেন রীড: 'প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফণী-মনসা আর কাঁটায় ভরা'। অপার সমতলগুলো দেখে মুগ্ধ হন তিনি, কিন্তু সবচেয়ে তাঁকে আকৃষ্ট করে সেখানকার অধিবাসীরা, জমিদার আর ক্যাথলিক চার্চের নির্মম শোষণে যারা পীড়িত। বর্ণনা দিয়েছেন তিনি কী ভাবে মুক্তি ফৌজের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য তারা পাহাড়ে তৃণভূমি থেকে তাড়া দিচ্ছে তাদের পশুপালকে, প্রতি সন্ধ্যায় ছাউনির অগ্নিকুণ্ড ঘিরে গান গাইছে নিজেদের, আর শীতাতপ ক্ষুধাক্লেশ সত্ত্বেও জীর্ণ বস্ত্রে নগ্ন পদে অপরূপ লড়াই চালাচ্ছে তাদের জমি আর স্বাধীনতার জন্য।

এগিয়ে এল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ -- আর যেখানে কামানের গর্জন সেখানেই আছেন জন রীড ফ্রান্সে, জার্মানিতে, ইতালিতে, তুরস্কে, বলকানে এমনকি এই রাশিয়াতেও। জার রাজপুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস এবং ইহুদী নিধন দাঙ্গার আয়োজনে তাদের যোগসাজশ প্রমাণের মালমসলা সংগ্রহের জন্য জন রীড বিখ্যাত শিল্পী বর্ডম্যান রবিনসনের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু বরাবরের মতোই নিপুণ প্যাঁচ, দৈবাৎ শুভযোগ বা সুচতুর চালে তিনি তাদের থাবা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁর পরবর্তী দুঃসাহসিকতায়।

বিপদে কখনো তিনি থেমে যেতেন না। এটা ছিল তাঁর স্বভাবের অঙ্গ। সর্বদাই তিনি গিয়ে উঠেছেন নিষিদ্ধ এলাকায়, ফ্রন্ট লাইনের ট্রেঞ্চে।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে জন রীড ও বরিস রেইনস্তেইনের সঙ্গে আমাদের রিগা ফ্রন্টে যাত্রা আমার জ্বলজ্বলে হয়ে মনে পড়ছে' আমাদের মোটর যাচ্ছিল দক্ষিণে, ভেনদেনের দিকে, এমন সময় জার্মান কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হল পূর্ব দিকের একটা গাঁয়ে। হঠাৎ এই গাঁখানাই হয়ে উঠল জন রীডের কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক স্থান' সেখানে যাবার জন্য জিদ ধরলেন রীড। সন্তর্পণে এগুচ্ছি আমরা, হঠাৎ পেছনে ফাটল প্রকাণ্ড একটা গোলা, আর যে রাস্তাটা আমরা সবে পেরিয়ে এসেছি, ধোঁয়া আর ধুলোর ফোয়ারা তুলে তা শূন্যে উড়ে গেল।

আতংকে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিলাম আমরা, কিন্তু এক মিনিট পরেই দেখি জন রীড একেবারে আহ্লাদে আটখানা। বোঝা গেল ওঁর স্বভাবের কোন একটা আভ্যন্তরীণ চাহিদা যেন মিটেছে।

এইভাবেই তিনি পর্যটন করেছেন সারা দুনিয়া, সমস্ত দেশ, সমস্ত ফ্রণ্টে, এক একটা অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চার থেকে আরেকটায়। কিন্তু নেহাৎ একজন রোমাঞ্চলোভী, পরিব্রাজক সাংবাদিক, দূরের দর্শক, মানব যন্ত্রণার অচঞ্চল পর্যবেক্ষক তিনি ছিলেন না। বরং লোকের যন্ত্রণা তাঁরই বুকে বাজত। এই সমস্ত বিশৃংখলা, মালিন্য, যন্ত্রণা ও রক্তপাতে তার ন্যায়বোধ ও সৌজন্যবোধ পীড়িত হত। এ অভিশাপের মূল সন্ধানে প্রবৃত্ত হন তিনি সমূলে তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য।

তাই ভ্রমণ সেরে নিউ-ইয়র্কে ফিরলেন তিনি, বিশ্রামের জন্য নয়, নতুন কাজ ও আন্দোলনের জন্য।

মেক্সিকো থেকে ফিরে রীড ঘোষণা করেছিলেন, 'হ্যাঁ, মেক্সিকোয় হাঙ্গামা ও বিশৃংখলা চলেছে, কিন্তু তার দায়িত্ব ভূমিহীন পিয়নদের নয়, তাদের যারা সোনা ও হাতিয়ার পাঠিয়ে কলহ ওসকাচ্ছে, দায়িত্ব প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন ও বৃটিশ তেল কোম্পানিগুলোর।'

পিটার্সন থেকে রীড ফিরেছিলেন নিউ-ইয়র্কের বিরাট হল ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে 'পুঁজির সঙ্গে পিটার্সন প্রলেতারিয়েতের লড়াই' নামে এক বিরাট নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য।

কলারেডো থেকে ফিরেছিলেন লুডলোয় নির্যাতনের কাহিনী শোনাবার জন্য, যা বীভৎসতায় সাইবেরিয়ার লেনা খনিতে গুলিবর্ষণকে অংশত ম্লান করে দেয়। রীড শোনান কী ভাবে খনি শ্রমিকদের বিতাড়িত করা হয় তাদের ঘর থেকে, কী ভাবে তাঁবুতে দিন কাটায় তারা, কী ভাবে কেরোসিন ঢেলে সে সব তাঁবুতে আগুন দেওয়া হয়, পলাতক মজুরদের ওপর কী ভাবে গুলি চালায় সৈন্যেরা, কী ভাবে আগুনে পুড়ে মারা যায় কুড়ি জন নারী ও শিশু। কোটিপতিদের রাজা রকেফেলারের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এটা আপনার খনি, ওরা আপনারই ভাড়াটে গুন্ডা আর সৈন্য। আপনি খুনী!'

আর রণক্ষেত্র থেকে তিনি ফিরলেন নেহাৎ যুধ্যমান এ দল বা ও দলের নিষ্ঠুরতা নিয়ে ফাঁকা বাগাড়ম্বরের জন্য নয়, ফিরলেন খোদ যুদ্ধকেই অভিশাপ দিয়ে, অবিরাম এক পাশবিকতা হিসাবে, পরস্পর সংঘর্ষী সাম্রাজ্যবাদদের দ্বারা

সংগঠিত এক রক্তস্নান হিসাবে তাকে ধিক্কার দিয়ে। *Liberator* নামক র‍্যাডিক্যাল বিপ্লবী পত্রিকায় তিনি বিনামূল্যে তাঁর সেরা রচনা দিয়ে দিতেন। এ পত্রিকায় বেরয় তাঁর ঘৃণাভরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রবন্ধ 'Get a strait jacket for your soldier son. ফলে অন্যান্য সম্পাদকদের সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে তাঁকে নিউ-ইয়র্কের আদালতে সোপর্দ করা হয়। জুরিদের দেশপ্রেমিক মনোভাবের কাছে আবেদন করে অভিশংসক দণ্ড আদায়ের জন্য চেষ্টা করেন, এতদূরে পর্যন্ত তিনি যান যে রায়দানের গোটা সময়টা ধরে আদালতের কাছে জাতীয় সঙ্গীত বাজাবার জন্য অর্কেস্ট্রা আয়োজন করেন তিনি। কিন্তু রীড ও তাঁর সাথীরা সজোরে তাঁদের অভিমত সমর্থন করেন। রীড যখন নির্ভয়ে ঘোষণা করেন যে বিপ্লবের ঝাণ্ডা তলে সমাজ বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম করা তাঁর কর্তব্য বলে গণ্য করেন, তখন অভিশংসক তাঁকে জেরা করেন

'কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে আপনি তো আমেরিকার পতাকাতলে লড়তে রাজী থাকবেন?'

'না,' সোজা জবাব দেন রীড।

'কেন না?'

জবাবে রীড যে আবেগান্বিত বক্তৃতা দেন তাতে রণক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বীভৎসতার বর্ণনা দেন তিনি। এ বর্ণনা এতই জীবন্ত ও বলিষ্ঠ হয়েছিল যে আগে থেকেই মন স্থির করে রাখলেও কিছু কিছু পেটি বুর্জোয়া জুরি এত আলোড়িত হয়ে ওঠেন যে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না, সম্পাদকদের নির্দোষ ঘোষণা করেন তাঁরা।

আমেরিকা যখন যুদ্ধে যোগ দেয় ঠিক সেই সময়েই অস্ত্রোপচার হয় রীডের দেহে, যার ফলে একটি কিডনি তাঁর নষ্ট হয়। ডাক্তার তাঁকে সমর সেবার অনুপযুক্ত ঘোষণা করেন।

রীড ঘোষণা করেন, 'কিডনি হারিয়ে দুই দল জাতির মধ্যে যুদ্ধে নামার দায় থেকে রেহাই পেতে পারি, কিন্তু শ্রেণী-যুদ্ধে যোগ দেবার দায়িত্ব থেকে রেহাই মিলবে না।'

১৯১৭ সালের গ্রীষ্মে জন রীড তাড়াতাড়ি করে রাশিয়া যাত্রা করেন, এখানে প্রাথমিক বিপ্লবী সংঘর্ষগুলো থেকেই তিনি এক মহান শ্রেণী-যুদ্ধের আসন্নতা টের পেয়েছিলেন।

পরিস্থিতির দ্রুত বিশ্লেষণ করে উনি বুঝেছিলেন যে প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখল যুক্তিসম্মত এবং অপরিহার্য। কিন্তু তার ধীরতায় ও গড়িমসিতে ব্যাকুল হতেন তিনি। বিপ্লব এখনো শুরু হল না এই দেখে প্রতিদিন সকালে উঠতেন প্রায় একটা বিরক্তির মতোই অনুভূতি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত সঙ্কেত এল স্মোলনি থেকে, বিপ্লবী সংগ্রামে এগিয়ে গেল জনগণ। জন রীড যে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই সামনে যাবেন সে তো খুবই স্বাভাবিক। তিনি ছিলেন প্রায় সর্বত্র বিরাজমান: প্রাক পার্লামেণ্ট ভেঙে দেবার সময়, ব্যারিকেড নির্মাণের ক্ষেত্রে, আত্মগোপন থেকে লেনিন ও জিনোভিয়েভ বেরিয়ে এলে যে অভিনন্দনোচ্ছাস জাগে সেখানে, শীত প্রাসাদ পতনের মুহূর্তে...

কিন্তু সে সব কথা তো তিনি তাঁর বইয়েই বলেছেন।

মালমসলা তিনি সংগ্রহ করেন সবখান থেকে, স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়ান। 'প্রাভদা,' 'ইজ্‌ভেস্তিয়ার' সমস্ত সংখ্যা সংগ্রহ করেন তিনি, ঘোষণা, পুস্তিকা, ইশতেহার ও পোস্টার জোগাড় করেন। ইশতেহার সম্পর্কে তাঁর একটা বিশেষ আবেগ ছিল। নতুন কোনো একটা ইশতেহার দেখা দিলেই অন্য কোনোভাবে সেটা সংগ্রহ করতে না পারলে তিনি দেয়াল থেকে ছিড়ে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

এ দিনগুলোয় ইশতেহার ছাপা হত এত অসংখ্য ও এত ঘন ঘন যে সাঁটার জায়গা পাওয়া কঠিন হত। কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, মেনশেভিক, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও বলশেভিক ইশতেহার একটার ওপর আরেকটা এমন গাদা করে সাঁটা হত যে একবার রীড একটার পর একটা যোলোটা ইস্তাহারের এক গোছা খসান একই জায়গা থেকে। হুড়মুড় করে আমার ঘরে ঢুকে কাগজের প্রকান্ড তাড়াটা নেড়ে চিৎকার করলেন, 'দেখেছ তো, একটানেই সমস্ত বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লব পেয়ে গিয়েছি!'

বিভিন্ন উপায়ে এইভাবে চমৎকার মালমসলা জোগাড় করেন তিনি। এ সংগ্রহ এতই চমৎকার যে ১৯১৮ সালের পর তিনি যখন নিউ-ইয়র্ক বন্দরে ফেরেন, তখন আমেরিকার অ্যাটর্নি-জেনারেলের এজেন্টরা তা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। তবে ফের এগুলো ফিরে পাবার সৌভাগ্য হয় তাঁর, নিউ-ইয়র্কের এক ছোট্ট কুঠরিতে সেগুলো লুকিয়ে রাখেন তিনি, এবং মাথার ওপর আর পায়ের নিচুতে ধাবমান স্থলট্রেন ও ভূগর্ভট্রেনের ঘড়্‌ঘড়ানির মধ্যে নিজের টাইপরাইটারে 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বইটি শেষ করেন।

বলাই বাহুল্য বইটি প্রকাশিত হোক এটি মার্কিন ফ্যাশিস্টদের ইচ্ছা ছিল না। প্রকাশভবনের দপ্তরে তারা ছয় বার হানা দেয়, পান্ডুলিপি কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। নিজের ফটোগ্রাফে জন রীড লিখে দিয়েছিলেন·

'আমার প্রকাশক হোরাসিও লিভারাইটকে, যিনি এ বই ছাপতে গিয়ে প্রায় ধ্বংস পেতে বসেছিলেন।'

রাশিয়া বিষয়ে সত্য প্রচারের ক্ষেত্রে এই বইটিই তাঁর একমাত্র সাহিত্যকীর্তি নয়। বলাই বাহুল্য সে সত্যের জন্য কোনো আগ্রহই বুর্জোয়াদের ছিল না। রুশ বিপ্লবের প্রতি বিদ্বেষ ও আতঙ্কে বুর্জোয়ারা তাকে মিথ্যার বন্যায় ডোবাতে চায়। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে, সিনেমার পর্দায়, পত্রপত্রিকার স্তম্ভে বইতে থাকে জঘন্য কুৎসার অবিরাম স্রোত। যেসব পত্রিকা আগে রীডের কাছ থেকে প্রবন্ধ চাইত তারা এখন রীডের লেখা একটি পঙক্তিও ছাপাল না। কিন্তু রীডের মুখবন্ধের ক্ষমতা তাদের ছিল না। বড়ো বড়ো জন-সভায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন তিনি।

নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করলেন রীড। বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা *Revolutionary Age* এবং পরে *Communist*-এর সম্পাদক হন তিনি। *Liberator*-এর জন্য প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লেখেন রীড, সারা আমেরিকা ঘুরে বেড়ান তিনি, সভা সম্মেলনে যোগ দেন, চারিপাশের লোককে তিনি তথ্যে ভারাক্রান্ত করে দেন, উদ্দীপনা ও বিপ্লবী প্রেরণায় সংক্রামিত করে তোলেন সবাইকে, তারপর মার্কিন পুঁজিবাদের কেন্দ্রস্থলেই গড়ে তোলেন কমিউনিস্ট শ্রমিক পার্টি — ঠিক দশ বছর আগে যে ভাবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃৎকেন্দ্রেই গড়ে তুলেছিলেন তার সমাজতান্ত্রিক ক্লাব।

বরাবরের মতোই ভুল হয়েছিল 'প্রাজ্ঞদের'। জন রীডের র‍্যাডিক্যালিজম আর যাই হোক 'চলতি হুজুগ' মাত্র নয়। সমস্ত দিবালাণী সত্ত্বেও বিশ্বজগতের সংস্পর্শে এসেও রীডের রোগ গেল না। তাতে বরং তাঁর র‍্যাডিক্যালিজমই প্রবল ও সংহত হয়ে ওঠে। সে র‍্যাডিক্যালিজম কত গভীর ও দৃঢ় ছিল সেটার প্রমাণ বুর্জোয়ারা পেতে পারতেন নতুন কমিউনিস্ট মুখপত্র *Voice of Labour* পড়লেই যার সম্পাদক ছিলেন রীড। মার্কিন বুর্জোয়ারা টের পেল স্বদেশে তাদের এবার অবশেষে সত্যকার বিপ্লবীর উদয় হয়েছে। এখন 'বিপ্লবী' কথাটা কানে গেলেই তারা কাঁপতে থাকে! এ কথা ঠিক যে দূর অতীতে আমেরিকায় বিপ্লবীরা ছিলেন, এমনকি এখনো সেখানে 'আমেরিকান

বিপ্লবের কন্যা' ও 'আমেরিকান বিপ্লবের পুত্র' ধরনের সমিতি প্রচুর শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে থাকে। ১৭৭৬ সালের বিপ্লবের স্মৃতির প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার অর্ঘ্য এইটুকুই। কিন্তু সে বিপ্লবীরা বহুদিন পরপারে গেছেন। আর জন রীড ছিলেন জীবন্ত বিপ্লবী, অসাধারণ জীবন্ত, তিনি ছিলেন বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধাহ্বান, একটা উদ্যত চাবুক!

তাই শুধু একটা কাজই বুর্জোয়াদের বাকি ছিল — রীডকে কারারুদ্ধ করা। তাই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে — একবার নয়, দুই বার নয়, বিশ বার। ফিলাডেলফিয়ার পুলিস রীডের বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য সভাকক্ষ আটকে রাখে। কিন্তু প্যাকিং বাক্সের ওপর উঠে দাঁড়ান রীড এবং এই মঞ্চ থেকেই রাস্তা বোঝাই বিরাট জনতার কাছে বক্তৃতা দেন। এ সভা এতই সফল হয় এবং তার ভেতরে দরদীর সংখ্যা ছিল এতই বেশি যে রীডকে যখন 'শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের জন্য' গ্রেপ্তার করা হয়, জুরিদের কাছ থেকে দণ্ড আদায় করা অসম্ভব হয়। জন রীডকে অন্তত একবারের জন্যও গ্রেপ্তার না করতে পারলে কোনো আমেরিকান শহরের শান্তি হত না। কিন্তু প্রত্যেক বারই রীড জামীনে মুক্তি নিয়ে অথবা মামলা পেছিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নতুন আরেকটা কোনো লড়াইয়ে নেমেছেন।

নিজেদের সমস্ত দুর্ভাগ্য ও অসাফল্য রুশ বিপ্লবের ঘাড়ে চাপানো পশ্চিমী বুর্জোয়াদের অভ্যেস। এ বিপ্লবের অতি বিশ্রী একটা অপরাধ এই যে গুণবান এই নবীন আমেরিকানকে তা বিপ্লবের এক বহ্নিমান ক্ষেপায় পরিণত করেছে। বুর্জোয়ারা তাই ভাবে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়।

জন রীডকে বিপ্লবী বানিয়েছে রাশিয়া নয়। জন্ম থেকেই শিরায় তাঁর বিপ্লবী আমেরিকান রক্ত। হ্যাঁ, আমেরিকানরা সর্বদাই মেদপুষ্ট আত্মতৃপ্ত প্রতিক্রিয়াশীল জাতি হিসাবে চিত্রিত হলেও শিরায় তাদের বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ বইছে। স্মরণ করুন অতীতের মহা বিদ্রোহীদের — টমাস পেইন, ওয়াল্ট হুইটম্যান, জন ব্রাউন আর পার্সনস। স্মরণ করুন জন রীডের বর্তমান কমরেড সহকর্মীদের — বিল হেউড, রবার্ট মাইনর, রুটেনবের্গ আর ফস্টার। স্মরণ করুন হোমস্টেড, পুলমান আর লরেন্সে রক্তাক্ত শিল্প সংঘর্ষ আর বিশ্ব শিল্প শ্রমিকদের (I. W. W.) সংগ্রাম। এই সব নেতা ও এই জনগণ, সবাই এরা বিশুদ্ধ মার্কিন। এবং এটা এখন খুব প্রত্যক্ষ না হয়ে উঠলেও মার্কিন রক্তে আছে বিদ্রোহের গাঢ় রস।

সুতরাং জন রীডকে বিপ্লবী বানিয়েছে রাশিয়া এ কথা বলা চলে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তার সর্বাত্তনিষ্ঠ বিপ্লবীতে তাঁকে পরিণত করেছে রাশিয়াই। এই হল তার মহা অবদান। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের বইয়ে টেবল ভরে তোলার বাসনা তাঁর রাশিয়াই জাগিয়েছে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ও ঘটনাধারার উপলব্ধি দিয়েছে তাঁকে। তাঁর কিছুটা অস্পষ্ট মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে রাশিয়া বদলে দিয়েছে অর্থনীতির স্থূল রূঢ় তথ্যে। রাশিয়া তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের আচার্য হতে এবং নিজের প্রত্যয়ের পেছনে যে বৈজ্ঞানিক বনিয়াদ তিনি পেতেছেন মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের পেছনেও সেই বনিয়াদ জোগাতে।

'কিন্তু ক্ষমতা তোর রাজনীতিতে নয়, রীড!' রীডকে বলতেন রীডের বন্ধুরা, 'তুই প্রচারক নস, শিল্পী। তোর প্রতিভা দেওয়া দরকার সাহিত্যিক সৃষ্টিকাজে!' এ কথার সত্য রীড প্রায়ই অনুভব করেছেন, কেননা মাথায় তাঁর ক্রমাগতই নতুন নতুন কবিতা, উপন্যাস, নাটকের জন্ম হত, কেবলি প্রকাশ খুঁজত তারা, সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে চাইত। বন্ধুরা যখন পেড়াপীড়ি করত বিপ্লবী প্রচার সরিয়ে রেখে তাঁর বসা উচিত লেখার টেবিলে, তখন জন রীড হেসে বলতেন, 'বেশ তাই করব।'

কিন্তু মুহূর্তের জন্যও নিজের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ তিনি থামান নি। সেটা তাঁর পক্ষে অসাধ্য! রুশ বিপ্লব তাঁকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে। রুশ বিপ্লব তাঁকে নিজের অনুগামী করে নেয়, কমিউনিজমের কঠোর শৃঙ্খলায় তাঁর নৈরাজ্যবাদী অস্থির মেজাজকে শাসিত করতে বাধ্য করে। জ্বলন্ত এক মশাল হাতে ঈশ্বরের দূতের মতো আমেরিকার শহরে তাঁকে পাঠায় তা; ১৯১৯ সালে ফের মস্কোয় তাঁকে ডেকে আনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই কমিউনিস্ট পার্টি মেলাবার জন্য কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাজে।

বৈপ্লবিক তত্ত্বের নতুন জ্ঞানে সজ্জিত হয়ে তিনি ছদ্মবেশে ফের নিউ-ইয়র্ক যাত্রা করেন। একজন নাবিক তাঁকে ধরিয়ে দেয়, জাহাজ থেকে নামিয়ে তাঁকে পাঠানো হয় ফিনল্যান্ডের নিঃসঙ্গ কারাকক্ষে। সেখান থেকে পুনরায় তিনি রাশিয়ায় ফেরেন, 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন, নতুন বইয়ের জন্য মালমসলা জোগাড় করেন, বাকুতে প্রাচ্য জাতির কংগ্রেসে প্রতিনিধি হন। টাইফাস রোগে আক্রান্ত হন তিনি (সংক্রমণ ঘটে সম্ভবত ককেশাসেই), কর্ম ভারে স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ায় ব্যাধি জয় করতে তিনি

আর পারেন নি, ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর রবিবারে প্রাণত্যাগ করেন তিনি।

জন রীডের মতো আরো অনেক যোদ্ধাই ছিলেন যাঁরা ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিবিপ্লবী ফ্রন্টের বিরুদ্ধে তেমনি অকুতোভয়েই লড়েছেন যেভাবে লাল ফৌজ লড়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। অনেকে প্রাণ দিয়েছেন দাঙ্গায়, অনেকে চিরকালের মতো নীরব হয়ে গেছেন কারাগারে। কেউ মারা গেছেন ফ্রান্সে ফেরার পথে শ্বেত সাগরের ঝড়ে। কেউ প্রাণ দিয়েছেন সান-ফ্রান্সিসকোয় বিমান থেকে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইশতেহার ছড়াবার সময় পড়ে গিয়ে চূর্ণ হয়ে। বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ যত নিষ্ঠুরই লাগুক এই যোদ্ধারা না থাকলে তা হয়ে উঠত আরো হিংস্র। প্রতিবিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য তাঁরাও কিছু একটা করেছেন। রুশ বিপ্লবকে শুধু রুশী, ইউক্রেনীয়, তাতার ও ককেশীয়রাই সাহায্য করে নি, ন্যূনতর মাত্রায় হলেও সাহায্য করেছে ফরাসীরা, জার্মানরা, ইংরেজরা, আমেরিকানরাও। এই 'অরুশ মূর্তিদের' মধ্যে জন রীডের মূর্তি সামনের সারিতে, কেননা ইনি ছিলেন অসাধারণ এক গুণী, যিনি ধরাশায়ী হন তাঁর শক্তির পূর্ণ প্রস্ফুরণের সময়েই ...

যখন হেলসিংফোর্স ও রেভেল থেকে জন রীডের মৃত্যুর খবর পাই তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ওটা মিথ্যা তৈরির প্রতিবিপ্লবী কারখানার দৈনন্দিন মিথ্যার একটি। কিন্তু লুইজ ব্রায়াণ্ট যখন খবরটা সমর্থন করলেন, তখন যত দুঃসহই লাগুক তা খন্ডনের আশা ছাড়তে হল।

জন রীড যদিও মারা গেছেন ফেরারী হিসাবে এবং সে সময় তাঁর ওপর ঝুলছিল পাঁচ বছরের কারাদন্ড, তাহলেও এমনকি বুর্জোয়া সংবাদপত্রেও শিল্পী ও ব্যক্তি হিসাবে তাঁর গুণগান বাদ যায় নি। বুর্জোয়াদের প্রাণ ঠান্ডা হল: জন রীড আর নেই, যিনি তাদের মিথ্যা ও ভন্ডামির মুখোশ খসাতে পারতেন অমন মোক্ষম, অমন নির্মম কষাঘাত করতেন তাঁর লেখনী দিয়ে!

আমেরিকার র‍্যাডিক্যাল জগতের যে ক্ষতি হল তা পূরণ হবার নয়। আমেরিকার বাইরে যে কমরেডরা থাকেন, তাঁদের পক্ষে এই ক্ষতিবোধ পরিমাপ করা কঠিন। বলাই বাহুল্য যে রুশীরা ভাবে লোকে নিজের বিশ্বাসের জন্য মরবে এইটেই স্বাভাবিক। সেদিক থেকে ব্যাকুলতায় কোনো যুক্তি

নেই। এখানে সোভিয়েত রাশিয়াতে হাজারে হাজারে লোক মরেছে সমাজতন্ত্রের জন্য। কিন্তু আমেরিকায় এমন আত্মোৎসর্গ তুলনায় অনেক কম বলা যেতে পারে। জন রীড হলেন আমেরিকায় কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রথম শহীদ, ভবিষ্যতের হাজার হাজার শহীদের পূর্বসূরী। সুদূরের অবরুদ্ধ রাশিয়ায় উল্কার মতো তাঁর জীবনের আকস্মিক সমাপ্তি মার্কিন কমিউনিস্টদের পক্ষে এক ভয়ঙ্কর আঘাত।

তাঁর পুরনো বন্ধু ও কমরেডদের শুধু একটা সান্ত্বনা থেকে গেছে: সেটা এই যে জন রীড শুয়ে আছেন বিশ্বের সেই একটি মাত্র জায়গায় যেখানে শোবার ইচ্ছে ছিল তাঁর -- ক্রেমলিনের দেয়ালের কাছে।

এইখানে তাঁর সমাধির ওপর স্থাপিত হয়েছে ঠিক তাঁর চরিত্রোপযোগী এক অমসৃণ গ্র্যানাইট স্মৃতি ফলক। তাতে খোদাই করা আছে

জন রীড, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি, ১৯২০।'